Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
3/254

শ্রীশ্রী ধনঞ্জয় দাস

উপদেশামৃত

LIBRARY 3/254
No.
BANARAS

শ্রীললিতকুমার বসু

সঙ্কলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

3/254 Bhadaini, Varanasi-1

No [illegible]

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

LIBRARY

No. [illegible] 3/254

Sh[illegible] [illegible]mayee Ashram

BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস উপদেশামৃত

ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত

শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা

কর্ত্তৃক শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তগণের প্রশ্নাবলীর উত্তরে প্রদত্ত উপদেশ—
লিখিতরূপে ও কথা-প্রসঙ্গে প্রদত্ত বা টেপ রেকর্ডিং যন্ত্রে গৃহিত
(যাহার শ্রুতিলিপি করা হইয়াছিল)

শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য
শ্রীললিতকুমার বসু
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

মূল্য—৫৲ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক : শ্রীললিতকুমার বসু
৮৬ডি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড়, কলিকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান—

১। কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পোঃ সুখচর, জিঃ ২৪ পরগণা।

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬।

৩। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

প্রথম সংস্করণ, ইং ১৯৬৯

মুদ্রাকর : শ্রীপরিমল বসু
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 3/254

PRESENTED

ওঁ শ্রীশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

উৎসর্গ পত্র

পরম দয়াল ও করুণাময় পরমারাধ্য
শ্রীগুরুদেবের অপ্রমেয় করুণার
মন্দাকিনী ধারা
নিয়ত উৎসারিত হইতেছে—তাঁহার
শিষ্যশিষ্যাভক্তগণকে সাক্ষাৎভাবে এবং পত্রোত্তর ও
প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে প্রদত্ত উপদেশাবলীতে। শ্রীগুরুর
কল্যাণ-করুণাধারায় প্রতি মুহূর্ত্তে স্নাত ও স্নিগ্ধ হইয়াও
শ্রীগুরুবাক্য নিজের জীবনে বিন্দুমাত্র প্রতিফলিত করিতে পারি
নাই। তাই প্রশ্নোত্তরে তাঁহার মহান্ উপদেশাবলী সঙ্কলন করিয়া
"শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস উপদেশামৃত" নামে প্রকাশনের প্রাক্কালে এই সঙ্কলন
তাঁহারই শ্রীচরণকমলে ভক্তির সহিত উৎসর্গ করিলাম। হয়ত ইহা
গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা, কিন্তু শ্রীগুরু যিনি তাঁহার জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়
চক্ষু উন্মীলিত করিয়া হৃদয়ের জন্মজন্মান্তরের অন্ধকার দূর
করিতেছেন, তাঁহার আরতি করিব কোন্ দীপ
দ্বারা? উপদেশামৃতরূপ অমৃতের যিনি
স্রষ্টা, এ অমৃতভাণ্ডার তাই তাঁহাকেই
উৎসর্গ করিলাম।

প্রণত
শ্রীললিতকুমার বসু

LIBRARY
No. 3/254
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

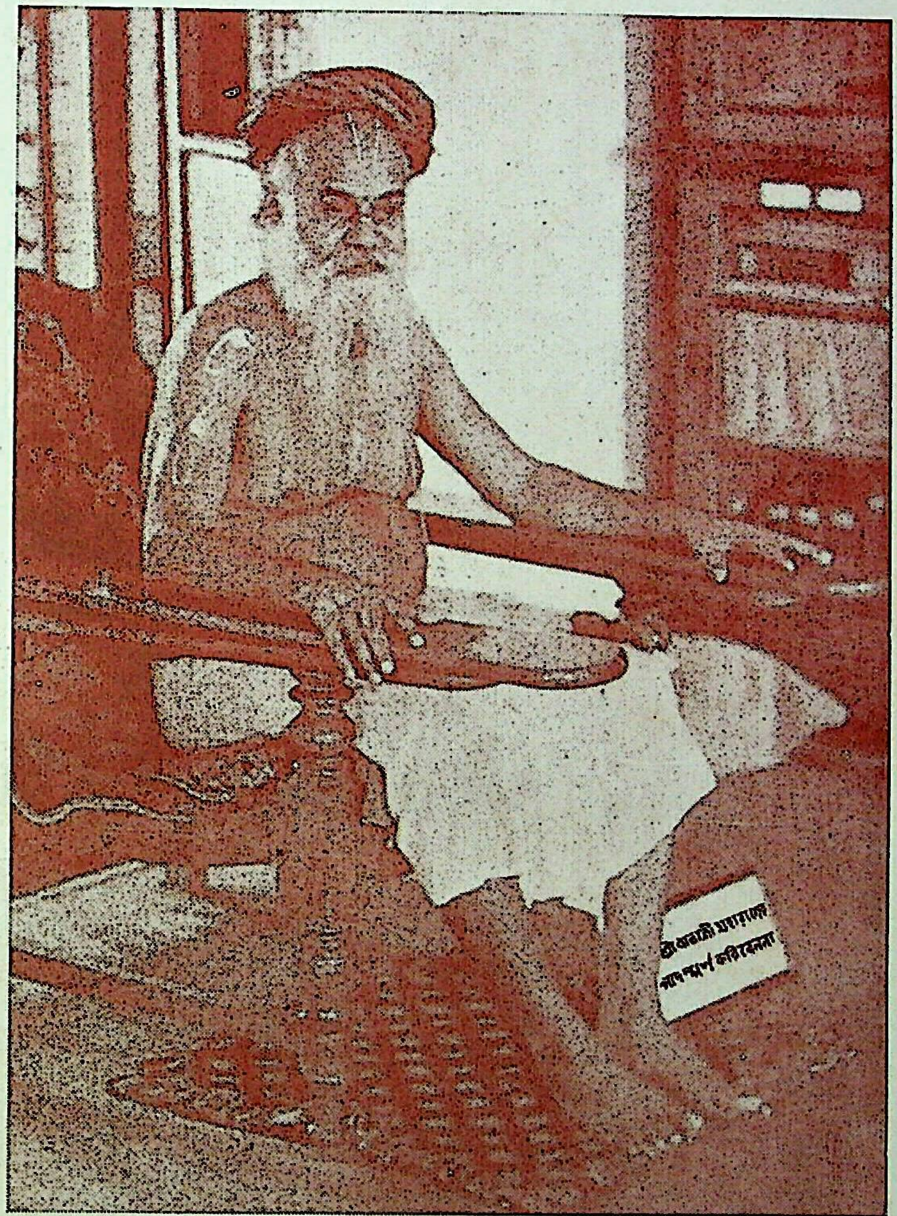

চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত ও ব্রজবিদেহী মহন্ত

শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/254
2/৫৪৪
1/৫৫০

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

প্রকাশকের নিবেদন

"ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥"

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ"—সেইরূপ আমার মন যখন আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব প্রণীত গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে ধাবিত হইতেছিল, তখন সেই সকল গ্রন্থে তাঁহার অমৃতময়ী বাণীরূপ মধুতে লুব্ধ হইয়া আমার মনে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল যে, ইহার ভিতর হইতে কিছু কিছু মধু সংগ্রহ করিয়া রাখি, যাহাতে ঐ মধু আমার জীবন-পথের পাথেয় হইয়া থাকিতে পারে। অতঃপর মধু সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিলাম। মধুসংগ্রহে ভ্রমর পুষ্প নির্ব্বাচন করিয়া লয় কিনা আমার জানা নাই কিন্তু আমি পুষ্প মনোনয়ন করিলাম শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ তাঁহার মৌনব্রত অবলম্বনকালে ও তৎপর প্রশ্নাবলীর উত্তরে ও অন্যান্য নানাভাবে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (লিখিতরূপে, কথাপ্রসঙ্গে কিংবা 'টেপ' এর মাধ্যমে), সেই সকল প্রশ্নোপদেশ, যাহার ভিতর অধিকাংশই ধারাবাহিক ভাবে 'বাসুদেব' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনুলিপির কার্য্য সমাপ্ত হইলে আমার মনে হইল—প্রশ্ন সকল বিভিন্ন বিষয়ের অতএব পাঠোপযোগী করিবার জন্য সুষ্ঠুভাবে একটি সূচীপত্র প্রস্তুত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিলে, সঙ্কলনটি যে উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হইবে কিন্তু এই কার্য্য আমার পক্ষে দুরূহ। এই সময়ে আমাদের পরম পূজনীয়া পিসীমা শ্রীগঙ্গাদেবী আমার এই সঙ্কলনটি দেখিয়া ও সূচীপত্র প্রণয়ন বিষয়ে আমার স্পৃহা জানিয়া প্রশ্নোপদেশ সকল বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করিয়া একটি বিষয়-সূচী করিতে উপদেশ করেন এবং ঐসকল শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে দেখাইতেও নির্দ্দেশ দেন। তাঁহার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তদনুযায়ী সূচীপত্র প্রণয়ন কার্য্যে ব্রতী হইয়া উহা সমাপ্ত করিলাম। তৎপর সম্পূর্ণ সঙ্কলনটি শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দেখাইলে তিনি কিছু কিছু সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুদেব যখন এই সঙ্কলনটি আমাকে প্রত্যার্পণ করেন, সেই সময়ে আমার কয়েকজন সহৃদয় গুরুভ্রাতা তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সঙ্কলনটি দেখিয়া, উহা পাঠ করিলে সকলের উপকার হইবে এই বিবেচনা করায়, ইহাই স্থির হয় যে, ঐ সঙ্কলনই পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইবে। যে মধু আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম আমার জীবন-পথের পাথেয় রূপে, আমার পরম সৌভাগ্য যে, উহাই এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে বিতরিত হইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, শ্রীগুরুরই অসীম কৃপায় এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে—আমার অজ্ঞাতবাসে—সকল কার্য্যের প্রারম্ভ ও পরিশেষ হইয়াছে। "হে, গুরু, কল্পতরু সকলই সম্ভবে তোমারই নামে!"—পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে।

এই সঙ্কলন "শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস-উপদেশামৃত" নামে প্রকাশ করা হইল এবং পাঠোপযোগী করিবার জন্য যে বিষয়-সূচী সংলগ্ন করা হইল তাহা সুষ্ঠুভাবে না হইতে পারে এবং ভুল ত্রুটিও থাকিবার খুবই সম্ভাবনা। তাহার প্রধান কারণ—প্রশ্ন নানারূপে করা হইয়াছে—বা কোন এক প্রশ্নের উত্তরদান সময়েও মধ্যে মধ্যে পুনঃ প্রশ্ন করা হইয়াছে, যাহার জন্য কোন এক মূল প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে অন্য প্রশ্নের উত্তর থাকিয়া যাইতে পারে। ফুট্‌নোটে প্রয়োজন অনুযায়ী বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞ ও ঈশ্বর প্রণিধানকারী মহাপুরুষগণের বাণী ও উপদেশাবলীর একটি সামগ্রিক মূল্য আছে যাহা কেবল যে সর্ব্বকালে প্রযোজ্য তাহা নয়, উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক-ভগবদ্‌ভক্ত মাত্রেই প্রযোজ্য। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত ও বর্ত্তমানে সঙ্কলিত এই প্রশ্নোত্তর ও উপদেশাবলী পাঠ করিলে তাহাদের সামগ্রিক আবেদন সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বস্তুতঃ এই উপদেশাবলী সকল সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত চিরন্তন ও পরম কল্যাণপ্রদ। এইরূপ এক উপদেশাবলী সঙ্কলনের আশাতীতরূপে সুযোগ পাওয়ায় আমি নিজকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি। শাস্ত্রবিধিস্বরূপ উপদেশ সংসার তপ্ত জীবের উদ্ধারের একমাত্র ভেলা এবং ইহার পাঠ ও অনুশীলন সাধুসঙ্গ তুল্য। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক যথার্থ শান্তিলাভ করিতে পারিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

প্রসঙ্গতঃ আমি ভক্তগণের বিশেষ করিয়া আমার গুরুভ্রাতা-ভগিনীগণের ৪র্থ অধ্যায়ে ৮০, ৮১, ৮২ এবং ৯ম অধ্যায়ে ৩৩৬নং প্রশ্নের উত্তরের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রশ্ন কয়টির উত্তরে গুরুশিষ্যের ব্যাপক, গভীর ও অপ্রাকৃত সম্বন্ধের উপরে বহুলাংশে আলোক সম্পাত করা হইয়াছে। ঐ বিষয় কয়টি শ্রীগুরু ও তাঁহার আশ্রিতের অন্তরঙ্গ সাধন সম্বন্ধীয় কথা, গুরু-শিষ্যের আত্যন্তিক ভাবে সংযোগভিত্তিক শ্রীগুরু ও গোবিন্দের লীলাকাহিনী।

পুস্তক প্রকাশনে ইহাই আমার প্রথম প্রচেষ্টা ; সুতরাং বহু চেষ্টা করিয়াও অজ্ঞানতা বশতঃ 'প্রুফ' দেখায় ত্রুটির জন্য কোথাও কোথাও অশুদ্ধি থাকিয়া গিয়াছে—তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং পাঠের সময় সেগুলি শুদ্ধ করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রশ্নকর্ত্তার নাম প্রকাশ করিলে অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হয় নাই।

'শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস-উপদেশামৃত'র সঙ্কলন ও প্রকাশনের মূলে রহিয়াছে আমাদের পিসীমা শ্রদ্ধেয়া শ্রীগঙ্গাদেবীর উৎসাহ ও প্রেরণা। তাঁহাকে শ্রদ্ধাবনতমস্তকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। এই সঙ্কলন প্রসঙ্গে নানাপ্রকারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ডক্টর শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত ও শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র। তাঁহাদের নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম আরাধ্য শ্রীগুরুদেবকে এই পুস্তক ভক্তি ও প্রীতিসহকারে তাঁহার সেবায় উৎসর্গ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীগুরুর ইচ্ছানুসারে ব্যয়িত হইবে। সর্ব্বশেষে শ্রীগুরুচরণে অসংখ্য-প্রণাম নিবেদন করিয়া আর্ত্তি জানাইতেছি—

"মন যেন রহে তব শ্রীচরণে।
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে"॥

তারিখ, কলিকাতা
৩১শে মে, ইং ১৯৬৯
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বাং ১৩৭৬
(স্নানযাত্রা)

বিনীত
প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"

"যে যে কোন কর্ম্ম করে তাহা আনন্দ লাভেরই আশায়; পরন্তু প্রকৃত আনন্দলাভ করিয়াছেন, এমন জীব দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার কারণ এই যে, জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতঃই বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। বিষয়েরও এমন আকর্ষণী শক্তি আছে যে তাহাও স্বভাবতঃই জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করে; অজিতেন্দ্রিয়-জীব মনে করে যে, বিষয়সম্ভোগ দ্বারা যথার্থ সুখলাভ করিতে পারিবে, পরন্তু তাহাতে অধিকতর দুঃখেই পতিত হয়। যাহার পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই ঘটিতেছে এবং যাহা অনিত্য ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে আসক্ত হইলে কিরূপে সুখলাভ হইতে পারে? বিষয়ের প্রতি যত আসক্ত হওয়া যাইবে তাহার অনিবার্য্য অভাব উপস্থিত হইলে সেই পরিমাণেই দুঃখ আসিবেই; অতএব যে আনন্দ লাভের জন্য প্রাণিমাত্রই লালায়িত, দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই আনন্দ স্থায়ীভাবে কিরূপে লাভ করা যায়, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিয়া জীবমাত্রেরই তাহা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।...

...দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি প্রত্যেকটিকে ভগবদ্রূপ জানিয়া, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়বিকার বর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র মর্য্যাদা করিতে ও সকলের প্রতি প্রেমভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।...

...যে পরিমাণে ভগবদ্বুদ্ধি আসিতে থাকিবে সেই পরিমাণেই তাঁহার অপরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, লজ্জা, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি স্বতঃই বিদূরিত হইতে থাকিবে।

তাহার মনে এইরূপ বিচার আসিতে থাকিবে যে আমি কাহাকে হিংসা করিব? যাঁহার হিংসা করিব তিনি ত সাক্ষাৎ ভগবান্; অতএব তাঁহাকে কেমন করিয়া হিংসা করিতে পারি? কাহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইব? যাঁহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইব, তিনিও ত সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি আমার সমস্ত জানেন, তাঁহাকে কি গোপন করিয়া কিছু রাখা যায়? এই যে রূপ যৌবন সম্পন্না যুবতী, ইনিও সাক্ষাৎ ভগবদ্রূপা, সুতরাং কিরূপে আমি তাঁহার প্রতি কামভাবাপন্ন হইতে পারি? যিনি আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত, তিনিও সাক্ষাৎ ভগবান্, অতএব আমি তাঁহার প্রতি কিরূপে ক্রোধ করিতে পারি?...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

...অতএব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ইত্যাদি যাঁহার প্রকাশ, যাঁহাতে এই অনন্ত জীবসমন্বিত জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যিনি অন্তরে বিদ্যমান্ থাকায় সকলেই জীবিত রহিয়াছে, যিনি সকলের পালন কর্ত্তা, যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, যিনি সর্ব্বত্র ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি করুণার সাগর, ভক্তবৎসল, অচিন্ত্য, অসংখ্য গুণসাগর, এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভজন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দময় অবস্থা লাভ করা যায়।"*

---

* "শ্রীসুদর্শন"এ (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ৭—১৩, ২য় সংখ্যা পৃঃ ৬১—৬২) প্রকাশিত পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবা কর্ত্তৃক লিখিত "প্রকৃত আনন্দ লাভের উপায়" হইতে উদ্ধৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

— অধ্যায় সুচী —

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব—ইহাদের স্বরূপ ; জীব ব্রহ্মের অংশ—নিত্য, জন্মমৃত্যুরহিত, স্বরূপতঃ অণুস্বভাব, ইত্যাদি।	১—৪০
দ্বিতীয় অধ্যায়—ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ। ...	৪১—৪৫
তৃতীয় অধ্যায়—আত্মা, দেহ, প্রাণ, মন, জীবন। ...	৪৬—৫৪
চতুর্থ অধ্যায়—গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ, ইত্যাদি।	৫৫—১২৭
পঞ্চম অধ্যায়— নাম, দীক্ষা, জপ. ধ্যান, সাধন ভজন, আচার ব্যবহার ইত্যাদি।	১২৮—১৬৪
ষষ্ঠ অধ্যায়— গৃহী বা সংসারীর সাধন ভজন ও তৎসম্বন্ধীয় আচার ব্যবহার।	১৬৫—১৭৭
সপ্তম অধ্যায়—শান্তির পথ।	১৭৮—১৯০
অষ্টম অধ্যায়—মৃত্যু সম্বন্ধে।	১৯১—২০১
নবম অধ্যায়—বিবিধ প্রসঙ্গ—গুরুপূর্ণিমা, জীবকে ঈশ্বর পুণ্য ও পাপ কার্য্যে কেন নিযুক্ত করেন—অপমানাদি কেন দেন, সার-সঞ্চয়ন। ...	২০২—৩৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

— বিষয় সূচী —

প্রশ্ন সংখ্যা

প্রথম অধ্যায় 'পৃষ্ঠা

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব—ইহাদের যথার্থ স্বরূপ ; জীব ব্রহ্মের অংশ—নিত্য, জন্মমৃত্যুরহিত, স্বরূপতঃ অণুস্বভাব, ইত্যাদি। ... ... ১—৪০

১। আমরা যখন ঈশ্বরের অধীন ও তিনি যখন সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও আমিত্বভাব আসে কেন? ... ... ১—৩

২। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হয় যে ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা ; কিন্তু বলা হয় যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এই বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কি ক'রে হবে? ৩—৪

৩। পরম সাধ্য পদার্থ কি, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ না ব্রহ্ম রসাস্বাদ? ৪

৪। সূক্ষ্ম দেহ পঞ্চ ভৌতিক দেহের ক্ষুদ্র অংশ না হলে, উহা কোন উপাদানে গঠিত এবং কোনও সংস্কার বিশিষ্ট কি না? ৪—৬

৫। ভগবান্‌কে অতীন্দ্রিয় বলা হয়, অথচ তাঁর চাক্ষুষ দর্শন হয়, এরূপও মহাজনগণ বলেন—তাঁর চাক্ষুষ দর্শন সত্য সত্যই হয় কি না ; অথবা কেবল অনুভব মাত্রই হয়? ... ৬—৭

৬। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা—কল্পনা কার, শ্রীভগবানের না ঋষিদের? ... ... ৭—৮

৭। ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ তাঁর বাঞ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করেন এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতার রূপও ধারণ করেন—ভগবানের নিরপেক্ষ রূপ কি? বিশ্বরূপই সেই রূপ নাকি? অথবা তা কেমন? ... ... ৮—৯

৮। যিনি হৃদয়ে থেকে দেখেন শুনেন জানেন—তাঁকে কিভাবে শুনান সম্ভব? তিনি ত সর্ব্বজ্ঞ, তাঁকে কি আবার বলা যায়? তিনিই ত ভাব সৃষ্টি করেন, তাহলে আমাদের সদ্‌গুরু কি আমাদের দেখা দিতে আসেন নি? যথাসাধ্য ত ধর্ম্মপথে থাকতে চেষ্টা করি কিন্তু ভগবদ্বিধান খণ্ডাবে কে?... ৯—১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

৯। ব্রহ্ম কি? যদি বলি আমার তারা মা'ই ব্রহ্ম, তবে কি ভুল হবে? ১১
১০। ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে তফাৎ কি? ১১
১১। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে পরমাত্মার সংহত প্রকট কয়টি রূপ বলা হয়েছে? ... ... ১১—১২
১২। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতার এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ... ... ১২—১৩
১৩। যাঁরা অদ্বয় ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁদের ভগবানের প্রতি প্রেম হওয়া সম্ভব কি না? ... ... ১৩—১৫
১৪। ঈশ্বর তাঁর নিজের সৃষ্ট জীবকে ছলনা করেন কেন? ১৫—১৬
১৫। শ্রীহংসভগবান্, শ্রীসনকাদি ঋষিগণ দেবর্ষি নারদ প্রভৃতির যে ভক্তিমার্গের উপদেশ আছে, প্রারম্ভ অবস্থায় সেই ভক্তি কিরূপ করা কর্ত্তব্য? দ্বিতীয় প্রকার অদ্বয় অবস্থা ধারণ ক'রে ভক্তিমার্গে সাধন করা ত সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমাদের ভেদাভেদ মজ্জাগত হয়ে আছে? ... ১৬
১৬। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার স্বরূপ কি? শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্ব কি? মর্ত্ত্যলোকের ব্রজ ও বৃন্দাবনধাম কি গোলকধামের ব্রজ ও বৃন্দাবন? ... ... ১৬—২৪
১৭। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে সাধারণতঃ প্রত্যেক জীবই নিরন্তর বাঁচবার জন্য চেষ্টা করছে, তা' কোন্ বস্তু বা অবস্থা লাভের জন্য? ইহা প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সচেতন বা অচেতন অবস্থায় কি যেন এক অজ্ঞাত অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করছে—তা কি? ... ... ২৫—২৬
১৮। জীবের নিজের কোনও কর্ম্ম আছে কি? ... ২৬
১৯। 'আমি' বলতে চিৎস্বরূপ শাশ্বত আনন্দকে বুঝায়, ইহাই কি জীবসত্তা? ২৬
২০। জীব কি সর্ব্বতোভাবেই ঈশ্বরাধীন অথবা জীবের কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য আছে? গীতোক্ত "যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

ত্যাগ বা উল্লঙ্ঘন ক'রে নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে" বাক্যে জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকাই সূচিত হয়, অথচ জীব ঈশ্বরাধীন, জীব নিয়ম্য—ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। এই বিরোধের পরিহার কিরূপে হতে পারে? ... ... ২৬—৩৩

২১। সকল জীবই ত ভগবানের অংশ ও সকলকে ভগবান্ ভালবাসেন। তবে পৃথিবীতে এরূপ কেন হয় যে এক জীব অপর জীবকে খায়? ... ... ৩৩—৩৪

২২। জীব যে সম্পূর্ণরূপে ভগবদধীন এবং পরমাত্মা যে সর্ব্বময় ও সর্ব্বকর্ত্তা হয়েও সর্ব্বাতীত ও নির্লিপ্ত—ইহা কিরূপে বোধগম্য হতে পারে? ... ... ৩৪—৩৬

২৩। "উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ"—যিনি উপদ্রষ্টা তিনিই আবার ভর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি। এই বিষয়টা কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দিন। ... ... ৩৬—৩৭

২৪। পৃথিবী নানা ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ—নানা রূপে, গন্ধে, বর্ণে তাঁর প্রকাশ। এই সমস্ত বস্তুর স্বরূপ হচ্ছে পার্থিব। এই সবের স্বরূপ ভুলে গিয়ে এই সব বস্তুর মিশ্রিত রূপকে অত্যন্ত সত্য ও আনন্দময় বলে অনুভব করি। এদের প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বদা হৃদয়ে অনুভব ক'রে এদের মিশ্রিত রূপ থেকে মনকে সরিয়ে রাখার উপায় কি? ... ... ৩৭—৩৯

২৫। স্থূল হতে সূক্ষ্ম চৈতন্য মনকে স্থাপিত করলে তবেই কি পরম শান্তি লাভ করা যায়? ৩৯—৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ। ৪১—৪৫

২৬। দ্বৈত ও অদ্বৈত কি এবং উভয়ে প্রভেদ কি? ব্রহ্মজ্ঞান কি ক'রে হবে? ৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

২৭। জীব ও ভগবান্ অভেদ কি না? জড় ও চেতন উভয়েই ভগবানের অংশ কি না? ৪১

২৮। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও সর্ব্বজ্ঞ—ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; তা'হলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞত্ব কি একই প্রকারের অথবা কিছু ভেদ আছে? ... ৪১—৪২

২৯। 'ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞ-জীবের অভেদ উপদিষ্ট হওয়ায় সর্ব্ববিষয়ে অভেদ থাকা বুঝায়; সুতরাং ঈশ্বর সর্ব্বকালে সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞাতা, জীব ক্রমশঃ তাঁর ইচ্ছামাত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞাতা, এইরূপ ভেদ বলা যায় কি? ... ... ৪২—৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মা, দেহ, প্রাণ, মন, জীবন। ৪৬—৫৪

৩০। প্রাণ কি? জীবন মানে কি? ৪৬

৩১। এই দেহের মধ্যে আত্মা আছেন তা কি ক'রে বুঝা যায়? এতে ত শূন্যবাদ এসে যায়—তা কল্পনা করাই বা যায় কিরূপে? ... ... ৪৬—৪৯

৩২। মন যদি ভোগাসক্তিশূন্য না হয়, আত্মাগত না হয়, তবে দেহমনের তৃষ্ণা মিটিয়ে তাকে প্রকাশিত করলে আত্মা কি কলুষিত হয়? ৪৯

৩৩। মানুষের মন কি? ৪৯

৩৪। মন কেন সর্ব্বদা চঞ্চল? মন শান্ত ও সংযত করবার উপায় কি? ... ... ৪৯—৫০

৩৫। মনস্থির করবার উপায় কি? কোনও যোগাসনে বসে কি মন স্থির করা যায়? ... ... ৫০—৫১

৩৬। জপ করতে বসলে মনে অন্যবিধ চিন্তা আসে। স্থিরভাবে ভগবানে মন নিবিষ্ট করার উপায় কি? ... ৫১—৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

৩৭। যেখানে আত্মার স্থিতি, সেই হৃদয় বলতে কোন্ স্থানকে বুঝায়? কুণ্ডলিনী শক্তি কোন্ চক্র ভেদ করলে ব্রহ্মদর্শনরূপ চতুর্থভূমি ও অখণ্ড সন্তোষ লাভ হয়? ... ৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরুশিষ্য সম্বন্ধ, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ ইত্যাদি। ... ... ৫৫—১২৭

৩৮। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু কে, তা বুঝতে পারা যাবে কেমন ক'রে? ৫৫

৩৯। কে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পরম্পরাগত পুরুষ এবং তিনি ভগবৎপ্রত্যক্ষ লাভ করেছেন কি না তা কিরূপে বুঝা যাবে? ... ৫৫—৫৮

৪০। গুরুকে দর্শন ভগবদ্দর্শন কি না? ... ... ৫৮—৫৯

৪১। গুরু কি জীবাত্মা? ৫৯

৪২। সদ্‌গুরুলাভ সম্ভব কি ক'রে হয়? সদ্‌গুরুর প্রমাণ পাব কি ক'রে? ... ... ৫৯—৬০

৪৩। গুরু কোন্ স্তরে আছেন তা কি শিষ্য জানতে পারে? কোন্ গুরুর দীক্ষা দেওয়ার অধিকার আছে? ... ৬০—৬১

৪৪। কি ভাবে সর্ব্বদা গুরুর নিকট থাকা যায়? ... ৬১

৪৫। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হলে তিন জন্মের মধ্যেই মুক্তি হয়, এইরূপ শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ যে বলেছেন, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি? নাম গ্রহণেও তিন জন্মে মুক্তি হয় কি? ৬১—৬৩

৪৬। শিষ্য গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐভাবে কৃতকৃত্য হয়ে গেলে তার পরও কেন তার সুখ-দুঃখ ভোগ হয়ে থাকে? ... ... ৬৩—৬৪

৪৭। গুরুর মূর্ত্তির ধ্যান সব সময় আসে কিন্তু রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির ধ্যান সব সময় আসে না—তাতে কোন অপরাধ হয় কি? রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির ধ্যান না হলে মনটা চঞ্চল হয়, মনের সেই চাঞ্চল্যই বা কিভাবে দূর হতে পারে? ... ৬৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

৪৮। এই জন্মে যিনি শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুরূপে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করেছেন, পরবর্তী জন্মকালেও কি তিনি পুনরায় শ্রীশ্রীসদ্‌-গুরুরূপে আশ্রয় দান করবেন? এই জন্মে সদ্‌গুরু কৃপালাভ ক'রে অন্যায় বা দুষ্কার্য্য ক'রে গেলে পরজন্মে কি কৃপালাভ হতে বঞ্চিত হতে হয়? ৬৫

৪৯। দেহান্তকালে যেন ভগবদ্‌স্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ করি, ইহাই ঐকান্তিক বাসনা। কিন্তু জীবিতকালে যদি নির্দ্দিষ্টরূপে এবং গুরুপদিষ্টরূপে ভজন করা সম্পূর্ণ না ঘটে, তা'হলে কি ইচ্ছা পূর্ণ হবে না? ... ... ৬৫—৬৬

৫০। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুলাভের পর শিষ্যের দ্বারা যে কাজ সাধিত হয় সেই কাজের নূতন কোন কর্ম্মফল সৃষ্ট হয় কি না? ৬৬

৫১। আজকাল দেখা যায় যে কেও শিষ্য হতে আসলেই তাকে গুরু শিষ্য ক'রে নেন; তার ফলে এখন ধর্ম্মের নামে যা তা হচ্ছে; এরূপ করা কি ঠিক? ... ... ৬৬—৬৭

৫২। গুরুর নিকট কোনও মন্ত্র নিয়ে, তাঁর কথা সব পালন না ক'রে যদি সাধন করি তাহলে কি তা সফল হবে না? ৬৭—৬৮

৫৩। গুরু কোন্ কোন্ কর্ম্ম একেবারে ক্ষয় করে দেন? আর কোন্ কোন্ কর্ম্মের ফল শিষ্যকে আত্যন্তিক ভাবেই ভুগতে হয়? ৬৮

৫৪। প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মে প্রভেদ কি? ... ৬৮—৬৯

৫৫। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ কি? কিসে এই সম্বন্ধ অচলভাবে স্থায়ী হয় ও এই সম্বন্ধ ইহলোক ও পরলোকে স্থায়ী হয় কি? ৬৯—৭১

৫৬। গুরুদীক্ষার পর যদি শিষ্য অন্য কাহাকে প্রণাম (আধ্যাত্মিক) করেন তবে সেই প্রণাম অন্যের গ্রহণযোগ্য কি না এবং প্রণাম-দাতার প্রণাম দেওয়া বিধেয় কি না? (মাতা-পিতার উপর কি কর্ত্তব্য উপরোক্ত বিষয়ে?) ... ৭১

৫৭। শ্রীগুরুকৃপা লাভের বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুঃখদৈন্য সব কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা | পৃষ্ঠা

তাঁকে মনে মনে নিবেদন করলে—গুরুদেব তা শুনবেন ও প্রতিকার করবেন,—তা ঠিক কি? ... ৭১

৫৮। অত্যন্ত সদ্ভাবে জীবনযাপনকারী ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিরও গুরু-লাভ অনেক ক্ষেত্রেই হয় না—ইহার কারণ কি? ... ৭১—৭২

৫৯। যোগ্য চেলার লক্ষণ কি? সদ্গুরু চেনার কি উপায়? ৭২—৭৩

৬০। একবার গুরুকরণ ক'রে অথবা একগুরু বর্ত্তমানে পুনরায় গুরু করা যায় কি না—করলে গুরুত্যাগরূপ দোষ হয় কি না? গুরুর আচার-ব্যবহারাদি বিচার ক'রে অনেক সময় তাঁতে শ্রদ্ধা রাখা যায় না—ইহাতে কি অপরাধ হয় না? ৭৩—৭৪

৬১। অনেক সময় দেখা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্গুরুর শিষ্যও অনেক দুষ্কর্ম্ম ও অকাজ-কুকাজ ক'রে অধোগামী হতে থাকে, এমন কি অতি সাধারণ লোকের চেয়েও সে বেশী পাপ কাজ ক'রে বেড়ায়—এরূপ হয় কেন? ... ৭৪—৮০

৬২। মোক্ষ লাভের উপায় কি? ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে মোক্ষ-লাভের জন্য খুবই ব্যাকুলতা আসে অথচ দেখি কিছু হয় না, দিন দিন অধঃপতনই হচ্ছে—এই অবস্থায় কিভাবে চললে মোক্ষলাভ করা যায়? ... ... ৮০—৮১

৬৩। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক তাঁর নিজ মুখে শ্রীগুরুমহিমা বর্ণন জন্য অনুরোধ। ... ... ৮১—৮৮

৬৪। গুরুর মহিমা যা বললেন তা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—তিনি এসেছেন মনুষ্যদেহে। গুরুর এই স্বরূপ, এই মহিমা কবে শিষ্য অনুভব করতে পারে? ... ... ৮৮—৮৯

৬৫। সদ্গুরুর শিষ্য তিন জন্মে মুক্ত হবেই, এর কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি?? শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ,—কোথাও এর সমর্থন যোগ্য বাক্য আছে কি? .. ... ৮৯—৯০

৬৬। 'সাধারণতঃ' দেহান্তের সময় শ্রীশ্রীসদ্গুরুর ও শ্রীশ্রীইষ্টদেবের দর্শন হয়—এই 'সাধারণতঃ' বিশেষণটির ব্যবহারের কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা | পৃষ্ঠা

কি ? এটা কি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকালে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না ? ... ... ৯০—৯১

৬৭। শ্রীগুরুর উপদেশ—গুরুর নিকট সরল ও অকপট হতে হবে। কিন্তু সাধনার পথে অন্য সাধন সম্পদ্ আসা যে রকম ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ, সেরকম সরলতা বিশ্বাস, নিষ্ঠা, এগুলো আসাও তো ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষই বটে ? আমাদের তো শুধু চেষ্টা করে যাওয়া। সেই ক্ষেত্রে কি হবে ? ... ৯১

৬৮। সতীর পতির প্রতি যে টান, সন্তানের মায়ের প্রতি যে টান, গুরুর প্রতি সেরকম টান কি ক'রে হবে ? ... ৯১—৯২

৬৯। গুরুর দুটি সত্তা—লৌকিক সত্তা ও ভগবৎ সত্তা। আমাদের মনে কোন আর্ত্তি জাগলে ও গুরুকে নিবেদন করতে প্রাণ ব্যাকুল হলে, তিনি দেহধারী অবস্থায় কাছে না থাকলেও, তাঁকে প্রাণভরে ডেকে সেই আর্ত্তি নিবেদন করলে, তিনি যেখানেই থাকুন, তা তিনি শুনতে পান কি ? ... ৯২—৯৪

৭০। গুরু যা কল্যাণকর মনে করবেন, সেইটি তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের দেবেন, এই যদি যথার্থ হয় বা তিনি তাই করেন, তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার সার্থকতা কোথায় ? ৯৪

৭১। প্রার্থনা একেবারে না ক'রে, তাঁর যা খুশী তিনি তাই করুন, আমি তাঁরই—এই ভাব নিয়ে যদি তাঁতে আত্মসমর্পণ ক'রে বসে থাকা যায়, সেটা প্রার্থনা করার চেয়ে কি ভাল নয় ? ৯৪—৯৫

৭২। সদ্‌গুরু শরণাগত শিষ্যের কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় ক'রে মোক্ষের পথে নিয়ে যান। প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে তিনি কোন্‌টি ক্ষয় ক'রে দেন ? গুরু কি কোন রকমেই প্রারব্ধে হাত দেন না ? না কি তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে কৃপা ক'রে প্রারব্ধ খানিকটা ক্ষয় ক'রে দেন ? ... ... ৯৫—৯৭

৭৩। যদি দেহ ধারণ করলেই প্রারব্ধ ভোগ হয় তাহলে দেহ ধারণ করার পর যখন কাহারও মৃত্যু হয় এবং তারপর পুনরায় জন্ম হয়, এই মৃত্যু ও জন্মের মাঝখানে কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

প্রারব্ধ ভোগ হয় কি, না দেহ ধারণ করলেই কেবল প্রারব্ধ ভোগ হয় ? ... ... ৯৭—৯৮
৭৪। যিনি সদ্‌গুরু লাভ করেন, তাঁর কি সেরূপ ভাবে জন্ম হয়, না ক্রমশঃ ভাল জন্ম হয় ? ... ... ৯৮—৯৯
৭৫। সদ্‌গুরুর আশ্রিত শিষ্যে নূতন কর্ম্ম সঞ্চিত হয় কি ? তার ক্রিয়মান কর্ম্মটি নষ্ট হয়ে যায় কি ? ... ৯৯—১০১
৭৬। গুরুর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলে, সেই কর্ম্মের ফল শিষ্যকে ভোগ করতে হয়. কিন্তু সেইরূপ করার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তার অসামর্থ্য হেতু অথবা আলস্য হেতু গুরুর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে, তার সেই কর্ম্মের ফল শিষ্যকে ভুগতে হবে কি না ? ... ... ১০১—১০২
৭৭। শ্রীভগবানে ভক্তি কিরূপে লাভ হয় ? গুরুর উপদেশ ঠিক পালন করছি কি না, ভুল-ত্রুটি হচ্ছে কি না তা নিজে নিজে সব সময়ে বুঝা কঠিন—এই অবস্থায় তার উপায় কি ? ... ... ১০২—১০৪
৭৮। যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে না, তা'র কি গুরুর আশ্রয়-গ্রহণজনিত কোন ফল হয় না ? ১০৪
৭৯। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলেই শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু লাভ হয়ে থাকে, না অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু জীবের প্রতি অপার করুণায় স্বীয় পাদপদ্মে আশ্রয় দান করেন, তার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচার করেন না ? ১০৪
৮০। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক তাঁর নিজ মুখে তাঁর প্রথম সাধনজীবন ও অধ্যয়ন সময়ের কথা বর্ণন জন্য অনুরোধ। ১০৪—১১৯
৮১। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক তাঁর অধ্যয়নের সময় তাঁর শ্রীগুরুদেব যে একটি শালগ্রাম সেবাপূজা করার জন্য দিয়েছিলেন, সেই শালগ্রামটির সেবাপূজা তিনি কিভাবে করতেন এবং সেটির কি হল এই বিষয় বর্ণন জন্য অনুরোধ। ১১৯—১২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা | পৃষ্ঠা

৮২। শ্রীগুরুদেব মৌনাবস্থায় শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম ত্যাগ ক'রে উত্তরাখণ্ডে পৌঁছে প্রস্তাব করেন যে, তিনি তিন বৎসর নির্জ্জনে একলা থেকে কঠোর তপস্যা করবেন এবং সেই সময় কারও সঙ্গে দেখাশুনা বা চিঠির আদান-প্রদান করবেন না ইত্যাদি। যাঁরা কোন উপদেশ চাইবেন তাঁদের সঙ্গীয় সাধুদের মধ্যে কেও শ্রীগুরুদেবের কুশল সংবাদ দিবেন এবং তাঁদের তাঁর সঙ্কল্প জানিয়ে দিবেন। এই প্রস্তাবে সঙ্গীয় কোন এক সাধুর প্রশ্নে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ। ... ... ১২২—১২৭

৮৩। গুরুই শিষ্যের নিকট শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং তিনিই তার শ্রেষ্ঠ উপাস্য ;—তিনি হতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ উপাস্য আছে কি ? ১২৭

পঞ্চম অধ্যায়

নাম, দীক্ষা, জপ, ধ্যান, সাধন ভজন, আচার ব্যবহার ইত্যাদি। ... ... ১২৮—১৬৪

৮৪। লক্ষ লক্ষ জপ আর সব কাজের মধ্যে অনুক্ষণ ভগবৎ চিন্তা—এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টিতে সহজে ও শীঘ্র ভগবান্‌কে লাভ করা যায় ? ১২৮

৮৫। সাধনা কালে অনেক সময়ে চেষ্টা করেও বিশেষ কিছু হয় না। অথচ অন্য সময়ে বিনা আয়াসেই স্বতঃই এক ধ্বনি শুনা যায়, এরূপ কেন হয় ? ... ... ১২৮—১২৯

৮৬। সাধনার আকাঙ্ক্ষা জাগলে কি করা উচিত ? ... ১২৯

৮৭। ফুল ও জল দিয়ে পূজা আর জপ ধ্যান—দুইটিই আমার ভাল লাগে ;—কোন্‌টি করব ? ... ... ১২৯—১৩০

৮৮। নামীর ধ্যান না ক'রে শুধু নাম জপে কি কাজ হয় ? শুধু নাম করলেই কি নামী প্রকাশিত হন ? ... ১৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা   পৃষ্ঠা

৮৯। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রকে কি পুনরায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা জাগ্রত করবার প্রয়োজন আছে? ... ১৩০
৯০। মন্ত্র দিবার সময় শক্তি সঞ্চার কিছু বুঝতে পারি না; তাতে কোনও ক্ষতি হবে কি? ১৩১
৯১। ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়নের পর পুনরায় দীক্ষার প্রয়োজন আছে কি? ১৩১
৯২। সঙ্কল্পিত জপ কোনও দিন করতে না পারলে পরে তা করলে চলবে কি? ... ... ১৩১—১৩২
৯৩। সাধনের ফল কতদিনে লাভ হবে? (এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগদর্শনে উল্লিখিত সাধন ফলের কথার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।) ১৩২
৯৪। ভজন করবার খুবই ইচ্ছা কিন্তু অনেক সময় শরীরে অধিক ভজন সহ্য হয় না। এই অবস্থায় কি করা উচিত? ১৩২—১৩৩
৯৫। ভজনে সব সময়ে মন বসে না কেন? ... ১৩৩
৯৬। সাধন ভজনে কিসে নিষ্ঠা বাড়ে? কিসেই বা সাধনের ব্যাপারে কিছু কিছু অনুভব হতে পারে? ... ১৩৪
৯৭। প্রথম জীবনে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রে পরে কুলগুরুর দেহান্তে সাধন ভজন করতে বাসনা হলে কি প্রণালীতে সাধন ভজন করতে হয়? ... ১৩৪—১৩৫
৯৮। কিভাবে নামে রুচি হয়? ১৩৫
৯৯। গুরুদত্ত নামের সেবা ক'রে সাধনপথে চললে দীক্ষার প্রয়োজন আছে কি? ১৩৫
১০০। নাম ও দীক্ষায় প্রভেদ কি? ১৩৬
১০১। কিরূপে ভালভাবে ধ্যান করা যায়? ... ১৩৬—১৩৭
১০২। শ্বাসে প্রশ্বাসে জপের অর্থ কি? ... ১৩৭—১৩৮
১০৩। নাম জপ করলে প্রারব্ধের ভোগ দূর হয় কি না? ১৩৮
১০৪। সংসারের কর্ম্মচক্রে ঘুরতে ঘুরতে ভগবান্‌কে ডাকবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা — পৃষ্ঠা

অবকাশ পাই না। নিয়মিত ধ্যান জপ করব কখন আর তাঁর অনুভবই বা কি ক'রে হবে? ... ১৩৮—১৩৯

১০৫। জপ ধ্যানে মন স্থির করবার উপায় কি? ... ১৩৯—১৪০

১০৬। নামজপাদির জন্য আসনে বসলে, জপে মন বসে না, আসন হতে উঠে আসতে ইচ্ছা হয়—এরূপ মনে হয় কেন? এর প্রতিকারই বা কি? ... ১৪০—১৪১

১০৭। প্রণব ও বীজমন্ত্রে পার্থক্য কি? ... ১৪১—১৪২

১০৮। শাস্ত্রে যে নামাপরাধ ও সেবাপরাধের কথা বলেছেন, মন যদি সদা সেই অপরাধের ভয়ে ভীত থাকে তবে তাঁতে প্রেম বা তাঁর সেবাই বা হতে পারে কিরূপে? ১৪২

১০৯। সংসারে আসক্ত গৃহস্থ কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিলে কি কোনও ফল হয়? পরে অন্য গুরু করার প্রয়োজন হয় কি? ... ... ১৪২—১৪৩

১১০। কুলগুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে পুনর্ব্বার অপর কারো নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন করা চলে কি না? ১৪৩—১৪৪

১১১। ভগবান্‌কে জানার ও পাওয়ার ইচ্ছা থাকলে, তাঁকে সহজে পাওয়ার উপায় কি? ... ... ১৪৪—১৪৫

১১২। শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা যে বলতেন "ভজন্ কা ঘর্ বহত্ দূর্ হ্যায়…" ইত্যাদি—তার তাৎপর্য্য কি? ১৪৫—১৪৬

১১৩। গুরু কাণে মন্ত্র না দিয়ে কাগজে লিখে দিলে তা কার্য্যকরী হয় কিনা? সদ্‌গুরুর সকল শিষ্যের একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপলব্ধি হয় না কেন? ... ১৪৬—১৪৭

১১৪। অনাহত ধ্বনি কি ক'রে প্রকাশ পায় এবং সেই ধ্বনি কিরূপে শুনা যায়? ১৪৭

১১৫। মন্ত্রজপ কোন্ কোন্ সময় ও কত সংখ্যা করা প্রয়োজন? ... ... ১৪৭—১৪৮

১১৬। জপের নিয়ম কি? ১৪৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

১১৭। কাজে ব্যস্ত থেকে নাম করার সময় না পেলে—এই অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? ১৪৮

১১৮। কুলগুরুর কাছে দীক্ষা লাভের পর স্বপ্নে গুরুদেবের দর্শন ও তাঁর কাছে নাম পেলে, দীক্ষামন্ত্র ও নামের মধ্যে কোন্‌টি জপ করতে হয়? ... ... ১৪৮—১৪৯

১১৯। বাড়ীতে নানাকারণে ভজন ভাল হয় না, কোন বিশেষ স্থানে থেকে ভজন করলে ভাল ভজন হবে বলে মনে হয়—তা কি ঠিক? গুরুতে বিশ্বাস হয় না—কিরূপে বিশ্বাস হবে? ... ... ১৪৯—১৫০

১২০। আমরা সকলের দোষ দর্শনই ক'রে থাকি এবং দুঃখ, বিপদ, নিন্দা ইত্যাদি এলে বিচলিত হয়ে পড়ি, তাতে সাধনের খুবই বিঘ্ন হয়; তার প্রতিকার কি? ১৫০—১৫১

১২১। শুদ্ধা বা অবিমিশ্রা ভক্তি কা'কে বলে—তা কিরূপে লাভ হয়? জ্ঞান ব্যতিরেকে মাত্র শুদ্ধ ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা কি সম্পূর্ণ ভগবদ্‌ কৃপা লাভ করা যায়? ১৫১—১৫২

১২২। ভগবদ্‌ভজনের কোন্‌ স্তরে ঈশ্বরানুভূতি হয়? ১৫২—১৫৩

১২৩। শ্রীকৃষ্ণ কি পূর্ণব্রহ্ম? তাঁর উপাসনা করলে কি পরাগতি লাভ করা যায়? শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার উপাসনা কেন করা হয়? শুধু শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা যায় কি না? ১৫৩

১২৪। শাক্ত ও বৈষ্ণব—কোন্‌ গুরুর আশ্রয় নেব? বৈষ্ণব গুরু কি শক্তি মন্ত্র দিবেন? ১৫৪

১২৫। "নায়মাত্মা ত্বরমানেন লভ্যঃ", এইটি বুঝতে পারলেও সাধনার পথে তাঁর ছোঁওয়া অন্তরে লাগে না বলে মাঝে মাঝে ঘোর নৈরাশ্য ও হতাশায় মনে ভেঙ্গে পড়ে। এই অবস্থায় করণীয় কি? ... ... ১৫৪—১৫৫

১২৬। গুরুকরণ ভিন্ন শুধু ভজনের দ্বারা ঈশ্বর লাভ করা যায় কি না? ... ... ১৫৫—১৫৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা		পৃষ্ঠা
১২৭।	বৈষ্ণব হয়ে কি শ্রীশ্রীশিবজীর পূজা করা যায়? শিবলিঙ্গের উপর নিবেদিত প্রসাদ কি বৈষ্ণবদের গ্রহণ যোগ্য?	১৫৬
১২৮।	অসুস্থ অবস্থায় ভজনের সময় মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে বসতে না পারলে উপায় কি?	১৫৬—১৫৭
১২৯।	মা'কে ডাকা কালে মন চঞ্চল হয়ে উঠে এক রকম কুচিন্তা মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, তখন আর মাকে ডাকতে পারা যায় না। কুচিন্তা কি করে তাড়ান যাবে?	১৫৭
১৩০।	যখন মন প্রাণ দিয়ে মাকে ডাকতে থাকি তখন আপনা হতে চোখ দিয়ে জল আসে। কেন আসে? ...	১৫৭
১৩১।	সর্ব্বঘটে ভগবদ্বুদ্ধি কিভাবে স্থিতি লাভ করবে?	১৫৭
১৩২।	(১) যে অনুভূতি এক সময়ে লাভ হত বলে মনে হয়, তা বা তদপেক্ষা ভাল অনুভূতি আবার আমার লাভের সম্ভাবনা আছে কি? থাকলে কতকাল পরে? (২) কানে কানে অনেক কথা কে যেন বলে দিত—সংস্কৃত শ্লোক পর্য্যন্ত আসত; এখন আর আসে না কেন?	১৫৮
১৩৩।	শ্রাদ্ধতিথি একাদশীব্রতদিনে পড়লে বৈষ্ণবগণ সেই দিনই কি শ্রাদ্ধ করবেন? আমাদের বৈষ্ণবমতে এরূপ করা অবৈধ বলে ধারণা হয়। এ বিষয় শাস্ত্রীয় বিধান কি?	১৫৮—১৬১
১৩৪।	দীক্ষা নিলে কি কি নিয়ম পালন করতে হয়? চাকুরীতে বিদেশে কাজ নিয়ে যেতে হয়—সুতরাং দীক্ষা নিয়ে সব নিয়ম পালন না করলে চলে কি? ...	১৬১—১৬২
১৩৫।	দার্শনিকদের (বৈজ্ঞানিকদের) দৃষ্টিতে দেখলে নাম জপ বা সাধনে কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না সুতরাং নাম জপ করতেও ইচ্ছা হয় না—এই বিষয়ে উপদেশ।	১৬২—১৬৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

গৃহী বা সংসারীর সাধন ভজন ও তৎসম্বন্ধীয় আচার ব্যবহার। ... ... ১৬৫—১৭৭

১৩৬। সংসারে কিছুতেই সময় সময় মন বসাতে পারা যায় না। এ অনিত্য সংসার হতে কি করে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে? ১৬৫

১৩৭। যে টানে শ্রীগুরুলাভ বা ভগবৎ প্রাপ্তি হয়, সেই টান গৃহীর পক্ষে কি করে আসবে? সদ্‌গুরু লাভ কি প্রকারে হতে পারে? ... ... ১৬৫—১৬৭

১৩৮। সংসার ত্যাগ করতে চাই—হবে কি? ... ১৬৭—১৬৮

১৩৯। সংসার-সংগ্রামে জীবন ক্ষয় হচ্ছে, উপায় কি? শেষ কর্ত্তব্য পালন হবে কি? ১৬৮

১৪০। মহানির্ব্বাণের জন্য প্রাণকে ব্রহ্মে লীন করার বাসনা থাকলে তদবস্থায় স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণাদি সংসারের কাজ না করলে কি পাপ হয় এবং পাপই বা কি? ১৬৮

১৪১। গৃহীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি? ... ১৬৮—১৬৯

১৪২। গৃহীর পক্ষে কর্ম্মে অবহেলা ক'রে ভগবানের আরাধনায় সর্ব্বদা রত থাকা সম্ভব কি না এবং নিজের আত্মার উন্নতির জন্য, যাদের দেখাশোনার ভার ভগবান্ তার উপর দিয়েছেন তাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন না ক'রে, বিশেষ ক'রে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে যাওয়াটা স্বার্থপরতার কাজ হবে কি না? ... ১৬৯—১৭০

১৪৩। গৃহীর পক্ষে কি ভাবে ভগবানের আরাধনা করা উচিত —কর্ম্ম পরিত্যাগ না ক'রে যদি ভগবৎ আরাধনা করা সম্ভব হয়, তাহলে আমাদের মতন সাধারণ শিক্ষিত লোকদের পক্ষে কি ভাবে তা সম্ভব? ... ১৭০

১৪৪। সাংসারিক ভোগ বাসনা হতে বিমুক্ত হবার উপায় কি? ১৭০—১৭১

১৪৫। কামনাকে জয় করবার উপায় কি? ... ১৭১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা		পৃষ্ঠা
১৪৬।	সংসার-কীট হবার ইচ্ছা মোটেই নেই কিন্তু পাপাচারী হওয়ায় পাপ মোচনের উপায় কি? ...	১৭১
১৪৭।	মানব মনে কামনার সঞ্চার না ক'রে নারী কি ভাবে ভক্তিভাব জাগিয়ে দিতে পারে? এমন সৌন্দর্য্য দেহে মনে সৃষ্টি করবার উপায় কি? ...	১৭১—১৭২
১৪৮।	ভাইবোন মতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য কি? ...	১৭২
১৪৯।	সংসারীর পক্ষে ভক্তিপথের সাধন অথবা প্রাণায়ামের সাধন সহজ?	১৭২
১৫০।	স্বামী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনাদির প্রতি আসক্তি কি ক'রে দূর হবে?	১৭২—১৭৩
১৫১।	কখনও কখনও মনে হয় সংসারে কেউ নেই, কারও প্রতি আপনার বোধ হয় না; কিন্তু আবার পরক্ষণেই তা নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ হয় কেন? এরূপ ভাব কি ভাল?	১৭৩
১৫২।	সংসারী গৃহস্থের পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ ও চিত্তশুদ্ধির উপায় কি? রাজর্ষি জনকের মত সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত থাকা আজকাল কি আর সম্ভব? ...	১৭৩—১৭৪
১৫৩।	সংসারে থেকে অনাসক্ত হয় থাকা যায় কি ক'রে?	১৭৪—১৭৫
১৫৪।	গৃহে থেকে আত্মীয়স্বজনদের মোহ কি ভাবে কাটান যায় ও বিষয়ের প্রতি আসক্তি চলে যায়? ...	১৭৫
১৫৫।	গৃহস্থের পক্ষে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করা সম্ভব কি? আকাশবৃত্তি অবলম্বন ক'রে যাঁরা থাকেন তাঁদের মনোবৃত্তি কিরূপ হয়?	১৭৬
১৫৬।	গৃহীদের পক্ষে সাংসারিক নানা অবস্থার জন্য অনেক সময় তিলকস্বরূপ করা সম্ভব হয় না। তিলকস্বরূপ না করেও যদি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ করা যায় তাহলে কি তার কোনও ফল লাভ হয়? ...	১৭৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা | | পৃষ্ঠা
১৫৭। সংসারে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়, সময় না পেলে কি করে নাম জপ করা যায়? ... ১৭৭

সপ্তম অধ্যায়

শান্তির পথ। ১৭৮—১৯০

১৫৮। পুত্রবিয়োগে কি ক'রে মা'র পুত্রশোক লাঘব হতে পারে এবং তিনি শান্তির পথ লাভ করতে পারেন? ১৭৮—১৮৩

১৫৯। সংসারে নানা দুঃখ ও আঘাত পেয়ে মন বড় অশান্ত হয়ে উঠে, ভগবানেও সংশয় এসে যায়, নাম করতেও ইচ্ছা হয় না—এরূপ অবস্থায় মনকে শান্ত রাখার উপায় কি? ১৮৪—১৮৭

১৬০। শান্তি লাভের পথ কি? ১৮৭

১৬১। এই পৃথিবীতে অশান্তির মধ্যে থাকতে হয়—মাঝে মাঝে অশান্তি খুব বেশীও হয়ে পড়ে—শান্তিতে বাস করার উপায় কি? ... ... ১৮৭—১৮৮

১৬২। সংসারে এত দুঃখ কেন এবং এত দুঃখ সহ্য ক'রে কি ক'রে থাকা যায়? ... ... ১৮৮—১৮৯

১৬৩। সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতি লোকের মধ্যে থাকতে হয়, কর্ত্তব্যপালনে অনেক সময় গালাগালি খেতে হয়, এই অবস্থায় কি ভাবে কর্ত্তব্যপালন করা যায়? শান্তিই বা কিরূপে পাওয়া যায়? ১৮৯

১৬৪। গুরু দেহ রাখলে শিষ্য তাঁর প্রতি কি ভাব রাখলে শান্তি পাবে? সংসারে দুঃখ বিপদাদি সর্ব্বদা এসে থাকে—সেই অবস্থায় শান্তিলাভ কি সম্ভব? ... ১৮৯—১৯০

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যু সম্বন্ধে। ১৯১—২০১

১৬৫। মৃত্যু আনন্দের না ভয়ের? ১৯১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

১৬৬। সাধারণ মানুষের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কিরূপ অবস্থা হয়? ... ... ১৯১—১৯২

১৬৭। মৃত্যুর পর এক বৎসর আত্মা কোথায় থাকে? ১৯২—১৯৩

১৬৮। মৃত্যুর পরও কি জীবের কোনও রকম দেহ থাকে? ১৯৩—১৯৪

১৬৯। লোকের মৃত্যুর পর জীবাত্মার গতি কি ভাবে হয় এবং কিরূপে অবস্থান করে এবং ক্রমে কি অবস্থায় পৌছে? ১৯৪—১৯৬

১৭০। মৃত ব্যক্তির সন্তান বা আত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাতে মৃত ব্যক্তির কি শুভফল হয়? শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার দ্বারা মৃতব্যক্তির কোনও উপকার হয় কি? ... ... ১৯৬—১৯৭

১৭১। প্রতি বৎসর আমরা যে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করি তাতে সেই মৃতব্যক্তির কি ফল হয়? ... ১৯৭—১৯৮

১৭২। গয়ায় পিণ্ডদানের প্রয়োজনীয়তা কি? এতে কি মৃত আত্মার শান্তি হয়? ১৯৮

১৭৩। মৃতব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির জন্য ও সদ্গতির জন্য শ্রীবৃন্দাবনে বা নবদ্বীপে বিষ্ণুর পূজা ও ভোগ দিয়ে বৈষ্ণব-ভোজন ও সাধু-ভোজন করান হলে কি তার গয়াধামে পিণ্ডদান করবার প্রয়োজন আছে? ১৯৮—১৯৯

১৭৪। মৃতব্যক্তির মৃত্যুতিথির ভালমন্দ দিয়ে কি মৃতাত্মার শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়? ১৯৯

১৭৫। মৃত্যুর পর জীবাত্মার গতাগতি কি ভাবে হয়? তখন শ্রাদ্ধাদি করার কোন রূপ সার্থকতা আছে কি? যখন আত্মা নিত্য তখন মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করলে তার পূর্ব্বজন্মের কিছু জ্ঞান থাকে না কেন? মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ড দেওয়ার সার্থকতা কি? ১৯৯—২০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ (গুরুপূর্ণিমা, জীবকে ঈশ্বর পুণ্য ও পাপে কেন নিযুক্ত করেন—অপমানাদি কেন দেন, সার-সঞ্চয়ন)। ... ২০২—৩৪০

১৭৬। গুরুপূর্ণিমার ইতিহাস ও তাৎপর্য্য কি ? ... ২০২

১৭৭। গুরুপূর্ণিমা কেন বলা হয় ? সকল সম্প্রদায়েই নিজ নিজ গুরুকে এই দিন পূজা কেন করেন ? আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে ব্যাসের জন্ম হয়েছিল বলে ব্যাসপূর্ণিমা বলা হয় এবং ব্যাস সকলের গুরু বলে গুরুপূর্ণিমাও বলা হয় ও সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ গুরুতে ব্যাসের পূজা ক'রে থাকেন—তা কি ঠিক ? এই আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ব্যাসের জন্ম হওয়ার ও তাঁর পূজা করার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি ? ... ... ২০২—২১০

১৭৮। ঈশ্বর প্রণিধানকারী মহাপুরুষকেও শ্রীশ্রীঠাকুরজী নিন্দাপমানাদি দেন কেন ? ... ... ২১০—২১১

১৭৯। ঈশ্বর জীবকে পাপ কর্ম্ম কেন করান এবং তাকে তার ফলভোগই বা কেন করান ? এতে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা প্রমাণিত হয় না কি ? ... ... ২১১—২১২

১৮০। ভগবান্ পাপ করান কেন ? ২১২

১৮১। ভগবান্ যখন সর্ব্বকর্ত্তা, তখন মানুষকে দিয়ে তিনি খারাপ কাজ করান কেন আর মানুষই বা তার ফল ভোগ করবে কেন ? ... ... ২১৩—২১৪

১৮২। ভগবান্ আছেন বিশ্বাস করি, তাঁর ইচ্ছায়ই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চালিত হচ্ছে—যদি তাই হয় তবে পাপ ও পুণ্যের কোনও তফাৎ হতে পারে না বলে মনে করি, কারণ জীবজগতের সৃষ্টি কি তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নয় ? ২১৪

১৮৩। যখন সকলকেই চালিত করেন শ্রীভগবান্, তখন তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

একজনকে দিয়ে ডাকাতি করান আর একজন ভাল লোককে দিয়ে ভাল কাজ করান—এই তারতম্যের অর্থ কি? ... ... ২১৪—১১৬

১৮৪। তিনি কাকেও দিয়ে ভাল কাজ করাচ্ছেন, কাকেও দিয়ে মন্দ কাজ করাচ্ছেন, তার অর্থ কি তাহলে এই যে, তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন? ২১৬

১৮৫। (জীববিশেষে ভাল বা মন্দ কাজ করান) সে তো যুগযুগান্তর থেকে হয়ে আসছে? ... ২১৬

১৮৬। ঈশ্বর ত জগৎকে একেবারে ভাল ক'রে করতে পারেন—যেমন জগৎ সৎ-এরই—অসৎ লোকের এখানে স্থান নেই? ২১৬—২১৭

১৮৭। (সৎ-অসৎ) এই ভেদ হচ্ছে কেন, পৃথিবীতে সবই ত সুন্দর হতে পারে? ২১৭

১৮৮। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে আছে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ···" ইত্যাদি। তাই যদি হয় তাহলে কি আমাদের সংসারে কর্ম্ম করার কোনও প্রয়োজন নেই? ... ... ২১৭—২১৮

১৮৯। অবিদ্যা কি এবং তা নাশের উপায়ই বা কি? ২১৮

১৯০। খরিদ্দাররূপে ভগবান্ অর্থ দিচ্ছেন—এই ভাব ধারণ করবার জন্য আমি ছেলেদের এই কথা বলে থাকি—তা কি ঠিক? ... ... ২১৮—২১৯

১৯১। অর্থ উপার্জ্জনে নেমেছি, এখন কি হবে? ... ২১৯

১৯২। এখন যেমন আনন্দে রেখেছেন, সেই আনন্দ দেহ অবসান পর্য্যন্ত থাকবে কি? ... ২১৯—২২০

১৯৩। যতদিন দেহ থাকবে ততদিন এরূপ সাধন ভজন থাকবে কি? ২২০

১৯৪। গোপীগণের ভগবদ্বুদ্ধিরহিত অবস্থায় কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন এবং ঈশ্বরভাবে ভজনের মধ্যে পার্থক্য কি? ২২০—২২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

১৯৫। সাধু মহাপুরুষদের নিকট অনেক উপদেশ শুনি কিন্তু তবুও সংশয় যায় না কেন? ২২২

১৯৬। আত্মারামের দর্শন কতদিনে হবে? এই দেহে হবে কি? ... ... ২২২—২২৩

১৯৭। দেহজ্ঞান কবে যাবে? ২২৩

১৯৮। আপনি কর্ম্মযোগ ও দেহাত্মবোধের উপদেশ দিলেন—পালন করব। শাক্ত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মন পাগল হয়, মনে সাধ হয় মা'র কোলে বসে মা ও আমি কৃষ্ণদর্শন করি। দোটানা অবস্থা—কি হবে? ... ২২৪—২২৫

১৯৯। মনুষ্যদেহে সুখদুঃখের যে ভোগ হয়, সেই ভোগ কে করে—পরমাত্মা অথবা জীবাত্মা? ... ২২৫

২০০। পাপকর্ম্ম ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত করলে কি তা ক্ষয় হয়? প্রায়শ্চিত্ত কি করাই কর্ত্তব্য? সিদ্ধপুরুষ পাপকর্ম্ম করলে তাকেও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও কি পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার? ২২৫—২২৬

২০১। 'মা' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জীবের (মানবের) ষড়রিপু বশ হয়—ইহা সত্য কি? ভগবানের দর্শনের জন্য যদি প্রবল লোভ হয়—এই লোভে কি পাপ হয়? এই লোভ কিসে স্থায়ী হয়? ইহা চিরতরে বৃদ্ধি পায়, তারই বা উপায় কি? ২২৬

২০২। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? মহাজনরা গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ বলেন কেন? যদি গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে এবং যথা নিয়মের মধ্যে থেকে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, তবে লোকে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ বা ত্যাগী জীবন যাপন করে কেন? বীর্য্য ধারণ ছাড়া ভগবানের আরাধনার চেষ্টা নাকি বৃথা? এই যদি সত্য হয় তবে গৃহীদের ভগবান্ লাভের চেষ্টা কি বৃথা? ২২৬—২২৮

২০৩। লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণ উপাসনা কি এক? ... ২২৮—২২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা		পৃষ্ঠা
২০৪।	সামান্য মাত্র কুচিন্তা বা কুকথা আলোচনায় মনে ও শরীরে যে বিকার বা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তার অনেক বেশী সৎচিন্তায় বা সদালোচনায় তদ্‌বিপরীত পরিবর্ত্তন অনুভূত হয় না বলে ধারণা হয় কেন ? ...	২২৯—২৩০
২০৫।	কোনও লোককে গর্হিত কর্ম্মে লিপ্ত দেখেও কি সর্ব্বভূতে ভগবৎ বিশ্বাস রাখা সম্ভব ?	২৩০—২৩১
২০৬।	সুখদুঃখাদি ভোগ যখন আসে তখন সহ্য করতে কেন পারি না ? কেনই বা এই ভোগ আসে ? ইহা হতে অব্যাহতি পাবার কি কোনও উপায় নেই ?	২৩১—২৩২
২০৭।	সেবাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি না ? ...	২৩২
২০৮।	স্ত্রী কি পতিকে ভগবান্ জ্ঞান করবে ? পতিকে ভগবান্ জ্ঞান ক'রে স্ত্রী তাঁর সেবা করলে, স্ত্রী পতির মধ্যে ভগবানের দর্শন পেতে পারে কি ? ...	২৩২—২৩৩
২০৯।	"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই কথার তাৎপর্য্য কি ? প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে যখন ফলভোগ করতেই হয়, তখন ভগবদুপাসনার সার্থকতা কি ? সংসারী আমাদের কিরূপ উপাসনাই বা করা সম্ভব ? সর্ব্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি কি আমাদের পক্ষে সম্ভব ?	২৩৩—২৩৬
২১০।	আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ অর্থলাভের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করা কি ভাল বা উচিত ?	২৩৬—২৩৭
২১১।	ক্রোধকে জয় করবার উপায় কি ? ...	২৩৭—২৩৮
২১২।	বাহ্যিক ত্যাগের মূল্য যদি না থাকে তবে বাহ্যিক ত্যাগের প্রয়াস কেন ?	২৩৮
২১৩।	বিপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করবার উপায় কি ?	২৩৮—২৩৯
২১৪।	সংসার কেয়া হ্যায় আওর কিসকে লিয়ে হ্যায় ? সংসারকে সব্ কা ভগবদ্বুদ্ধি সে সেবা করনে কে লিয়ে কিস্ তরহ্ সে চল্‌না পড়েগা ? ...	২৩৯—২৪০
২১৫।	অর্থাভাবে খুব কষ্ট হলে, কিরূপে কষ্ট দূর হবে ?	২৪০—২৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা		পৃষ্ঠা
২১৬।	শ্রীভগবানের কৃপা কার প্রতি হয়? সকলেই কি কৃপা পেতে পারে?	২৪১—২৪২
২১৭।	আমরা ত অহরহই, কত পাপ করছি। শাস্ত্রানুযায়ী সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি না। আমাদের সেই সকল পাপ হতে কি কোনরূপেই পরিত্রাণ নেই?	২৪২
২১৮।	ভগবানের কৃপায় টাকাকড়ি বা অন্য কোন বস্তুর আমার অভাব নেই, অথচ ভিতরটা সময় সময় শূন্য বোধ হয়, যেন কিসের অতৃপ্তি ও অপূর্ণতা। এরূপ হয় কেন এবং ইহার প্রতিকার কি?	২৪২—২৪৩
২১৯।	শ্রদ্ধা কাকে বলে? শ্রদ্ধা লাভের উপায় কি? শ্রদ্ধা লাভের পর কি কি অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়?	২৪৩—২৪৪
২২০।	গীতার সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ·····" এই বাক্যে কি সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করতে ভগবান্ বলেছেন? অথবা ইহার তাৎপর্য্য অন্য প্রকার? ...	২৪৪
২২১।	ভগবানের দর্শন পাওয়ার জন্য খুবই ব্যাকুলতা আসে অথচ ভজন সাধন কিছুই করতে পারি না। এই অবস্থায় তাঁর দর্শন কি ক'রে পাব? ...	২৪৫
২২২।	প্রাক্তন কবে ক্ষয় হবে, দেহ কবে পাত হবে?	২৪৫—২৪৬
২২৩।	প্রাণশক্তির চেয়ে জীবশক্তি বড়? প্রাণশক্তির দ্বারা জীবশক্তিকে সক্রিয় ক'রে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন কি সম্ভব?	২৪৬
২২৪।	অন্তরের সঙ্গে মিলবার প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও দেহমনের প্রভাব মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না কেন? ...	২৪৬
২২৫।	দেহমনের প্রেরণা যদি থাকে কেবল ভোগের দিকে, তবে তার নিরোধের উপায় কি?	২৪৬
২২৬।	(আমি) সত্য, জ্ঞান ও আলোর ভিখারী। ইচ্ছা ছিল পিতৃগুরু হতে জীবন-পারের পাথেয় সংগ্রহ করব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা		পৃষ্ঠা
	এখন সম্মুখে সমস্যা, সাধনের উপায় কি, কে হবেন পথ প্রদর্শক ?	২৪৬—২৪৭
২২৭।	ভগবৎ চিন্তা করার সময় অতীত জীবনের কার্য্যাবলি, যা হয়ত অনেক দিনের মধ্যে কোনও সময়েই মনে আসে নি, তাও এসে পড়ে কেন ? একাগ্র মনে শুধু ত তাঁকেই ডাকবার ইচ্ছা আছে ?	২৪৭
২২৮।	ইন্দ্রিয়াদির কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করব ?	২৪৭
২২৯।	গীতায় ভগবান্ অভ্যাস দ্বারা মনকে স্থির করতে বলেছেন—আবার এও শাস্ত্রে আছে যে যা কিছু ঘট্‌ছে, সবই নির্দ্দিষ্ট আছে। এরূপ বিরুদ্ধ কথার মীমাংসা কিরূপে হতে পারে ?	২৪৭—২৪৯
২৩০।	আনন্দ কোন্ পথে অধিক লভ্য ? ...	২৪৯
২৩১।	দৈব বড় না পুরুষকার ? পুরুষকারে কিছু কি ঠেকাতে পারে ?	২৪৯
২৩২।	রিপু বশ কিসে শীঘ্র হয় ?	২৪৯
২৩৩।	অপ্রিয় সত্য বলা উচিত কি না ? ...	২৪৯
২৩৪।	দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবে চলব ? যে ভাবে চললে অশান্তি দূর হবে, তাই উপদেশ করুন। ...	২৪৯—২৫০
২৩৫।	মানুষ ক্রমোন্নতির পথে কি আবার অধঃপতিত হতে পারে ?	২৫০
২৩৬।	প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত সাধকেরও নানা বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় কেন ?	২৫০—২৫১
২৩৭।	সাধারণ সংসারী জীব যেরকম পরিবেশে থাকেন, সেই রকম পরিবেশে অবস্থান ক'রে বিষয়ে আসক্তি, বিষয়ের প্রতি মোহ কি ক'রে নষ্ট হতে পারে ? ...	২৫১—২৫২
২৩৮।	ভগবান্ প্রিয় পুত্রের (প্রশ্নকর্ত্তার) মৃত্যু কেন করালেন ?	২৫২—২৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

২৩৯। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা…"। সদ্‌গুরু যখন শিষ্যকে তাঁর চরণে আশ্রয় দেন, তখন তিনি নিজে যে ইষ্টের পথাবলম্বী, শিষ্যকেও সেই ইষ্টের ভজনা করতে নির্দ্দেশ দেন। বিভিন্নরূপেতে মাঝে মাঝে প্রবণতা আসে, তাতে আনন্দ আসে। এমত অবস্থায় সেই বিভিন্নরূপকে প্রণাম ক'রে নিজের ইষ্টের রূপেতেই ফিরে আসা, এই কি পথ? … … … ২৫৩—২৫৫

২৪০। পঞ্জিকাতে ফল যা লেখা আছে তা ঠিক কি না? রোগের সময় মনে বড় চিন্তা আসে, এর উপায় কি? ২৫৫

২৪১। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে যে নক্ষত্রের মত বা অন্য কোনও প্রকার জ্যোতিঃ দেখা যায়, তা কি? … ২৫৫

২৪২। সাধারণ লোকের পক্ষে কোনও অন্যায় না ক'রে শান্তিতে পবিত্র জীবন যাপন করলে জীবন সার্থক হয় কি না? ২৫৬

২৪৩। (আমার) গুরু দেহ রক্ষা করেছেন। আমরা শাক্ত। এখন করণীয় কি? … … ২৫৬

২৪৪। শ্রীরাধিকা বৃষভানু রাজার মেয়ে, আয়ান ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ভগবানের তাঁর সঙ্গে লীলার অর্থ কি? লোকশিক্ষার জন্য গঠিত শাস্ত্র এরূপ লীলা প্রচার করেন কেন? … … … ২৫৬—২৫৭

২৪৫। তারামন্ত্রে দীক্ষা না হলে রঘুনাথ শীলার পূজা করা যায়? ২৫৭

২৪৬। শালগ্রামের সেবা কিভাবে করা উচিত? … ২৫৭—২৫৮

২৪৭। ভগ্ন শালগ্রাম শিলায় পূজা করা সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান কি? সকাম ও নিষ্কাম পূজায় প্রভেদ কি? … ২৫৮

২৪৮। শাক্ত বংশের হলেই বা শক্তির উপাসনা যদি ভাল লাগে তাহলেই কি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে? … ২৫৮—২৫৯

২৪৯। সংসারে কোন্ পথে চলেছি তা বুঝতে না পারলে উপায় কি? … … … ২৫৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা		পৃষ্ঠা
২৫০।	মহাপুরুষ তন্দ্রায় দর্শন দিয়ে গোপালের সঙ্গ রাখা ও সর্ব্বজীবে প্রীতি উপদেশ করেছিলেন ; পরে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ ও ৺মাতৃ উপস্থিতি অনুভব এবং ঘোর সংসারী হওয়া—সবই হয়েছে। এখন কৃষ্ণ প্রীতি জাগে মনে, কৃষ্ণ গানে, হেরি কভু কৃষ্ণ, কভু মা'কে। উপায় কি ?	২৫৯—২৬০
২৫১।	শ্রীগীতোক্ত বর্ণবিভাগ কি বর্ত্তমান যুগে পালন করা সম্ভব ?	২৬০—২৬১
২৫২।	(ব্যক্তি বিশেষে) যে ভাগবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন আমরা তা শুনলে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি ?	২৬১
২৫৩।	ছেলে স্বাস্থ্যতত্ত্বের পুস্তকে germ এর বিষয় পড়বার পর germ যেন তার mania হয়ে পড়েছে—মনে হয় পাগল হয়ে যাবে কিম্বা কোনও অসুখে পড়বে। আপনার আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ প্রার্থনীয়। ...	২৬১
২৫৪।	হিন্দুজাতির মধ্যে জাতিভেদ প্রথা হিন্দুধর্ম্ম সম্মত কিনা ? বর্ত্তমান জগতে হিন্দুজাতি ধর্ম্ম হিসাবে উন্নতিলাভ করছে কি না ?	২৬১—২৬২
২৫৫।	সাধু ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ কি ? ...	২৬২
২৫৬।	কলিকালে সন্ন্যাস নিষেধ নয় কি ? ...	২৬২—২৬৩
২৫৭।	বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে রামায়েৎ, নিমায়েৎ, বিষ্ণুস্বামী ও মাধ্বাচার্য্য—এই চারি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য কি ?	২৬৩
২৫৮।	মহাপুরুষরা ত শক্তিমান্ হন—তাঁদের কাছে অনেক প্রশ্ন ক'রে ও উপদেশ শুনেও কিছু হতে দেখি না কেন ?	২৬৩—২৬৪
২৫৯।	শরীরের অবস্থা ভাল না থাকলে ও খুব কষ্ট পেলে, কোনও নিয়ম পালন করলে, অব্যাহতি পাওয়া যায় কি না ?	২৬৪—২৬৫
২৬০।	সাধারণভাবে সর্ব্বজনের উপযোগী উপদেশ কি ?	২৬৫—২৬৮
২৬১।	এই ভারতভূমি বহু মহাপুরুষের আবির্ভাবে ও পাদস্পর্শে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রতি বিভিন্নভাবে সনাতন আর্য্য	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

ধর্ম্মের বিরোধী ভাবধারা ভারতভূমিকে প্লাবিত ক'রে ফেলেছে। এই দুর্য্যোগ হতে কি আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ রক্ষা পাবেন? ... ... ২৬৮—২৭০

২৬২। ইদানীং এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মানুমোদিত আচারাদি রাষ্ট্র-নায়কগণ আইনের দ্বারা নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন — ইহার ফলে মঙ্গল হবে কি? তা যদি না হয় তাহলে সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলাদি ও আচারাদি রক্ষার কি উপায় অবলম্বন করতে হবে? ... ... ২৭০—২৭৩

২৬৩। মহাপুরুষকে কি ক'রে চেনা যায়? ... ২৭৩—২৭৪

২৬৪। যে মহাপুরুষ বহু পূর্ব্বে দেহরক্ষা করেছেন, তাঁকে দর্শন করার উপায় কি? ২৭৪

২৬৫। চাতুর্ম্মাস্য কয়টি? ২৭৪

২৬৬। চাতুর্ম্মাস্যে করণীয় কি? ২৭৪

২৬৭। সাধু হওয়া কি বিশেষ প্রয়োজন? ... ২৭৫—২৭৬

২৬৮। "দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী" (পূর্ব্বভাগ) গ্রন্থের ৯৬-১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত দেবর্ষি নারদের বিশ্বরূপদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন—এই দুয়ের সমন্বয় কি? ... ২৭৭—২৭৯

২৬৯। কালী এবং কৃষ্ণ কি এক নন? যদি এক হয়ে থাকেন— "যে কালী সেই কৃষ্ণ", তবে আমরাই আবার বলি কেন যে, এ বৈষ্ণব, সে শাক্ত? ২৭৯

২৭০। যখন মাকে ডাকি বা মা'র গান গাই তখন লোকে টিট্‌কারী দেয়—এমতাবস্থায় কি করণীয়? ... ২৭৯—২৮০

২৭১। "শ্রীশ্রীসনকাদি চতুঃসন্ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী" গ্রন্থের ১৩৬ পৃঃ বলা হয়েছে "যে সকল পাপকারী, অতি দুষ্ট... মলিন ও দুরাশয় সপ্তাহ যজ্ঞে তাহারাও শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইবে"। পুনরায় ১৪১ পৃঃ বলা হয়েছে "যিনি দ্বাত্রিংশৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা | পৃষ্ঠা

অপরাধে অপরাধী নহেন তিনি শ্রোতা হইতে পারেন"।
এই দুয়ের সমন্বয় কি? ... ... ২৮০—২৮১

২৭২। শালগ্রাম শীলার স্পর্শের ও পূজার অধিকার দ্বিজাতি ভিন্ন অপরের বা স্ত্রীলোকের আছে কি? ... ২৮১—২৮২

২৭৩। বৈষ্ণবের পক্ষে অন্যান্য দেবদেবীর স্তব পাঠ করা কি উচিত বা ভাল? ... ... ২৮২—২৮৩

২৭৪। "ব্রজবিদেহী" শব্দের অর্থ কি? ব্রজবিদেহীর পর "মহন্ত" শব্দ সংযোগ করা হয় কেন? কাঠের কৌপীন প্রথমে কে ধারণ করেন? কাঠের কৌপীন ধারণের তাৎপর্য্য কি? ২৮৩—২৮৪

২৭৫। কোনও মন্ত্রতন্ত্র না বলে কেবল 'মা! মা!' বলে ডাকলেই কি মাকে পাওয়া যায় না? শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব ত কেবল 'মা! মা!' বলেই ডাকতেন? ... ২৮৪

২৭৬। ভুবঃ, স্বর্গ প্রভৃতি লোকে যে দেবতাদি আছেন তাঁরা কি নিরবয়ব, অথবা তাঁদের দেহ কি পাঞ্চভৌতিক? ২৮৫—২৮৬

২৭৭। ষট্‌চক্র ভেদের সহজ কোন উপায় আছে কি? ২৮৬

২৭৮। সত্যই কি ন্যায়ের ওপরে অন্যায়, সত্যের ওপরে অসত্য বিরাজ করবে? তাহলে এই সংসারের লোক, এই সংসার টিকৃবে কি ক'রে, তাহলে লোক সত্যপথে চলবে কেন? "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ..." এই রকম 'আত্মা'কে পাওয়া কি সম্ভব—এ মরুভূমির মরীচিকার পিছনে ছুটার মত নয় কি? ... ... ২৮৬—২৮৮

২৭৯। রাধামূর্ত্তি ভিন্ন কি ভগবৎ পূজা বা উপাসনা হয় না? ২৮৮

২৮০। যখন নিম্বার্কসম্প্রদায়ের হংসনারায়ণাদির উদ্‌ভব হয় তখন রাধার নামই ছিল না বলে মনে হয়—তা কি ঠিক? ২৮৮

২৮১। নিম্বার্কসম্প্রদায়ে কি একা বিষ্ণুপূজা বা কৃষ্ণপূজা এবং মন্ত্র নেই? ... ... ২৮৮—২৮৯

২৮২। জীব পরলোকে গেলে তার স্থূলদেহের কাজের কি অবস্থা হয়? ২৮৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা		পৃষ্ঠা
২৮৩।	স্বপ্নে দেখি মহাদেব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন—এর অর্থ কি?	২৮৯—২৯০
২৮৪।	হরিবিমুখতা পূর্ব্বে ছিল না এই যুগেই হয়েছে ও উপস্থিত ক্রমশঃ বাড়ছে। তখনকার দিন ও এখনকার দিনে পার্থক্য কোথায়?	২৯০—২৯১
২৮৫।	ব্রহ্মের সহিত অভেদ বুদ্ধি হলে কিরূপ হয়? ব্রহ্মজ্ঞেরও কি পাপপুণ্য থাকে?	২৯১—২৯২
২৮৬।	কুণ্ডলিনী শক্তি পরপর চক্রভেদ করলে কি অবস্থা হয় এবং ব্রহ্মবুদ্ধি প্রকাশিত হয় কখন? ...	২৯২
২৮৭।	কুণ্ডলিনী শক্তি কোন্ চক্রভেদ করলে বিরাটের সঙ্গে সাধক মিশতে পারেন? তখন তাঁর অবস্থা কিরূপ হয়? ব্রহ্মজ্ঞান হলে লৌকিক ব্যবহার কিরূপ হয়, গৃহস্থও কি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারেন? ব্রহ্মজ্ঞের সম্পূর্ণরূপে সঙ্কল্প সিদ্ধি কখন হয়?	২৯২—২৯৩
২৮৮।	দুরাচারী ব্যক্তিরও কি ভগবানে ভক্তি হতে পারে? হলে তা কিরূপে সম্ভব?	২৯৪
২৮৯।	মনের মধ্যে যে নির্দ্দেশ আসে তা সবই ঠিক হয় কি?	২৯৪
২৯০।	সদ্গুরুর কৃপালাভ করেও স্ত্রী হতে অনেক প্রকার ক্লেশ পেয়ে গুরুকে ছেড়ে দেওয়া, তাঁর উপদেশ মত কাজ না করা, পিতামাতারও বিরুদ্ধ ব্যবহার—এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য?	২৯৪—২৯৫
২৯১।	মাতাপিতা ও পুত্রকন্যাগণ মিলিতভাবে এসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষ দিয়ে, উভয় পক্ষই "কলহ কি ক'রে মিট্বে" এই প্রশ্ন করলেন। এর উত্তর কি?	২৯৬
২৯২।	চোখে কম দেখার জন্য বেশী বই পড়তে পারা যায় না—২,১ খানা বই এর উল্লেখ প্রার্থনা, যা পড়লে কল্যাণ হবে।	২৯৬—২৯৭
২৯৩।	মহাপুরুষের সঙ্গর ফল কিরূপ হয়? মহাপুরুষ চেনাই	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

না—উপরওয়ালা বিরুদ্ধাচরণ করছে বলে মনে হয়। উপায় কি? ৩২০

৩১৯। যাত্রা শুভ বা অশুভ কি করে স্থির করতে হয়? ৩২১—৩২২

৩২০। সেবাপূজায় শ্রেষ্ঠ দান সম্বন্ধে উপদেশ। ... ৩২২

৩২১। ছেলেকে সৎ, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী করতে চাই কিন্তু তাতে বিঘ্ন উপস্থিত হচ্ছে। কি করলে এই বিঘ্ন কাটিয়ে ছেলেকে মানুষ করা যায়? ... ... ৩২২—৩২৩

৩২২। জাতি গুণগত না জন্মগত? মহাভারতে আছে ব্রাহ্মণের গুণ থাকলে নীচ জাতিও ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। তাহলে জাতি কি গুণগত? ... ... ৩২৩—৩২৫

৩২৩। মুক্তিকামী ও সেবাকামী এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? ৩২৫—৩২৮

৩২৪। বাবা ও মা দুজনে দু'রকম কাজ করতে বললে কোন্‌টা করব? ৩২৮

৩২৫। বর্ত্তমান ধর্ম্মগ্লানির সময় চিত্তবৃত্তি অল্প পরিমাণে ভগবদভি-মুখী করলেই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভগবৎ কৃপা বিশেষরূপে লাভ করা কিরূপে সম্ভব? ... ৩২৮—৩২৯

৩২৬। ধর্ম্ম কি? ভগবান্‌ই বা কে? ... ৩২৯—৩৩০

৩২৭। শিশুর মত হয়ে কাজ করতে বলেছেন কিন্তু তা পারি না—কি করণীয়? ... ... ৩৩০—৩৩১

৩২৮। পড়াশুনা করতে চেষ্টা করি কিন্তু কিছু মনে রাখতে পারি না—কি করণীয়? ... ... ৩৩১—৩৩২

৩২৯। বীর্য্যধারণ না হয়ে থাকলে প্রাণায়াম করতে গেলে কি কোন বিপরীত ফল হয়? ৩৩২

৩৩০। সম্পূর্ণ বীর্য্যধারণ বলতে কি বুঝায়? ... ৩৩২—৩৩৩

৩৩১। স্ত্রী সহবাস যদি ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে গণ্য হয় তাহলে গৃহস্থের যেরূপ প্রাণায়াম করা উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ প্রার্থনা। ৩৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন সংখ্যা পৃষ্ঠা

৩৩২। শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী লিখিত কাঠিয়া বাবার জীবনীতে তিনি লিখেছেন প্রাণায়াম করলে মানসিক ও শারীরিক অপূর্ব্ব শক্তিলাভ করা যায়—বিবাহিতের জীবনেও প্রাণায়াম করা যায়। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন দীক্ষা দিলেই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য সফল হবে, তাতে আমি সন্তুষ্ট,—এই বিষয়ে শ্রীগুরুদেবের উত্তর। ৩৩৩—৩৩৪

৩৩৩। সাধ্যমত চেষ্টা করেও গীতাপাঠে উচ্চারণ ঠিক না হলে অপরাধ হয় কি? ... ... ৩৩৪—৩৩৫

৩৩৪। সংসারে থেকে কামনা বাসনা না রেখে নিষ্কাম হয়ে কাজ করা যায় কি? ... ... ৩৩৫—৩৩৬

৩৩৫। গীতা মনে মনে পাঠ করা যায় কি? ... ৩৩৬

৩৩৬। শ্রীশ্রীগুরুদেবের বৃন্দাবনে শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করায়—তাহার উত্তর। ... ৩৩৬—৩৩৯

৩৩৭। সংক্ষেপে ব্রহ্মস্বরূপ ও তাঁকে লাভের উপায় উপদেশ। ৩৩৯—৩৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ
ওঁ হরিঃ

শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস-উপদেশামৃত

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব—ইহাদের যথার্থ স্বরূপ; জীব ব্রহ্মের অংশ—নিত্য, জন্মমৃত্যুরহিত, স্বরূপতঃ অণুস্বভাব ইত্যাদি।

১। প্রশ্ন। আমরা যখন ঈশ্বরের অধীন ও তিনি যখন সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও আমিত্ব ভাব আসে কেন?

উত্তর। এ বিষয়ে যদি বুঝতে হয়, তবে অনেক লিখতে হয়; এখানে সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি।

ভগবান সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ হলেও তিনিই নিজে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি যেমন সৎ স্বরূপ, সেইরূপ নির্গুণ, নিরাকার এবং সর্ব্ব-ধর্ম্ম-রহিত। তিনি ইচ্ছা করলেন "আমি বহু হব এবং বহুরূপে এই জগতে লীলা করব"। এই ইচ্ছা করে তিনি বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত এবং তাদের গুণ (যাকে বিষয় বলে) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সকল সৃজন করলেন। তার পর এই সবের বিমিশ্রণে ব্যষ্টিরূপে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সৃষ্টি করলেন। তারপর তার মধ্যে নিজেই জীবরূপে প্রবিষ্ট হলেন এবং জগতের ব্যাপার চালাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলেন। জীবরূপে তিনি এই দেহে থেকে ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে ব্যষ্টিরূপে এই জগতের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের মধ্যে পড়ে মোহপ্রাপ্ত হয়ে গেলেন। তখন জীব যে ঈশ্বরের অংশ তা ভুলে গেলেন। কিন্তু জীব ঈশ্বরের অংশ বলে বাস্তবিক পক্ষে সে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন। যেমন আমার হাত, আমার একটি অঙ্গ, আমার সম্পূর্ণ অধীন। এই হাতকে যেমন রাখি তেমনই থাকে, তা'র কোন স্বাতন্ত্র্য নেই; সেই রকম জীবও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন, তা'র স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র নেই। কিন্তু ঐ স্থূল সূক্ষ্ম দেহেরও সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আবদ্ধ থাকায় সে তা জানতে পারে না। সে ঐরূপ আবদ্ধ থাকাতেই 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিমান করে থাকে। যদি কেহ তার সেই অজ্ঞান দূর করে দেন এবং প্রকৃত দৃষ্টি খুলে দেন, তাহলে সে তখন দেখতে পাবে—"আমার নিজের কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই, আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন, তিনিই আমার আত্মা, যেমন আমার এক অখণ্ড আত্মা আছে এবং তার দর্শন শ্রবণাদি বিভিন্ন শক্তি আছে, তা'রা আমার আত্মার সম্পূর্ণরূপে অধীন"। যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে সে মনে করবে আমি স্বতন্ত্র বস্তু, আমিই দর্শনের কর্ত্তা, ইত্যাদি। সে জানে না যে জাগ্রত অবস্থায় সে আত্মাতে প্রকাশিত হয় এবং নিদ্রিত অবস্থায় আত্মাতেই লীন হয়; কিন্তু যদি তার দৃষ্টি খুলে যায় যে "আত্মা হতেই আমি উদ্ভূত হই এবং তাতেই লীন হয়ে যাই, আমার পৃথক সত্তা কিছুই নেই, আমি যে ভিন্নরূপে নিজেকে বোধ করি তা আমার ভ্রম," তখন সে আত্মাকেই দর্শন স্পর্শনাদির কর্ত্তা জানবে। তা'র তখন কোনও পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা সত্তা নেই এরূপ বোধ জন্মিবে। জীব যতক্ষণ তার আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে না জানতে পারে, সেই পর্য্যন্ত তার আমিত্ববোধ থাকে; যখন সে জানতে পারে "আমার পৃথক্ সত্তা নেই, আমি ঈশ্বরের অংশ এবং তাঁর দ্বারাই চালিত হয়ে আমি সব কিছু করছি," তখন তা'র আর পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব বোধ বা পৃথক্ আমিত্ব বোধ থাকে না, ঈশ্বরকেই নিয়ন্তা বলে জানে। তখন সে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই অধীন ও তাঁরই অংশ বলে অনুভব করে। কিন্তু এই অধীনতার ভাব জীবের সর্ব্বদা থাকলেও, যতদিন অবিদ্যা আছে ততদিন তা'র অনুভব হয় না। সুতরাং আমরা যখন ঈশ্বরের অধীন ও তিনি যখন সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ তখন 'পরাধীনতা আমাদের কেন' এই প্রশ্ন যে করেছেন সেই সম্বন্ধে বক্তব্য যে "আমরা ঈশ্বরের অধীন ও তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ" এই অনুভব ঠিক ঠিক হলে এই প্রশ্ন করারই প্রয়োজন হ'ত না। শ্রীসদ্‌গুরুর কৃপালাভ করে সাধন দ্বারা তা অনুভব করার চেষ্টা করুন।

২। প্রশ্ন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহা যদি সত্য হয় তবে বলতে হয় যে ব্রহ্ম সত্য জগৎও সত্য; কিন্তু বলা হয় যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এই বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কি করে হবে?

উত্তর। বাস্তবিক সমস্তই যখন ব্রহ্মস্বরূপ তখন মিথ্যা কিছুই নয়। ব্রহ্ম হতে ভিন্নরূপে জগৎকে দেখাই মিথ্যা। কিন্তু জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখলে জগৎ মিথ্যা নয়। আমাদের আদি আচার্য্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলেছেন—

সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং
শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিম্মিতং
ত্রিরূপতাঽপি শ্রুতিভিস্সূত্রসাধিতা।

অতএব আসলে জগৎ মিথ্যা নয়। দুঃখময় সংসারের প্রতি বৈরাগ্যসম্পন্ন সাধক আত্মার প্রতি দৃষ্টি করার জন্য ঐরূপ জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করতে পারেন। সেটা সেই সাধকের তদ্রূপ অবস্থায় উপকারী হতে পারে কিন্তু তা সত্য নয়। জগৎ মিথ্যা হলে মিথ্যা জগৎকে ব্রহ্ম বলা উন্মত্ত প্রলাপে পরিণত হয়। মিথ্যা জগৎকে ব্রহ্ম বললে ব্রহ্মও মিথ্যা হয়ে পড়েন "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" ইহা বলা যায় না।

৩। প্রশ্ন। পরম সাধ্য পদার্থ কি? ব্রহ্ম নির্ব্বাণ না ব্রহ্ম রসাস্বাদ?

উত্তর। ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম রসাস্বাদ দুইই একই বস্তু। ব্রহ্ম নির্ব্বাণ মানেই সমুদ্রে নদী গিয়ে যেমন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবও ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন। কিন্তু এই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ হলে তখন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যা'ন। তখন তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মে সেই আনন্দস্বরূপ অনুভব করতে থাকেন, তাকেই ব্রহ্ম রসাস্বাদ বলে। অতএব পরম সাধ্য বস্তু ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম রসাস্বাদ একই পদার্থ। ইহা পৃথক্ নয় বুঝতে হবে।

৪। প্রশ্ন। সূক্ষ্ম দেহ পাঞ্চভৌতিক দেহের ক্ষুদ্র অংশ না হলে, উহা কি উপাদানে গঠিত এবং কোন সংস্কার বিশিষ্ট কি না? বায়ু-সাগরে অসংখ্য সূক্ষ্ম দেহ ভেসে বেড়াচ্ছে—জীবের কর্ম্মফল কি করে উহাকে আশ্রয় করে? জীবের দেহধারণের পর মৃত ব্যক্তির পুত্রাদির পারলৌকিক ক্রিয়ার সার্থকতা কি?

উত্তর। পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমষ্টিকে সূক্ষ্মদেহ বলে। সূক্ষ্মদেহ পাঞ্চভৌতিক দেহের অংশ নয়, বরং পাঞ্চভৌতিক দেহকে সূক্ষ্মদেহের অংশ বলা যেতে পারে। কারণ সূক্ষ্মদেহের অন্তর্গত পঞ্চতন্মাত্র হতেই এই পঞ্চভূত প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই পঞ্চভূতের পরস্পর সংমিশ্রণে এই পাঞ্চভৌতিক দেহের সৃষ্টি হয়েছে ও আকারবিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ—সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণাম; সুতরাং তাহা ঐ ত্রিগুণ উপাদানেই গঠিত বলতে হবে। পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মজনিত সংস্কার সেই সূক্ষ্মদেহের অন্তর্গত বুদ্ধিকে (চিত্তকে) আশ্রয় করে। যে ব্যক্তি যে সব কর্ম্ম করে, সেই সব কর্ম্মের ফল তাকেই আশ্রয় করে অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই সব কর্ম্মের ফল ভোগ করে। এই রূপই ভগবদ্বিধান।

জীবের দেহধারণের পর সেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পুত্রাদি যে পারলৌকিক ক্রিয়া করে, তার সার্থকতা আছে বলেই মুনিঋষিগণ শাস্ত্রমুখে তার বিধান করেছেন। কিরূপ তার সার্থকতা আছে, তা' বলছি। মৃত ব্যক্তি মর্ত্ত্যে দেহ ধারণ করলেও তার পুত্রাদি তার উদ্দেশ্যে যে পারলৌকিক ক্রিয়া করে, তা সেই দেহধারী পিতার নিকট পৌঁছে। ভগবান তার ব্যবস্থা এমন করে রেখেছেন যে তা তার নিকট পৌঁছাবেই। যেমন এখান হতে আমেরিকায় কা'রও নিকট টাকা পাঠালে সেই টাকাগুলিই ত তথায় (আমেরিকায়) তার নিকট পৌঁছায় না? সেই টাকার অনুপাতে তাদের দেশের বস্তু তা'কে দেওয়া হয়, ইহাও তদ্রূপ জানবে। যার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদিতে যে সকল বস্তু দেওয়া হয়, সে, যেখানেই যে দেহে থাকুক না কেন, তার বিনিময়ে যেরূপ বস্তু দেওয়া দরকার তদ্রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু তাকে দেওয়ার ব্যবস্থা ভগবান্ করেন। সময়ে সময়ে যে আকস্মিকভাবে অনেকে অনেক প্রকার বস্তু পায়, তা ঐ কারণেই পেয়ে থাকে। সুতরাং দেহধারণের পর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পুত্রাদি কর্ত্তৃক পারলৌকিক ক্রিয়া করার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে।

৫। প্রশ্ন। ভগবান্‌কে অতীন্দ্রিয় বলা হয়, অথচ তাঁর চাক্ষুষ-দর্শন হয়, এরূপও মহাজনগণ বলেন। তাই জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁর চাক্ষুষদর্শন সত্য সত্যই হয় কিনা? অথবা কেবল অনুভবমাত্রই হয়?

উত্তর। ভগবান্ অতীন্দ্রিয় ইহা ঠিকই। শ্রুতি বলেছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥" "অবাঙ্মনসো-গোচরঃ" এবং—

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ
মচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম্।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসুক্ষ্মং তদব্যয়ং
যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।" ইত্যাদি

এই সব শ্রুতিবাক্যে ও অন্যান্য অনেক শ্রুতিবাক্যে তাঁর সচ্চিদানন্দময় স্বরূপকে অতীন্দ্রিয় বলা হয়েছে। কিন্তু ভক্তদের প্রতি কৃপা করে তিনিই শ্রীকৃষ্ণাদি অবতার-রূপও ধারণ করেন। এই অবতার রূপকে চাক্ষুষ দর্শন হয়। শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারের এই চাক্ষুষ দর্শনই সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের দর্শন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য একটি শ্লোকে বলেছেন—

"নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ
সংদৃশ্যতে ব্রহ্ম শিবাদি বন্দিতাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তেচ্ছয়োপাত্ত সুচিন্ত্য বিগ্রহাৎ
অচিন্ত্যশক্তেরবিচিন্ত্যশাসয়াৎ ॥"

—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ ভিন্ন আর অন্য কোনও গতি নাই। কারণ ব্রহ্মা, শিব ইত্যাদিও তাঁর চরণারবিন্দের বন্দনা করে থাকেন। আর তিনি বাক্য, মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হলেও ভক্তের ইচ্ছায় তাদের প্রতি কৃপা করে এই সুচিন্ত্য বিগ্রহ ধারণ করেছেন। তাঁর শক্তি অচিন্ত্য এবং তাঁর অভিপ্রায় যে কি তা কেও চিন্তা করতে পারে না। অতএব এই নিশ্চয় হয় যে, শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়, সর্ব্বরূপাতীত নির্গুণ, নিরাকার রূপ ইন্দ্রিয়াতীত হলেও, সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হলে তাঁর অবতাররূপে চাক্ষুষ দর্শন হয়। তাঁর দর্শন আর তৎস্বরূপ হয়ে যাওয়া এক কথা। তাই শ্রুতি বলেছেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"।

৬। প্রশ্ন। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা—কল্পনা কার—শ্রীভগবানের না ঋষিদের?

উত্তর। কল্পনা শ্রীভগবানেরই। কল্পনার অর্থ গ্রহণ বা ধারণ। ভগবানই ভক্তদের হিতের জন্য রূপ ধারণ করেন, এই কথা এখানে বলা হয়েছে, শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্‌ও সেই একই কথা বলেছেন, যথা "ভক্তেচ্ছয়োপাত্তসুচিন্ত্যবিগ্রহাৎ" অর্থাৎ ভক্তদের ইচ্ছায় তা'দের প্রতি কৃপা করে শ্রীভগবান্ (যিনি অচিন্ত্য ইন্দ্রিয়াতীত) সুচিন্ত্য বিগ্রহ ধারণ করেছেন। যেমন শ্রুতি বলেছেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবা দ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়, তত্তেজো অসৃজত" ইত্যাদি—পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ (সঙ্কল্প) করলেন 'আমি বহু হব',

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর তেজ, জল, ইত্যাদিরূপে তিনি প্রকাশিত হলেন। তদ্রূপ তিনি অবতারাদির রূপ ধারণ করেন বুঝতে হবে। ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মানেই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, ইত্যাদি-রূপে ব্রহ্মের প্রকাশ। এইরূপে তিনি প্রকাশিত না হলে সাধকেরা তাঁর ধারণা ধ্যান তো করতে পারতেন না? কারণ ব্রহ্ম বাক্য মন, বুদ্ধির অগোচর কিনা? যিনি মন, বুদ্ধির অতীত তাঁকে মন তো ধারণা ধ্যান করতে পারে না? এইজন্য বললেন, সাধকগণের হিতের জন্য তাঁর রূপ ধারণ।

৭। প্রশ্ন। ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ তাঁর বাঞ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করেন এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতার রূপও ধারণ করেন। আমার জিজ্ঞাসা এই যে ভগবানের নিরপেক্ষ রূপ কি? বিশ্বরূপই সেই রূপ নাকি অথবা তা কেমন?

উত্তর। এই প্রকাশিত বিশ্বই ভগবানের নিরপেক্ষ রূপ। তা কেমন সে বিষয় বলছি। ভগবানের বিশ্বরূপ ধারণ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেছেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবা-দ্বিতীয়ং, তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়, তত্তেজো অসৃজত," ইত্যাদি। অর্থাৎ সৃষ্টির অগ্রে এই বিশ্ব এক মাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল। সেই সৎ ঈক্ষণ করলেন আমি বহুরূপে প্রকাশিত হব। তারপর তিনি তেজ, জল ইত্যাদির সৃষ্টি করে বহু হলেন। এই বহুরূপে যে সৃষ্টি হয়েছে তাকেই বিশ্ব বলা হয়। এই বিশ্ব ভক্তদের ইচ্ছায় বা ধর্ম্মাদি স্থাপনের জন্য (অপেক্ষায়) সৃষ্ট নয়, ব্রহ্মের ইক্ষণেই প্রকাশিত হওয়ায় সেই বিশ্বরূপ নিরপেক্ষ। এই বিশ্বরূপ তাঁর প্রকটিত রূপ, প্রকাশিত পঞ্চভূত হ'তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরম্ভ করে বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত অন্য সব কিছু নিয়ে এই বিশ্বরূপ। তিনি ভিন্ন একটি অণুমাত্র বস্তুও নেই। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যা কিছু ছিল, আছে বা হবে, সেই সবই বিশ্বরূপের অন্তর্গত। আমাদের এক পূর্ব্বাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণ স্তুতির একটি গ্রন্থ আছে, তাতে এরূপ একটি শ্লোক আছে—

কিঞ্চ কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে নহি
ত্বাং বিনাঽণ্বপি তথাঽখিলেশ্বর।
নেতি নেতীতি নিষেধিতাশ্রয়ঃ—
তদ্বিশেষ বিষয়োঽপি সম্মতঃ ॥

অর্থাৎ হে অখিলেশ্বর! এই বিশ্ব মধ্যে তুমি ভিন্ন একটি অণুমাত্র বস্তুও নেই। নেতি নেতি বাক্যের দ্বারা যে স্থুল সূক্ষ্ম বিশ্বের নিষেধ ক'রে তোমাকে অচিন্ত্য সর্ব্বরূপাতীত, নির্গুণ ব্রহ্ম বলেছেন, তাও ঠিক, কিন্তু এই স্থুল সূক্ষ্ম বিশ্বও তুমি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সমস্তই তোমারই রূপ।

আশাকরি তাঁর বিশ্বরূপ যে নিরপেক্ষ এবং তা কেমন এখন তা বুঝতে পেরেছেন।

৮। প্রশ্ন। যিনি হৃদয়ে থেকে দেখেন, শুনেন, জানেন—তাঁকে কি ভাবে শোনানো সম্ভব? তিনি ত সর্ব্বজ্ঞ, তাঁকে কি আবার বলা যায়? তিনিই ত ভাব সৃষ্টি করেন, তাহলে আমার শ্রীসদ্‌গুরু কি আমাকে দেখা দিতে আসেন নি? যথাসাধ্য ধর্ম্মপথে ত থাকতে চেষ্টা করি কিন্তু ভগবদ্বিধান খণ্ডাবে কে?

উত্তর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হলেও তোমাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দিয়েছেন, তোমাকে কাজ করার জন্য। সাধককে ভগবানের উপাসনা তার দ্বারাই করতে হয়। যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানকে কিছু জানাবার ইচ্ছা হয় তা সে তাঁকে জানাবে। সরলভাবে কাতরতার সঙ্গে তাঁকে জানালে তিনি তার প্রার্থনা শুনে যা'তে কল্যাণ হয় তা'র সম্বন্ধে তাই করেন। ভগবানই জীবকে উদ্ধার করার জন্য সদ্‌গুরুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন, তা ঠিক; কিন্তু তিনি যেরূপ উপদেশ করেন তদ্রূপ কাজ শিষ্যকে করতে হয়। তাঁর শরণ গ্রহণ করলে তার অসৎ প্রবৃত্তি কমে যেতে থাকে এবং সৎ প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইরূপ হওয়া ভগবদ্বিধান বুঝতে হবে। যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে, ইহাও ভগবদ্বিধান। তুমি ক্ষুধার্ত্ত হলে অন্ন খেলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে। তুমি এখানে যে এসেছ তা গমনরূপ কাজের ফল, গমন না করে বসে থাকলে এখানে আসতে পারতে না। সেইরূপ প্রত্যেক কাজের ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। সৎকাজ করলে তার ফল ভাল হবে, অসৎ কাজ করলে তার ফল খারাপ হবে, ইহাই ভগবদ্বিধান। অতএব ভগবদ্বিধান খণ্ডন করা যায় না মনে করে যথাসাধ্য ধর্ম্মপথে চলার চেষ্টা না করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে আমি আগের এক প্রশ্নের উত্তরেই* বলেছি যে বদ্ধজীবের নিজের এমন সামর্থ্য নেই যে সে নিজে কামনা বাসনা ইত্যাদি কমাতে পারে, সদ্‌গুরুর কৃপাতেই তা সম্ভব, এই সত্য জানবে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়ে পূর্ব্বেও বলেছি, আবার বলছি।

ক্ষুদ্র নৌকা যদি দুষ্পার সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করে তাহলে সে পার হতে পারে না, একটু গেলে সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ তাকে ডুবিয়ে ফেলে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র নৌকাকেও যদি সেই দুষ্পার সমুদ্রের পারগামী জাহাজের সঙ্গে লোহার

* ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিকলদ্বারা বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে সেই ক্ষুদ্র নৌকাকেও ঐ জাহাজ টেনে পারে নিয়ে যায়। তদ্রূপ দুর্ব্বল ক্ষুদ্র নৌকাস্বরূপ জীবও এই দুস্পার সংসার সমুদ্রের পারে যেতে পারে না, শত চেষ্টা করলেও কামক্রোধাদি রূপ তরঙ্গ তাকে ডুবিয়ে ফেলে ; কিন্তু এই দুস্পার সংসার সমুদ্রের পারগামী সদ্‌গুরুরূপী জাহাজের সঙ্গে যদি ঐ অতি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীবকে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ অতি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীবকেও তিনি সংসার সমুদ্রের পারে টেনে নিয়ে যান।

৯। প্রশ্ন। ব্রহ্ম কি ? যদি বলি আমার তারা মা'ই ব্রহ্ম, তবে কি ভুল হবে ?

উত্তর। যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিধান করেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরূপী, তিনি ব্রহ্ম। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সকল দেবদেবী তাঁর প্রকাশিত রূপ। সমস্ত দেবদেবী তাঁরই রূপ হওয়ায় তারা মা'কে ব্রহ্ম বললে ভুল হবে না।

১০। প্রশ্ন। ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে তফাৎ কি ?

উত্তর। ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম একই, ব্রহ্মকেই পরব্রহ্ম বলা হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রে ও উপনিষদে যে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হয়েছে তিনিই পরব্রহ্ম।

১১। প্রশ্ন। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে পরমাত্মার সংহত-প্রকট কয়টি রূপ বলা হয়েছে ?

উত্তর। শ্রুতি অনুসারে দার্শনিক বিচারে ও ঋষিদের উপদেশ অনুসারে পরমাত্মা চতুর্ব্বিধরূপে পূর্ণ—(১) সচ্চিদানন্দ রূপে নির্ব্বিশেষ নির্গুণ রূপে, (২) সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বররূপে, (৩) অনন্ত জীবাত্মারূপে এবং (৪) এই প্রকাশিত অনন্ত জগদ্রূপে ; এই চাররূপেই জগতের কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলেছে। পিতা, পুত্র ও আত্মা—এই তিনরূপে যে উনি বলছেন, এই তিনটিই জীব ও জগৎ এই তু'টির মধ্যে ধরা হয়। যেমন অনন্ত পুত্র তেমনই অনন্ত পিতা জগতে আছেন। বেদান্ত মতে এই তুয়ের নিয়ন্তা ঈশ্বর স্বরূপ ও নির্গুণ সৎস্বরূপ এই তুই রূপও আছে। এই চার রূপে পরমাত্মা পূর্ণ।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, দেবতা ইত্যাদি প্রত্যেক দেহের মধ্যে জীবাত্মা আছেন এবং স্থূল সূক্ষ্ম দেহ (বুদ্ধি হতে পৃথিবীতত্ত্ব পর্য্যন্ত) রূপ জগৎ আছে। প্রত্যেক জীবাত্মা ঐ বুদ্ধি হতে পঞ্চ মহাভূত বিশিষ্ট স্থূল সূক্ষ্ম জগৎরূপ দেহের পরিচালক। ঐ জীবাত্মা আছেন বলেই এই স্থূল সূক্ষ্ম দেহ কাজ করছে। কিন্তু প্রত্যেক জীবাত্মার আবার একজন নিয়ন্তা আছেন, তিনিই তা'দের দেহধারণরূপ জন্ম, দেহত্যাগরূপ মৃত্যু এবং তা'দের জীবনের প্রত্যেক কাজের নিয়মন করছেন বলে তিনি জগতের একমাত্র নিয়ন্তা। তাই তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। কিন্তু তিনি সৎ পদার্থ, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দময়। আমাদের মত তাঁর জন্মমৃত্যু নেই। তাঁর নিত্য চৈতন্যময় স্থিতিশীল (সচ্চিৎ) ও আনন্দময় যে রূপ তাঁকেই নির্গুণ নির্ব্বিশেষ বলা হয়।

১২। প্রশ্ন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতার এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ?

উত্তর। শ্রীভগবান্ এখানে বললেন, যে যেভাবে অর্থাৎ যৎস্বরূপে শরণ গ্রহণ ক'রে উপাসনা করে, আমি সেই স্বরূপেই তার অভীষ্ট পূরণ করি। অর্থাৎ যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার শরণ গ্রহণ ক'রে উপাসনা করে তাহ্লে আমি শ্রীকৃষ্ণরূপেই তার অভীষ্ট পূর্ণ করি। কেহ যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামরূপী আমার শরণ গ্রহণ ক'রে আমার উপাসনা করে, তাহলে শ্রীরামরূপেই তার অভীষ্ট পূর্ণ করি। এইরূপে দুর্গা, কালী প্রভৃতির শরণ গ্রহণ ক'রে উপাসনা করলে সেই সেই রূপে আমি তার অভীষ্ট পূরণ করি—অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বরূপে অভীষ্ট পূর্ণ করি, এই কথাই এখানে বলেছেন বুঝতে হবে।

১৩। প্রশ্ন। যাঁ'রা অদ্বয় ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁদের ভগবানের প্রতি প্রেম হওয়া সম্ভব কি না?

উত্তর। যাঁরা ব্রহ্মকে 'অদ্বয়' বলতে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ নির্গুণ, অকর্ত্তা, নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বাতীত, অনির্ব্বাচ্য, অনির্দ্দেশ্য—অতএব তাঁকে মনের দ্বারা ধ্যান করা যায় না, তিনি বুদ্ধির অগম্য;—এই জগতে সবই মিথ্যা, জীবের জীবত্বও এবং ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বও ভ্রান্তিবশতঃ উপাধিমাত্র অবলম্বনে কল্পিত হয়ে থাকে—এইরূপ জ্ঞান করেন, এবং 'ইহা নয় উহা নয়' এইভাবে স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থের নিষেধ দ্বারা তাঁকে পাবার জন্য উপাসনা করেন তাঁদের নিকট ব্রহ্ম মন ও বুদ্ধির অগম্য বলে ভক্তি প্রেম কাঁর প্রতি হবে? এজন্য তাঁদের খুবই দুঃখ ও ক্লেশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, এবং তাঁকে লাভ করা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়।

'অদ্বয়' বলতে যাঁরা তাঁকে সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সুতরাং সাধকেরও আত্মা, নিয়ন্তা, প্রভু, আনন্দদাতা বলে ধারণা করেন, জগতের কোন বস্তু মিথ্যা নয়, প্রত্যেকটি তাঁরই স্বরূপ—এইরূপ বোধগম্য ক'রে তাঁর উপাসনা করেন, তাঁরা ভক্তি ও প্রেমে পূর্ণ হয়ে যান ও আনন্দে সর্ব্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন। প্রথমোক্ত অদ্বয় জ্ঞান যথার্থ অদ্বয় জ্ঞান নয়, দ্বিতীয়োক্ত অদ্বয় জ্ঞানই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথার্থ অদ্বয় জ্ঞান। এই দ্বিতীয় প্রকার অদ্বয় জ্ঞানে তাঁরা জগতের প্রত্যেকটি বস্তুকে সাক্ষাৎ ভগবানেরই রূপ জ্ঞান ক'রে সর্ব্বদা ভক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে থাকেন। তাঁদের তখন কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিকার স্বতঃই বিদূরিত হয়ে যায়। তাঁদের এইরূপ ভাব আসে—"যাঁর প্রতি কামভাব আসবে, তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্; সুতরাং তাঁর প্রতি কামভাব কি করে আসতে পারে? যাঁর প্রতি ক্রোধ আসবে, তিনি ত সাক্ষাৎ ভগবান্; সুতরাং তাঁর প্রতি ক্রোধ কিরূপে আসতে পারে? যে বস্তুর প্রতি লোভ আসবে তাও ত ভগবানেরই রূপ, সুতরাং তার প্রতি লোভ কিরূপে আসতে পারে?" এইরূপ চিন্তায় তাঁদের কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকার দূর হয়ে যায় এবং শুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁরা পরম আনন্দে মগ্ন থাকেন। সুতরাং 'অদ্বয়' জ্ঞান হলে ভক্তি প্রেম হয় না—এরূপ যে একটা প্রবাদ চলে আসছে, তা ভ্রম। তবে প্রথমোক্ত অদ্বয় জ্ঞান সম্বন্ধে এ প্রবাদ ঠিকই। আর তা যথার্থ অদ্বয় জ্ঞানও নয়, কারণ তা'তে ব্রহ্মের অক্ষরপাদ মাত্র গৃহীত হওয়ায় তা'তে ব্রহ্মের ঈশ্বরপাদ, জীবপাদ ও জগৎপাদ ভিন্ন থেকে যায়, সুতরাং তাহার জ্ঞান যথার্থ অদ্বয় জ্ঞানই নয়।

সর্ব্বরূপে ব্রহ্মের যে দ্বিতীয় প্রকার অদ্বয় জ্ঞান তাতে যেরূপ ভক্তি হয়, তা একটু বিশ্লেষণ করে বলছি।—একটি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি তৈরি করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ভগবান্ জ্ঞান করে ভক্তির সহিত সেবা পূজা ও প্রণাম করলে তার ফলে ভগবান এই রূপেই ভক্তকে দর্শন দিয়ে থাকেন। কিন্তু পশু পক্ষী থেকে মনুষ্য দেবতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের প্রাণময় জীবন্ত মূর্ত্তি; যদি তাঁদের সকলকে ভগবান্ জ্ঞান করি, তাহলে ভক্তি না হয়ে কি থাকতে পারে? এবং প্রত্যেকটি ঘটে তিনি দর্শন না দিয়ে কি থাকতে পারেন? তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্? তিনি ত সবই করতে পারেন।

১৪। প্রশ্ন। ঈশ্বর তাঁর নিজেরই সৃষ্ট জীবকে ছলনা করেন কেন?

উত্তর। ছলনা কেন? তিনি নিজেই যে সব। ঈশ্বর জীবকে ত তাঁর স্বরূপ প্রাপ্তির অধিকারীও করেছেন। সব চক্র ভেদ করে সাধকের কুণ্ডলিনী শক্তি যখন সহস্রারে সর্ব্বোর্দ্ধে ওঠেন, তখন তার সম্পূর্ণ অভেদ বুদ্ধি হয়ে যায়। তখন তিনি নিজেও ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান। অবশ্য তখনও জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কিছু ভেদ থেকে যায়। জীব ব্যষ্টি দ্রষ্টাই থাকে, ঈশ্বরের ন্যায় সমগ্র দ্রষ্টা হয় না। যে জগৎ রচনা সামর্থ্য ঈশ্বরের আছে তা তাঁর লাভ হয় না। তবে তখন নিজেকে পৃথক বলে অনুভব তাঁর হয় না। তিনি যখন যা ইচ্ছা করেন, ইচ্ছামাত্রই তা হয়। ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে দেহত্যাগ করলে সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধও আর থাকে না। বিরজা পার হয়ে যাবার সময় পাপপুণ্যাদি তাঁর যা কিছু ছিল সে সবই ধৌত হয়ে যায় এবং সূক্ষ্ম শরীর পর্য্যন্ত তাঁহা হ'তে পৃথক্ হয়ে যায়। এই মুক্ত পুরুষ অবিচ্ছিন্নভাবে চিরকাল আনন্দ উপভোগ করেন। আর সকল জীবেরই জীবনমরণের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। জীবের সম্বন্ধে এসব ব্যবস্থা যিনি করেছেন, এবং জীবসমূহের সৃষ্টি ক'রে তাদের জীবনধারণের জন্য পৃথিবী, জল, তেজ, ইত্যাদি ও খাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছেন, সেই ঈশ্বর জীবকে ছলনা করেন বলা কি ভুল নয় ?

১৫। প্রশ্ন। শ্রীহংসভগবান্, শ্রীসনকাদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতির যে ভক্তিমার্গের উপদেশ আছে, প্রারম্ভ অবস্থায় সেই ভক্তি কিরূপে করা কর্ত্তব্য ? দ্বিতীয় প্রকার অদ্বয় অবস্থা ধারণ করে ভক্তিমার্গে সাধন করা ত সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমাদের ভেদাভেদ মজ্জাগত হয়ে আছে ?

উত্তর। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে এই বিষয় খুব সুন্দর-রূপে শ্রীহংস ভগবানের উপদেশ আছে। তিনি প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা ক'রে ঐ রূপের ধ্যান করতে বলেছেন—ঐ ধ্যান পরিপক্ক হলে ক্রমশঃ ঐ ধ্যান ছেড়ে সর্ব্বময় আকাশের ধ্যান করতে বলেছেন—শেষে পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বাত্মারূপে ধ্যান করার উপদেশ করেছেন। এইরূপ উপদেশ করার কারণ এই যে, প্রথম অবস্থায় সাধক সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মারূপে ব্রহ্মের ধ্যান করতে পারেন না, এজন্য প্রথমাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকেই ভক্তির সহিত ধ্যান করতে বলেছেন। ইহাই প্রথম অবস্থার ভক্তের সাধন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ধ্যান করতে করতে তাঁর কৃপায় তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরূপী সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মা তা ক্রমশঃ সাধকের বোধগম্য হতে থাকে। তখন ক্রমশঃ তিনি পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার অদ্বয় ভাবে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করতে পারেন।

১৬। প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার স্বরূপ জানবার ইচ্ছা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব ও শ্রীরাধা তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলুন। গোলোকধামে যে ব্রজ ও বৃন্দাবন আছে সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গোপীগণ সহ লীলা নিত্যই করেন বলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে জানা যায় ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ত্ত্যলোকে যে ব্রজ ও বৃন্দাবন ধাম রয়েছে তাও কি একই না পৃথক? এই ব্রজ ও বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপ গোপীগণের লীলারসের একটু আস্বাদন করালে খুবই আনন্দ পাব।

উত্তর। ভগবান্ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। সৎ মানে তিনি সত্য স্বরূপ, এক অদ্বিতীয় তিনি। এই অবস্থায় তাঁর চিৎ অংশের দ্বারা (জ্ঞানের দ্বারা) তিনি সর্ব্বদা আনন্দ অনুভব করেন, ইহাই স্বরূপ। এই আনন্দকে বিশেষ ক'রে উপভোগ করার জন্য—'চিৎ' অর্থাৎ জ্ঞান, 'রাধা' অর্থাৎ আনন্দ, অর্থাৎ 'চিৎ' রূপে কৃষ্ণ ও 'আনন্দ' রূপে শ্রীরাধা গোলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন—পুরুষরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও প্রকৃতি রূপে শ্রীরাধা। সেই আনন্দাংশে অনেক গোপীও প্রকাশিত হয়েছেন এবং গোলোকে লীলা করছেন। গোপদের সঙ্গে সখারূপে ও গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা ইত্যাদি গোলোকে তিনি নিত্যই করছেন। একবার রাসলীলার সময় মহাদেব এসেছেন, ব্রহ্মা এসেছেন। মহাদেব ডমরু বাজাচ্ছেন ও নৃত্য করছেন। এদিকে কৃষ্ণ বংশী বাজাচ্ছেন, বংশীধ্বনিতে সব কিছু জল হয়ে যেতে লাগলো। তা দেখে ব্রহ্মাসহ সকল দেবতা ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন। তখন ভগবান্ অভয় দিলেন,—"আমি আছি, ভয় নেই।" আবার বংশী বাজালেন তখন আবার সব ঠিক হয়ে গেল। একদিন গোলোকধামে লীলা করবার সময় সনকাদি মুনিগণ এসে উপস্থিত হলেন—ভগবান্কে দর্শন করবেন, কিন্তু সদর দরজায় কড়া পাহারা। তখন সনৎকুমারগণ দ্বারপালকে দরজা ছেড়ে দিতে বললেন। দ্বারপাল অস্বীকার করলেন। তখন সনৎকুমার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "গোলোকে বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেও তোমাদের যখন এত ভেদাভেদ এবং সংকীর্ণতা তখন আমি অভিশাপ দিচ্ছি যে সমস্ত গোলোককেই আমার অভিশাপে মর্ত্ত্যে যেতে হবে।" এদিকে সনৎকুমারের অভিশাপ শুনে সবাই ভয়ে অস্থির। গোলোকে দুর্য্যয় দেখা দিল। চতুর্দ্দিকে উল্কাপাত হতে লাগল। গোলোকের গোপ গোপীগণ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তখন সকলে মিলে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন।

ভগবান্ সকলকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে এসব কিছু আমার ইচ্ছাতেই হয়েছে। আমিই মর্ত্ত্যে গিয়ে লীলা করব। এক অংশে তোমরা সব এখানে থাকবে, অপর অংশে ব্রজে থাকবে। কে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করবেন, ভগবান্ তৎসমস্ত ঠিক করে দিলেন। শ্রীরাধাকে বললেন, তুমি বৃষভানু গৃহে জন্মিবে। এইভাবে শ্রীবৃন্দাবন সম্পূর্ণ গোলোকে পরিণত হবে।

সমস্ত ব্রজধামকেও শ্রীবৃন্দাবন বলা হয়, আবার বৃন্দাবন নামে একটি বিশেষ স্থানও আছে, যেখানে ভগবান্ রাসলীলা করেছেন। সেখানে সেই রাধা সাক্ষাৎ আনন্দাংশে প্রকাশিত হয়েছিলেন। সেই আনন্দকে আস্বাদন করার জন্য ভগবান্ তাঁর চিৎ শক্তি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও আনন্দাংশে শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপীগণ হলেন এবং ব্রজে নানা প্রকার লীলা করালেন। এই অবতার হয়ে জীবগণকেও বিশেষরূপে আরাধনার সুযোগ দিলেন।

জীবগণকে গোপীদের প্রেমও শিক্ষা দিলেন। ব্রজ বিদেহী মহন্তের ব্রজপরিক্রমায় যেতে হয়। সঙ্গে হাজার হাজার সাধু থাকেন। তাঁরা ব্রজপরিক্রমার সময় গোপী-গণের অপূর্ব্ব প্রেম দর্শন করেন। ব্রজেতে অঞ্জন বন নামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি স্থান আছে। সেখানে ভগবান্ শ্রীরাধিকার চোখে অঞ্জন পরিয়েছিলেন। সেই অঞ্জনবনে ব্রজপরিক্রমার সময় হাজার হাজার সাধু জমায়েত হয়েছেন। একটি খোলা মাঠে সাধুদের ছাতা পড়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজের নিজের ঠাকুরের সেবা করছেন। সন্ধ্যার সময় সমবেত সাধুগণের স্তোত্রপাঠ ও মুহুর্মুহু ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। কোন কোন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে তপস্যা করছেন। অনেক সাধু তুলসীদাসজীর রামায়ণ গান করছেন। কিছু রাত্রি হলে ব্রজের গোপীরা বাড়ীর কাজ কর্ম্ম শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গান করতে করতে এলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্য করতে লাগলেন। সেই গোপীদের প্রেম কত গভীর তা যাঁরা দেখেছেন উপলব্ধি করেছেন, তাঁরাই জানেন; তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সাধুসেবায় প্রেমও তাঁদের সেইরূপ।

একজন সাধু ভিক্ষায় গেছেন। বাড়ীতে কেবল মাত্র আধসের আটা আছে, তা' দিয়ে গোপী রুটি করছিলেন, সাধু ভিক্ষা করলে, তৎক্ষণাৎ তাকে তা' দিয়ে দিলেন। তারপর বাড়ির লোকে কি খাবে চিন্তা করলেন না। বর্ষাণা গিয়ে জমাত তিন দিন থাকে। সেই তিন দিন বহুপ্রকার লীলানুকরণাদি প্রদর্শিত হয়। আগের থেকেই নিয়ম আছে কোথায় কি লীলা হবে। লীলা হয় রাধাকৃষ্ণ, সখাসখীর।

শাঁখেরীখোর নামে একটি পাহাড় আছে। ইহার উভয় দিকে পাহাড়, মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ রাস্তা আছে। সেখানে পুরুষ এক দিকে থেকে ও স্ত্রীগণ এক দিকে থেকে লীলা দর্শন করছেন। গোপগোপীগণ এত সুন্দর সুসজ্জিত, যেন স্বর্গের দেবদেবীরা নেমে এসেছেন। লীলা আরম্ভ হয়েছে। দান-লীলা হচ্ছে। লীলার শেষের দিকে উভয় পাহাড়ের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচের রাস্তায় শ্রীকৃষ্ণ, সখাগণ ও গোপীগণ নেমে এলেন। গোপীদের হাতে দই-এর হাঁড়ি। শ্রীকৃষ্ণ ও সখাগণ বলছেন— "দান দাও"। গোপীরা বলছেন "না, দিব না—তোমরা চোর।" এই রকম নানা বর্ণনা দিয়ে গান হচ্ছে। যখন গোপীরা দান দিচ্ছে না, তখন লাঠি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই দই-এর হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন। চারিদিকে দই ছড়িয়ে পড়ল। তখন সেই দই নিবার জন্য সবাই ব্যস্ত—কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তার পরের লীলা শ্রীরাধা ও কৃষ্ণকে নিয়ে টানাটানি। এ এক অপূর্ব্ব লীলা। আনন্দে সব মাতোয়ারা। বাহ্য জ্ঞান শূন্য। মনে হচ্ছে যেন সেই কৃষ্ণ সেই রাধা এই লীলা স্থলে উপস্থিত।

এই ব্রজের প্রেম—এ অন্য জায়গায় হয় না। যেমন সিলেটের কমলা লেবুর গাছ অন্য জায়গায় লাগালে, সেই গাছের লেবুর স্বাদ সিলেটের কমলা লেবুর মত হয় না, সেরূপ অন্য জায়গায় এমন প্রেম দেখা যায় না। ব্রজবাসীদের প্রেমের তুলনা নেই। ব্রজপরিক্রমার সময় সাধুগণের সেবার জন্য যে যা দেন, ব্রজ বিদেহী মহন্তের কাছে দেন। তিনি সকলকে তা' ভাগ করে দেন। খুব জাঁকজমক করে সাধুরা ব্রজপরিক্রমা করেন। নাগা সাধুগণ লাঠি নিয়ে নৃত্য করতে করতে আগে চলেন। একবার ব্রজ বিদেহী মহন্তরূপে ব্রজপরিক্রমায় যাচ্ছি। মথুরায় ভূতেশ্বরী মন্দির হতে প্রথম রওনা হতে হয়। খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে গুরুভাই জানকীপ্রসাদ দত্ত বলে একজন উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী পরিবারের অনেককে নিয়ে যাচ্ছেন।

ভূতেশ্বর থেকে মধুবন যাচ্ছি। মধুবন—যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্রুব তপস্যা করেছিলেন। রাস্তায় খুব কাদা এবং কাঁটা ছিল। মধুবন হতে সেই কাদা ও কাঁটায় ভর্ত্তি রাস্তা হেঁটে কুদর বন বা কুমুদ বনে গিয়ে সঙ্গীয় মহিলারা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল এবং অনেকেই শুয়ে পড়ল। আমি তখন কাছেই ছিলাম। কতকগুলি গোপী সেই সময় সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বাঙ্গালী মহিলা এরূপ অবস্থায় দেখে অতি মিষ্ট ভাষায় তাদের সান্ত্বনা দিলেন, তাদেরকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন। বললেন,— "তোমরা চল, তোমাদের দই খাওয়াব, মাখন খাওয়াব, মথুরা হতে চাল এনে তোমাদের ভাত খাওয়াব"। সকলের প্রতি তাদের কি যে প্রেম দেখলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একবার বাবাজী মহারাজ ও তাঁর সঙ্গে গুরুভ্রাতা মোহিনী চক্রবর্ত্তী (তিনি হাইকোর্টের উকিল ছিলেন ও 'ব্রজপরিক্রমা' নামে একটি ভ্রমণ কাহিনীও লিখেছেন) ব্রজপরিক্রমায় গিয়েছেন। ব্রজেতে এক নিয়ম আছে— 'আধা দুধ আধা পুত' সাধুরা পাবেন। প্রবাদ আছে যে, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীচতুর চিন্তামণি নাগাজী মহারাজের সময় এই আধা দুধ ও পুতের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছিল।

ব্রজে কদমখণ্ডী নামে এক জায়গা আছে। সেটি নাগাজী মহারাজের তপস্যার স্থান। সেখানে খুব টেঁটি (কেরিল) গাছ আছে এবং খুব কাঁটা তাতে। নাগাজী মহারাজের জন্ম হয়েছিল পয়গ্রামে। পয় মানে দুধ। সুতরাং পয়গ্রামের অর্থ দুধের গ্রাম। পূর্ব্বোক্ত কদমখণ্ডীতে নাগাজী মহারাজ ভগবানের তপস্যা করছিলেন, কিন্তু তাঁর দর্শন পেলেন না। তাই তাঁর খুব অভিমান হল এবং স্থির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন যে, সেই স্থান ত্যাগ করে তিনি চলে যাবেন। কৃষ্ণের জায়গায় তিনি থাকবেন না। কৃষ্ণ তাঁর ব্রজে অপর কা'কেও সিদ্ধ হতে দিবেন না। তিনি চলে যাবেন বলে উঠেছেন, অমনি তাঁর বিরাট জটাগুলা সেই টেঁটি গাছের কাঁটায় আটকিয়ে গেল। এক হাতে চিমটা অপর হাতে তাঁর কমণ্ডলু। তিনি জটা ছাড়াতে পারছেন না, তাই যেতেও পারছেন না। তখন তিনি তেজের সহিত ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে বললেন—"বেশ, তুমি আমাকে যেতেও দেবে না, তাহলে এখানে আমি দাঁড়িয়েই থাকব। জটাও আমি ছাড়াব না।" এই অবস্থাতেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সাত দিন পরে ভগবান্ এসে হাজির হলেন এবং তাঁর জটাগুলা কাঁটা হতে মুক্ত করলেন ও বললেন—"তুমি কি চাও?" তখন নাগাজী বললেন, "আমি কিছুই চাই না।" তারপর কিছু ভেবে পুনরায় বললেন, "আচ্ছা, যদি কিছু দিতেই চাও, তবে ব্রজেতে আধা দুধ ও আধা পুতের বর দাও। ব্রজেতে যত দুধ হবে তার অর্দ্ধেক আমাকে অর্থাৎ সাধুদের দিতে হবে আর ব্রজেতে যার ঘরে যত ছেলে হবে তার অর্দ্ধেক ছেলেকে আমাকে দিতে হবে অর্থাৎ সাধু হতে হবে।" ভগবান্ বললেন, "তথাস্তু"। তখন নাগাজী বললেন, "বর দিয়ে তুমি চলে গেলে, সেই বর সফল কে করবে?"

তখন ভগবান্ বললেন,—"আচ্ছা, তবে তুমি গুরু হয়ে আগে চল, আমি শিষ্য হয়ে তোমার সঙ্গে যাব এবং ব্রজের ঘরে ঘরে এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করে দিয়ে যাব।" তারপর তদ্রূপই করলেন। সেই থেকে ব্রজেতে "আধা দুধ আধা পুত" এই নিয়ম চলতে লাগল। এখনও সাধুরা ব্রজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিক্রমায় গেলে তাঁদের ত্বধের অভাব হয় না। একবার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সঙ্গে মোহিনীবাবু ব্রজপরিক্রমায় গিয়েছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলেছি। ঐ পরিক্রমায় এক জায়গায় কোন গোপী মোহিনীবাবুকে বললেন, "চল আমাদের ঘরে, আমার ঘরে ত্বধ খাবে"। কেহ বলছেন, "আমার ঘরে এস, ছাঁচ (অর্থাৎ ঘোল) খাওয়াব। তুমি ঘোল খেয়ে আরাম করবে।" এই হল ব্রজের প্রেম। এই প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাধারাণী। তাঁর কথা কি বলব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে জন্ম নিলেন দেবর্ষি নারদ একবার ভগবান্ শিশু অবস্থায় কি করছেন, দেখতে চললেন। গিয়ে দেখেন শিশু কাঁদছে। নারদ দেখে বলছেন—"বাঃ তোমার ত বেশ লীলা। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্, এখন শিশু হয়ে বেশ কাঁদছ।" তখন তিনি ভগবানের খুব স্তুতি করলেন এবং নন্দবাবাকে বললেন, "সাক্ষাৎ ভগবান্ শিশু হয়ে তোমার ঘরে এসেছেন। তাঁকে খুব যত্ন করবে।" তারপর নারদ মনে করলেন যে, কৃষ্ণ যখন জন্মেছেন তখন শ্রীরাধাও কোথাও জন্মেছেন। তখন তিনি ব্রজের ঘরে ঘরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের খোঁজ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি বৃষভান্থর গৃহে গেলেন। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমাদের ঘরে কয়টি ছেলেমেয়ে গো?" তখন তাঁরা ছেলেকে নিয়ে আসলেন। নারদ দেখলেন সে কৃষ্ণের সখা।

তখন বললেন তাঁদের ঘরে কোন মেয়ে জন্মেছে কিনা। তাঁরা বললেন,—"হাঁ জন্মেছে, তবে তার জ্ঞান নেই, চোখ বুজে থাকে"। নারদ তাকে দেখলেন, দেখে বুঝলেন তিনিই শ্রীরাধা। তখন তিনি "জয় রাধে, জয় রাধে রাধে, জয় রাধে, জয় শ্রীরাধে" বলে স্তুতি করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন রাধা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করেছেন। তিনি রাধাকে কোলে নিয়ে নৃত্য করলেন। তৎপর তাঁকে কোল হ'তে নামিয়ে বললেন, "তোমার আসল রূপ আমি দেখতে চাই"। তখন শ্রীরাধা ১৬ বর্ষীয় জ্যোতির্ম্ময়ী তরুণীরূপে নারদকে দর্শন দিলেন। তাঁকে দর্শন ক'রে নারদ প্রেমে মাতোয়ারা। খুব স্তুতি করলেন। ভাবে বিভোর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সখীরাও সব এলেন। নারদের অবস্থা দেখে তাঁরা বললেন, "তুমি ভাগ্যবান্! তাই রাধার স্বরূপ দেখতে পেলে। তাঁর চরণ স্পর্শ কর, চরণামৃত নিয়ে পান কর।" সখীরা আরও বললেন, "কুসুম সরোবরে অশোকবৃক্ষ তলে রাত্রি ১২ টায় তুমি আমাদের সকলের দর্শন পাবে"। নারদ চললেন কুসুম সরোবরে। বর্ষাণা হতে বহুদূরে গোবর্দ্ধন পাহাড়ের নিকট কুসুম সরোবর। নারদ সেখানে গেলেন। রাত্রি ১২ টায় দেখলেন সখীগণ পরিবেষ্ঠিত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে। অশোক মালিনী মালা পরাচ্ছেন।

শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ শ্রীরাধার স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন,

"অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা,
বিরজমানামনুরূপসৌভাগ্যম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসৈবিতাং সদা
স্মরেণ দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥"

ঠিক কৃষ্ণেরই অনুরূপ গুণ বিশিষ্ট তিনি। সহস্র সখী সর্ব্বদা তাঁর সেবায় নিয়োজিত। সকল অভীষ্ট তিনি পূর্ণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ হলেন শ্রীরাধার স্বরূপ ও রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ।

(নারদ পঞ্চরাত্রে এ সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭। প্রশ্ন। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে সাধারণতঃ প্রত্যেক জীবই নিরন্তর বাঁচবার জন্য চেষ্টা করছে, তা' কোন্ বস্তু বা অবস্থা লাভের জন্য? ইহা প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সচেতন বা অচেতন অবস্থায় কি যেন এক অজ্ঞাত অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করছে। তা' কি?

উত্তর। যেমন সমুদ্র হতে উত্থিত জল মেঘ হয়ে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হয় এবং নদ নদী ইত্যাদি দিয়ে প্রবহমান হয়ে ক্রমশঃ তা' পুনরায় সমুদ্রেই গিয়ে মেশে, তেমনই জীব-সকল ব্রহ্মরূপ সমুদ্র হতে বিভিন্নরূপে উদ্ভূত হয়েছে এবং তারা সেই ব্রহ্মরূপ সমুদ্রকে পাওয়ার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকে। তাঁকে পেলেই তারা নিজ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। তার নিজ স্বরূপ হল চিৎ ও আনন্দ; সেই আনন্দ লাভের আশাতেই সকলে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে। এই দেহ ইন্দ্রিয়াদিও আনন্দেরই বিকাশ। জীব নিজের চিৎস্বরূপ ভুলে যাওয়াতে এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকেই অবলম্বন করে; কিন্তু আনন্দ অনুভব হয় না। এই জন্যই দেহকে জড়রূপ জ্ঞান করে। আর আনন্দ স্বরূপটি ভুলে যাওয়ায় তার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। জীব মনে করে যেন এই দেহটা থাকলেই সে সেই আনন্দকে পাবে। এই জন্যও বেঁচে থাকবার চেষ্টা তা'র থাকে। কিন্তু যাঁদের জ্ঞান লাভ হয়, তাঁরা দেহাত্মবুদ্ধি রহিত হ'ন এবং সর্ব্বপ্রকার মোহশূন্য অবস্থায় দেহত্যাগ ক'রে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন। সেই পরম মোক্ষ প্রাপ্ত অবস্থায় তাঁরা স্বরূপগত আনন্দকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভোগ করেন। অন্য জীব এই অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়ায় তারজন্য সর্ব্বদাই মনে করে কি যেন এক বস্তু হারিয়েছে এবং সেই আনন্দ (সুখ) লাভের আশাতেই সব কিছু কর্ম্ম করে যায়। কিন্তু যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা তা লাভ করা যায়, সেটি না করায়, সেটি অলভ্যই থেকে যায়। জীব ভ্রমের পথে চ'লে আরও দুঃখ সাগরে ডোবে কিন্তু তবুও তার আশা ছাড়ে না।

১৮। প্রশ্ন। জীবের নিজের কোনও কর্ম্ম আছে কি?

উত্তর। এই প্রশ্নে উত্তর দিতে গেলে অনেক লিখতে হয়। সংক্ষেপে এই বলছি যে, জীব যে পর্যন্ত অহংবুদ্ধিযুক্ত থাকে, অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে, সেই পর্যন্ত তার কর্ম্ম থাকে। অর্থাৎ সে নিজেই কর্ম্ম করছে এই জ্ঞানে কর্ম্ম করে বলে, তাকে ভালমন্দ বিবেচনা ক'রে কর্ম্ম করতে হয়। যখন জীব নিজেকে ভগবান হতে অভিন্ন সুতরাং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধীন বলে অনুভব করেন তখন তাঁর কোন কর্ম্ম থাকে না। তাঁর সমস্ত কর্ম্ম তিনি ভগবানের কর্ম্ম বলে বোধ করেন। তখনকার অবস্থাই গীতায় ভগবান বলেছেন—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৫.৮

ইত্যাদি।

১৯। প্রশ্ন। 'আমি' বলতে কি চিৎস্বরূপ শাশ্বত আনন্দকে বুঝায়? ইহাই কি জীবসত্ত্বা?

উত্তর। হাঁ, 'আমি' বলতে চিৎস্বরূপ আনন্দময়কেই বুঝায়। ইহাই জীবাত্মা কিন্তু জীবের স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই, সে সম্পূর্ণরূপে পরমাত্মার অধীন। বদ্ধাবস্থায় স্বীয় স্বরূপ জ্ঞান না থাকায় সেই জীব তার স্বরূপভূত আনন্দকেই অনুভব করতে পারে না।

২০। প্রশ্ন। জীব কি সর্ব্বতোভাবেই ঈশ্বরাধীন অথবা জীবের কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য আছে? সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরাধীন হ'লে জীব কর্ম্মফল ভোগ করবে কেন? আর জীব যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধীন হয়, তবে ভগবানই একমাত্র কর্ত্তা—এই কথার অর্থ কি? আর জীবের যদি কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য না থাকে, তবে বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু" (গীতা ১৮।৬৩)—"সম্যকরূপে ইহা বিবেচনা করে যা ইচ্ছা হয় কর"—অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের এই বাক্যও অনর্থক হয়ে পড়ে; কারণ কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য না থাকলে,—ইচ্ছা করবারও স্বাতন্ত্র্য না থাকলে—"যা ইচ্ছা হয় কর"—"যথেচ্ছসি তথা কুরু"—ভগবানের এই বাক্য প্রয়োগ বৃথাই হয়। তার জীবের যদি কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্যও থাকে তবে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" গীতা ১৮।৬১—"হে অর্জ্জুন! যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সকল প্রাণীকে মায়ার দ্বারা ভ্রাম্যমান (কর্ম্মে পরিচালিত) ক'রে ঈশ্বর সকল জীবের হৃদ্দেশে বাস করছেন"—ভগবানের এই উক্তিতে "যন্ত্রারূঢ়ানি" ও "ভ্রাম্যমান" কথাও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কারণ "যন্ত্রারূঢ়ানি" ও "ভ্রাম্যমান"—এই দুটি কথার দ্বারা জীবের যে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র্য নাই—তাই সূচিত হয়েছে। এই বিরোধের পরিহার কি?

কথাটা আরও বিশদ করে বলা প্রয়োজন। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থে মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিধিনিষেধ তো সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বেদ, বলেছেন, "সূর্য্যে উদিতে জুহোতি"—সূর্য্য উদিত হলে যজ্ঞ করবে, "মাতৃদেবো ভব", "পিতৃদেবো ভব" "আচার্য্যদেবো ভব"—মাতা, পিতা ও আচার্য্যদেব পরায়ণ হও, "সত্যং ব্রূয়াৎ"—সত্য কথা বলবে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"—কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না, ইত্যাদি। সমস্ত পুরাণাদি ও স্মৃতি শাস্ত্রসমূহে মানবের কল্যাণকর নানাপ্রকার ব্রত, উপাসনা, তপশ্চরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতির উপদেশ করা হয়েছে। আর গীতাতেও ভগবান্ বলেছেন—"মধ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়"—(গীতা ১২।৮) ইত্যাদি—আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর। গীতায় আরও বলা হয়েছে—"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধি-মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"—(গীতা ১৬।২৩)—"যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ ক'রে আপন ইচ্ছামত কাজে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করতে পারে না এবং সুখ ও পরাগতি লাভ করতে পারে না"। ইত্যাদি। এখন জীবের কর্ম্ম করবার বা ইচ্ছা করবার যদি কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য না থাকে, তবে শাস্ত্রের এই সমস্ত বিধিনির্দ্দেশ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ, গীতার উপরে উদ্ধৃত "যঃ শাস্ত্র-বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ—(গীতা ১৬২৩)—"যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি ত্যাগ বা উল্লঙ্ঘন ক'রে নিজ ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করে" বাক্যে জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকাই সূচিত হয়, নতুবা গীতার এই বাক্য ব্যর্থ হয়ে পড়ে। অথচ জীব ঈশ্বরাধীন, জীব নিয়ম্য ও ঈশ্বর নিয়ন্তা ইহাও সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। এই বিরোধের পরিহার কিরূপে হতে পারে?

উত্তর। জীবের যে কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য নেই, জীব যে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে ঈশ্বরাধীন ইহা বেদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই স্বীকৃত। শ্রুতিতে স্পষ্টই বলা হয়েছে,—"এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে।"—ইনিই (এই ব্রহ্মই) তার দ্বারা সাধু কর্ম্ম করান, যাকে তিনি এই লোক হতে ঊর্দ্ধগামী করতে ইচ্ছা করেন। ইনিই তার দ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাকে তিনি এই লোক হতে অধোগামী করতে ইচ্ছা করেন। "য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তি", যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি", অন্তঃ-প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্"—ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি বাক্যেও ঈশ্বরই যে সকল প্রাণীকে সর্ব্বপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত করছেন, অ তএব জীবের যে কোনও বিষয়ে কিছুমাত্রও স্বাতন্ত্র্য নেই, তাই বলা হয়েছে। "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং"—(গীতা ১৮।৪৬)—যাঁহা হ'তে এই প্রাণিসমূহের প্রবৃত্তি হয়, এই গীতা বাক্যেও জীবের ইচ্ছা ও বুদ্ধি প্রভৃতিরও প্রেরক যে ঈশ্বরই, তাই বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণে এই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের কথা বিস্তৃ তরূপে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এই কথাই বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বরই অন্তর্য্যামীরূপে সকল পদার্থ ও সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে অবস্থিত থেকে চক্ষু শ্রোত্র, বাক্য, মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলকে তাদের সেই সেই কাজে পরিচালিত করছেন। কাহারও কিছুমাত্র স্বাধীন ক্ষমতা নেই, কেনোপ-নিষদের বিখ্যাত মন্ত্র—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥
—(কেনঃ উঃ ১।১)

—মন কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে তার অভিলষিত বিষয়ে ধাবিত হচ্ছে? মুখ্য প্রাণ কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রাণের কার্য্যে নিযুক্ত হচ্ছে? কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে বাগিন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করছে? চক্ষু ও কর্ণকে তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ব স্ব বিষয়ে কোন্ দেবতা নিযুক্ত করছেন?—এই মন্ত্রেও সেই পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের কথাই বলা হয়েছে। জীবজগৎ সমুদয় নিয়ম্য, এবং ঈশ্বর নিয়ন্তা ইহাই এখানে বলা হয়েছে। উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে এইরূপ কথাই বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতাতে তো অতি সুন্দররূপেই ভগবান বলেছেন—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্, গচ্ছন্, স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্॥ (গীতা ৫.৮-৯)

—তত্ত্বজ্ঞ যোগীপুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন নিদ্রা, শ্বাস, প্রশ্বাস, বিসর্জন, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষাদি কর্ম্ম ক'রেও মনে করেন "আমি কিছুই করি না; ইন্দ্রিয় সকলই তাদের স্বীয় স্বীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে"—এইরূপই তিনি ধারণা করেন। এই শ্লোকে যে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরই অনুভবের কথা বলা হয়েছে তা "যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" কথার দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। অতএব তত্ত্ববিৎ জ্ঞানী ব্যক্তি যে অনুভব করেন যে, "আমি কিছুই করিনা"—ইহার দ্বারাও বুঝা যায় যে জীবের কিছুমাত্র স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নেই। আর জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ বলে তার কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। কারণ 'অংশ' সর্ব্বতোভাবেই 'অংশী'র অধীন থাকে।

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হয়েছে যে "ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে"—ইন্দ্রিয়গণই তাদের স্ব স্ব বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হচ্ছে—জ্ঞানী পুরুষগণ এইরূপই ধারণা করেন। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গণ এবং সমুদয় প্রকৃতিও সর্ব্বতোভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবদধীন। এই প্রকৃতিই শ্রীভগবানের শক্তি এবং ভগবান্ কর্ত্তৃকই পরিচালিত। "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"—(শ্বেতাশ্বতর উঃ ১।২), "মায়িনস্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাশ্বতর), প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্"—(গীতা ৯।৭)—ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যে 'দেবাত্মশক্তি', 'মায়িনম্', 'মামিকাম্', প্রভৃতি পদের দ্বারা প্রকৃতি যে ভগচ্ছক্তি ইহা সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। গীতার "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ"—ইত্যাদি (গীতা ৭।৪-৫) শ্লোকে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আবার প্রকৃতি যে শ্রীভগবানের দ্বারাই পরিচালিত হয়—ইহাও গীতার "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"—(গীতা ৯।১০) ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। আর সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সমস্তই শ্রীভগবানের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং তা' হতেই উদ্ভূত হয়—ইহাও শ্রীভগবান্ বলেছেন—"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে, মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি—"(গীতা ৭।১২)—এই গীতোক্ত শ্লোকে। এই সমস্তের ফলিতার্থ ইহাই দাঁড়াচ্ছে যে ত্রিগুণাত্মিকা সমগ্র প্রকৃতি শ্রীভগবানেরই শক্তি ও তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হওয়ায় গুণ ও ইন্দ্রিয়গণ যে তাদের স্ব স্ব বিষয়ে ধাবিত হচ্ছে—তাতেও সেই সব ইন্দ্রিয় ও গুণাদির কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য নেই। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা জেনে সর্ব্ব বিষয়ে অহঙ্কার-বুদ্ধি ত্যাগ করেন এবং নিজকে অকর্ত্তারূপে দর্শন করেন। ইহাও গীতাবাক্যে বলা হয়েছে—

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥

—গীতা ১৩.২৯

—প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত জাগতিক কর্ম্ম নিষ্পন্ন হচ্ছে এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি দেখেন, তিনি নিজকে 'অকর্ত্তা' বলেই দর্শন করেন এবং তিনিই যথার্থদর্শী।

আর যারা অহঙ্কারে বিমূঢ়বুদ্ধি তারাই নিজদিগকে 'কর্ত্তা' বলে মনে করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারোবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা ৩।২৭

এই সমস্ত আলোচনা হতে ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বুঝা যায় যে, জীবজগতের কোনরূপ স্বাধীন-কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নেই,—জীবজগৎ সর্ব্বতোভাবেই পরমেশ্বরের অধীন ও তাঁর দ্বারা পরিচালিত। আর পূর্ব্বে যে বিরোধ প্রদর্শিত হয়েছে—তা আপাততঃ বিরোধ, প্রকৃত বিরোধ নয়। প্রকৃত তত্ত্ব ইহাই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের অজ্ঞানতাহেতু 'আমিই কর্ত্তা' এই অহঙ্কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অহঙ্কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীবকে উদ্দেশ্য করেই শাস্ত্রবাক্যে এইরূপ বিধিনিষেধ উপদিষ্ট হয়েছে বুঝ্‌তে হবে। যাঁর অহঙ্কর্ত্তৃত্বাভিমান নেই, যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের উর্দ্ধে, তাঁর জন্য শাস্ত্রের বিধি নিষেধ নয়, কিন্তু তবুও লোকশিক্ষার জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও অনহঙ্কৃতভাবে শাস্ত্রবাক্য মেনেই কাজ করেন,—কাজ ক'রেও নিজেকে তিনি অকর্ত্তাই মনে করেন। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন তত্ত্বজ্ঞানী ন'ন, তাঁর অহঙ্কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি রয়েছে, আত্মীয়বধে পাপাশঙ্কায় তিনি যুদ্ধ করবেন না বলে বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করেছেন—এইরূপ অহঙ্কর্ত্তৃত্বাভিমানী তত্ত্বজ্ঞানরহিত অর্জ্জুনকেই শ্রীভগবান বলেছেন—"বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু"। অর্জ্জুন যদি তত্ত্বজ্ঞানী হবেন, যদি জানতেন যে "আমি কর্ত্তা নই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য নেই, আমি সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরের অধীন" তাহলে আর যুদ্ধ করবেন না বলে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করতেন না বা শ্রীভগবানের সঙ্গে তর্ক করতেন না (যা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়) বা শ্রীভগবানেরও এত যুক্তি প্রদর্শন করে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে হ'ত না। ফল কথা—অহঙ্কর্ত্তৃত্বাভিমানী অজ্ঞানী জীবের চিত্তশুদ্ধ ক'রে, তাকে তত্ত্বজ্ঞানলাভের যোগ্য করবার জন্যই শাস্ত্র বাক্যের উপযোগিতা বা শাস্ত্রবাক্য প্রয়োগ। সুতরাং যাদের উদ্দেশ্য ক'রে সেই শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ করা হয়েছে, সেই অজ্ঞানী জীবের স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বাভিমান স্বীকার করে নিয়েই তাদের বুঝাবার মত করেই শাস্ত্রে বিধিনিষেধ উপদিষ্ট হয়েছে। জীবের স্বাতন্ত্র্যহীনতারূপ প্রকৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন ক'রে অজ্ঞানী জীবেরও ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হ'লে তখন সে বুঝতে পারে যে, "আমি কর্ত্তা নই, আমার স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্ব নেই, ভগবানই কর্ত্তা," ইত্যাদি।

২১। **প্রশ্ন**। সকল জীবই ত ভগবানের অংশ ও সকলকে ভগবান্ ভালবাসেন। তবে পৃথিবীতে এরূপ কেন হয় যে এক জীব অপর জীবকে খায় ?

উত্তর। তরিতরকারি, ঘাসপাতা ইত্যাদি প্রত্যেকটিই জীব। সুতরাং যে কোনও জীব যা কিছু খায়, সে সবই জীব ; সুতরাং জীবই জীবের খাদ্য। বেদান্ত শাস্ত্রের মতে একটি অণু পর্য্যন্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে, এমনকি পরমাণু মধ্যেও জীবাত্মা আছে (এবং তার নিয়ন্তারূপে ঈশ্বরও তার মধ্যে আছেন) ; সুতরাং জগতে এমন কোন বস্তু নেই যা জীব নয়। অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কোনও জীব যে বস্তু খায় তা' জীব ভিন্ন অপর কিছু হবে কি করে? তা যদি হয় তবে জীবই জীবের খাদ্য এইটাই সত্য কথা। ভগবান্ এই ভাবেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং এতে দোষের কিছু নেই।

২২। প্রশ্ন। জীব যে সম্পূর্ণরূপে ভগবদধীন এবং পরমাত্মা যে সর্ব্বময় ও সর্ব্বকর্ত্তা হয়েও সর্ব্বাতীত ও নির্লিপ্ত—তা' কিরূপে বোধগম্য হতে পারে?

উত্তর। পরমাত্মা চারিটি রূপে পূর্ণ। (১) নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বাতীত 'সৎ' রূপ, (২) এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর, (৩) জীব ও (৪) জগৎ। যিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বাতীত সদ্রূপ, তিনি ঈশ্বররূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিধান করছেন। সুতরাং তিনি বিশ্বকর্ত্তা হয়েও বিশ্বাতীত নিষ্ক্রিয়, তিনি বিশ্বরূপী হয়েও অরূপী, তিনি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে থেকেও তদতীরূপে বর্ত্তমান। সুতরাং গীতায় যে তিনি সমস্ত করেও কিছু করেন না, তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত থেকেও অবস্থিত নন—ইত্যাদি বিরুদ্ধ ভাবের বাক্য আছে, তা' অসঙ্গত নয়,—সঙ্গতই। এখন বুঝতে পেরেছেন—পরমাত্মা কিরূপে সর্ব্বময় ও সর্ব্বকর্ত্তা হয়েও সর্ব্বাতীত ও নির্লিপ্ত?

জীব বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ভগবদধীন। এমন কি জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটছে—একটি গাছের পাতা পর্য্যন্ত তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে নড়তে পারে না। কিন্তু সেই জগন্নিয়ন্তার নেতৃত্বে যে জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটছে, তা অজ্ঞানী জীব বুঝতে পারে না ব'লে, "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা", ইত্যাদি মনে করে। বস্তুতঃ মানুষের স্বতন্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি নেই। সেজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"—এ'টি যাতে হৃদয়ঙ্গম করার সুবিধা হয়,—সেজন্য দৃষ্টান্তের দ্বারা একটু পরিষ্কাররূপে বুঝাতে চেষ্টা করছি।

আপনার এই যে দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, মননশক্তি ইত্যাদি শক্তি আছে,—আপনি যখন জাগ্রত থাকেন তখন এরা কাজ করে। দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি ইত্যাদির যদি চৈতন্য বা জ্ঞান থাকত, তাহলে সে মনে করত যে আমি দর্শন করছি, আমি শ্রবণ করছি, আমি মনন করছি, ইত্যাদি। কিন্তু আসলে ত দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি ইত্যাদির পৃথক্ সত্তা এবং কর্ত্তৃত্ব নেই। আপনি যখন নিদ্রিত থাকেন, তখন তাদের কোন কাজ থাকে না। আবার যখন জাগ্রত হন, তখন আত্মা হ'তে ঐ শক্তিগুলি প্রকাশিত হ'য়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে কাজ করে,—দর্শনশক্তি দর্শন করে, শ্রবণশক্তি শ্রবণ করে, ইত্যাদি ; কিন্তু দর্শনশক্তি শ্রবণ করে না বা শ্রবণ-শক্তি দর্শন করে না, ইত্যাদি। এইজন্য ঐ শক্তিগুলি পরস্পর ভিন্ন হলেও আত্মার মধ্যে যখন মিশে যায়, তখন তাদের ভেদ থাকে না, এক অখণ্ড আত্মারূপেই তাদের স্থিতি হয়। যতক্ষণ তারা নিজকে আত্মা হ'তে এবং পরস্পর পরস্পর হতে ভিন্ন ব'লে জ্ঞান করে, ততক্ষণ দর্শনশক্তি মনে করে 'আমি দর্শন করছি', শ্রবণশক্তি মনে করে 'আমি শ্রবণ করছি', ইত্যাদি। কিন্তু যদি ঐ শক্তিগুলির দৃষ্টি খুলে যায় যে আমার নিজের পৃথক্ সত্তা বা কর্ত্তৃত্ব নেই—আমি এক অখণ্ড আত্মা থেকে উদ্ভূত হই এবং তাঁর শক্তির দ্বারাই আমি দর্শনাদি কাজ করি, তাহলে সে তখন নিজেকে সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার অধীন বলে মনে করবে, তার যে পৃথক্ সত্তা নেই, পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব নেই—আত্মাই একমাত্র কর্ত্তা তা অনুভব করে। ঠিক তদ্রূপ এই অনন্ত জীবশক্তি যতক্ষণ অজ্ঞানের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ জীব মনে করে আমি স্বতন্ত্র কর্ত্তা, স্বতন্ত্র ভোক্তা, ইত্যাদি। কিন্তু যখন ঐ জীবের দৃষ্টি খুলে যায় যে পরমাত্মাই আমার আত্মা, আমার আত্মার আত্মা বলেই তিনি পরমাত্মা, তাঁর স্থিতিতেই আমার স্থিতি, তাঁর কর্ত্তৃত্বেই আমার কর্ত্তৃত্ব, তখন তাঁর অহং কর্ত্তৃত্ব, অহং ভোক্তৃত্ব সব লুপ্ত হয়ে যায়। তিনি তখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবদধীন, এবং ভগবদভিন্ন বলে বোধ করেন। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেই ভগবান্ গীতায় বলেছেন—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ॥" ইত্যাদি। অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত যুক্ত একাত্মভাবাপন্ন তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ দেখা, শুনা, স্পর্শ করা এবং গ্রহণ করা ইত্যাদি কাঁজ করেও মনে করেন আমি কিছুই করি না।

এখন বুঝতে পারলেন তো জীব কেন সম্পূর্ণরূপে ভগবদধীন, কেন তার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্বাদি নেই?

২৩। **প্রশ্ন**। "উপদেষ্টা অনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ"—যিনি উপদেষ্টা তিনিই আবার ভর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি, এই বিষয়টা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কৃপা করে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর। এখানে জীবরূপে পরমাত্মাই ভোক্তা। জীব যে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন নন, এই ভোক্তা শব্দের দ্বারা বুঝান হয়েছে। জীব পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তাঁহা হতে অভিন্ন। যিনি 'পরঃ পুরুষঃ' অর্থাৎ পুরুষোত্তম, তিনিই সেই পরমাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদবাচ্য। কিন্তু তিনিই জীবরূপে প্রতি দেহে স্থিত থেকে বিষয় ভোগ করেন, এও এখানে বলা হয়েছে।

২৪। প্রশ্ন। পৃথিবী নানা ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ। নানা রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে তাঁর প্রকাশ। চিন্তা ক'রে দেখলে বোঝা যায়, এই সমস্ত বস্তুর স্বরূপ হচ্ছে পার্থিব। মানে, তুলা থেকে উত্তম বস্ত্র, মাটী থেকে ইট, গাছ থেকে কাঠ, খনি থেকে লোহা, সোনা, রূপা, তামা, ইত্যাদি ধাতু, এইসব বস্তুর মিশ্রিত রূপ আমাদের প্রলোভিত করে। তখন এইগুলির স্বরূপ ভুলে গিয়ে এইগুলিকে আমরা অত্যন্ত সত্য ও আনন্দময় ব'লে অনুভব করি। যেমন ধরুন, ইট, কাঠ থেকে একটা বিরাট বাড়ী তৈরী হল। সেই বাড়ীটা মানুষকে মুগ্ধ করল। বিরাট কল, কারখানা, ভাল ভাল কাপড় ভাল ভাল আহার্য্যবস্তু ইত্যাদি সবই তৈরী হচ্ছে সেই এক থেকে। এদের প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বদা হৃদয়ে অনুভব ক'রে, এর থেকে মনকে সরিয়ে রাখার উপায় কি ?

উত্তর। ইট কাঠ কি সোনা রূপা এই সমস্ত যা বল্লে, এই সবই জড় পদার্থ এবং সেইগুলির সব পরির্ত্তন হয়। একটা গোলাপ ফুলই ধর। একটা গোলাপ ফুল দেখছ—কুঁড়ি হল, তারপর ফুটে উঠল ; বেশ সুগন্ধ দিল। একদিন পরে সেটা শুকাতে আরম্ভ করল, পরে সেটা একেবারে শুকিয়ে গেল। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে কে ? কুঁড়ি বা ফুটন্ত অবস্থায় যাকে গোলাপ বলছি, সেটা শুকিয়ে গেলেও, তার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এইগুলির পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেলেও ত তাকে গোলাপই বলছি ? ঐ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও একটা স্থায়ী বস্তু আছে ত ? তেমনই বাল্যকালে যে 'আমি', যৌবন-কালেও সেই 'আমি', বৃদ্ধকালেও সেই 'আমি'। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমি'ই আত্মা। সেই আত্মার বাহ্যরূপের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তেমনই মাটি, পাথর, সুবর্ণ ইত্যাদি যা কিছু, সকলের মধ্যে সেই এক আত্মাই রয়েছেন। বাহ্য রূপের হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রকারে পরিবর্ত্তন হচ্ছে। ঐ ইট পাথর থেকে বাড়ীও হ'ল, সব কিছুই হ'ল বটে, হ'লেও তার মধ্যে সেই স্থায়ী বস্তু আত্মাই রয়েছেন। তিনি যেমন আমার দেহের মধ্যে রয়েছেন, তেমনই সর্ব্বঘটে সেইরকম তিনিই রয়েছেন। যেমন, আমার জন্ম হ'ল, তৎপর ক্রমশঃ শৈশব অবস্থা, কিশোর অবস্থা, যুবা অবস্থা, বার্দ্ধক্য অবস্থা ইত্যাদি সব অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঐ সমস্ত অবস্থাতেই অপরিবর্ত্তনীয় রূপে এক আত্মাই আছেন। গোলাপ ফুলের যেমন সব পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে পর্য্যন্ত গেছে, রূপ রস গন্ধাদি সব কিছুর পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছে তবুও এ সেই গোলাপ—কেন? তা হলেই বুঝতে হবে প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যেই সেই তিনিই রয়েছেন। এই যে একটা গরু চলে যাচ্ছে, এই জড় বস্তুটা চলছে কেমন করে? ওর ভিতর কে রয়েছেন? আমার মধ্যেই বা কে রয়েছেন? আমি কথা বলছি, চোখে দেখছি, কাণে শুনছি কেন? মন সংকল্প বিকল্প করে কেন? এইগুলি ত জড়? তাহলে বুঝতে হয় আত্মা আছেন বলেই গরুটি চলছে, আমি কথা বলছি, শুনছি, সংকল্প ইত্যাদি করছি। যে আত্মা গরুটির মধ্যে ও আমার মধ্যেও আছেন, তিনিই এই বিশ্বের প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন—একটা পরমাণু থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্তের মধ্যে তিনিই আছেন। আমাদের এক আচার্য্য একটি শ্লোকে বলেছেন—"কিঞ্চ কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে নহি, ত্বাং বিনাপ্যপি তথাখিলেশ্বর। নেতি নেতি চ নিষেধিতাশ্রয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তদ্বিশেষ বিষয়োঽপি সম্মতঃ ॥”—‘হে অখিলেশ্বর পরমাত্মন্! তোমাকে ছাড়া এই জগতে একটি অনুমাত্র বস্তুও কিছু নাই। তবে “নেতি নেতি” ব’লে কেউ কেউ যে বলেন—তুমি পঞ্চ মহাভূত নও, একাদশ ইন্দ্রিয় নও, মন নও, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এসব তুমি নও, তার অতীতরূপে তুমি আছ,—তদতীতরূপে তুমি রয়েছ তা ঠিক; কিন্তু সেই নিষেধের বিষয় যে পঞ্চ মহাভূত পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি এই সমস্তও তুমি ছাড়া কিছু নয়, তোমারই প্রকাশ’। সেইরকম জগতের পাথর ইট যা কিছু দেখছ, তা তিনিই, তিনিময়। এইজন্য শ্রুতি বলেছেন— “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”—এই বিশ্বের সবই ব্রহ্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দেখা যায় উদ্ধবকে ভগবান্ বহু সাধনের উপদেশ করেছেন। সেইসব সাধনের উপদেশ করার পরে শেষকালে বল্লেন—

“অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনো বাক্ কায়বৃত্তিভিঃ ॥” ১১।২৯।১৯

কায় মন এবং বাক্যের সহিত সর্ব্বভূতে আমার সত্তার উপলব্ধি করাই আমার উপদিষ্ট অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন। অতএব ইট, পাথর, সোনা বা ঘরবাড়ি দালান ইত্যাদি যা কিছু দেখছ সর্ব্বরূপে তিনি, তাঁর প্রকাশ সর্ব্বত্র, সর্ব্বত্র তাঁরই স্থিতি রয়েছে এইটি দেখতে অভ্যাস করবে।

২৫। **প্রশ্ন।** তাহলে স্থূল হতে সূক্ষ্ম চৈতন্যে মনকে স্থাপিত করলে তবেই পরম শান্তি লাভ করা যায়?

উত্তর। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম চৈতন্যে ত স্থাপিত করবে, কিন্তু ঐ স্থূলটাও তিনি ছাড়া নয়—সর্ব্বরূপে তাঁরই প্রকাশ। শ্রুতি বলেছেন :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥"

—মাকড়সা যেমন জাল সৃষ্টি ক'রে তা'র মধ্যে বসেই সে খেলা করছে, আবার নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিচ্ছে; তদ্রূপই ব্রহ্ম হতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হচ্ছে। গ্রীষ্মকাল যখন আসে তখন এই পৃথিবীতে লতা, ঘাস ইত্যাদি কিছুই দেখা যায় না, সব শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যেমনই বৃষ্টি হল, তেমনই দেখবে যে ঘাস, লতাদিতে এই পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। নিজের থেকেই পৃথিবীতে এই সব হয়, আবার পুনরায় গ্রীষ্মকাল এলে সেই সব শুকিয়ে গিয়ে ঐ পৃথিবীতেই লয় হয়ে যায়। মানুষের দেহে নিজে থেকেই লোম, কেশ, উদ্গত হচ্ছে, কেউ বীজ বপন করছে না, আপনা হতেই হচ্ছে। আবার মানুষ মরে গেলে, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। সেইরূপ অক্ষর পরমাত্মা থেকে এই বিশ্ব উদ্ভূত হচ্ছে আবার তাঁতেই লয় হয়ে যাচ্ছে। অতএব স্থূল, সূক্ষ্ম সমস্তকেই ব্রহ্মরূপে দেখার অভ্যাস করবে; তাহলেই তাঁর কৃপায় ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হতে থাকবে এবং চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হ'লে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বুদ্ধিতে স্থিত হয়ে নিশ্চয়ই পরমা শান্তি লাভ করবে—আনন্দময় হয়ে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ ॥

২৬। প্রশ্ন। দ্বৈত ও অদ্বৈত কি এবং উভয়ে প্রভেদ কি? ব্রহ্মজ্ঞান কি করে হবে?

উত্তর। সাধক যখন ভগবান্‌কে নিজের থেকে পৃথক্ দেখে দাস ভাবে সেবা করে এবং সমস্ত জীব ও জগৎকে ভগবান্ হতে পৃথক্ ভাবে দেখে, তখনই দ্বৈত আর সাধক যখন সমস্ত জীব ও জগৎকে ভগবান্ থেকে অভিন্ন দেখে, তখনই অদ্বৈত। নিজের চেষ্টায় কেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। শ্রীগুরুর আদেশ নির্ব্বিচারে পালন ক'রে গেলে ও তাঁর উপদেশ মত সাধন ভজন করলে যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু ঐ ভাবে চলা সহজ নয়। শ্রীগুরু যার প্রতি কৃপা করেন, তিনিই এভাবে চলতে পারেন। "গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্"।

২৭। প্রশ্ন। জীব ও ভগবান্ অভেদ কি না? জড় ও চেতন উভয়েই ভগবানের অংশ কিনা?

উত্তর। জীব ও ভগবানে অভেদ তা' ঠিকই কিন্তু ভেদও আছে। এই জন্য জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা হয়। জীব ভগবানের চিৎ এর অংশ ব'লে, সে অংশী ভগবান্ হ'তে অভিন্ন। আবার অংশ মাত্রে ভগবানের সত্তা পর্য্যন্ত নয়। তিনি তাকে অতিক্রম করেও আছেন ব'লে ভগবান্ জীব হ'তে ভিন্নও বটেন। জগৎও ভগবানের অংশ, সুতরাং তার সঙ্গেও ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

২৮। প্রশ্ন। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও সর্ব্বজ্ঞ, এই শাস্ত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণিত আছে; তাহলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞের সর্ব্বজ্ঞত্ব কি একই প্রকারের, অথবা কিছু ভেদ আছে?

উত্তর। অনন্ত জীব সমন্বিত এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম, ইহা বলাতে অনুভূতি এক হবে, অনুভূতির ভেদ থাকবে না—এইরূপ যে বলছেন তার উত্তরে এই বলছি যে, ব্রহ্মের ঈশ্বর-রূপে যে তাঁর অনুভব, তা সমষ্টিরূপে অনুভব, তা এক; আর জীবরূপে যে তাঁর অনুভব, তা ব্যষ্টিররূপে অনুভব, তা অনন্ত প্রকারে অনুভূত হয়; সুতরাং এক নয়। ঈশ্বররূপে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাই তিনি সমগ্রদ্রষ্টা। জীব অনন্ত, তাই তিনি জীবরূপে অল্পজ্ঞ এবং ব্যষ্টিদ্রষ্টা। ব্যষ্টিদ্রষ্টার জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লেও তিনি এক কালে সর্ব্বজ্ঞ হ'তে পারেন না, তাঁর সর্ব্বজ্ঞত্ব আপেক্ষিক; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে তাঁকে যে সর্ব্বজ্ঞত্ব বলা হয়েছে, তাও ব্যষ্টিদ্রষ্টারূপে ক্রম অনুসারে সর্ব্ববিষয়ে তাঁর জ্ঞান হয়, এই অর্থে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি যে বিষয় যখন জানতে ইচ্ছা করবেন, সেই বিষয়টিই তখন তিনি জানতে পারবেন, অন্য বিষয় তখন তাঁর জ্ঞানে প্রকাশিত হবে না, এইটাই তার তাৎপর্য্য। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সেইরূপ নয়; তিনি সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা। এই হ'ল সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানী জীবের জ্ঞানে প্রভেদ।

২৯। **প্রশ্ন।** 'ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞ জীবের অভেদ উপদিষ্ট হওয়ায় সর্ব্ববিষয়ে অভেদ থাকা বুঝায়; সুতরাং ঈশ্বর সর্ব্বকালে সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞাতা, জীব ক্রমশঃ তাঁর ইচ্ছামাত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞাতা; এইরূপ ভেদ বলা যায় কি?

উত্তর। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ বিভু ও সমগ্রদ্রষ্টা, জীব স্বরূপতঃ অণু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ব্যষ্টিদ্রষ্টা। জীব ব্রহ্মজ্ঞ হ'লেও এবং ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হ'লেও জীব জীবই থাকে, ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞান হ'লেই ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হয়ে সে থাকে; কিন্তু বিভু ও সমগ্রদ্রষ্টা ব্রহ্মই সে হয়ে যায় না। কারণ ঐ জীব তাঁর সহিত অভিন্ন হওয়ার পূর্ব্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, পরেও আছেন। যেমন নদী সমুদ্রে গিয়ে মিশে গেলে নদী সমুদ্র হতে অভিন্ন হয়ে যায়; তদ্রূপ নদী যখন সমুদ্রে না মিশে তখনও সমুদ্র ছিল, পরেও আছে। নদী তা'তে গিয়ে মিশলে, তার পৃথক্ স্থিতি দেখা না গেলেও, তা সমুদ্রের অংশ মাত্র হয়, সম্পূর্ণ সমুদ্র হয়ে যায় না। তদ্রূপ জীব ব্রহ্মের সহিত মিশে গিয়ে অভিন্ন হ'লেও জীব সম্পূর্ণ ব্রহ্ম হয়ে যায় না, তার অংশরূপে স্থিতি হয়। জীব ত জড় নয় যে তার জ্ঞান কিছু না থেকে একেবারে ব্রহ্মের সহিত মিশে গেলে তার আর পৃথক্ জ্ঞান থাকে না? জীবের যে অণুস্বরূপ ও তার ব্যষ্টিজ্ঞান, তা' তার থাকবেই, সেই স্বরূপের কখনও লোপ হয় না। তবে ব্রহ্মজ্ঞ হ'লে ব্রহ্ম থেকে তার পৃথক্ অস্তিত্ব নেই, সে ব্রহ্মেরই অংশ, ব্রহ্মের স্থিতিতেই তার স্থিতি, তাঁর দ্বারাই তার প্রবৃত্তি হচ্ছে এইরূপ অনুভূতি তার হয়। এই বিষয়টি আপনাকে দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা করছি, বেশ নিবিষ্ট চিত্তে আপনি এটি বুঝার চেষ্টা করুন।

আপনার এক অখণ্ড আত্মা আছে, তা' ত আপনি সর্ব্বদাই অনুভব করছেন? এই অখণ্ড আত্মার দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, মনন শক্তি, ১০ সের ওজনের জিনিষ তুলবার শক্তি, ২০ সের ওজনের জিনিষ তুলবার শক্তি, ইত্যাদি বহু প্রকার শক্তি আছে। যখন আপনি নিদ্রিত থাকেন তখন এই সব শক্তিই আপনার আত্মাতে লীন হয়ে থাকে, আবার যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগ্রত হন, তখন ঐ সব শক্তি প্রকাশিত হয় এবং সেগুলির যখন যেটির দ্বারা কাজ করার প্রয়োজন হয়, তখন সেটির দ্বারা কাজ করেন। দর্শন শক্তির দ্বারা দর্শনরূপ কাজ করেন, শ্রবণ শক্তির দ্বারা শ্রবণরূপ কাজ করেন, ১০ সের ওজনের জিনিষ তুলবার ইচ্ছা করলে সেইরূপ শক্তি প্রকাশিত হয়ে কাজ করে, ইত্যাদি। যদি দর্শন শক্তি প্রভৃতির জ্ঞান থাকত, তাহলে ঐ শক্তিগুলি প্রত্যেকেই তার কাজের কর্ত্তা মনে করত অর্থাৎ দর্শন শক্তি মনে করত আমিই দর্শন করছি. শ্রবণ শক্তি মনে করত আমিই শ্রবণ করছি, ইত্যাদি ; কারণ, তাদের আত্মা যে আছেন সে দৃষ্টি ত তাদের নেই ? কিন্তু বাস্তবিক তা সত্য নয়। দর্শনশ্রবণাদি কাজ দর্শন শ্রবণাদি শক্তির দ্বারা অখণ্ড আত্মাই করছেন ; অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই আপনার দর্শনাদি শক্তির দ্বারা কৃত সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা। অবিদ্যা (অজ্ঞান) বশতঃই ঐ শক্তিগুলি মনে করে যে 'আমিই কর্ত্তা'। তদ্রূপ এই অনন্ত জীব, ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। এই অনন্ত জীবরূপ শক্তির দ্বারা তিনি অনন্ত প্রকার কাজ করছেন, জীব দর্শন শক্তি ইত্যাদির মত জড় নয়, সে চিৎস্বরূপ ; এজন্য ঐ চিতের (জ্ঞানের) দ্বারা ভ্রান্তি বশতঃ মনে করে 'আমিই জীব শক্তিরূপ, আমিই কর্ত্তা'। প্রত্যেক বদ্ধ জীবই এই একই রূপ মনে করে অর্থাৎ 'আমিই কর্ত্তা' মনে করে। কিন্তু উপাসনার দ্বারা যখন জীবের অজ্ঞান দূর হয়ে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন জীব দেখে সে ব্রহ্মের শক্তি মাত্র, ব্রহ্মের স্থিতিতেই তার স্থিতি, তাঁর কর্ত্তৃত্বেই তার কৃতিত্ব, তিনিই তার প্রেরক। 'আমি' রূপ জীবশক্তির দ্বারা ব্রহ্মই কাজ করছেন ; তিনি আবার জীবাত্মারূপ শক্তির আত্মা ; এই জন্য তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। যখন 'পরমাত্মাই এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবরূপ শক্তির দ্বারা সমস্ত কাজ করছেন' এই জ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন তিনি মনে করেন তিনি সমস্ত কাজ করলেও তিনি কিছুই করেন না। এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেই ভগবান্ গীতায় বলেছেন—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্, গৃহ্ণন্, মিষন্নিমিষন্নপি॥ ইত্যাদি

এখন নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা ক'রে দেখুন—যেমন আমাদের ইন্দ্রিয়াদি শক্তি আমাদের অখণ্ড আত্মাতে কখনও (নিদ্রিত অবস্থায়) লীন হয়ে থাকে, আবার কখনও (জাগ্রত অবস্থায়) প্রকাশিত হয়, সুতরাং অভিন্ন হলেও পৃথক্ স্থিতি থাকে; তেমনি জীবশক্তিরূপ আমাদের আত্মাও ব্রহ্মে যখন অভিন্নরূপে স্থিত হয়, তখন একেবারে অভেদ অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়ে যায় না—অর্থাৎ যেরূপ দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, ইত্যাদি শক্তি আমাদের আত্মার সহিত নিদ্রার সময় বা সুষুপ্তি কালে মিশে গেলেও তা সম্পূর্ণ আত্মস্বরূপ হয় না, তার পৃথক্ স্থিতি থাকে বলেই ত দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তির তখনও পরস্পর ভেদ থাকে, এবং সেইজন্যই তারা পৃথক্ রূপে প্রকাশিত হতে পারে; তদ্রূপ এই জীবাত্মা ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যখন ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞান লাভ করে অথবা দেহান্তের পর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মে লীন হন, তখনও সেই ব্রহ্মজ্ঞ জীবের পৃথক্ স্থিতি থাকে। যেমন দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি ইত্যাদি পরস্পর পৃথক্ তদ্রূপ অনন্ত জীবশক্তিও পরস্পর পৃথক্ এবং ব্রহ্মে বিভিন্ন জীব ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে লীন হ'লেও তাঁদের পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি থাকে। তাই ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের মধ্যে কাহাকেও দর্শনের জন্য আরাধনা করলে সেইরূপে তিনি দর্শন দিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

॥ আত্মা, দেহ, প্রাণ, মন, জীবন ॥

৩০। প্রশ্ন। প্রাণ কি? জীবন মানে কি?

উত্তর। প্রাণ হল বায়ু পদার্থ। ব্যাপক বায়ু জীবের প্রাণ নয়। শরীরে যে বায়ু আছে ও যা'র দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করে, তাই প্রাণ। তাকেই মুখ্য প্রাণ বলে। আর প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, এই পঞ্চ বায়ুরও সাধারণ নাম প্রাণ বলা হয়। শাস্ত্র ইন্দ্রিয়কেও প্রাণ বলেছে। ব্যাপক যে বায়ু তা বিরাট পুরুষের প্রাণ।

জীবন মানে চৈতন্য। দেহধারীর দেহে প্রাণ ও চৈতন্য উভয়ই আছে, কিন্তু প্রাণ ও চৈতন্য এক বস্তু নয়। চৈতন্য জীবের স্বরূপান্তর্গত, আর প্রাণ হল বায়ু। দেহী যখন দেহ ত্যাগ করে যায়, তখন প্রাণ সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে যায়। সেই সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণ অবশ্য থাকে, কিন্তু তা এই স্থূল শরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্মাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরে থাকে। বায়ুর সূক্ষ্মাবস্থা তন্মাত্র। তন্মাত্রও সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত। সূক্ষ্ম শরীর ত জড়; তাতে চেতন বস্তু (আত্মা) থাকে বলেই বের হয়ে যেতে পারে।

৩১। প্রশ্ন। এই দেহের মধ্যে আত্মা আছেন, তা' কি করে বুঝা যায়—এতে ত শূন্যবাদ এসে যায়? তা' কল্পনা করাই বা যায় কিরূপে?

উত্তর। এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠে, তুমি এই প্রশ্ন করে ভাল করেছ। কেন উপনিষদে শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করেছেন :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ পৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥" ১।১

অর্থাৎ এই দেহের মধ্যে যে মন বলে একটি জিনিষ আছে, তা' কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সঙ্কল্প বিকল্পাদি করে, আবার মুখ্য প্রাণ বলে যে একটি জিনিষ আছে, এই প্রাণ থাকলেই দেহ জীবিত থাকে ব'লে আমরা বলি, এই প্রাণই বা কার দ্বারা চালিত হচ্ছে, যার দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করে আছি? এই যে আমরা বাক্য বলি, কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে এই বাগিন্দ্রিয় কথা বলে? কোন্ দেবতার দ্বারা প্রেরত হয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় দেখে ও শ্রবণেন্দ্রিয় শুনে?

এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলেছেন—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥" ১।২

—ইহার ভাব হ'ল এই যে, যিনি এই মন, প্রাণ, বাগিন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ইত্যাদিকে চালিত করছেন, তাঁকেই ত জানতে হবে? তিনিই আত্মা। তাঁকে যিনি জানেন, তাঁর জীবন অমৃতময় হয়ে যায়। দেহান্তের পর ইহলোক হ'তে গমন ক'রেও অমৃত স্বরূপ হয়ে যান।

তারপর গুরু বলেছেন—বাক্য যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু যাঁর দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, যাঁকে চক্ষু দেখতে পায় না কিন্তু যাঁর শক্তিতে চক্ষু দেখে, শ্রবণেন্দ্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু যাঁর শক্তিতে শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ করে—তাঁকেই ব্রহ্ম (আত্মা) বলে জানবে। আমরা যাদের ব্রহ্ম বা আত্মা বলে মনে করি তারা ব্রহ্ম ন'ন।

এইরূপ গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলেছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মনা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৬

—যাঁর দ্বারা প্রত্যেক জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ যিনি দেহ মধ্যে নিয়ন্তারূপে থাকাতেই প্রত্যেক জীব কথা বলে, চলে ফিরে, দেখে শুনে ও সব কিছু কর্ম্ম করে, নিজের কর্ম্মের দ্বারা তাঁরই সেবা করা হচ্ছে, এই জ্ঞান ক'রে কর্ম্ম করলে মানুষ কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করে। অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করেও তিনি কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকেন, তা'তে বদ্ধ হন না এবং তাঁর চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হওয়ায় নিজ আত্মা ও ভগবৎ স্বরূপ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হন। এখন বুঝতে পারলে ত প্রত্যেকেরই ভিতর আত্মা বা ব্রহ্ম আছেন বলেই, এই জগতের সব কিছু কাজ হচ্ছে। এই যেমন এখানে আমরা ৫০ জন বসে আছি, এখন যদি আমাদের মধ্যে থেকে তিনি বের হয়ে যান, তাহলে এই দেহগুলি পচে মাটিতে মিশে যাবে, শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে বা পুড়িয়ে দেবে। তেমনি এই জগতের সমস্ত বস্তু হতে যদি তিনি এক সঙ্গে বের হয়ে যান, তাহলে জগতের আর কিছু থাকবে না—মহাপ্রলয় হয়ে যাবে। কাজেই বুঝতে পারলে ত প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি আছেন এবং তিনি আছেন বলেই এই জগৎ আছে ও সব কাজ কর্ম্ম চলছে এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ রয়েছে। এইরূপে সর্ব্বভূতে যে তিনিই আছেন, তা' ধারণা করতে হয়। এই ধারণা ক'রে যিনি তা' অনুভবের মধ্যে আনতে পারেন, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে আনন্দময় হয়ে যান এবং সমস্ত জগৎকে আনন্দময়রূপে অনুভব করেন।

৩২। **প্রশ্ন।** মন যদি ভোগাসক্তিশূন্য না হয়, আত্মগত না হয়, তবে দেহমনের তৃষ্ণা মিটিয়ে নিয়ে তাকে প্রশমিত করলে আত্মা কি কলুষিত হয় ?

উত্তর। ভোগ যত বাড়ান যায় ততই বেড়ে যায়, ভোগের দ্বারা বিষয়বাসনা দূর হয় না। এজন্য ভোগের দ্বারা দেহমনের তৃষ্ণা মিটিয়ে তাকে প্রশমিত করা সম্ভব নয়, তাতে আত্মা কলুষিতই হয়।

৩৩। **প্রশ্ন।** মানুষের মন কি ?

উত্তর। প্রকৃতি হতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হতে মনের উৎপত্তি হয়েছে। এই মন অন্য দশ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তারূপে প্রত্যেক মানুষের দেহে অবস্থান করছে।

৩৪। **প্রশ্ন।** মন কেন সর্ব্বদা চঞ্চল ? মন শান্ত ও সংযত করবার উপায় কি ?

উত্তর। মানুষের জন্মজন্মান্তরের সংস্কার হেতু বিষয়ের প্রতি স্বভাবতঃই অত্যন্ত অধিক আসক্তি রয়েছে। সেই আসক্তি থাকাতেই তার মন বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদা ধাবিত হয়। এইজন্যই মন সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। মনকে শান্ত সংযত করার অভ্যাস ধীরে ধীরে করতে হয়, কিন্তু কেবলমাত্র অভ্যাস দ্বারাই মন শান্ত ও সংযত হয় না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকলে যতই অভ্যাস করা যাউক না কেন, বিষয় মনকে টেনে নেয়। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসা প্রয়োজন। যতটুকু বৈরাগ্য আসবে ততটুকুই অভ্যাসের দ্বারা মন স্থির হবে। এইজন্য ভগবান্ গীতায় বলেছেন "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"।

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই উভয়ের দ্বারাই মনকে সংযত করতে হবে।

৩৫। প্রশ্ন। মন স্থির করবার উপায় কি? কোনও যোগাসনে বসে কি মন স্থির করা যায়?

উত্তর। হাঁ! যোগাসনে ব'সে সাধন করলে মন স্থির হয়। মন স্থির করার কয়েকটি উপায় যোগদর্শনে উপদেশ করেছেন,—তন্মধ্যে আসনকেও একটি উপায় বলেছেন। যে কোন একটি আসনে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে, তাতেও মন স্থির হয় বলেছেন।

যে আসনে আপনি সহজে আরামের সহিত বসতে পারেন, সেই আসনেই বসে মনের স্থিরতার চেষ্টা করতে হবে। সুখাসন বা স্বস্তিকাসন একটি আসন আছে। সেই আসনে বসা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। সেই আসনের আর একটি গুণ আছে। ভজনের সময় যে শরীরে একটা শক্তির উদ্রেক হয়, তা পায়ের আঙ্গুল দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। যদি দুই দিকের পায়ের আঙ্গুল শরীরের ভিতর প্রবেশ করান থাকে, তাহলে তা আর বের হতে পারে না, শরীরের মধ্যেই তা প্রবেশ করে। পা বাইরে থাকলে ঐ শক্তি বের হয়ে যায়। স্বস্তিকাসনে জানুদ্বয়ের মধ্যে পদদ্বয় প্রবেশ করিয়ে বসতে হয় ব'লে পায়ের আঙ্গুল বাইরে থাকে না, সুতরাং ভজনের দ্বারা সঞ্জাত শক্তি বের হতে পারে না। এইরূপ আসনের অভ্যাসের সঙ্গে যদি বিষয়ের আসক্তি কম করতে চেষ্টা করেন এবং মনস্থিরেরও অভ্যাস করেন তাহলে খুব শীঘ্র মন স্থির হয়। যত বিষয়ের প্রতি আসক্তি বেশী থাকে, ততই মন বেশী চঞ্চল হয়। যে পরিমাণে আসক্তি কম হয়, সেই পরিমাণে মন স্থির হয়। এজন্য গীতায় ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেছেন—"অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই উভয়ের দ্বারা মনকে স্থির করবে"।

৩৬। **প্রশ্ন**। জপ করতে বসলে মনে অন্য নানাবিধ চিন্তা আসে। স্থিরভাবে ভগবানে মন নিবিষ্ট করার উপায় কি ?

উত্তর। শ্রীভগবান্ গীতায় বলেছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে" অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশে আনা যায়। কেবলমাত্র অভ্যাসের দ্বারা মনকে বশে আনা যায় না। যদি বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না আসে, তাহলে মনকে যতই বশে আনার অভ্যাস করুন না কেন, তা সফল হয় না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি মনকে সেই বিষয়ে জোর করে টেনে নেয়। কিন্তু বিষয়ের আসক্তি যদি কম হতে থাকে, তাহলে যতটুকু আসক্তি কম হবে, অভ্যাস দ্বারা ততটুকু মন স্থির হতে থাকবে। বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনকে বশে আনার অভ্যাস করতে থাকলে তখন সেই স্থির ভাব ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকবে।

আপনিই বিবেচনা করে দেখুন,—যাদের মন নানা প্রকার বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদা ধাবিত হয়, তাদের মন কেবল অভ্যাসের দ্বারা কিরূপে স্থির হবে ? তার মন ত নানা বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদাই ছুটে বেড়াচ্ছে ? অতএব মনকে স্থির করতে হলে বিষয়ের প্রতি আসক্তি কমাতে চেষ্টা করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনকে বশে আনার অভ্যাসও করতে হয়। শ্রীভগবান এই অভ্যাস কিরূপে করতে হয়, তৎসম্বন্ধে গীতায় বলেছেন,—

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥" ৬।২৬

গীতায় ভগবান্ মনস্থির করা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনাকে বললাম; কিন্তু আর একটি ভাল উপায়ও আপনাকে বলছি। যদি আপনি শ্রুতি উপদিষ্ট ভূমা জ্ঞানের অভ্যাস করতে পারেন, তাহলে অতিসহজে মনস্থির করতে পারবেন। ভূমার স্বরূপ কি তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলেছেন,—"যত্র নান্যাৎ পশ্যতি, নান্যাৎ শৃণোতি, নান্যাদ্বিজানাতি, স ভূমাঃ" অর্থাৎ যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছুর জ্ঞান হয় না,—যা কিছু দেখা যায়, যা কিছু শুনা যায়, যা কিছু জ্ঞান হয় সবই ব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নেই, এই জ্ঞান হয়, সেই অবস্থায় সেই জ্ঞানের বিষয়ই হল ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বরূপী ব্রহ্মই ভূমা।

এই ভূমা জ্ঞানের যিনি অভ্যাস করেন, তাঁর জ্ঞানে বিষয়ও ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞানে বিষয়কে দেখলে তখন তার কাছে বিষয় বিষ না হয়ে অমৃত স্বরূপ হয়ে যায়। সুতরাং তাঁর মন আর চঞ্চল হতে পারে না। সমস্ত ইন্দ্রিয় স্বতঃই তখন তাঁর বশে এসে যায়। ইহা আর একটু পরিস্কার ক'রে বলছি।

ভোক্তা বিষয়কে পৃথক রূপে ও ভোগ্যরূপে দেখেন বলে, তার সেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি হয় এবং সেইজন্য মন চঞ্চল হয়। কিন্তু ভোগ্যরূপে জ্ঞান না হয়ে এই বিষয় যদি সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মেরই রূপ বলে জ্ঞান হয়, তা'হলে ভেদজ্ঞান হয় না। তখন তাঁর আর আসক্তি কার প্রতি আসবে? মোহ বা শোকও তাঁর তখন কিছুই থাকে না। এইজন্য শ্রুতি বলেছেন,—"যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবাভুদ্বিজানতঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।" গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন, এই অবস্থা লাভ করলে শোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাঙ্ক্ষা কিছুই থাকে না, সর্ব্বত্র সমজ্ঞান হয়, ইত্যাদি। যথা—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" ১৮।৫৪

অতএব সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখতে অভ্যাস করতে থাকলে চিত্ত যতই প্রসন্ন হয়, শোক ও আকাঙ্ক্ষাদি কমতে থাকে—ততই মন স্বতঃই স্থির হতে থাকে। যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়, শোক আকাঙ্ক্ষা সব দূরীভূত হয়, তখন আর মন চঞ্চল কি হবে কিসের জন্যে? তখন মন প্রশান্ত হয়ে যায়।

(এই প্রশ্নোত্তর শুনে কয়েকজন ভক্ত শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে বলেন যে এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া খুবই কঠিন। তদুত্তরে তিনি পুনঃ লিখিত উত্তর দেন :—)

আপনারা যে উপায়টি কঠিন বলেছেন, তা ঠিক; কিন্তু অভ্যাস করতে আরম্ভ করলে ইহাও সহজ হয়ে যেতে পারে। যেমন পুরুষ মানুষ, যার কোনও দিন পাক করার অভ্যাস নেই, তাকে যদি পাক ক'রে খেতে হয় তবে তার ক্লেশ হয়। ধুঁয়াতে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, মাথা ধরে যায় এবং সে মনে করে, যদি না খেতে পাই তাও ভাল কিন্তু এত কষ্ট ক'রে পাক করতে পারব না। কিন্তু যদি একটু কষ্ট সহ্য ক'রে কিছুকাল পাক ক'রে খেতে থাকে ও পাক করার অভ্যাসও হতে থাকে এবং স্বাদও পায়, তাহলে সে আর নিজের হাতে পাক ক'রে খাওয়া ছেড়ে অন্যের হাতের পাক খেতে চায় না।

এই ভাবে সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি ক'রে মন স্থির করার কথা যা বললাম, তা প্রথমতঃ কঠিন ও ক্লেশকর মনে হতে পারে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এই কষ্ট অগ্রাহ্য ক'রে যদি অভ্যাস ক'রে যান এবং ক্রমশঃ তার স্বাদ পেতে থাকেন, তখন দেখবেন যে এ আর ছাড়তে চাইবেন না। তখন তাতেই মন লেগে যাবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

৩৭। প্রশ্ন। যেখানে আত্মার স্থিতি, সেই হৃদয় বলতে কোন্ স্থানকে বুঝায়? কুণ্ডলিনী শক্তি কোন্ চক্র ভেদ করলে ব্রহ্মদর্শন রূপ চতুর্থ ভূমি ও অখণ্ড সন্তোষ লাভ হয়?

উত্তর। হৃদয় বলতে দ্বিদল চক্র ও সহস্রারের মধ্যস্থানকে বুঝায়। এই স্থানেই আত্মার স্থিতি। সেস্থান থেকেই চৈতন্য শক্তি ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত শক্তির সর্ব্ব শরীরে প্রকাশ হয়েছে। এই স্থানেই কামনা-বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থী আছে। যখন পরমাত্মার দর্শন হয় তখন ঐ হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হয়। সহস্রার ঐ হৃদয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে সহস্রারের মধ্যস্তর পার হলেই চতুর্থ ভূমি লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

॥ গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরুশিষ্য সম্বন্ধ, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ, ইত্যাদি ॥

৩৮। প্রশ্ন। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু কে তা বুঝতে পারা যাবে কেমন করে?

উত্তর। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে দেহে ভগবান্ ভগবৎ শক্তি বা গুরু শক্তির সঞ্চার করেছিলেন এবং যা কোন মনুষ্য দেহকে অবলম্বন করে ধারাবাহিক ক্রমে এসেছে, সেই শক্তি লাভ করে যিনি ভগবৎ-প্রত্যক্ষ লাভ করেছেন, তিনিই সদ্‌গুরু। কিন্তু সেইরূপ ভগবৎ-প্রত্যক্ষ লাভ করেছেন এমন পুরুষকে চেনা কঠিন। এজন্য দেখতে হয় ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পরম্পরাগত পুরুষ কিনা। যদি সেরূপ পুরুষ হন, তাহলে তিনি সদ্‌গুরুই। কারণ গুরু এই দেহমাত্র নন, যে ভগবৎ শক্তি বা সদ্‌গুরু শক্তি ধারাবাহিকক্রমে সৃষ্টি আদি হতে চলে আসছে, তা'ই সদ্‌গুরু। সেই শক্তি যার মধ্যে থাকে তাকেও সদ্‌গুরু বলে, সেরূপ ঋষি পরম্পরাগত পুরুষ ভগবৎ-প্রত্যক্ষ লাভ করলে তিনি যে সদ্‌গুরু তাতে আর সন্দেহের কি থাকতে পারে?

৩৯। প্রশ্ন। কে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পরম্পরাগত পুরুষ এবং তিনি ভগবৎ-প্রত্যক্ষ লাভ করেছেন কি না, তা কিরূপে বুঝা যাবে?

উত্তর। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পরম্পরাগত পুরুষ বলতে কিরূপ পুরুষকে বুঝায়, তা বুঝতে পারলেন না? কোনও ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি হতে যে পরম্পরা (ধারা) চলে আসছে, সেই পরম্পরার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান পুরুষই তাদৃশ পরম্পরাগত পুরুষ। সেইরূপ পুরুষ ভগবৎ-প্রত্যক্ষ লাভ করেছেন কি না তা জানাও যেতে পারে। আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাসজী মহারাজের জীবনী ও তাঁর গুরু শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবনী তো পড়েছেন? না পড়ে থাকলে পড়ে দেখবেন। তাঁরা যে ভগবৎ-প্রত্যক্ষ লাভ করেছিলেন এবং পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, তা ঐ জীবনী পড়লেই জানতে পারবেন। তাঁরা ভগবৎ-প্রত্যক্ষ লাভ করেছেন, পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন। তাঁদের গুরু পরম্পরা সাক্ষাৎ ভগবান্ থেকেই চলে আসছে; কিরূপ তা বলছি—

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার চার মানস পুত্র—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার ব্রহ্মাকে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি সৃষ্টি কাজে ব্যাপৃত থাকায়, রজোগুণের প্রাধান্য হেতু ঐ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করতে না পেরে, ধ্যান পরায়ণ হয়ে শ্রীভগবান্‌কে আহ্বান করেন। তখন ভগবান্ হংস বেশে তাঁদের নিকট আবির্ভূত হন। তাঁকে দর্শন ক'রে (ব্রহ্মা উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায়) সনকাদি তাঁর নিকট তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ চান। তখন তিনি তাঁদের ঐ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন ও পূর্ণ ভগবৎ শক্তি বা গুরুশক্তি তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে জীবগণের উদ্ধারের এইরূপ ব্যবস্থা করেন যে, এই শক্তি তাঁরা আবার যাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন তিনিও সদ্‌গুরুরূপে জীবগণকে উদ্ধার করতে পারবেন। তাঁরা (সনকাদি) নারদের মধ্যে ঐ শক্তি দেন, তারপরে নারদও আবার নিম্বার্ক ভগবানের মধ্যে ঐ শক্তি দেন। এইরূপে তার পরেও ঐ ধারার গুরু যাঁর মধ্যে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুশক্তি দিয়ে জীবগণের উদ্ধারের ভার দিবেন, তিনিও জীবগণকে উদ্ধার করতে পারবেন্। এইভাবে আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত পরম্পরাক্রমে ঐ সদ্‌গুরু শক্তি এসেছে এবং পরেও যাবে। এইভাবে সদ্‌গুরু চিন্‌তে হয়। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সনকাদি পরম্পরার কথাই বললাম, কিন্তু এই-রূপ আরও অনেক পরম্পরা আছে।

ভগবান্ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দুইটি মার্গের সৃষ্টি করেছেন,—একটি নিবৃত্তি মার্গ আর একটি প্রবৃত্তি মার্গ। প্রবৃত্তি মার্গের দ্বারা এই সংসারের বৃদ্ধি করছেন আর নিবৃত্তি মার্গের দ্বারা সংসার বন্ধন হতে মুক্তি করে দিচ্ছেন। ঐরূপ সদ্‌গুরুর দ্বারাই নিবৃত্তি মার্গে জীবগণের উদ্ধারের ব্যবস্থা ভগবান্ করছেন। এটি সাংসারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে আরও বুঝাতে চেষ্টা করছি। যেমন ধরুন ইংলণ্ডের অধিপতি (সম্রাট), এঁর যে শক্তি আছে তার দ্বারা তাঁর সমস্ত রাজ্য তিনি পরিচালনা করেন। সেই সিংহাসনে যাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তার মধ্যেই সেই রাজশক্তি পূর্ণরূপে কাজ করে। ঐ সিংহাসনে রাণী ভিক্টোরিয়া (স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও) প্রতিষ্ঠিত হলে, তাঁর মধ্যে থেকে সেই শক্তি তার রাজকার্য্য পরিচালনা করেছে। এইভাবে ষষ্ঠ জর্জ্জ এবং এলিজাবেথ পর্য্যন্ত যাঁরা সিংহাসনে বসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত থেকে রাজকার্য্য চালিয়েছে ও চালাচ্ছে। দেহের পরিবর্ত্তন হয়ে যায় কিন্তু ঐ রাজশক্তি একই থাকে। ঠিক তদ্রূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে সনকাদি ঋষি থেকে আরম্ভ করে ঐ গুরু শক্তি ক'রে আসছে। যেমন সনকাদি সম্প্রদায় বা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে ধারাবাহিকরূপে গুরুশক্তি এইরূপ কাজ করেছেন, তদ্রূপ শ্রীসম্প্রদায় ইত্যাদি আরও অনেক সম্প্রদায়ে ধারাবাহিকরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুশক্তি এইরূপ কাজ করছেন। এইরূপ বিবেচনা ক'রে সদ্গুরু চিনতে হয়।

এমন অনেক স্থলে হয় যে ঐরূপ পরম্পরাগত কোনও পুরুষের মধ্যে পূর্ণ শক্তি প্রকাশ পায় না কিন্তু সেই শক্তি তাঁর মধ্যে থাকে এবং তারপর যিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন, তাঁর মধ্যে ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। তাতেও প্রকাশ না পেলে সেই শক্তি নষ্ট হয় না। হয়ত দুই পুরুষ পরে গিয়ে প্রকাশ পায়। মধ্যবর্ত্তি কোনও কোনও পুরুষের মধ্যে হয়ত পূর্ণ গুরুশক্তি প্রকাশ পায় নি, এমন হতে পারে; কিন্তু সেই শক্তি তাঁর নিকট লাভ করেছে এমন পুরুষের মধ্যে তা প্রকাশিত হয়। দেহ পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে, এক দেহ থাকে না। এই শক্তিই সেই বিভিন্ন দেহকে অবলম্বন ক'রে তার কাজ ক'রে যাচ্ছে।

যখন দেহকে আশ্রয় ক'রে ঐ গুরুশক্তি কাজ করে, তখন সেই দেহকে নিমিত্ত করেই ত গুরুশক্তি লাভ করতে হয়। এজন্য ঐ দেহধারীকে গুরু বলা হয় এবং তাঁরই পূজা সেবা করতে হয়। কারণ গুরুশক্তি ত দেখা যায় না বা তাকে ধরা যায় না। ঐ গুরুদেহকে আশ্রয় করেই ঐ শক্তিকে লাভ করতে হয়।

৪০। **প্রশ্ন**। গুরুকে দর্শন ভগবদ্দর্শন কি না?

উত্তর। গুরু সাক্ষাৎ ভগবানই, সুতরাং তাঁর দর্শন ভগবানেরই দর্শন। গুরুর দর্শন ভগবদ্দর্শন বলেই শিষ্যের জ্ঞান করা উচিত। কিন্তু চিত্ত নির্ম্মল না হলে ঠিক ঠিক গুরুকে ভগবান্ বলে জ্ঞান হয় না। যে পর্য্যন্ত গুরুকে ঠিক ঠিক ভগবান্ বলে জ্ঞান না হয়, সেই পর্য্যন্ত শ্রুতিতে বর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। তাই শ্রুতি নিজে বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

—অর্থাৎ যেমন পরমাত্মাতে পরাভক্তি করতে হয়, তেমন যদি গুরুতে পরাভক্তি হয়, তবেই শিষ্যের নিকট এই শ্রুতি কথিত ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়। তা না হলে হয় না।

গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধি করা কঠিন। কারণ সর্ব্বদা তাঁর সহিত মনুষ্যবৎ ব্যবহার থাকায় তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ এই জ্ঞান করা হতে চায় না, মনুষ্য বলেই মনে হয়। যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহধারী অবস্থায় ব্যবহারের সময় রাখালাদির হয়েছিল, কিন্তু এই মনুষ্যবৎ ব্যবহার দেখেও যাঁর গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধি হয়, সমস্ত সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়ে তিনি মুক্ত হয়ে যান।

৪১। **প্রশ্ন।** গুরু কি জীবাত্মা?

উত্তর। গুরু বিশেষ দেহধারী হওয়ায় তাঁকে জীবাত্মা বলে মনে হলেও গুরু পরমাত্মাই। পরমাত্মাই জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত গুরুরূপী হয়েছেন। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

৪২। **প্রশ্ন।** সদ্‌গুরুলাভ সম্ভব কি করে হয়? সদ্‌গুরুর প্রমাণ পাব কি করে?

উত্তর। শ্রীভগবান্‌ই সদ্‌গুরুরূপে কৃপা ক'রে জীবকে উদ্ধার করেন। তিনি হৃদয়েই আছেন। সুতরাং যাঁর সদ্‌গুরু লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়, তিনি হৃদয়েই ভগবানকে লক্ষ্য ক'রে যদি কাতরভাবে এই প্রার্থনা করেন,—"হে ভগবন্, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান। তুমিই সদ্‌গুরুরূপে কৃপা ক'রে জীবকে উদ্ধার কর। তুমি সদ্‌গুরুরূপে যেখানে যে দেহাবলম্বনে আবির্ভূত আছ, আমাকে কৃপা ক'রে সেই দেহাবলম্বনে শ্রীচরণের দাস ক'রে গ্রহণ ক'রে নাও," তাহলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তা' অবগত হয়ে, সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। অতএব সদগুরুলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি এইরূপ করবেন। ইহাই সদ্‌গুরুলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

এমনি নিজে বিচার ক'রে ও লক্ষণ দেখে সদ্‌গুরু চেনা কঠিন। তবে যদি এমনি চিনতে ইচ্ছা করেন, তবে এই দেখতে হয় যে, এই পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পরম্পরা হতে আগত কিনা। এইরূপ পুরুষ হলে তিনি সদগুরু বলে জানবেন।

৪৩। প্রশ্ন। গুরু কোন্ স্তরে আছেন তা কি শিষ্য জানতে পারে? কোন্ গুরুর দীক্ষা দেওয়ার অধিকার আছে?

উত্তর। দীক্ষা যে নেয়, গুরু কোন্ স্তরে আছেন তা ধরার মত শক্তি যদি তার নিজের থাকত, তা হলে তাকে দীক্ষা নিতে হবে কেন? তার অত দূরদৃষ্টি যখন খুলে গেছে, তখন তার সেই গুরুর কাছে দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজন হত না, কারণ তখন সে তার গুরুর অবস্থারও দ্রষ্টা কিনা? বাস্তবিক গুরু কৃপা ক'রে নিজে পরিচয় না দিলে তাঁকে চেনা কঠিন। শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ আছে, গুরু শিষ্যকে দু'বছর, এক বছর বা ছ'মাস পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, সে শিষ্য হওয়ার যোগ্য কি না। শিষ্যও ঐরূপ গুরুর নিকট বাস করে দেখবে, তাঁকে গুরু করলে তার ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি ক্রমশঃ দৃঢ় হবে কি না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, গুরু কিরূপ অবস্থা লাভ করেছেন তা সে জেনে নিতে পারবে। গুরু কি অবস্থায় স্থিত আছেন তা শিষ্যের জানার সামর্থ্য হয় না। তবে তিনি কৃপা করে যদি জানান তাহলে অবশ্য জানতে পারে।

কোন্ গুরুর দীক্ষা দেওয়ার অধিকার আছে অথবা নেই, তা বিচার ক'রে নির্ণয় করা কঠিন। গৃহস্থাশ্রমে ত কুলগুরু দীক্ষা দেন? তাঁরা বংশানুক্রমে দীক্ষা দিয়ে থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে গুরুর অবস্থা বিবেচনা করলে দীক্ষা দেওয়ার মত যোগ্যতা খুব কম পাওয়া যায়। ত্যাগী সাধুরা যে দীক্ষা দেন, তার মধ্যেও যোগ্যতা কার আছে, না আছে তা নির্ণয় করা কঠিন। শিষ্য তা নির্ণয় করে নিতে সমর্থ হয় না। সদ্‌গুরু নিজে যাকে দীক্ষা দেওয়ার অধিকার দেন, তিনি দীক্ষা দিতে পারেন। সেখানে কোনও রূপ বিচার করার প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ গুরু যদি ভগবদ্দর্শন লাভ নাও করে থাকেন, তথাপি তাঁকে গুরু করলে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লওয়ার মত কাজ করে। অবশ্য সদ্‌গুরু চেনা কঠিন। তিনি কৃপা করে ধরা না দিলে চেনা যায় না। তবে তাঁদের জীবনী আলোচনা করলে অনেকটা জানা যায়। সেই সদ্‌-গুরুর শক্তি যিনি লাভ করেন, বিশেষতঃ তিনি দীক্ষা দেওয়ার জন্য যাঁকে আদেশ দিয়েছেন অর্থাৎ যাঁর মধ্যে দীক্ষা দেওয়ার শক্তি সঞ্চার করেন, তিনি সদ্‌গুরু। তিনি দীক্ষা দিলে সদ্‌গুরুর দীক্ষা দেওয়া হয়।

৪৪। প্রশ্ন। কি ভাবে সর্ব্বদা গুরুর নিকট থাকা যায়?

উত্তর। পরমাত্মা জীবকে উদ্ধার করার জন্য গুরুরূপ ধারণ করেছেন। অতএব গুরু সাক্ষাৎ পরমাত্মা, ঘটে ঘটে তিনি আছেন, আমার মধ্যেও তিনি সর্ব্বদা আছেন—এইভাবে গুরুর সর্ব্বব্যাপিত্ব বোধ আসলে সর্ব্বদা গুরুর নিকট থাকা যায়।

৪৫। প্রশ্ন। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হলে তিন জন্মের মধ্যেই মুক্তি হয়, এইরূপ শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ যে বলেছেন, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি? নাম গ্রহণেও তিন জন্মে মুক্তি হয় কি?

উত্তর। সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হলে যে তিন জন্মের বেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগে না তা'ত গীতাতেই পাওয়া যায়? গীতাতে আছে, যদি কেও যোগভ্যাস করতে করতে যোগভ্রষ্ঠ হ'ন, তাহলে তিনি পুণ্যাত্মাদের লোক প্রাপ্ত হয়ে তথায় বহুকাল বাস ক'রে পুণ্য ভোগ করেন। তৎপর যোগীদের কুলে অথবা পুণ্যাত্মা পুরুষদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বদেহের সেই বুদ্ধি-যোগ প্রাপ্ত হয়ে বিশেষরূপে সেই যোগাভ্যাসের দ্বারা পরাগতি প্রাপ্ত হন। যে জন্মে কৃপা লাভ করলেন সেই এক জন্ম, পুণ্যাত্মাদের লোকে যে জন্ম তা ২য় জন্ম এবং পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে যোগীকুলে বা পুণ্যাত্মাদের গৃহে যে জন্ম, তা'ই ৩য় জন্ম। এই তিন জন্ম লাভ করে পরাগতি লাভ করার কথাই গীতায় ভগবান্ উপদেশ করলেন। সদ্‌গুরু যাঁদের কৃপা করেন, তাঁরা সকলে যোগমার্গ প্রাপ্ত হন এবং তাঁর উপদেশ মত চললে, তাঁর এক জন্মেই মুক্তি নিশ্চিত। কিন্তু যদি কেও উপদেশ মত চলতে নাও পারে, পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তা'হলে তা'রও তিন জন্মের মধ্যে মুক্তি হবেই। পুণ্যাত্মাদের লোকে যে বাস, সে বাস যুগান্ত পর্য্যন্তও হতে পারে কিন্তু তা ক্বচিৎ কারও হতে পারে; সাধারণতঃ দীর্ঘকাল বাসই হয়, যুগান্ত পর্য্যন্ত হয় না। এই মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করলে মনুষ্যদের পরমায়ুই প্রাপ্ত হন, কিন্তু যোগবলে তিনি ইচ্ছা করলে তদপেক্ষা বেশী কালও দেহ ধারণ করতে পারেন; সেটা তাঁর নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

নাম গ্রহণ করলে অনেক বিষয় উন্নতি হয় কিন্তু দীক্ষার ফল লাভ হয় না। নামে চিত্তের শুদ্ধি ক্রমশঃ হতে থাকে এবং গতিও অনেকটা উর্দ্ধ হয়; কিন্তু দীক্ষা নিলে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল লাভ হয় না। যেমন অগ্নিতে ঘিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোম করলে, অগ্নি সেই ঘিকে একেবারে আত্মসাৎ ক'রে নেয়, পুনরায় তাকে ফিরিয়া নেওয়া যায় না, সেই রকম দীক্ষার সময়ও শিষ্যকে (শিষ্যের জীবাত্মাকে) গুরু ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম ক'রে দেন। সেই হোম ক'রে দিলে, ব্রহ্ম তাকে একেবারে আত্মসাৎ করে নেন। আর ব্রহ্ম আত্মসাৎ করে নিলেই, সে একেবারে কৃতকৃত্য হয় অর্থাৎ তার সাধনার কিছু বাকি থাকে না—তাতেই তাঁর সব সাধনা হয়ে যায়। তার আর কোনও ভয়ের কারণ থাকে না। নিম্বার্ক ভগবান্ বলেছেন—

"চরমার্থং হবিঃ কৃত্বা মধ্যমং চার্পণং তথা।
প্রথমার্থে চ ব্রহ্মাগ্নাবাত্মানং জুহুয়াদ্ বুধঃ॥"

অর্থাৎ জীব যখন নিজেকে ঘৃতত্বস্বরূপে স্রুবস্থানীয় গুরুরূপ পাত্রে স্থাপন করে, তখন গুরু ঘৃতেরই ন্যায় সেই জীবকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম ক'রে দেন। এরূপ হোম করলে তার ফল সম্বন্ধে শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ বলেছেন—

"হুত্বাত্মানং বুধশ্চৈবং কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে।
ভববন্ধবিনির্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ এই রকম ভাবে শিষ্য যদি গুরুকে স্রুবস্থানীয় ক'রে হোম করে, তাহলে সে কৃতকৃত্য হয়ে যায়। ভববন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সে ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করে। গুরু দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যকে একেবারে ব্রহ্মেতে অর্পণ ক'রে দেন, তাতেই সে কৃতকৃত্য হয়ে যায়।

৪৬। প্রশ্ন। শিষ্য গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐভাবে কৃতকৃত্য হয়ে গেলে তারপরও কেন তার সুখ দুঃখ ভোগ হয়ে থাকে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। যেমন একটা ইঞ্জিন এক রেলগাড়ীকে খুব বেগের সহিত টেনে নিয়ে যেতে যেতে কোনও কারণে হঠাৎ বন্ধন কেটে গিয়ে আলাদা হয়ে গেল (force of inertia) ; কিন্তু বন্ধন কেটে গেলেও গাড়ীটা ত সঙ্গে সঙ্গে থামে না, তখনও তার সেই প্রারব্ধ বেগটা থাকে, আর সেই বেগের জন্য হয়ত ২।৪ মাইল গিয়ে তারপর থেমে যায়। তেমনি দীক্ষার সময় গুরুদেব শিষ্যের বন্ধনটা কেটে দিলেও, তার প্রারব্ধের ভোগটা তাকে ভুগতে হয়। এই প্রারব্ধ ভোগের সময় শিষ্য বুঝতে পারে না যে গুরু তার বন্ধনটা কেটে দিয়েছেন। অনেক সময় তার সংশয় হয়, কেন তার ভোগ আসছে, এরকম ভোগ আসবে কেন, ইত্যাদি।

৪৭। প্রশ্ন। গুরুমূর্ত্তির ধ্যান সব সময় আসে কিন্তু রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির ধ্যান সব সময় আসে না—তাতে কোনও অপরাধ হয় কি ? রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির ধ্যান না হলে মনটা চঞ্চল হয়, মনের সেই চাঞ্চল্যই বা কি ভাবে দূর হতে পারে ?

উত্তর। গুরু ও ভগবান্ অভিন্ন, সুতরাং রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির ধ্যান না এসে গুরুমূর্ত্তির ধ্যান এলে অপরাধ হবে কেন ?

রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধ্যানে না এলে, ঐ মন্ত্রের ধ্বনিটি মনে মনে শুনতে শুনতে জপ করতে পার। একটির পর একটি ঠিক জপ হয়ে যাচ্ছে, এ রকম মনে মনেই যেন শুনছ —এই ভাবে মন্ত্র জপ করতে হয়। এই মন্ত্রের ধ্বনি শুনতে শুনতে, সেই মন্ত্রকেই ঐ ইষ্টস্বরূপ মনে করতে হবে, তাতে মনের চাঞ্চল্য অনেক কমে যায়, মন স্থির হয়। কারণ মন্ত্রের ধ্বনিটি পরপর শুনলে মন বাইরে যেতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৮। প্রশ্ন। এই জন্মে যিনি শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুরূপে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করেছেন, পরবর্ত্তি জন্মসকলেও কি তিনি পুনরায় শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুরূপে আশ্রয় দান করবেন? আমি এই জন্মে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর কৃপা লাভের পর যদি কোন অন্যায় বা দুষ্কার্য্য করে যাই, তাহলে কি পরবর্ত্তী জন্মে আমি শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু কৃপা লাভ হতে বঞ্চিত হব?

উত্তর। এই জন্মে যে সদ্‌গুরু লাভ হয়, পরজন্মে সেই গুরুর দেহ না থাকলেও, সেই গুরুশক্তি যাঁর মধ্যে আছে সেই দেহকে অবলম্বন ক'রে তিনিই তাকে কৃপা করেন। কোনও রূপ অন্যায় বা দুষ্কার্য্য সদ্‌গুরুর কৃপা লাভের পর এই জন্মে করলে তার ফল অবশ্য ভোগ করতে হয় কিন্তু তাহলেও তিনি তাকে ছাড়েন না। একবার গ্রহণ করলে তিনি তাকে পরিত্যাগ করেন না; পরজন্মে তিনি তাকে কৃপা ক'রে গ্রহণ ক'রে নেন। তবে যে অন্যায় বা দুষ্কার্য্য সে করে, তার ফল ভুগিয়ে তাকে শুদ্ধ ক'রে নেন। কিন্তু গুরু যেরূপ তাকে উপদেশ করেছেন, নিজের সাধ্যমত পালন করতে চেষ্টা করবে। অন্যায়ে বা দুষ্কার্য্যে যেন প্রবৃত্তি না আসে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধানে থাকবে। তা'র কারণ তা'তে ভোগ অনেক বেড়ে যায়।

৪৯। প্রশ্ন। আমার ঐকান্তিক বাসনা যে দেহান্তকালে যেন ভগবদ্‌স্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ করি কিন্তু আমার জীবিতকালে যদি নির্দ্দিষ্টরূপে এবং গুরূপদিষ্টরূপে ভজন করা সম্পূর্ণ না ঘ'টে ওঠে তাহলে কি আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না?

উত্তর। যদি উপদেশানুসারে ভজন করা সম্পূর্ণ নাও ঘ'টে ওঠে, অথচ তার জন্য নিজের চেষ্টা থাকে, তাহলে দোষ হবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। দেহান্তকালে শ্রীগুরুদর্শন চাও, তা ভাল; এই ইচ্ছা যদি তোমার আন্তরিক হয়, তাহলে নিশ্চয় দর্শন পাবে।

৫০। **প্রশ্ন।** ব্রহ্মজ্ঞ গুরু লাভের পর শিষ্যের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, সেই কার্য্যের নূতন কোন কর্ম্মফল সৃষ্টি হয় কি না?

উত্তর। কর্ম্ম কখনও বৃথা যায় না। কর্ম্মের ফল নিশ্চয়ই আছে, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও কর্ম্মের ফল আছে। অবশ্য তিনি তদ্বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকেন এবং দেহান্তের পর যখন অর্চ্চিরাদি মার্গে যা'ন, তখন বিরজা নদী পার হওয়ার সময় সেই পাপপুণ্য ধৌত হয়ে যায় এবং তার প্রিয়জনকে গিয়ে পুণ্য আশ্রয় করে এবং শত্রু, দ্বেষ্টা প্রভৃতিকে গিয়ে পাপ আশ্রয় করে। আর ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শিষ্য, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ না হন, তাঁর পুণ্য কর্ম্ম তাঁর অন্তরকে নির্ম্মল করে এবং পাপ কর্ম্ম চিত্তকে কলুষিত করে, পরে অবশ্য গুরু তাঁর এসব পাপের ফল ধৌত করে দিয়ে তাকে মুক্ত করেন। সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্ম তিনি ক্ষয় ক'রে দেন বটে, কিন্তু নূতন কর্ম্মের জন্য আবার নূতন ফলের সৃষ্টি হয়। এজন্য সদ্‌গুরুর শিষ্যকে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কখনও চলতে নেই। তাঁর আদেশ যে নির্ব্বিচারে পালন ক'রে যায়, সে অবিলম্বে সব কর্ম্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যায়। তাঁর আদেশ না মেনে অসৎ কর্ম্ম ক'রে গেলে, তার জন্য তাকে খুবই দণ্ড ভোগ করতে হয় এবং সেই দণ্ডের দ্বারাই তিনি তাকে নির্ম্মল করেন।

৫১। **প্রশ্ন।** আজকাল দেখা যায়, যে কেও শিষ্য হতে আসলেই গুরু তাকে শিষ্য করে নেন। তার ফলে এখন ধর্ম্মের নামে যা তা হচ্ছে; এরূপ করা কি ঠিক?

উত্তর। শাস্ত্র এরূপ উপদেশ করেছেন, যিনি শিষ্য হওয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছা করেন, গুরু তাঁকে পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি তিনি শিষ্য হওয়ার যোগ্য হন, বিদ্যাধারণের যোগ্যতা তাঁর থাকে, তবেই তাঁকে শিষ্য করবেন। শিষ্যও গুরুকে কিছুকাল দেখবেন, যদি সেই গুরুতে শিষ্যের ভক্তি শ্রদ্ধা হয়, তবেই শিষ্যও গুরু করবেন। আর অপাত্রকে বিদ্যা দিতেও শাস্ত্র নিষেধ করেছেন, এমন কি, এমন পর্য্যন্ত উপদেশ করেছেন যে—

"বিদ্যায়া সার্দ্ধং ম্রিয়েত ন বিদ্যামূষরে বপেৎ"

অর্থাৎ বিদ্যার সহিত নিজে মারা যাবেন, তথাপি মরুভূমি রূপ অপাত্রে বিদ্যা রূপ বীজ বপন করিবেন না। অতএব অপাত্রকে শিষ্য করা অনুচিত। তবে পাত্রাপাত্র বিচার সকলে করতে পারেন না। কে যে পাত্র, কে অপাত্র তা' সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা যায় না। বাহ্য দৃষ্টিতে যাঁকে অপাত্র বলে মনে হয়, গুরু হয়ত তাঁকে পাত্র বলে জেনে তাঁকে শিষ্য করতে পারেন। অতএব এই বিষয়ে বিচার গুরু নিজেই করবেন। অপরের এই বিষয়ে বিচার অনুচিত বলেই আমি মনে করি।

৫২। প্রশ্ন। গুরুর নিকট কোনও মন্ত্র নিয়ে, তাঁর কথা সব পালন না ক'রে, যদি সাধন করি, তাহলে কি তা সফল হবে না?

উত্তর। শাস্ত্রে বলেছেন যে, "আদৌ কৃতিঃ" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে গুরুর আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করতে হয়। এইরূপে গুরুর আদেশ পালন করতে করতে যে পরিমাণে গুরুর কথা মত ফল পাওয়া যায়, সেই পরিমাণে বিশ্বাস (যাকে শ্রদ্ধা বলে) দৃঢ় হয়। শ্রদ্ধা হলেই তাঁর আর কোনও ভয় থাকে না। যোগ দর্শনে বলেছেন—"সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি", অর্থাৎ জননী যেমন সন্তানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্যাণী স্বরূপা হয়ে তাকে সর্ব্বদা রক্ষা এবং পালন করেন, তদ্রূপ এই শ্রদ্ধা জননীস্বরূপা হয়ে যোগীকে সর্ব্বদা রক্ষা ও পালন করেন। অতএব গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা যদি ঠিক ঠিক উপজাত হয়, তাহলে তার সব কিছু হয়ে যায়। গুরুতে শ্রদ্ধা না হলে যা কিছু করা হউক না কেন, কোনই লাভ হয় না। তা' ভস্মে ঘৃত আহুতি দিবার মত হয়।

৫৩। প্রশ্ন। গুরু কোন্ কোন্ কর্ম্ম একেবারে ক্ষয় করে দেন? আর কোন্ কোন্ কর্ম্মের ফল শিষ্যকে আত্যন্তিক ভাবেই ভুগতে হয়?

উত্তর। সদ্‌গুরুর আশ্রিত হয়ে যিনি তাঁতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন এবং আত্মপ্রীতি ত্যাগ ক'রে নির্ব্বিচারে প্রসন্নভাবে শ্রীগুরুর আদেশ পালন করে যান, তাঁর সঞ্চিত কর্ম্মসমূহ নষ্ট হয়ে যায় এবং নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম্মও তাঁকে বন্ধন করতে পারে না। একমাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মই তাকে ভোগ করতে হয়। সাধারণতঃ এই প্রারব্ধ কর্ম্মের উপর গুরু হস্তক্ষেপ করেন না। তবে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পিত একান্ত তন্ময় গুরুনিষ্ঠ ও গুরুগত প্রাণ শিষ্যের প্রার্থনায় কৃপা ক'রে কখনও কখনও তার প্রারব্ধ কর্ম্মও গুরু অল্প ভোগের উপর দিয়ে কাটিয়ে দেন। কিন্তু এ সাধারণ নিয়ম নয়। সাধারণ নিয়ম এই যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভুগেই শেষ করতে হয়।

৫৪। প্রশ্ন। প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মে প্রভেদ কি?

উত্তর। মানুষ কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে ফলকামনার সহিত যে সমস্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম করেছে, সেই সমস্ত কর্ম্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়। সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে ভবিষ্যৎ জন্মে ভোগ করার জন্য। সেই সমস্ত কর্ম্মফল, যা ভবিষ্যৎ কালে পরবর্ত্তি জন্মে ভোগ করার জন্য সঞ্চিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে—তাকেই সঞ্চিত কর্ম্ম বলে। সেই সঞ্চিত কর্ম্মের ফল এক জন্মে ভোগ ক'রে শেষ করা যায় না, তা ভোগ ক'রে শেষ করতে বহু জন্ম লাগে। তাছাড়া প্রত্যেক জন্মেই আবার নূতন নূতন কর্ম্ম করতে থাকে, এইরূপে সঞ্চিত কর্ম্ম বেড়েই যায়। সেই সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্য থেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্ম্মের ফল ভোগ করার জন্য জীব যে দেহ ধারণ করে, সেই দেহে সেই নির্দিষ্ট কর্ম্মফলগুলিই তাকে ভোগ করতে হয়। সেই কর্ম্মগুলিই প্রারব্ধ কর্ম্ম। সেই কর্ম্মগুলি তাদের ফল ভোগ দিতে আরম্ভ করেছে বলেই, সেইগুলিকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে।

সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করার সময় আবার নূতন নূতন যে সমস্ত কর্ম্ম জীব করতে থাকে, সেইগুলিই ক্রিয়মান কর্ম্ম। সেইগুলিও আবার ভবিষ্যৎ জন্মে ভোগ করার জন্য সঞ্চিত হতে থাকে। এইরূপে কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি কাল হতে চলে আসছে।

৫৫। প্রশ্ন। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ কি? কিসে এই সম্বন্ধ অচলভাবে স্থায়ী হয় ও এই সম্বন্ধ ইহলোকে ও পরলোকে স্থায়ী হয় কি?

উত্তর। গুরু ও ভগবান্ অভিন্ন; অতএব ভগবানের সহিত শিষ্যের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিতও সেই সম্বন্ধ বুঝতে হবে। যেমন ভগবান্ হ'তে পৃথক সত্তা জীবের নেই, ভগবানই তার আত্মস্বরূপ, তদ্রূপ শ্রীগুরু হ'তে শিষ্যের পৃথক্ সত্তা নেই। কারণ পরমাত্মাই জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত গুরুরূপ ধারণ করেন। সেইরূপ সদ্‌গুরু লাভ হলে, শিষ্য প্রাণ যৌবন ধন সবই গুরুর নিমিত্ত বলে ধারণা করবেন ও তাঁকে সর্ব্বসম্বন্ধ স্থানীয় ক'রে তাঁর সেবা করবেন। তাই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য মন্ত্ররহস্যষোড়শী গ্রন্থে লিখেছেন:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গুর্ব্বর্থং যস্য প্রাণাদি যৌবনং ধনমেব চ।
আত্মাত্মীয়েষু নির্ব্বিণ্ণোঽধিকারী সম্যগীর্য্যতে ॥"

অর্থাৎ যাঁর প্রাণাদি, যৌবন, ধন এই সমস্তই গুরুর নিমিত্ত এবং যিনি আত্মা এবং আত্মীয়বর্গে বৈরাগ্য যুক্ত, তিনি যথার্থ শিষ্য হওয়ার অধিকারী।

আদৌ গুরৌ ন্যসেৎ প্রাণানাত্মানং ধনমেব চ।
সর্ব্বসম্বন্ধবিষয়ং কৃত্বা সেবেত নিত্যশঃ॥
ভৃত্যবৎ পুত্রবৎ সেবেৎ প্রিয়াবন্মিত্রবত্তথা ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম গুরুতে প্রাণ, আত্মা, ধন পর্য্যন্ত সব সমর্পণ করবে। তৎপর তাঁকে সমস্ত সম্বন্ধের বিষয় ক'রে (অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, ভৃত্য, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি সর্ব্ব সম্বন্ধ তাঁতে স্থাপন ক'রে) ভৃত্যের মত, পুত্রের মত, স্ত্রীর মত, মিত্রের মত তাঁর সেবা করবে।

এইভাবে শিষ্য শ্রীগুরুর সেবা করতে থাকলে, তার নিকট যখন শ্রীগুরুর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়, তখন সে দেখে যে তিনিই (শ্রীগুরুই) সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা। তখন তার আর পৃথক্ সত্তা, স্থিতি, প্রবৃত্তি ইত্যাদি কিছুই থাকে না, সম্পূর্ণরূপে সে তাঁ হতে অভিন্ন বলেই বোধ করে। শিষ্য এইরূপ অবস্থা লাভ করলে, তার আর কখনও চ্যুতি হয় না। ইহলোকেও (অর্থাৎ এই দেহ বর্ত্তমান থাকা অবস্থায়) সর্ব্বদা সেই অবস্থা থাকে; এই দেহ ত্যাগ ক'রে বিদেহ মুক্তি হলে তখন ত তৎস্বরূপ সম্পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হয়। এ উত্তম অধিকারী শিষ্যের সম্বন্ধে বললাম। এমনি সাধারণ শিষ্যও যদি সদ্গুরুর সহিত যুক্ত হয়, সে বুঝুক, আর না বুঝুক, তারও শ্রীগুরুর সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগ হয়ে যায়, তার বিচ্ছেদ কখনও হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। দেহত্যাগ করে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করলেও, সেই গুরুশক্তিই সে পুনরায় লাভ করে।

৫৬। **প্রশ্ন**। গুরুদীক্ষার পর (ইহ জগতে) শরীর ও মন গুরুতে অর্পিত হওয়ার পর যদি চ শিষ্য অন্য কাহাকেও প্রণাম (আধ্যাত্মিক) করেন, তবে সেই প্রণাম অন্যের গ্রহণযোগ্য কিনা এবং প্রণামদাতার প্রণাম দেওয়া বিধেয় কি না? (মাতাপিতার উপর কি কর্ত্তব্য উপরোক্ত বিষয়ে?)।

উত্তর। গুরুমন্ত্রে দীক্ষার পর প্রত্যেক জীবকেই ভগবদ্বুদ্ধিতে মনে মনে প্রণাম করতে হয়। সকলকে ভগবদ্বুদ্ধিতে প্রণাম করলে ভগবান্ নিজে সেই প্রণাম গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে গো গর্দ্দভ প্রভৃতিকেও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করার উপদেশ আছে। অসমর্থ পক্ষেই মনে মনে প্রণাম করার কথা বললাম।

৫৭। **প্রশ্ন**। আমি বিশ্বাস করি গুরুকৃপা লাভ করেছি, আমার দুঃখদৈন্য যা কিছু তাঁকে মনে মনে নিবেদন করি। গুরুদেব তা শুনবেন ও প্রতিকার করবেন,—তা ঠিক কি?

উত্তর। শ্রীগুরু ও ভগবান্ অভিন্ন, সুতরাং তিনি সব কিছু শুনেন ও যা শিষ্যের কল্যাণকর হবে তাই করেন।

৫৮। **প্রশ্ন**। অত্যন্ত সদ্‌ভাবে জীবনযাপনকারী ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিরও গুরুলাভ অনেক ক্ষেত্রেই হয় না—ইহার কারণ কি?

উত্তর। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিশেষ সুকৃতির ফলেই ভগবৎ কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়। বিশেষ ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে বৈরাগ্যবান্ হয়ে মোক্ষলাভের বাসনা যার জাগরিত হয়, তারই পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে ভগবৎকৃপায় গুরুলাভ হয়। যার পূর্ব্বসুকৃতি বলে মোক্ষবাসনা জাগে নি', তার সদ্‌গুরু লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। অনেক সময় এইরূপও হয় যে—পূর্ব্বজন্মে মোক্ষ বাসনা ছিল, কিন্তু এই জন্মে কর্ম্মের পরিণাম বশতঃ সেই মোক্ষ বাসনা সুপ্তভাবে অবচেতন মনে থাকে, মানুষ তা বুঝতে পারে না। সেই সঙ্গে পূর্ব্বের সুকৃতির যোগাযোগ হলে, ভগবৎ কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু তার সেই সুপ্ত মোক্ষ-বাসনা আবার জাগিয়ে দেন। যাঁরা সদ্ভাবে জীবনযাপন করেন ও ভগবদ্ভক্ত, তাঁদের মনে মোক্ষবাসনা উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত সদ্‌গুরু লাভ হয় না। সদ্‌গুরুলাভের ভাগ্য থাকলে তার জন্য ব্যাকুলতা আসে, এবং ভগবানের নিকট সে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে থাকে, তখন ভগবৎ কৃপায় তার সদ্‌গুরু লাভও হয়ে যায়।

৫৯। **প্রশ্ন।** যোগ্য চেলার লক্ষণ কি? এবং সদ্‌গুরু চেনার কি উপায়?

উত্তর। শ্রীশ্রীনিম্বাকাচার্য্য মন্ত্ররহস্যষোড়শী গ্রন্থে যোগ্য শিষ্যের লক্ষণ এইরূপ লিখেছেন—

"গুর্ব্বর্থং যস্য প্রাণাদি যৌবনং ধনমেব চ।
আত্মাত্মীয়েষু নির্ব্বিণ্ণোঽধিকারী সম্যগীর্য্যতে॥"

অর্থাৎ যার প্রাণ, যৌবন, ধন সমস্তই গুরুর নিমিত্ত, আত্মা ও আত্মীয়বর্গের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত, সেই শিষ্য হওয়ার যথার্থ অধিকারী। এ খুবই কঠিন, এইরূপ শিষ্য খুব কম মিলে। মোট কথা গুরুতে যে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করে অর্থাৎ নিজের বিচার বুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে তাঁর উপর সব ছেড়ে দিতে পারে, তাঁর আদেশ মাত্র প্রতিপালন করা জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলে স্থির ক'রে তদনুসারে চলে, সেই শিষ্য হওয়ার যোগ্য। এইরূপ লক্ষণ শিষ্যের থাকা একান্ত প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্‌গুরু চেনা খুবই কঠিন। তিনি নিজে কৃপা করে ধরা না দিলে চেনা যায় না। তবে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পরম্পরা হতে আগত এবং তাঁর গুরু হতে শিষ্যগণকে উদ্ধার করার শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি সদ্‌গুরু। এইরূপে সদ্‌গুরুকে চেনা যেতে পারে।

৬০। প্রশ্ন। একবার গুরুকরণ ক'রে অথবা এক গুরু বর্ত্তমানে পুনরায় গুরু করা যায় কি না, এবং সেইরূপ করলে গুরুত্যাগরূপ দোষ হয় কি না? গুরুর আচার ব্যবহারাদি বিচার ক'রে অনেক সময় তাঁতে শ্রদ্ধা রাখা যায় না—ইহাতে কি অপরাধ হয় না? এই বিষয়ে করণীয় কি?

উত্তর। যে পর্য্যন্ত গুরুলাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত বিচার ক'রে দেখতে হয় এবং সদ্‌গুরু ব'লে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারা গেলে, তাঁর আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু গুরুলাভ করার পর অপর কোন গুরু কিরূপ চলেন, ইত্যাদি বিচার করতে নেই। গুরুর দোষ দর্শন পরিত্যাগ করতে হয় এবং গুরুর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রে তাঁর আদেশ মত চলতে হয়।

যদি ভুল ক'রে অর্থাৎ সদ্‌গুরু কি না চিনতে না পেরে কেও কোন গুরুর আশ্রয় নিয়ে ফেলেন এবং পরে সেই শিষ্য গুরুর নানাপ্রকার আচরণাদি দেখে শ্রদ্ধা হারান এবং বুঝতে পারেন যে গুরু তাকে প্রতারণা করেছেন, তাহলে সেই শিষ্য অন্য কোন সদ্‌গুরু পেলে তাঁর শিষ্য হতে পারেন, তাতে কোন বাধা নেই। এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে যদি তিনি শান্তি না পা'ন এবং বুঝতে পারেন যে তাঁর আশ্রয় থাকলে তিনি শান্তি পাবেন না, তাহলে তাঁর আশ্রয়েই শিষ্যকে চিরকাল পড়ে থাকতে হবে, এরূপ শাস্ত্রের উপদেশ নয়। শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যঃ গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥"

—মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন এক পুষ্প হতে অন্য পুষ্পে গমন করে, জ্ঞানলাভেচ্ছু শিষ্যও সেইরূপ এক গুরু হতে অন্য গুরুর নিকট গমন করবেন।

তবে চিনতে না পেরে প্রথম যে গুরুকরণ হয়, তাও বৃথা যায় না। তাঁর কাছে যেটুকু প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেটুকু সে পায়। তারপর উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হলে, তাঁর কাছে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু খামখেয়ালী হয়ে গুরুত্যাগ করতে নেই। যথার্থই যদি বুঝতে পারা যায় যে, শিষ্য যে গুরুর আশ্রিত হয়েছে তাঁর কাছে সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হবে না, তবেই সে উপযুক্ত গুরু করতে পারে। এইভাবে অনুভব সহকারে এক গুরুর পর অপর গুরু করলে কোন দোষ হয় না বা অপরাধ হয় না; বরং পূর্ণত্ব প্রাপ্তির দিকে শিষ্য তাতে এগিয়েই যায়। কিন্তু খামখেয়ালী হয়ে গুরু ত্যাগ করলে তা হয় না। তাতে গুরুত্যাগ একটা স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাতে কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হয়।

৬১। **প্রশ্ন।** অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর শিষ্যও অনেক দুষ্কর্ম্ম ও অকাজ কুকাজ ক'রে অধোগামী হতে থাকে, এমন কি অতি সাধারণ লোকের চেয়েও সে বেশী পাপ কাজ করে বেড়ায়। এরূপ হয় কেন?

উত্তর। কর্ম্ম দেখে সদ্‌গুরুর শিষ্যদের গতি বিষয়ে কিছু বুঝা যায় না। অসৎ কর্ম্ম করতে দেখেই তার অধোগতি হবে মনে করলে ভুল হয়। যেমন আপনারা হুইলে মাছ গাঁথেন। একটা বড় মাছকে হুইলে গাঁথলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে তুলতে পারেন না। গাঁথা মাত্র সে বেগের সহিত দৌড়ায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে প্রথমে পুকুর তোলপাড় করে, কিন্তু দৌড়াদৌড়ি ক'রে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন আর দৌড়াতে পারে না। তখন হুইলের ডোর গুটাতে থাকেন। যদি তখনও তার মধ্যে কিছু শক্তি থাকে—আরও ২।১ বার দৌড়ায়, তখনও হুইলের ডোর ছেড়ে দেন। কিন্তু মাছ যখন একেবারে অসমর্থ হয়ে এলিয়ে পড়ে, তখন ডোর গুটাতে গুটাতে সে ঘাটে একেবারে কিনারায় এসে যায়, তখন তাকে হাতে ধরে উঠিয়ে নেন। ঠিক তদ্রূপই হুইলে মাছ গাঁথার মত সদ্‌গুরু শিষ্যকে গেঁথে দেন, তারপর তার যা কিছু ভোগ থাকে, তা ভুগার জন্য তাকে ছেড়ে দেন, ভোগ ক'রে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, একেবারে অসমর্থ হয়ে পড়ে ও গুরুর শরণ নেয়, তখন সেই সদ্‌গুরু তাকে কোলে তুলে নেন—মুক্তিদান করেন।

এ সম্বন্ধে আমার গুরুদেব একটা ঘটনা বলেছিলেন। একটি ৭।৮ বছর বয়সের ছেলে—তার বাপ, মা, ভাই, বোন সব কলেরা রোগ হয়ে মারা গেল। সে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল এবং ভাবতে লাগল—আমার ত আর কেউ নেই, কি করব, কোথায় থাকব? যাই একেবারে বেরিয়ে চলে যাই, যাহোক হবে, মৃত্যু হয়, হবে। তারপর সে সেই গ্রাম থেকে বেরিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলতে আরম্ভ করল। এক জায়গায় গিয়ে সে দেখে যে, গাছতলায় এক সাধু এক ছাতার নীচে বেশ স্থিরভাবে বসে আছেন—তাঁর মাথায় খুব লম্বা লম্বা জটা, জ্যোতির্ময় চেহারা। আর একটা ছাতা বা তাঁবুর মত রয়েছে, তাতে ঠাকুর রয়েছেন এবং শিষ্যেরা সব সেই ঠাকুরের সেবাপূজা, আরতি, স্তুতিপাঠ, রামায়ণ গান, কীর্ত্তন করছে। এই সব সে দূর থেকে দেখতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগল। সে দুদিন সেখানে থেকে দেখল যে তারা বেশ আনন্দে রয়েছে। তখন তার সেইভাবে থাকতে ইচ্ছা হওয়ায়, শিষ্যদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে সেইভাবে থাকবার প্রস্তাব করল। তখন তারা তাদের গুরুদেবের কাছে গিয়ে তার ইচ্ছা জানাতে বলল। তখন সে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলল—"আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমাকে আপনার নিকট থাকতে দিন, আমি আপনার সেবা করব"। গুরুদেব বললেন—"আমি যা করতে বলব তুমি তা করতে রাজি থাকলে, আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারি।" তখন সে বলল—"আমি ত বালক, আপনি যদি করিয়ে নেন তাহলে তাতে আমি রাজি আছি।" তিনি বললেন "তোমাকে দীক্ষা নিয়ে বাড়ী চলে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে লেখাপড়া শিখে সংসার করবে, তারপর সময় মত আমি তোমাকে ডেকে নিব।" তার উত্তরে বালক বলল, "কেউ নেই কোথায় যাব ?" তখন তিনি বললেন, "সেজন্য তোমার চিন্তা করবার কোন প্রয়োজন নেই, তোমাকে আমার আদেশ মত চলে যেতে হবে, তারপর যা হওয়ার হয়ে যাবে।" বালক রাজি হওয়ায়, তিনি তাকে দীক্ষা দিয়ে বাড়ী চলে যেতে আদেশ করলেন। বালক তখন বেরিয়ে প'ড়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে করতে নিজের গ্রামের দিকে যেতে লাগল।

এদিকে তার মামা যখন খবর পেল যে ছেলেটি একলা জীবিত আছে, আর তার বাপ, মা, ভাই সব মারা গেছে, তখন মামার চিন্তা হল যে ছেলেটি কোথায় গেল, তার কি হল। এই সব ভেবে সে ছেলেটিকে খুঁজতে লাগল। ছেলেটিও তখন ঘুরতে ঘুরতে তার গ্রামের কাছে এসেছে, এমন সময় তার মামা তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ীতে নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল এবং লেখাপড়া শিখিয়ে এম্, এ পাশ করাল। তারপর সে 'ল' পাশ ক'রে ওকালতি আরম্ভ করল। তার বেশ পশার হতে লাগল। সে বিবাহ করল, ছেলেপিলেও হল। ক্রমশঃ সে দালানবাড়ী, মোটর করল। মদ মাংস খাওয়া, বেশ্যাবাড়ী যাওয়াও সুরু হল, এমন কি গরীব দুঃখীদের উপর অত্যাচারও করতে লাগল।

এই অবস্থায় একদিন সে কাছারীতে যাবে বলে বেতের ছড়ি হাতে নিয়ে দরজা খুলে বের হতে গিয়ে দেখে, তিলক কাটা পেট মোটা এক বাবাজী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবাজী তাকে দেখেই যেই বললেন "হাম্‌কো কুছ্ দিজিয়ে," অমনি বাবু বাবাজীকে শালা, বাঞ্চত ইত্যাদি নানারকমের কটূক্তি ক'রে বলে উঠলেন "আভী নিকালো ইঁহাসে।" তা শুনেও বাবাজী আবার বললেন "বাবুজী, থোড়া কুছ্ ত দিজিয়ে।" তাতে বাবু আরও রেগে গিয়ে, গালাগালি দিয়ে, তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াতে লাগলেন। কতক দূর গিয়ে বাবু একটু সরে গেলে, বাবাজী আবার ফিরে কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "থোড়া কুছ্ ত দিজিয়ে।" বাবু তখন তার হাতের বেত দিয়ে বাবাজীর পিঠে এমন মারতে লাগলেন যে তাতে পিঠ ফুলে গিয়ে রক্ত পর্য্যন্ত পড়তে লাগল। বাবাজী তখন আরও হাসতে হাসতে বলল—"বাবুজী থোড়া কুছ্ ত দিজিয়ে"। তখন বাবু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে ভাবতে লাগলেন—"ইনি কে? এরকম লোক ত কখনও দেখিনি?" তারপর বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে বলত?" বাবাজী তাঁর গুরুদেবের নাম করে বললেন "তুমি কি তাঁকে চিন? আমি তাঁর কাছ থেকেই এসেছি, তুমি কেমন আছ দেখতে।" এই কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনে বাবু বলে উঠলেন—"তিনি ত আমারও গুরুদেব !!—গুরুদেবকে ভুলে আমি নরকে পড়ে আছি ?" এই কথা বলে তিনি কাছারীতে না গিয়ে বাড়ীতেও না ঢুকে বাবাজীর সঙ্গে সোজা গুরুদেবের কাছে চলে গেলেন। গুরুদেব তাকে দেখে বললেন "হ্যাঁ, এইবার তোমার সময় হয়েছে, তুমি এস"। এই বলে সাধনাদি কি করতে হবে সে সব তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন "এই রকম করে সাধন ভজন কর। তোমার এখন মোহ কেটেছে ত ? সংসারের সব বুঝতে পেরেছ ত ?" বাবু বললেন "হ্যাঁ বাবা! এখন বুঝেছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন"। গুরুদেবও তাঁকে সব শিক্ষা দিলেন। তিনিও তখন ভজন সাধন ক'রে অল্পকাল মধ্যে ভগবদ্দর্শন লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হলেন।

অতএব সদ্‌গুরু দীক্ষা দিলেই সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রারব্ধ ভোগ যে শেষ হয়ে যায়, তা নয়। প্রারব্ধ ভোগ যেটুকু থাকে সেটুকু ভুগিয়ে শেষ করে দেন—ঠিক ঐ হুইলে মাছ গাঁথার মত, ঐ রকম ভাবে ভুগতে ভুগতে যখন একেবারে প্রারব্ধ ভোগ শেষ হয়ে যায়, তখন সদ্‌গুরু তাকে টেনে নেন। ইহা নিশ্চয় জানবে যে, সদ্‌গুরুর শিষ্যের পতন হয় না। সেই শিষ্যের যা পতন বলে মনে হয়, তা তার পতন নয়, তার দ্বারাই তার মোক্ষমার্গে অগ্রগতি হয়।

সদ্‌গুরুর শিষ্যদের অসৎ কাজ দেখে তার নিশ্চয়ই অধোগতি হবে, তার উপর গুরুকৃপা কিছু করতে পারেনি—এরূপ যে মনে অনেকে করেন, তা যে ভুল তাও আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করছি। ধরুন আপনাদের বদ্রীনারায়ণ যেতে হবে এবং সেজন্যে যাত্রা করেছেন। প্রথমে ট্রেণে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত গেলেন, তারপর হাঁটতে আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন এবং পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু কয়েক মাইল যেয়েই আবার নামতে লাগলেন। যে ৫।৭ মাইল উঠেছিলেন, হয়ত তার চেয়েও বেশী নীচে নেমে গেছেন। এইরূপ যত বদ্রীনারায়ণের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, ততই উঁচু পাহাড়ে উঠছেন এবং বহু নীচে নামতেও হচ্ছে। কিন্তু ঐ যে নীচুতে নামেন, তা অধোগতি হলেও গন্তব্যস্থান বদ্রীনারায়ণের পথে ত অগ্রসর হচ্ছেন বলতে হবে? তদ্রূপ এই মোক্ষমার্গ সম্বন্ধেও বুঝবেন। মোক্ষলাভ করতে হলে এইরূপ কখনও খুব উচ্চ সাধনের অবস্থাও দেখা যাবে, কখনও বা খুব অধোগতি দেখা যাবে, কিন্তু ঐ অধোগতি দেখেও বুঝতে হবে মোক্ষমার্গে সে অগ্রগামীই হচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রিত শিষ্যের সু ও কু যতপ্রকার প্রাক্তন কর্ম্ম আছে তৎসমস্ত ক্রমশঃ ভোগের মধ্য দিয়ে ক্ষয় ক'রে দিয়েই গুরু তাকে ক্রমশঃ শুদ্ধ ক'রে নেন ও শেষে তার অন্তরে বৈরাগ্য প্রদান ক'রে যথাসময়ে তাকে মোক্ষও প্রদান করেন। সদ্‌গুরুর শিষ্য এই ভাবে কখনও উর্দ্ধে ওঠে কখনও বা কর্ম্মানুসারে দৃষ্টতঃ অধোগামীও হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মোক্ষমার্গের দিকে অগ্রসরই হয়, এবং পরিশেষে মোক্ষলাভ করে।

যাঁরা সদ্‌গুরুর আশ্রিত হয়ে মোক্ষমার্গ লাভ করেন, তাঁদেরই ঐরূপ ওঠা নামা করতে হয় এবং শেষে মোক্ষলাভ করেন। কিন্তু যাঁরা সদ্‌গুরুর আশ্রিত হয়ে মোক্ষমার্গ লাভ করেন নি', তাঁদের রাস্তায় ন্যূনাধিক পরিমাণে ওঠানামা থাকলেও, তাঁরা মোক্ষমার্গে যেতে পারেন না, সুতরাং মোক্ষও লাভ করতে পারেন না।

দুর্ব্বল নৌকা যদি নিজে নিজে সমুদ্র পার হতে যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহলে সে পার হতে পারে না, কিছুদূর অগ্রসর হলেই বিশাল তরঙ্গ এসে তাকে ডুবিয়ে ফেলে। কিন্তু ঐ দুর্ব্বল নৌকাকেও যদি সমুদ্রগামী জাহাজের সঙ্গে শিকল দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে ঐ নৌকা ডুবুক আর যাই হোক, জাহাজ তাকে টেনে পার করে নেয়। তদ্রূপ এই বিশাল সংসার-সমুদ্রকে নৌকারূপী সাধারণ জীব নিজে পার হতে গেলে, সংসার-সমুদ্রের নানা তরঙ্গ তাকে ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু এই সংসার-সমুদ্রের পারগামী জাহাজরূপী সদ্‌গুরুর সঙ্গে যদি এই নৌকারূপী জীবকে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে ঐ নৌকারূপী জীব সংসারসমুদ্রে ডুবুক আর যাই হোক, জাহাজরূপী সদ্‌গুরু তাকে সংসারসমুদ্রের পার করে নেন।

অতএব সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যদের কি ভাবে যে চালান, তা সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা কঠিন।

৬২। **প্রশ্ন।** মোক্ষ লাভের উপায় কি? ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে মোক্ষ লাভের জন্য আমার খুবই ব্যাকুলতা আসে, অথচ দেখি আমার ব্যাকুলতায় কিছু হয় না, দিন দিন যেন অধঃপতনই হচ্ছে, এই অবস্থায় কি ভাবে চললে আমি মোক্ষ লাভ করতে পারব?

উত্তর। গুরুকৃপাতেই মোক্ষ লাভ হয়—"মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা"। তবে ব্যস্ত হলে চলে না, গুরু ধীরে ধীরে অন্তরের ময়লা দূর করতে থাকেন। যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, তখনই ভগবদ্দর্শন হয় এবং মোক্ষ লাভ হয়। যিনি যথার্থ কল্যাণার্থী, তিনি সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ ক'রে নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে তাঁর অধীন ক'রে দিবেন এবং নির্ব্বিচারে তাঁর আদেশ পালন করাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলে স্থির নিশ্চয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবেন্। এইরূপ যিনি করতে পারেন তাঁর সব বন্ধন কেটে যায়।

নিজে সাধন ভজন ক'রে পারগামী হবে মনে করা বৃথা, কারণ মন এক মিনিট কাল পর্য্যন্ত স্থির রাখতে পারা যায় না। সুতরাং এইরূপ মনের দ্বারা ধ্যানধারণাদি করা কঠিন। এইজন্য গুরুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ক'রে, নির্ব্বিচারে তাঁর আদেশ পালন ক'রে গেলেই সব সাধনের কাজ হয়ে যায়। ব্যস্ত হলে হয় না। ধীর স্থির ভাবে এই পথে চলতে হয়। যার গুরুর উপর বা ভগবদ্বিধানের উপর বিশ্বাস না থাকে, সেই ব্যস্ত বা চঞ্চল হয়। বীজ যেরূপ ধীরে ধীরে পৃথিবীর রস নিতে নিতে ক্রমশঃ অঙ্কুর, তৎপর বৃদ্ধি পেতে পেতে মুল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি বিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, তদ্রূপ সদ্‌গুরু যে মন্ত্ররূপ বীজ শিষ্যের অন্তরে রোপণ করেন, তাও ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে হতে সর্ব্বরূপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মরূপে শিষ্যের অন্তরে প্রকাশ পান। যেমন বৃহৎ কাষ্ঠের একদিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে দিলে তা ধীরে ধীরে সমস্ত কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ সদ্‌গুরু দীক্ষার সময় যে জ্ঞান সঞ্চার (প্রজ্জ্বলিত) ক'রে দেন, তা ধীরে ধীরে শিষ্যের অন্তরের সমস্ত অজ্ঞান বা অবিদ্যাকে নাশ ক'রে অন্তরে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ ক'রে দেয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হওয়া বা যাকে মোক্ষ বলা হয়, তা' লাভ করা দু' এক দিনের কাজ নয়। সদ্‌গুরুর শিষ্যের পক্ষে এর সীমা তিন জন্ম পর্য্যন্ত।

৬৩। **প্রশ্ন**। বাবা, আপনার নিজের শ্রীমুখে শ্রীগুরুর মহিমা সম্বন্ধে একটু কিছু আমাদের বলুন।

উত্তর। গুরু সাক্ষাৎ পরমাত্মা। পরমাত্মাই জীবসমূহকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধার করার জন্য দেহধারণ করেন এবং উদ্ধার ক'রে থাকেন ; এটা ধারাবাহিক ক্রমে চলে আসছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি ছ'টি ধারা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। একটি নিবৃত্তিমার্গ এবং অপরটি প্রবৃত্তি মার্গ। সেই প্রবৃত্তি মার্গের দ্বারা যেমন সংসারের বিস্তার করছেন, তেমনি নিবৃত্তি মার্গের দ্বারা তিনি জীবসমূহকে সংসার থেকে উদ্ধার করছেন। জীবসমূহকে সংসার থেকে উদ্ধার করার যে শক্তি সেইটিই গুরুশক্তি—এবং সেই গুরুশক্তি সাক্ষাৎ ভগবৎশক্তি। সেই ভগবৎ শক্তিরূপে গুরুশক্তি ধারাক্রমে চলে আসছে। আমাদের সম্প্রদায়ের ধারার দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বুঝাচ্ছি। আদি সৃষ্টির প্রারম্ভে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—ব্রহ্মার এই চার মানসপুত্র ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন করেন "কিভাবে এই দুঃখময় সংসার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বিষয়ের প্রতি চিত্ত সর্ব্বদা আকৃষ্ট হয়ে সেই বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়—ফলে বিষয় চিত্তে প্রতিফলিত হয়। এই রকম বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সংযোগ যে পর্য্যন্ত থাকবে সেই পর্য্যন্তই দুঃখ অশান্তি ভোগ করতে হবে। এই সংযোগ বা সম্বন্ধ কি করে দূর হবে ?" চতুঃসনের এই প্রশ্নের উত্তর পিতা ব্রহ্মা দিতে পারেন নাই। ইহার উত্তর দেওয়ার জন্য ব্রহ্মা ভগবানের ধ্যান করেন। শ্রীভগবানও তখন ব্রহ্মার সম্মুখে তাদের নিকট আবির্ভূত হন। যে রূপে শ্রীভগবান্ তৎকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার নাম শ্রীহংস ভগবান্। শ্রীহংস ভগবান্ সনকাদি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের ঐ প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি তাঁদের বলেন, "এই দুঃখ অশান্তি দূর করতে হলে চিত্ত ভগবানে যুক্ত করতে হবে। তাঁতে চিত্ত যদি যুক্ত হয়, তবেই ঐ চিত্ত বাহ্য বিষয় হতে নিবৃত্ত হতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব চিত্তকে বাহ্য বিষয় থেকে আকর্ষণ ক'রে শ্রীভগবানে সংযোজিত কর।" এইভাবে তিনি উপদেশ করলেন এবং তাঁদের মধ্যে (অর্থাৎ চতুঃসনের মধ্যে) গুরুশক্তি সঞ্চারিত করলেন। ঐ শক্তি যাতে ধারাক্রমে প্রবাহিত হয়ে জীবসমূহকে উদ্ধার করতে পারে তদ্রূপ ব্যবস্থাও তিনি করলেন। পরম্পরাক্রমে সেই গুরুশক্তি চলে আসছে। গুরুর দেহ নিমিত্ত মাত্র। আসলে সেই গুরুদেহে স্থিত যে ভগবৎ শক্তি তাকেই গুরুশক্তি বলে। সেই শক্তিই কাজ ক'রে যাচ্ছে। যেমন ধর ইংলণ্ডের রাজার দেহে স্থিত রাজশক্তি। ভিক্টোরিয়া যখন রাণী হয়েছিলেন, স্ত্রী শরীর হলেও, তাঁর মধ্যে সেই রাজশক্তি কাজ করেছে। তিনি সেই শক্তির দ্বারা তাঁর সমস্ত রাজত্ব পরিচালনা করেছেন। তিনি মারা গেলে তাঁর ছেলে সপ্তম এডোয়ার্ড রাজা হলেন এবং রাজশক্তি তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হল। তখন সেই শক্তিই তাঁর দেহের মধ্যে থেকে কাজ করেছে, রাজ্য চালিয়েছে। আবার সেই সপ্তম এডোয়ার্ড মারা গেলে তাঁর ছেলে পঞ্চম জর্জ্জ রাজা হলে, সেই এক রাজশক্তিই তাঁর মধ্যে থেকে কাজ করেছে, রাজত্ব পরিচালনা করেছে।

ঠিক সেই একই ভাবে গুরুশক্তি ধারাক্রমে এক একটা দেহকে অবলম্বন ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছে। দেহের পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই গুরুশক্তি বিভিন্ন দেহাবলম্বনে ধারাক্রমে চলে আসছে এবং জীবসমূহকে উদ্ধার করছে। সেই শক্তিই জীবসমূহকে উদ্ধার করতে পারে; এই শক্তি দেহাভ্যন্তরে না থাকলে কেহ জীবসমূহকে উদ্ধার করতে পারে না। ইহাই আসল গুরুতত্ত্ব। গুরুশক্তি সাক্ষাৎ ভগবান্। বিভিন্ন দেহকে অবলম্বন ক'রে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুরূপে জীবসমূহকে কৃপা করেন ও উদ্ধার করেন। এই যে গুরুকৃপা, এই গুরুকৃপা লাভ না করলে জীব উদ্ধার হতে পারে না। জীবের নিজের এমন কোনও সামর্থ্য নেই যে, সে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে। জীবের কতটুকু বা শক্তি? জীব অতি ক্ষুদ্র। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, এই বিশ্বের সৃষ্ট স্থিতি লয় কর্ত্তা, সেই ভগবান্‌কে লাভ করা কি সহজ কথা? জীব ত অতি ক্ষুদ্র—এতটুকু গণ্ডীর মধ্যে তার বুদ্ধি একেবারে অতি সঙ্কুচিত। আর তার শক্তিই বা কতটুকু।

যিনি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরূপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা—তাঁকে এই ক্ষুদ্রজীব কিরূপে জানবে? তার বুদ্ধি বা সামর্থ্য কতটুকু যে সে তাঁকে জানবে? এইজন্য সেই সাক্ষাৎ ভগবৎশক্তিরূপ গুরুশক্তি-বিশিষ্ট যে গুরু, সেই গুরুর কৃপা লাভ করতে হবে। সেই গুরুকৃপা লাভ করলে তবে তার অন্তরের অজ্ঞান ক্রমশঃ নাশ প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞান প্রকাশিত হবে এবং সেই জ্ঞান প্রকাশ হলেই ভগবান্‌কে জানতে পারবে, ভগবান্‌কে লাভ করতে পারবে; যেমন ধর—একটা বৃক্ষের বৃহৎ মোটা কাণ্ড শুকিয়ে রয়েছে। সেইটায় যদি একদিকে বেশ ভাল ক'রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে দেওয়া হয়, তাহলে সেই অগ্নি ক্রমশঃ দগ্ধ করতে করতে সমস্ত কাণ্ডটিকে দগ্ধ ক'রে ফেলে, একেবারে ছাই হয়ে যায়, আর কাণ্ডের কিছু থাকে না। তেমনি আমাদের মধ্যে ঘনীভূত অজ্ঞানরূপ একটি বৃহৎ কাণ্ড রয়েছে এবং সব জ্ঞানকে আবরণ করে রেখেছে। শ্রীগুরু যখন দীক্ষা দেন তখন ঐ অজ্ঞানরূপ বৃহৎ কাণ্ডের একদিক দিয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে দেন। তার ফলে দগ্ধ হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে ঐ সমস্ত অজ্ঞানটা ক্রমশঃ নাশ্ হয়ে যায়—এই রকম গুরুকৃপা। গুরুকৃপা অসাধারণ। তাঁর কৃপার অন্ত নেই। তিনি যে কতরূপে কত কৃপা করেন, যে তাঁর আশ্রয় নিয়ে তাঁর আদেশ পালন ক'রে চলে, সে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তা বুঝতে পারে। প্রথম গুরুর আদেশ পালন করতে হয়। গুরু যা বলেন সেটা অক্ষরে অক্ষরে নির্ব্বিচারে পালন করার অভ্যাস করতে হয়। সেই অভ্যাস করতে করতে যখন ধীরে ধীরে দেখা যাবে যে, গুরু যা বলছেন সেগুলো সব ঠিক ফলে যাচ্ছে,—তিনি যা বলছেন সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তখন বিশ্বাস নিজ থেকে আসবে। গুরুর প্রতি যে বিশ্বাস, সেটাই হল শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা একবার হয়ে গেলে তার আর পতন হবে না।

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে বলেছেন—"সা হি জননীব কল্যানী যোগিনং পাতি"—এই শ্রদ্ধা জননীর ন্যায় কল্যানী-স্বরূপা হয়ে যোগীকে সর্ব্বদা রক্ষা করে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম হল গুরুর আদেশ পালন। আমার শ্রীগুরুদেব একজনকে চিঠিতে লিখেছিলেন—"যথার্থ কল্যানার্থী পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, সদ্গুরুর শরণাপন্ন হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তদধীন ক'রে দেওয়া এবং নিজে কিছুমাত্র বিচার না ক'রে একমাত্র তাঁর আদেশ নির্ব্বিচারে পালন ক'রে যাওয়া। এইরূপ যিনি করতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববিধ কর্ম্মবন্ধন হতে মুক্ত হন এবং দেহান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।" আর যে মনে করে. যে, আমি গুরুর কাছে উপদেশ মাত্র গ্রহণ ক'রে নিজের শক্তির দ্বারা সাধন ভজন ক'রে তাঁকে লাভ করব, সে অদূরদর্শী প্রাকৃত শিষ্য। তার পক্ষে ভগবান্‌কে লাভ করা অতি কঠিন। যে সম্পূর্ণরূপে তাঁতে নিজেকে সমর্পণ ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে পারে—তাঁর উপর সব ভার ছেড়ে দিতে পারে, সে অতি সহজে ভগবান্‌কে লাভ করতে পারে। এটাই হল শ্রীভগবান্‌কে লাভ করার সহজ পথ। এইজন্য শাস্ত্রে গুরু সম্বন্ধে বলেছেন—"গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরায়নং, গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ। অর্চ্চনীয়শ্চ, বন্দ্যশ্চ, কীর্ত্তনীয়শ্চ সর্ব্বদা, ধ্যায়েজ্জপেন্নমেদ্ ভক্ত্যা ভজেৎ সমর্চ্চয়েন্মুদা। উপায়োপেয় ভাবেন ত্বমেব শরণং ব্রজেৎ।" গুরুই পরব্রহ্ম, গুরুই পরমাশ্রয়, গুরুই পরাবিদ্যা, এবং পরাগতি স্বরূপ। তাঁকেই অর্চ্চনা করবে, বন্দনা করবে, তাঁরই নাম কীর্ত্তন করবে, তাঁরই ধ্যান করবে, অর্চ্চনা করবে, তাঁকে ভক্তির সহিত প্রণাম করবে, উপায় ও উপেয় ভাবে সর্ব্বদা তাঁরই শরণ গ্রহণ করবে।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলেছেন—"আদৌ গুরৌ ন্যসেৎ প্রাণানাত্মানং ধনমেব চ। সর্ব্বসম্বন্ধবিষয়ং কৃত্বা সেবেত নিত্যশঃ।...ভৃত্যবৎ পুত্রবৎ সেবেৎ প্রিয়াবন্মিত্রবত্তথা॥" অর্থাৎ প্রথম গুরুতে প্রাণ, ধন এমন কি আত্মা পর্য্যন্ত সমর্পণ করবে, তাঁকে সর্ব্বসম্বন্ধের বিষয় ক'রে নিত্য তাঁর সেবা করবে —ভৃত্য যেমন প্রভুর, পুত্র যেমন পিতার, প্রিয়া যেমন পতির, মিত্র যেমন মিত্রের সেবা করে, তদ্রূপ গুরুর সেবা করবে। এইরূপ গুরুর সেবা করলে গুরুভগবান্ তার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তার সমস্ত দুঃখ অশান্তি দূর ক'রে পরম আনন্দময় অবস্থা দান করেন। অর্থাৎ ভগবান্ তাঁর নিজ আনন্দময় স্বরূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই স্বরূপ প্রাপ্ত হলে তার আর কখনও পুনরায় জন্মগ্রহণ ক'রে সংসার যাতনা ভোগ করতে হয় না। ইহাই গুরুর মহিমা।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শিষ্যের লক্ষণ এইরূপ বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গুর্ব্বর্থং যস্থ প্রাণাদি যৌবনং ধনমেবচ, আত্মাত্মীয়েষু নির্ব্বিণ্ণোঽধিকারী সম্যগীর্য্যতে।"—যার প্রাণ, যৌবন, ধন, ইত্যাদি সমস্ত শ্রীগুরুর নিমিত্ত এবং আত্মা ও আত্মীয়বর্গে বৈরাগ্যযুক্ত, সেই শিষ্য হওয়ার অধিকারী। এইরকম অধিকারী হওয়া আজকালকার কালে খুবই কঠিন। কিন্তু যতটুকু সম্ভব গুরুতে সমর্পণ ক'রে চলতে হয়। ইষ্টদেবকে তো দেখা যায় না, ইষ্টদেবকে দেখার জন্য সেই গুরুরই শরণ নিতে হবে। গুরু যদি কৃপা করে দর্শন করান তবেই দর্শন হবে। সেই ইষ্টদেব কোথায় আছেন, কোন্ কালে প্রকট হয়েছেন এবং কি তাঁর স্বরূপ তা বাস্তবিক পক্ষে শিষ্য দেখতেও পায়না, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধও হয় না, কিন্তু জীবসমূহকে উদ্ধার করার জন্য সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ যে গুরুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন, সেই গুরুকে প্রত্যক্ষ দেখতে পায় ও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। দেহ ধারণ ক'রে তিনি শিষ্যকে তার কল্যাণের জন্য কত কি উপদেশ করছেন, কত প্রকারে কৃপা করছেন। তাঁর কৃপার অন্ত নেই। কিন্তু শিষ্য গুরুকে দেহধারী দে'খে ঠিক ভগবান বলে জ্ঞান করতে পারে না। তার কারণ এই যে, যেমন সাধারণ মনুষ্য কথা-বার্ত্তা বলছে, চলাফিরা করছে, খাচ্ছেদাচ্ছে—তেমনই গুরুও সব কিছু করছেন, তাছাড়া হয়ত দু'টা খুব কঠোর বাক্য বললেন, শাসন করলেন, ছড়ি দিয়ে খুব মার দিলেন, ভৎর্সনা করলেন। এইসব দেখে তখন মনে হয় ইনি আবার গুরু কি? ইনি ত দেহ ধারণ ক'রে রয়েছেন, এই আমাদেরই মত ব্যবহার করছেন, অতএব ইনি আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ —এই ভুল হয়। এই যে ভুল, এই ভুলটি সংশোধন ক'রে যে গুরুতে বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎবুদ্ধি করতে পারে, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধার হয়ে যায়। তার প্রতি গুরুকৃপা অজস্র বর্ষণ হতে থাকে। অতএব শিষ্য এইরূপ ভাববে যে, গুরু এই মনুষ্য দেহে আছেন বলে মনুষ্যবৎ ব্যবহার করছেন, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্। এইরূপ ভগবদ্বুদ্ধি ক'রে চলতে অভ্যাস করা দরকার। গুরুর আদেশ নির্ব্বিচারে পালন ক'রে যেতে হবে এবং তাঁতেই সমস্ত সমর্পণ করতে হবে—ভাল মন্দ যা কিছু হচ্ছে সব বিষয় সব সময়েই সমর্পণ ক'রে চলতে হবে। তিনি যা করছেন ঠিক করছেন। আমার দুঃখ অশান্তি যা কিছু আসছে তাতেও বিচলিত না হয়ে—ঐ সবই আমার কল্যাণের জন্য শ্রীগুরুদেব দিচ্ছেন, এইরূপ মনে ক'রে সব সময় নিশ্চিত নির্ভয় থাকতে অভ্যাস করতে হবে এবং এই ভাবে সমর্পণ করতে অভ্যাস করতে হবে। এইভাবে চলতে তোমরা অভ্যাস কর, তোমাদের কল্যাণ হবে, গুরুকৃপা তোমরা খুব লাভ করবে, ভগবানকেও তোমরা পাবে; তোমাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। তোমাদেরকে সদ্‌গুরু কৃপা করে গ্রহণ করেছেন, ভিতরের যতকিছু দোষ ত্রুটি আছে সব ধীরে ধীরে সংশোধন ক'রে তোমাদের সেই অমৃতময় অবস্থা দিবেন, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নেই।

৬৪। **প্রশ্ন :**—গুরুর যে মহিমার কথা আপনি বল্লেন, তাঁর সেই কৃপা, শক্তি, সেই মহিমা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তিনি এসেছেন মনুষ্য দেহে—গুরুর এই স্বরূপ, গুরুর এই মহিমা কবে শিষ্য অনুভব করতে পারে?

উত্তর। গুরুর আদেশ পালন ক'রে যাও, এইটি যে করতে পারে তার ভিতরে শীগ্‌গিরই অনুভূতি আসতে থাকে। তাঁর আদেশ পালন করলে দেখবে যে, তিনি যা বলেছেন সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাগুলি সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যত আদেশ পালন করবে তত অনুভূতি আসতে থাকবে। অনুভূতি এলেই তখন নিজ থেকে বিশ্বাস আসবে। আর বিশ্বাস এলেই গুরুতে ভক্তি হবে। গুরুর স্বরূপ যে কি, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্, এই জ্ঞানটি যতটুকু হবে ততটুকু ভক্তি লাভ হবে, আর ভক্তি লাভ হলেই তার ফলে অমৃত স্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করা যাবে এবং নিজেও অমৃত স্বরূপ হয়ে যাবে।

৬৫। **প্রশ্ন।** সদ্‌গুরুর শিষ্য তিন জন্মে মুক্ত হবেই, এর কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি?—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ,—কোথাও এর সমর্থন যোগ্য বাক্য আছে কি?

উত্তর। হাঁ, আছে বৈকি! মহাপুরুষদের, মহাজনদের বাক্য ত সেইরূপ আছেই। বাবাজী মহারাজ নিজে বলেছেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বলেছেন। মহাজনদের উপদেশও শাস্ত্রই। তাছাড়া গীতাতে শ্রীভগবানের উক্তিও আছে যে—

"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৬।৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌··· ॥ ৬।৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৬।৪৩ ইত্যাদি।

যাঁরা এইজন্মে যোগ করতে করতে ভ্রষ্ট হয়ে যান, তাঁরা পুণ্য-লোকে যান, গিয়ে সেইখানে সেই ভোগটা শেষ করেন। তৎপর তাঁরা আবার পুণ্যবান্‌দিগের অথবা যোগীদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বসংস্কার লাভ ক'রে সাধন দ্বারা তাঁরা মুক্তি লাভ করেন। গীতায় এইরূপে তিন জন্মে মুক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভের কথা আছে। একজন্ম হল, যে জন্মে যোগভ্রষ্ট হয়েছেন সেই জন্মটা, পুণ্যলোকে গিয়ে একজন্ম, তারপর তৃতীয় জন্মে আবার পুণ্যবান্ বা যোগীদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাধনের দ্বারা মুক্তি লাভ করেন। এইরূপ তিন জন্মে যে মুক্তি হয় তা পরিস্কাররূপে গীতায় ভগবান্ই বলেছেন।

৬৬। **প্রশ্ন**। বাবা, এই যে আপনি এখন বল্লেন যে, 'সাধারণতঃ' দেহান্তের সময় শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর ও শ্রীশ্রীইষ্টদেবের দর্শন হয়—এই 'সাধারণতঃ' বিশেষণটি আপনি কেন ব্যবহার করলেন ?* এটা কি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকালে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না ?

উত্তর। সদ্‌গুরু কৃপা করলেও যে শিষ্য গুরুর আদেশ মত কাজ করে না, কি একটু উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই চলে, গুরুকে ভক্তি শ্রদ্ধাই করে না, দীক্ষা নিল কিন্তু কাজ কিছু করে না, তার ভোগ বেশী আসে; এইরূপ শিষ্যের মৃত্যুর সময় শ্রীগুরুর ও ইষ্টদেবের দর্শন মিলে না। সেইজন্য আমি বল্লাম 'সাধারণতঃ।' কিন্তু অধিকাংশেরই প্রায়ই গুরুর ও ইষ্টের দর্শন হয়। শিষ্য যদি সরল প্রকৃতির হয়, গুরুতে সরল বিশ্বাস থাকে, গুরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে সেই শিষ্যও দর্শন পায়। হয়ত সেই শিষ্য সাধন ভজন বেশী কিছু করতে পারে নি, না করলেও গুরু তাঁকে দর্শন দেন। এইরূপ তো অনেকের মৃত্যু সময়ের ঘটনা আমি শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের জীবনীতে লিখেছি, যেমন—মুকুন্দ বাবুর স্ত্রীর ঘটনা। তিনি কতকাল বা সাধন করেছেন? বামনরাও কৃষ্ণরাও আজিঙ্ক্যের বোনের ঘটনাও লিখেছি, তিনিও

* ৩০৪নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'দিন বা সাধন করেছিলেন? কিন্তু তাঁরাও দেহত্যাগের সময়ে দর্শন পেয়েছেন। গুরুর কাছে অকপট হতে হয়। যত সরল অকপট হবে, ততই তাঁর কৃপা লাভ করতে পারবে এবং শেষ অবস্থায় নিশ্চয়ই দর্শন পাবে।

৬৭। প্রশ্ন। আপনি যে বলছেন, গুরুর কাছে সরল ও অকপট হতে হবে, তাতে আপনারই পূর্ব্বের আর একটি উক্তি মনে আসছে। আপনি বলেছিলেন সেই গানের একটি কলির কথা—"যে জন সরল হয়"—সেটি মনে আসছে। কিন্তু সাধনার পথে অন্য সাধন সম্পদ্ আসা সেও যেরকম ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ, সেরকম সরলতা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা,—এগুলো আসাও তো ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষই বটে? আমাদের ত শুধু চেষ্টা করে যাওয়া। সেই ক্ষেত্রে কি হবে?

উত্তর। সেইরকম যদি কিছু না থাকে তাহলে সদ্‌গুরুর কৃপাই সে লাভ করতে পারে না। সদ্‌গুরুর কৃপা যারা লাভ করে তাদের সেইরকম কিছু অন্তরে গুণ থাকে, তবেই তো তারা সদ্‌গুরু লাভ করে? সুতরাং সেজন্য হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। সদ্‌গুরুর শিষ্য প্রায়শঃ সরলও হয় এবং গুরুকৃপাও পায়। তবে কারো কারো কিছু ভোগ থাকে। সেটা পৃথক্ কথা। সকলেরই যে সেরূপ ভোগ থাকে এমন নয়।

৬৮। প্রশ্ন। সতীর পতির প্রতি যে টান, সন্তানের মায়ের প্রতি যে টান—গুরুর প্রতি সেরকম টান কি করে হবে?—বলে দিন বাবা।

উত্তর—পতি ছাড়া আমার গতি নেই—এই বুদ্ধি হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি সতীর টান আসে। এইরকম মা'ই আমাকে পালন করেছেন, করবেন,—মা ছাড়া আমার আর কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতি নেই—শিশুপুত্রের এইরূপ জ্ঞান হয় বলেই মা'র প্রতি তার টান বা আকর্ষণ হয়। সেইরূপ শ্রীগুরু ভিন্ন আমার কোনও গতি নেই, গুরুই আমার একমাত্র গতি—এইরকম জ্ঞান হলেই তাঁর প্রতি টান বা আকর্ষণ হয়। যখন শিষ্যের এইরূপ জ্ঞান হয় যে, গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্—সুতরাং তিনি আমার আত্মাস্বরূপ, আমার আত্মা যিনি, তিনি ছাড়া তো আমি কোন রকমে চলতে পারি না—যেমন আমার এই দেহে আত্মা রয়েছেন বলেই তো আমার এই দর্শন ইন্দ্রিয়, শ্রবণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি কাজ করছে। আত্মার স্থিতিতেই এদের স্থিতি, আত্মার কর্ত্তৃত্বেই এদের কর্ত্তৃত্ব, সুতরাং এরা আত্মার সম্পূর্ণরূপে অধীন, আত্মা ভিন্ন এদের অন্য কোনও গতি নেই; তেমনি গুরু আমার আত্মাস্বরূপ, আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধীন, তিনি ছাড়া আমার কোনও গতি নেই—এই বোধ যখন হবে তখন তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুরাগ না এসে থাকতে পারে কি? অতএব শ্রীগুরু সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি তোমার আত্মা, তুমি তাঁর সম্পূর্ণরূপে অধীন, তিনি ভিন্ন তোমার অন্য কোনও গতি নেই—অন্তরে এই ভাবটি আনবার অভ্যাস কর। এই ভাবটি তোমার অনুভূতিতে যত আসতে থাকবে, ততই তোমার গুরুর প্রতি টান হবে।

৬৯। **প্রশ্ন।** আমরা মোটামুটি যেটুকু বুঝি যে, গুরুর দুটি সত্ত্বা আছে; একটি সত্ত্বা লৌকিক দৃষ্টিতে আমরা যা দেখি, আর একটি ভগবৎসত্ত্বা—শ্রীগুরুর সর্ব্বব্যাপিত্ব, তাঁর সর্ব্বজ্ঞত্ব, এটা তাঁর ভগবৎসত্ত্বার একটি বিশেষ রূপ। যেমন শ্রুতিতে বলেছেন "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" গুরুর এই যে ভগবৎসত্ত্বা সেটা সাধনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়ে একটা অবস্থা বিশেষেই আমাদের অন্তরে প্রতিভাত হয়—তার আগে নয়। তার আগে পর্য্যন্ত গুরুতে ঠিক মনুষ্য বুদ্ধি না করলেও তাঁকে আমরা মহামানব হিসেবে অর্চ্চনা করি, বন্দনা করি, তাঁর ধ্যান করি, তাঁর স্তব করি। অনেক সময় দেখা যায় যে আমি বা আমরা যেখানে আছি, সেখান থেকে গুরু বাস করছেন এক শত মাইল দূরে, এক সহস্র মাইল দূরেও হতে পারে। সেই সময় হয়ত আমাদের কা'রও মনে বিশেষ কোনও একটি আর্ত্তি জাগল। সেই আর্ত্তি গুরুকে নিবেদন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল, অথচ তিনি দেহধৃত অবস্থায় কাছে নেই, দূরে রয়েছেন। তখন যদি তাঁকে প্রাণভরে ডেকে তাঁকে নিবেদন করি, তাহলে গুরু যেখানেই থাকুন তা তিনি শুনতে পান ত?

উত্তর। গুরু শুনতে নিশ্চয়ই পান। তিনি যদি ভগবৎ স্বরূপ হন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ হন, তাহলে জানতে পারবেন না—এ হতেই পারে না। তিনি ভগবৎ রূপে নিশ্চয়ই জানেন। আর তিনি শিষ্যের অন্তরে থেকে ভালমন্দ সব দেখেন, শিষ্যকে তদনুসারে নিয়মনও করেন, এ তুমি নিশ্চিত জানবে। আর গুরুর দুই ভাব যা তুমি বল্লে, মনুষ্য ভাব ও ভগবৎ ভাব, এটিও সত্য। মনুষ্যরূপে সবটি সব সময়ে না জানতে পারেন, কিন্তু ভগবৎরূপে তিনি সর্ব্বদা সমস্ত জানেন; এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ করার কারণ নেই। কিন্তু জানলেই যে তোমার ইচ্ছামত সব সময় সব কিছু করবেন—তা করবেন না। তিনি যখন মনে করেন—এটা তোমার পক্ষে করা দরকার তখন সেটা তিনি করেন। তোমার মনের ইচ্ছানুসারে যে সবই হবে তা ত হবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর, শিষ্য মনে করল 'আমার এত টাকার একটা চাকরী হউক, আমি খুব ধনী হই, ইত্যাদি এবং সে গুরুর নিকট তা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে থাকল। কিন্তু সে ঐরূপ প্রার্থনা করলেও যদি তাতে শিষ্যের অকল্যাণ হবে বুঝেন, তাহা হলে তিনি তা' দেন না। তিনি যদি মনে করেন যে, হাঁ এটি এর পক্ষে কল্যাণকর, এর এটি হওয়া দরকার, তবেই দেন, না হলে দেন না। কিন্তু তা দেন না বলে তিনি যে তোমার প্রার্থনা শুনেন নি' তা নয়। গুরু ভগবদ্রূপে সবই শুনেন, তা তুমি নিশ্চয় জানবে।

৭০। প্রশ্ন। তাহলে আমাদের প্রার্থনা করার সার্থকতা কোথায় ? তিনি যা কল্যাণকর মনে করবেন, তিনি সেইটি আমাদের দেবেন, এই যদি যথার্থ হয় বা তিনি তাই করেন, তাহলে আমাদের পক্ষে, অর্থাৎ তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের পক্ষে, তাঁর কাছে প্রার্থনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

উত্তর। প্রার্থনা করলে বুদ্ধিটা তাঁর দিকে যায়, তাঁর প্রতি আকর্ষণ হয় এবং সেই আকর্ষণের ফলে তখন সেই প্রার্থনার মধ্যে যেটা কল্যাণময় হবে মনে করেন সেটা তিনি পূরণ করেন। কিন্তু তোমার পক্ষে যেটা অকল্যাণকর, তোমার সেই প্রার্থনা জেনে শুনে পূরণ করবেন কেন ? তোমার সেই প্রার্থনা তিনি পূরণ করবেন না। তিনি যদি কল্যাণময় হন এবং শিষ্যের একান্ত কল্যাণই তিনি ক'রে থাকেন, তাহলে যেগুলি অনিষ্টকর অকল্যাণকর সেই গুলি দিবেন না। সেই প্রার্থনা পূরণ না করায় তিনি শুনেন নি' এরূপ মনে করতে নেই। অতএব প্রার্থনা করতে দোষ নেই।

৭১। প্রশ্ন। প্রার্থনা একেবারে না ক'রে তাঁর যা খুসী তিনি তাই করুন, আমি তাঁরই, এই ভাব নিয়ে যদি তাঁতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসমর্পণ করে বসে থাকা যায়, সেটা প্রার্থনা করার চেয়ে কি ভাল নয়?

উত্তর। সে তো খুব উচ্চ অবস্থার কথা। সেটা পারে ক'জন? সেই রকম ভাবে যদি তাঁর উপরে নির্ভর করে, প্রার্থনা কিছুই না করে, যেমন চাতক পক্ষী মেঘের জল ছাড়া অন্য কিছু চায় না, মেঘের জলের জন্যই অপেক্ষা ক'রে থাকে—সেইরকম ভাবে তাঁর উপর নির্ভর করতে কেউ পারে, সে ত খুবই ভাল। তার উপর ভগবান্ ও গুরু শীঘ্রই খুব প্রসন্ন হন এবং তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দেন। সেরকম করতে পারলে খুবই ভাল।

৭২। প্রশ্ন। সদ্‌গুরুর কাছে যখন শিষ্য আশ্রয় নেয়, তখন শরণাগত শিষ্যের কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় ক'রে গুরু তাকে মোক্ষের পথে নিয়ে যান। এই কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় করার ব্যাপারে একটা প্রশ্ন আমাদের মত সাধারণ লোকের মনে যা জাগে তা' হল এই যে, আমাদের প্রারব্ধের ভোগ ত আছেই, তাছাড়া যে দেহ নিয়ে এখন বেঁচে আছি, এখন প্রতি কর্ম্মের মধ্যেও তো আমাদের নানারকম কর্ম্ম সঞ্চিত হচ্ছে যার ভোগ করতে হবে? প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে শ্রীগুরু কোন্‌টি ক্ষয় করে দেন? গুরু কি কোনও রকমেই প্রারব্ধে হাত দেন না? অথবা তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে কৃপা ক'রে প্রারব্ধও খানিকটা ক্ষয় করে দেন?

উত্তর। সদ্‌গুরু কৃপা করলে সেই কৃপা প্রাপ্ত শিষ্যের সঞ্চিত এবং ক্রিয়মান্ কর্ম্মের ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে গিয়েছেন তাঁকেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করতে হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ছাড়া ক্ষয় হয় না। আর সঞ্চিত কর্ম্ম সেইগুলিকে বলে যেগুলি পূর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব জন্মে কৃত হয়েছে কিন্তু তার ভোগ না হয়ে সঞ্চিত হয়ে আছে। সঞ্চিত কর্ম্ম হতে কিছু কর্ম্ম এবং পূর্ব্বজন্মের যে সমস্ত কর্ম্ম নিয়ে এই দেহটা গঠিত হয়েছে, সেই কর্ম্মসমূহকে বলে প্রারব্ধ। দেহ যে পর্য্যন্ত থাকবে, সে পর্য্যন্ত সেই প্রারব্ধের ভোগ সঙ্গে সঙ্গে হতে থাকবে। দেহ পতন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই প্রারব্ধ শেষ হয় না এবং সেই নিশ্চিত, যে প্রারব্ধ কর্ম্ম রয়েছে তা ভোগ করতেই হবে। ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে গেলেও, তাঁদেরও দেহ বর্ত্তমান থাকে প্রারব্ধ ভোগের জন্য। ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ার পরেও অবশিষ্ট প্রারব্ধটুকু তাঁকেও ভোগ করতে হয়। সেই প্রারব্ধ ভোগের জন্য তাঁর দেহ বর্ত্তমান থাকার ফলটা কি হয়? না, বহু অজ্ঞানে আবদ্ধ জীবসমূহকে তাঁরা জ্ঞান উপদেশ ক'রে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি প্রারব্ধ ভোগের জন্য দেহ ধারণ ক'রে থাকেন বলেই তা করা সম্ভব হয়। ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যাওয়ার পর, দেহ বর্ত্তমান না থাকলে, কে সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ ক'রে জীবসমূহকে উদ্ধার করতেন? এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও দেহ বর্ত্তমান থাকার ব্যবস্থা শ্রীভগবান্ করেছেন।

ঐ যে প্রারব্ধ, সেই প্রারব্ধ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদেরও যখন ভোগ করতে হয় তখন সাধারণ জীবের কথা কি? অতএব প্রারব্ধ ভোগ না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপা হলে, তিনি ইচ্ছা করলে প্রারব্ধ কর্ম্মের কিছু লাঘব করতে পারেন; ভোগটা একেবারে যায় না। যেমন খেলার সময় কেউ একটা বল্ ছুঁড়েছে, খুব উপর দিয়ে বেগে সেটা যাচ্ছে। আর একটা বল্ অপর দিক্ হতে ছুঁড়ে দিয়ে কেউ যদি সেটায় আঘাত লাগায়, তাহলে সেটার (পূর্ব্বেরটার) বেগটা যেদিকে ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিকে না গিয়ে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে, কিন্তু তার বেগটা একেবারে যায় না, তখন অপর দিক দিয়ে সেই বল্‌টার বেগ ঘুরে যায়। তাতে বেগও কিছু কমে যায়। সেইরকম এই প্রারব্ধের ভোগ যেটা চলছে, গুরুকৃপায় এমন একটা কিছু হতে পারে, যাতে সেটার বেগটা যেদিকে রয়েছে, সেদিকে না হয়ে অন্য ভাবে হয়ে যায়; ভোগের বেগও কিছু কমে যায়। যেমন বলে অপর বলের একটা ধাক্কা লাগলে তার বেগ যতটা ছিল ততটা ত আর হয় না, সেটা কমে যায়; সেইরকম ভাবে সদ্‌গুরুর কৃপায় প্রারব্ধের বেগ কিছু কম হতে পারে। সদ্‌গুরু প্রারব্ধের ভোগ এইরূপ কিছু কম করে দিতে পারেন। কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ একেবারে যায় না।

৭৩। **প্রশ্ন**। বাবা, এই যে আপনি বলছেন দেহ ধারণ করলেই প্রারব্ধ ভোগ হয়—দেহ ধারণ করার পর যখন কাহারও মৃত্যু হয় এবং তারপর পুনরায় জন্ম হয়, এই মৃত্যু ও জন্মের মাঝখানে কোনও প্রারব্ধ ভোগ হয় কি? না, দেহ ধারণ করলেই কেবল প্রারব্ধ ভোগ হয়?

উত্তর। দেহ থাকা পর্য্যন্ত প্রারব্ধ ভোগ হয়। দেহান্তের পর এইজন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম করেছে সেই কর্ম্মের ফল অনুসারে গতি হয়। এইজন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম ক'রে—যেমন কেহ হয়ত সাধন ভজন ক'রে একেবারে মুক্ত পুরুষ হয়ে গেছেন—সেই মুক্ত পুরুষ যিনি হয়েছেন, তাঁর গতি হবে অর্চ্চিরাদি মার্গে। অর্চ্চিরাদি মার্গে গিয়ে তিনি একেবারে পরব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করবেন। আর, এমনি যারা সাধারণ সংসারী, তারা যেমন কর্ম্ম করে, সেইরকম ভাবে গতি লাভ করে। কেউ চন্দ্রলোকে যায়। সেইখানে ভোগ শেষ ক'রে আবার বৃষ্টি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভূমিতে পতিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে শস্যের মধ্যে যায়। তারপর মনুষ্য সেই শস্য খায়। পুরুষ দেহে তাঁহা শুক্র হয়, তৎপর স্ত্রী-গর্ভে যায় ও আবার জন্ম হয়। মৃত্যু হওয়ার পর পুনরায় জন্ম হওয়ার মধ্যে যে অবস্থা জীবের হয়, তা সংক্ষেপে তোমাকে বললাম।

৭৪। **প্রশ্ন**। যিনি সদ্‌গুরু লাভ করেন, বাবা, আপনি যেরূপ বল্লেন,* তাঁর কি সেইরূপ ভাবে জন্ম হয়, না ক্রমশঃ ভাল জন্ম হয়?

উত্তর। সদ্‌গুরু লাভ করলে তার আর পতন হয় না। এক সময় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর এক শিষ্য মথুরা বৃন্দাবনে টাঙ্গা চালাতেন। টাঙ্গা চালিয়ে তার দ্বারা রোজগার ক'রে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। একজন আমার দাদাগুরুজী মহারাজ শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"গোস্বামী প্রভু এত্‌না বড়া মহাত্মা হ্যায়, উনকা শিষ্য হোতে হুয়ে অ্যায়সা কাম কর্‌ রহা হ্যায়, য়ে তো বড়া আশ্চর্য্য কী বাত্‌ হ্যায়?" তখন কাঠিয়া বাবা বল্লেন—"আরে তুম্‌ উস্‌কো ক্যোঁও দেখ্‌তে হো, উস্‌কা গুরুকো দেখো। গুরু তো সামর্থী হ্যাঁয়? বহ্‌ য্যায়সা যো কুছ করেগা বহ্‌ সব ঠিক হো যায়গা। যিস্‌কা জিত্‌না ভোগ হ্যায় সব ভোগায় দেতে হ্যাঁয়।"

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমাকে এ বিষয়টা বুঝাচ্ছি। বাঙ্গালীরা হুইলে মাছ ধরে দেখেছ ত? মাছ টোপটা গিললে তখন টান দিলেই হুইলের কাঁটাটা তার মুখে গেঁথে যায়। তার ডোরটা যদি বেশ শক্ত হয় আর ঐ কাঁটাটা মাছের মুখে ভাল ভাবে গেঁথে যায়, তাহলে সে আর সেটা

* ৭২ ও ৭৩নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়াতে পারে না। যে মাছ ধরতে ভাল জানে সে তখন সঙ্গে সঙ্গে মাছটা তুলতে যায় না। তখনই তুলতে গেলে ডোরটা ছিঁড়ে যাবে। তাই তখন সে ঐ ডোরটা ছাড়তে থাকে। মাছ তখন বেগের সহিত পুকুর তোলপাড় করতে থাকে। পুকুর তোলপাড় ক'রে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর চলতে পারে না, তখন হুইল গুটাতে থাকে এবং মাছও ঘাটের কাছে এসে যায়। মাছের বিশ্রাম একটু হয়েছে বলে, ক্লান্তি কতকটা দূর হওয়ায়, হয়ত আবারও ২।৩ বার মাছটা ঐরকম বেগের সহিত যেতে পারে। শেষে দৌড়াদৌড়ি ক'রে যখন মাছটার আর চলবার সামর্থ্য থাকেনা, তখন তাকে উপরে তুলে নেয়। এইরকম গুরুও মাছ গাঁথার মত করেন। যাকে তিনি গ্রহণ করেন, তাকে তিনি ঐ মাছ গাঁথার মত গেঁথে ছেড়ে দেন। তার যত কিছু প্রারব্ধ ভোগ আছে সে তখন ঐসব ভোগ করতে থাকে। ভোগ করে যখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যখন তার আর কোনও সামর্থ্য থাকে না, গুরু তখন তাকে কোলে তুলে নেন্ অর্থাৎ তাকে সব ভোগ শেষ করিয়ে দিয়ে, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে, পরম আনন্দময় অবস্থা প্রদান করেন।

৭৫। প্রশ্ন। সদ্গুরুর আশ্রিত শিষ্যে নূতন কর্ম্ম সঞ্চিত হয় কি? তার ক্রিয়মান্ কর্ম্মটি নষ্ট হয়ে যায় কি?

উত্তর। সদ্গুরুর শিষ্যের ক্রিয়মান্ কর্ম্ম নষ্ট হয়ে যায়, ইহা সাধারণ নিয়ম, কিন্তু গুরুর আদেশের বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর কর্ম্ম করলে, কি গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা করলে, সেইটার ফল ভোগ করতে হয়। নরোত্তম দাসজী নামে কাঠিয়া বাবার এক শিষ্য ছিলেন, তিনি মারা যাওয়ার পর বাবাজী মহারাজ তাঁর গুরুদেব কাঠিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, এই নরোত্তম দাসজীর গতি কিরূপ হয়েছে? কাঠিয়া বাবা তাঁর উত্তরে বললেন—"ইস্‌কা কুছ্ ক্লেশ হ্যায়, কুছ্ ভোগ হ্যায়।" বাবাজী মহারাজ বল্লেন—"কেন বাবা, তিনি যখন আপনার মত সদ্‌গুরুর শিষ্য, তখন তাঁর আবার ভোগ কি? সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করার পর ত তাঁর একেবারে ক্রিয়মান্ ও সঞ্চিত কর্ম্ম সব ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল; আর প্রারব্ধ যত কর্ম্ম তাঁর ছিল, সে সব ত খতম হয়ে গেল, শরীর ত্যাগ করার পরই। সুতরাং দেহান্তের পর তাঁর আবার ক্লেশ কিরূপে থাকতে পারে?" কাঠিয়া বাবা বল্লেন—"তুমি দেখ নাই? খাটিয়ার উপর বসে সে গীতা-পাঠ করছিল, আমি সে দিক্ দিয়ে যাচ্ছি, তার পরোয়াই নাই গুরু যাচ্ছেন, তাতে কি? এইরকম তার গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল এবং সেজন্য তার ভোগ আছে।" এই কথা বাবাজী মহারাজ একদিন আমাদের বললেন। তিনি একথা বললে বাবাকে আমরা বললাম—"বাবা! আপনার কাছে আমরা সব সময় থাকি, কত অপরাধই ত ক'রে ফেলি। আমাদের তাহলে কি হবে? হয়ত সময় সময় অশ্রদ্ধার ভাবও এসে যায়!" তখন তিনি বললেন—"দেখ বাবা! মা'র গর্ভে যখন সন্তান থাকে, তখন ত সে কত লাথি মারে, কত কি করে; কিন্তু মা কি তার অপরাধ নেয়? তা না নিয়ে তাকে সযত্নে গর্ভে ধারণ করে। তেমনি তোমরা আমার গর্ভস্থ সন্তানস্বরূপ। আমার কাছে যে রয়েছ, ইহা মাতৃগর্ভে থাকারই ন্যায় আমার গর্ভেই আছ। যদি কিছু অপরাধ কর, তা আমি গ্রহণ করিনা। আমি তোমাদের খুব যত্নের সহিত ধারণ করছি। সেজন্য তোমাদের কোনও কিছু হবে না, কোনও চিন্তার কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই।" তখন আমরা বললাম—"নরোত্তম দাসজীও ত কাঠিয়া বাবার কাছে থাকতেন, তাতে তাঁর মধ্যে গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা কিছু এসে থাকলে, তিনি তাঁর সেই অপরাধ গ্রহণ করলেন কেন? আপনি যেমন সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা ক'রে, আমাদের যত্নের সহিত ধারণ করেছেন, তিনি তদ্রূপ করলেন না কেন?" তার উত্তরে বাবা বললেন—"তিনি জেনে শুনে গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা করতেন, সেজন্য তাঁর ভোগ ছিল, তোমাদের ত তদ্রূপ নয়?"

৭৬। প্রশ্ন। গুরুর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলে, সেই কর্ম্মের ফল তাকে ভুগতে হয়, এইতো আপনি বলছেন? কিন্তু গুরুর বিরুদ্ধ আচরণ শিষ্য করতে চায়না। তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার অসামর্থ্য হেতু অথবা আলস্য হেতু গুরুর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হয়ে যায়। যেমন প্রত্যেক দিনই হয়ত জপ করতে বলেছেন, কিন্তু প্রত্যেক দিন জপ করতে পারলাম না। তাতে গুরুর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হল। এই সব ক্ষেত্রে আমাদের সেই সব কর্ম্মের ফল ভুগতে হবে কিনা?

উত্তর। অনন্ত জন্মের সংস্কার রয়েছে, সেই সংস্কার ত একেবারে চলে যায় না? এমন হয় যে, সেই সংস্কারের জন্য গুরুর আদেশ পালন করতে ইচ্ছা করলেও পারে না। হয়ত বিরুদ্ধ আচরণই করল। কিন্তু সেইগুলি গুরু দেখেন কিরকম ভাবে কি করছে, এর সম্বন্ধে কিরকম ব্যবস্থা করা দরকার। সেইটা দেখে তিনি সেইরকম ভাবে ধীরে ধীরে তার সংশোধন করে দেন। সেজন্য চিন্তার কোনও কারণ নেই।

গুরুর আদেশ শিষ্য যদি পালন করতে না পারে, তাঁর আদেশ পালন করার ইচ্ছা ত আছে? ইচ্ছাও যদি না থাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহলেও গুরু তাকে ফেলে দেন না। যে ভাবেই হোক গুরু তাকে ঠিক করে নেন্। দিবদাসজী নামে আমার এক সাধু গুরুভাই খুব বেপরোয়া ভাবের লোক ছিলেন। তিনি খুব লম্বা ছিলেন আর গলার আওয়াজও সেইরকম ছিল। একদিন বাবা বলছেন—"দেখ, সদ্গুরুর শিষ্য হলে তিন-জন্মের মধ্যে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করবে।" তখন দিবদাসজী বললেন—"যদি আপনার আদেশ পালন আমরা না করি, ভজন সাধন না করি, তাহলে?" তখন বাবা বল্লেন, "ডাণ্ডা লাগিয়ে গুরু করিয়ে নিবেন। জান, ঐ তিন জন্মের মধ্যে নিশ্চয়ই তাকে ঠিক করে নিবেন?" সুতরাং ইহা সাধারণ নিয়ম যে, এইরকম আদেশ পালন না করলে কি অশ্রদ্ধা করলে তার ভোগ হবে। যত যা কিছু ভোগ আছে তার সেই সব ভোগ হবে বটে, কিন্তু তিনি তাকে ভুগিয়েই ঠিক করে নিবেন এবং তিন জন্মের মধ্যে সেই ভোগ শেষ ক'রে দিবেন, সুতরাং তিন জন্মের মধ্যে নিশ্চয়ই মুক্তি হবে। অতএব হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। যার যতটুকু সামর্থ্য, নিজে চেষ্টা ক'রে যাবে, তিনি ত সবই দেখছেন। যাকে গ্রহণ করেছেন তাকে কি একেবারে ফেলে দিতে পারেন? তা তো হতে পারে না? তিনি নিশ্চয়ই ঠিক ক'রে নিবেন।

৭৭। **প্রশ্ন।** শ্রীভগবানে ভক্তি কিরূপে লাভ হয়? গুরুর উপদেশ ঠিক পালন করছি কিনা, ভুল ত্রুটি হচ্ছে কিনা, তা নিজে নিজে সব সময়ে বুঝা কঠিন, এই অবস্থায় তার উপায় কি?

উত্তর। শ্রীগুরুর আদেশ মত কাজ করতে করতে যত শ্রীগুরুর বাক্য অনুসারে ফল দেখা যায়, ততই গুরুবাক্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয়। এই শ্রদ্ধাই সমস্ত সাধনের মূল। এই শ্রদ্ধা যাঁর উপজাত হয়, তিনিই শ্রীগুরুকৃপায় ভক্তি লাভ করতে পারেন। শ্রীগুরুকৃপা যাঁর উপর হয়, তাঁর মধ্যে দীনতা আসে এবং দীনতা এলেই ভক্তি লাভ হয়। শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ বলেছেন—

> "কৃপাঽস্য দৈন্যাদি যুজি প্রজায়তে,
> যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা।
> ভক্তির্হ্যনন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ,
> সা চোত্তমা সাধনরূপিকাঽপরাঃ॥"

এই দৈন্য শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুর অধীন হয়ে যাওয়া। যিনি নিজকে শ্রীগুরুর সম্পূর্ণ অধীন ক'রে দিতে পারেন, তাঁরই শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ হয় এবং তিনি শ্রীগুরুর কৃপায় সংসারের পারগামী হয়ে যান ও চিরশান্তি লাভ করেন।

শ্রীগুরু যেরূপ উপদেশ করেছেন, তদ্রূপ ঠিক চলছেন কিনা তা শ্রীগুরুর দেহ যে পর্য্যন্ত থাকে সেই পর্য্যন্ত তাঁর কাছে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করলেই বুঝা যায়। এই আলোচনাকালে তিনি নিজেই ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেন। আর শ্রীগুরুর দেহান্ত হওয়ার পরও যদি শ্রীগুরুতে যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহলে তিনি অন্তরে থেকে সংশোধন করেন ও তার অনুভবও শিষ্যের মধ্যে দেন। যদি সেই অবস্থা শিষ্যের না হয়, তাহলে গুরুভ্রাতাভগ্নীদের মধ্যে যদি কেহ উন্নত অবস্থা লাভ করে থাকেন, তাঁর সহিত আলোচনা করলেও সংশোধন হতে পারে। গুরুভ্রাতাভগ্নীদের মধ্যে সেইরূপ কে আছেন তা জানা না থাকলে, শ্রীগুরু বা শ্রীশ্রীদাদাগুরুর উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ থাকলে, তা বার বার পাঠ করতে করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের ভুল ধরা পড়ে ও গুরূপদিষ্ট পথ দৃষ্টিতে পড়ে যায়। আর শ্রীগুরুর যদি কোনও উপযুক্ত গুরুভাই থাকেন, তাঁর কাছেও উপদেশ নিয়ে সংশোধন করা যায়।

৭৮। **প্রশ্ন।** যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে না, তা'র কি গুরুর আশ্রয়গ্রহণ-জনিত কোন ফল হয় না?

উত্তর। যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধা করে না, তা'র অতিশয় দুর্ভোগ আছে। তবে গুরু যখন গ্রহণ করেছেন, তখন তা'কেও তিনি ফেলবেন না। তা'কে সেই ভোগ ভুগিয়ে শুদ্ধ করে নেন। গুরু সমর্থ হলে তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বললাম। যে গুরুর ব্যভিচারাদি গুরুতর দোষ দেখা যায়, সেই গুরুর প্রতি যদি ভক্তি শ্রদ্ধা না হয়, তাতে দোষ হবে না। তখন সে অন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতেও পারে।

৭৯। **প্রশ্ন।** শুনেছি যে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলেই শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু লাভ হয়ে থাকে—ইহা কি সত্য অথবা অহৈতুকী কৃপা-সিন্ধু শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু জীবের প্রতি অপার করুণায় স্বীয় পাদপদ্মে আশ্রয় দান করেন, তার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচার করেন না?

উত্তর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতির বলেই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হয়।

৮০। **প্রশ্ন।** আপনার প্রথম সাধনজীবন ও অধ্যয়ন সময়ের কথা আমাদের কিছু বলুন।

উত্তর। আমার সাধন ও অধ্যয়নাদি যা কিছু সকলের মধ্যে গুরুকৃপাই প্রকাশ পেয়েছে, পদে পদে গুরুকৃপাই আমাকে সর্ব্বাবস্থায় সাহায্য করেছে ও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে। দীক্ষা নেওয়ার সময় মন্ত্র দিয়ে সাধু করে শ্রীগুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, "সর্ব্বঘটে তিনি আছেন, জগতের সমস্তই ভগবানের রূপ, সুতরাং সমস্তই তিনি, এই ভাবে দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে মনে মনে প্রণাম করবে আর সকলকে ভগবদ্বুদ্ধি ক'রে, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি পরিত্যাগ ক'রে শান্তিতে দিন কাটাবে এবং সব সময় ইষ্টমন্ত্র জপ করবে।" আমি এই রকমভাবে চলতে চেষ্টা করতাম এবং সব সময় ইষ্টমন্ত্র জপেরও অভ্যাস করতাম।

এই অবস্থায় একদিন আমাদের আশ্রমের পিছন দিকে একটা কূয়া আছে (এটাকে শিমুলতলার কূয়া বলা হয়)। মলমূত্র ত্যাগ করার পর ঐ কূয়ার কাছে এসে হাত পা শুদ্ধি করে বসেছি স্নান করব বলে, এমন সময় একটি ময়ূর এসে এক টবের মধ্যে যে জল ছিল, সেই জল খেতে আরম্ভ করেছে, আমাকে দেখে জল খেতে খেতে ভয়ে সরে যাচ্ছে, আবার এসে জলে একটু মুখ লাগাচ্ছে আর সরে যাচ্ছে। আমি বললাম—"ময়ূররূপে তুমিই ত সাক্ষাৎ ভগবান্, কারণ আমার গুরুদেব বলেছেন 'জগতের সমস্তই ভগবান্'। তুমি যদি ভগবান্ হও, তাহলে আমাকে দেখে ওরকম সরে যাও কেন?" তখন ময়ূরটি আবার এসে খানিকটা জল খেয়ে একটা ভাঙ্গা মাটির প্রাচীরে গিয়ে বসল। বর্ষার জলে মাটির প্রাচীর মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে। কূয়ার কাছে ঐ প্রাচীরে একটা দরজা আছে, সেখানে প্রাচীরটা একটু শক্ত করে গাঁথা, ময়ূরটি তার উপরে গিয়ে বসল। আমি বললাম "তুমি যদি সত্যি ভগবান্ হও, তাহলে আমার যাতে বিশ্বাস হয় তুমি সেরকম কাজ কর। প্রাচীরের যে অংশটি ভাঙ্গা রয়েছে, আর দুই পাশে মাটি রয়েছে, অল্প ফাঁক আছে, সেইখানে তুমি নেমে এসে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে অল্প ফাঁকের মধ্যে দিয়ে সমস্ত পেখমটি দেখাও।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই ময়ূরটি সেইভাবেই নাচতে নাচতে ঘুরে ঘুরে ঐ ফাঁক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে ক্রমশঃ তার সমস্ত পেখমটি দেখিয়েই আবার প্রাচীরের সেই দরজার উপর উঠে বসল। তখন আমি বললাম— "আর একবার ঐ জায়গায় নেমে ঐ ভাবে নাচ দেখাও।" তখন আমার কথামত দ্বিতীয়বার ঐভাবে দেখাল। আমি তখন আবার বললাল—"তিনবার দেখালে আমার আর সংশয় থাকবে না, বিশ্বাস দৃঢ় হবে। অতএব আর একবার দেখাও।" তখনই ময়ূরটি আবার নেমে এসে নাচতে নাচতে সবটা দেখাল। তখন আমার কি ভাব হল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এইমাত্র বলছি যে আমি তখন সমস্ত বিশ্বকেই তাঁর রূপ বলে অনুভব করলাম এবং তন্ময় হয়ে অনেকক্ষণ পড়ে থাকলাম। গুরুবাক্য যে সম্পূর্ণ সত্য তা আমি তখন অনুভব করলাম। আর ইহাও অনুভব করলাম যে, শ্রুতিতে ও সর্ব্বশাস্ত্রে যে বলেছেন—ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, প্রত্যেকের অন্তরে বর্ত্তমান থেকে সব কিছু দেখছেন, জানছেন এবং সকলকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালন করছেন ইত্যাদি, এই সমস্ত বাক্যই সম্পূর্ণ সত্য। আমার অন্তরে তিনি দ্রষ্টারূপে স্থিত আছেন বলেই ত তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন? আবার এই ময়ূরটির মধ্যে আছেন বলেই ত তিনি আমার প্রার্থনামত ময়ূরদেহকে নাচালেন? এই একটি ঘটনার দ্বারাই তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি, তা তিনি আমাকে অনুভব করিয়ে দিলেন। শুধু এই ঘটনাটিই নয়, আরও কয়েকটি ঘটনার দ্বারাও তিনি তা আরও ভাল করে অনুভব কারয়ে আমার বিশ্বাস দৃঢ় করিয়েছেন। তাও বলছি।

ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন একটা ঝুলিতে মালাটা রেখে ফটকের বাইরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে জপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছি, আর সমস্ত বিশ্বকে ভগবদ্রূপে চিন্তা করছি, এমন সময় গেটের সামনে দিয়ে একটি গাভী চলে গেল। গাভীটি কিছু দূরে গেলে আমি বললাম—"তুমি মাতৃজাতি, তুমি যদি ভগবান্ হও, তাহলে তুমি ফিরে আমার কাছে এসে মা-এর মত স্নেহ কর দেখি, দেখি তুমি কি রকম ভগবান্! এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গাভীর ঘাড়টা ঘুরে গেল, সে ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে আমার গা চাটতে লাগল। তারপর সে তার গন্তব্য পথে চলে গেল। আমি এই সব দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। পরে এসব ঘটনা বাবাজী মহারাজকে বলায়, তিনি বললেন—"এবার বিশ্বাস হয়েছে ত? সব ঘটে যে তিনি রয়েছেন, সবই তাঁর রূপ, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা" ইত্যাদি শ্রুতি ও সর্ব্ব-শাস্ত্রে উপদেশ করেছেন, এই সবই সত্য। এতে সন্দেহ করবে না।" সাধু হয়ে প্রথমে এইভাবে আমি পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। ঐরূপ আরও ঘটনা ঘটেছিল; তার মধ্যে এই দুটি মাত্র ঘটনা বললাম।

এবার অধ্যয়নের কথা বলছি। সাধু হওয়ার পর আমি দৌলতপুরে যখন পড়তাম, তখন ছুটির সময় মাঝে মাঝে বৃন্দাবনে বাবার (শ্রীগুরুদেবের) কাছে আসতাম এবং বাবাকে বলতাম,—"বাবা, ন্যায়শাস্ত্র পড়ে কি হবে? ন্যায়-শাস্ত্র পড়তে পড়তে মাথা গরম হয়ে যায়। এতে ভগবানের নাম ঘুণাক্ষরেও পাওয়া যায় না, আর "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—পাহাড়ে বহ্নি আছে, যে হেতু ধূম দেখা যাচ্ছে, এসব বিচারের প্রয়োজন কি? এত শুধু তর্কশাস্ত্র, ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন কথাই তাতে নেই।" তিনি বললেন, "বাবা, বোঝনা? গুরুর আদেশ পালন করে যাও। গুরুর আদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন বছর পালন করলে যা লাভ হবে, বিশ বছর তুমি জঙ্গলে বসে সাধন করলেও তা লাভ হবে না।" বাবার কথাগুলির দ্বারা আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হত, তা আমি স্পষ্টরূপে বুঝতাম, তাই তাঁর কথায় আমার খুব বিশ্বাস হত।

আমাকে বাবা এক সঙ্গে ন্যায়ের আদ্য ও মধ্য দুটি পরীক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিলেন বলে আমিও তারজন্য চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সেই সময় আমার শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায়, আমার অধ্যাপক বাবার কাছে চিঠি লিখলেন যে ধনঞ্জয়দাসের শরীর যেরকম অসুস্থ চলেছে তাতে সে দুটা পরীক্ষা একসঙ্গে দিলে ভাল ফল হবে না। এবার তাকে কেবলমাত্র আদ্য পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আদেশ করলে ভাল হয়। সেই চিঠি পেয়ে বাবা আমাকে লেখেন যে, আমার শরীর যখন ভাল থাকে না, তখন আমি যেন একটা পরীক্ষাই দিই। সেই চিঠি পেয়ে আমি বাবাকে লিখলাম, "আমি আপনার আদেশ মত প্রাণপণে চেষ্টা করছি দুটা পরীক্ষাই দেওয়ার জন্য, আর অধ্যাপক মহোদয় একটা পরীক্ষা দিলে ভাল হবে, এই কথা আপনাকে লেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনি তাঁর কথায় রাজী হয়ে গেলেন? এত বড় আশ্চর্য্যের কথা! আপনার দেহ কতদিন থাকবে না থাকবে তার কিছু ঠিক নেই, আপনি বলেছিলেন 'তোমার প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ হলে, আমি তোমাকে শেষ শিক্ষা নিজে দিয়ে যেতে ইচ্ছা করি'। এইজন্য শীঘ্র শীঘ্র পড়া শেষ করার কথাও আপনিই বলেছিলেন। কিন্তু এইবার একটা মাত্র পরীক্ষা দিলে আমি এক বছর পিছিয়ে যাব। আর আপনি যদি তার মধ্যে, অর্থাৎ অধ্যয়ন শেষ করার আগেই দেহ রাখেন, তাহলে আপনার কাছে যাওয়াও হবে না, সেবাও করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারব না।" এই পত্রের উত্তরে বাবা আমাকে লিখলেন, "এই বছর কেবলমাত্র আদ্য পরীক্ষা দিলে, তারপর তোমার পড়া শেষ করতে যে তিন বছর লাগবে, সেই তিন বছরের মধ্যে আমার দেহ পতনের কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি মন দিয়ে পড়াশুনা কর আর সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করবার চেষ্টা কর"। তিনি এইভাবে লিখলে তাতে আমার খুব বিশ্বাস হয়ে গেল এবং আমার মনে হল আমি নিশ্চয়ই প্রথম হব। প্রথম হব বলেই ত তিনি আমাকে প্রথম হওয়ার চেষ্টা করতে লিখেছেন?

তারপর আমি ন্যায়ের আদ্য পরীক্ষা দিলাম। দৌলতপুরেই কেন্দ্র (সেণ্টার) হওয়ায়, উত্তর লিখে খাতাটা টেবিলে রাখার পর, আমার অধ্যাপক মহাশয় আমি কিরকম লিখেছি দেখবার জন্য, আমার সেই উত্তর-পত্র টেবিল থেকে নিয়ে পড়লেন, তারপর এসে আমাকে বললেন, "সাধু! তোমার লেখা ভাল হয় নাই। তুমি পাশ করতে পারবে কি না সন্দেহ, আর যদি পাশ কর ত কোনও রকমে করবে, কিন্তু সে আশা খুবই কম"। আমি বললাম,—"আপনি বলেন কি? আমি ত সর্ব্বপ্রথম হব।" তিনি বললেন— "রেখে দাও তোমার সাধুগিরি। তুমি যা লিখেছ তাতে পাশ করাই কঠিন হবে, সর্ব্বপ্রথম হওয়ার কথা তুমি বল কি করে?" আমি বললাম,—"আচ্ছা, আপনি দেখবেন, নিশ্চয় আমি সর্ব্বপ্রথম হব, সবার ওপরে আমার নাম থাকবে"।

এরমধ্যে বাবাজী মহারাজ শিবপুর আশ্রমে এসেছেন, আমিও দৌলতপুর থেকে এসে তাঁর কাছে কিছুদিন আছি। তারমধ্যে আমার পরীক্ষার ফল জানবার জন্য তাঁর কথামত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার পূর্ব্ব অধ্যাপক ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের বড় ছেলে, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের কাছে এক চিঠি লিখি। চিঠির উত্তরে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় লিখেছেন, "তোমার একটা উত্তরপত্র এখানে এসেছে, সেটায় তুমি ৮০ নম্বর পেয়েছ"। তখন আমি তা বাবাকে জানালাম এবং বললাম—"আমার অধ্যাপক বলেছেন যে আমি পাশ করতে পারি কিনা সন্দেহ, সেই অবস্থায় আমি কি একেবারে ৮০ নম্বর পেতে পারি, সুতরাং যে ধনঞ্জয়দাস ৮০ নম্বর পেয়েছে সে অন্য কারো নাম হবে।" এই কথা বলায়, বাবা বলে উঠলেন, "না, না, ঐ ধনঞ্জয়দাস তুমি, এ নম্বর তোমারই"। তারপর যখন ক্যালকাটা গেজেটে পরীক্ষার ফল বের হল, তখন দেখা গেল আমার নাম সর্ব্বপ্রথমে আছে। আমি ২৲ টাকা ক'রে মাসিক বৃত্তি পেয়েছি আর আমার অধ্যাপক মহাশয় ৮৲ টাকা ক'রে মাসিক বৃত্তি পেয়েছেন। তারপরে আমি যখন দৌলতপুরে ফিরে গেলাম আমার অধ্যাপক খুব আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "তোমার কাগজপত্র ত আমি দেখেছিলাম, তুমি কি করে প্রথম হলে! যাহোক তুমি ২৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পেয়েছ, আমিও ৮৲ টাকা পেয়ে গেছি, এ খুবই আনন্দের কথা। আমি খুব খুসী হয়েছি"।

এরপর আমার মধ্য পরীক্ষা দেওয়ার পরও আমার অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষার উত্তর-খাতা পড়ে এসে এবারেও আদ্য পরীক্ষার শেষে যা বলেছিলেন ঠিক তাই বললেন। আমি তখন তাঁকে বললাম—"আমি এবারেও নিশ্চয়ই প্রথম হব। কারণ আমার প্রথম হওয়ার চেষ্টা করার কথা আমার বাবাজী মহারাজই বলেছেন।" তখন তিনি বললেন,—"আরে রেখে দাও তোমার গুরুর কথা। এমন অনেক দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেছে। আমি ত তোমার কাগজ দেখেছি, তোমার পাশ করাই কঠিন।" যখন গেজেট বের হল তখন দেখা গেল আমি সর্ব্বপ্রথম হয়েছি। আমি পেলাম ৩৲ টাকা মাসিক বৃত্তি, অধ্যাপক পেলেন ১০৲ টাকা। এতে তিনি খুব খুসী হয়ে বললেন যে, তাঁরও বেশ লাভ হচ্ছে, আমি যত পারি যেন পরীক্ষা দিয়ে যাই। এর উত্তরে আমি বললাম—"আপনি ত বলেছিলেন আমি পাশই করতে পারব না, তাহলে কি করে প্রথম হলাম?" তখন তিনি স্বীকার করলেন একটা কিছু গুরুশক্তি আছে। কিন্তু শব্দখণ্ড উপাধি দেওয়ার সময়ও তিনি আগের দুই পরীক্ষার মতই আমাকে বললেন যে আমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারব কিনা সন্দেহ। কারণ আমি ভালরকম তৈয়ার হই নাই, আর আমার বুদ্ধি শুদ্ধিও খেলে না।" আমার সেই একই উত্তর যে আমি প্রথম হবই। তাঁর চিন্তা করবার কোন কারণ নেই।

আমি শব্দখণ্ড উপাধি পরীক্ষা দিলাম। লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষার দিন দুজন খুব বড় ন্যায়ের পণ্ডিত,—মূলাজোড়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুঞ্জ তর্কতীর্থ ও কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত তর্কতীর্থ, পরীক্ষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমি শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করে প্রণাম করে বললাম—"তুমি আমার মুখ দিয়ে উত্তর বল।" তারপর দেখি আমার মুখ থেকে অনর্গল উত্তর বেরিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা প্রশ্ন করেন 'কুসুমাঞ্জলি' থেকে, কিন্তু আমি উত্তর দিই 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' থেকে (সেখানেও এই প্রশ্নের উত্তর আছে)। কোন্ গ্রন্থ থেকে উত্তর দিচ্ছি, আমি বললাম—"শব্দশক্তি প্রকাশিকা' থেকে উত্তর দিচ্ছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তাঁরা আমাকে 'কুসুমাঞ্জলি' থেকে উত্তর দিতে বললেন। আমি সেই গ্রন্থ হতেও অনর্গল উত্তর দিতে লাগলাম। অন্য প্রশ্নগুলির উত্তরও আমি খুব সুন্দরভাবে দিলাম। সব শুনে তাঁরা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, কিন্তু সব উত্তর খুব ভাল হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তাঁরা নম্বর দিলেন মাত্র ৬০। আমি তাতে প্রতিবাদ করি এবং বলি "যদি আরও কোন প্রশ্ন বাকী থাকে করুন আমি সব উত্তর দিচ্ছি।" তাতে তাঁরা বললেন যে ন্যায়শাস্ত্রে ৬০ নম্বরের বেশী কাকেও নম্বর দেওয়া হয় না। আমি ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছি বলেই আমাকে প্রথম বিভাগের নম্বর ৬০ দেওয়া হয়েছে। তারপর একদিন আমার অধ্যাপক মহাশয় বললেন যে, গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ যে পেপারের পরীক্ষক ছিলেন সেই পেপারের যে প্রশ্নের উত্তর কেউ লিখতে পারে নাই এবং তিনি (পরীক্ষক) নিজেও চিন্তা করছিলেন তার উত্তর কি হবে, তুমি সেই প্রশ্নের বেশ সরলভাবে সুন্দর উত্তর লিখায় তিনি আশ্চর্য্য হয়েছেন এবং বলেছেন, "তোমার ছাত্রটি ত বেশ দেখি।" যখন পরীক্ষার ফল বের হল তখন দেখা গেল যে আমি সর্ব্বপ্রথম হয়েছি, ২টা মেডেল একটা ৭৲ টাকার ও আর একটা ১৩৲ টাকার মাসিক বৃত্তি পেয়েছি এবং আমার অধ্যাপক মহাশয় পেয়েছেন ১০০৲ টাকার একটা বৃত্তি। আমার অধ্যাপক ত খুব খুসী। তিনি বললেন 'এ একটা ভেল্‌কি হচ্ছে না কি?—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।" আমি বললাম,—"গুরুকৃপায় সবই সম্ভব। তিনটা পরীক্ষার ফল দেখেও আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি বুঝতে পারছেন না আমার গুরুর আমার উপর কত কৃপা?" তখন তিনি বললেন,—"এখন আর না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস করে পারি না। কিন্তু এ ত অসম্ভব মনে হয়, এভাবে গুরুকৃপা কি হয়?”

আমি আগেই বলেছি যে, বাবা বলেছিলেন—তিন বছরে তিনটি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই তিনি আমাকে নিজ হাতে শেষ শিক্ষা দিবেন। এক বছরে কেবল আত্ত পরীক্ষা দেওয়ায়, এক বছর বেশী লেগে গেল, সুতরাং চার বছরে ন্যায়ের শব্দখণ্ডের আত্ত, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা তিনটা শেষ ক'রে, আমি বৃন্দাবনে গেলাম। বাবার কাছে যেতেই তিনি বললেন, “বাবা, এই তিনটা পরীক্ষা দিলেও অনুমানখণ্ড না পড়লে ন্যায়শাস্ত্রে পূর্ণজ্ঞান হয় না। এটা বাকী থেকে যাওয়া ঠিক নয়। অতএব যাও ঐ অনুমানখণ্ডের উপাধি পরীক্ষাটাও দিয়ে শেষ করে এসো।” তখন আমি তাঁকে বললাম—“আপনিই ত বলেছিলেন—“তিনটা পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে, আপনি নিজে আমাকে শেষ শিক্ষা দিবেন, তবে এখন আবার একি বলছেন?” তাতে তিনি বললেন—“না যাও, অনুমানখণ্ড পড়া দরকার।”

তিনি আদেশ করায় আবার দৌলতপুরে গেলাম। কিন্তু এই উপাধি পরীক্ষার কয়েক মাস আগে অত্যধিক পরিশ্রম হওয়ায়, এমন মাথা গরম হয়ে উঠল যে, মনে হল আর বাবার কথা শুনব না। তিনি আমাকে এই কঠিন শাস্ত্রের অধ্যয়নে জোর করে রেখেছেন। এখন আমি আর পড়ব না। সাধু হয়ে এ রকম শুষ্ক তর্কশাস্ত্র পড়ার কোন দরকার নেই। আমি স্থির করলাম এখন আর শ্রীগুরুদেবের কাছে না গিয়ে, হিমালয় চলে গিয়ে, সেখানে কঠোর তপস্যা করব। তারপর রওনা হওয়ার দিন স্থির ক'রে, তার দু'দিন আগে বাবাকে চিঠি লিখে এই কথা জানিয়ে দিলাম, “এখান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে সোজা হিমালয়ে চলে যাব, আপনার কাছে আর যাব না।" চিঠিটা দুদিনমাত্র আগে লিখার উদ্দেশ্য এই যে—তিনি খবরটা জানুন, কিন্তু যেন তার উত্তর বাবা দিতে না পারেন। যাওয়ার ব্যবস্থাও করে ফেললাম; কিন্তু ঐ দিন যাওয়ার বিশেষ এক বাধা এসে পড়ায়, কয়েকদিন আরও সেখানে থাকতে হল। এই অবস্থায় বাবার কাছ থেকে আমার চিঠির উত্তর এসে পৌঁছল। তিনি লিখেছেন,—"ভগবান্ তোমাকে গ্রহণ করেছেন, গ্রহণ করে তিনি আর পরিত্যাগ করেন না।"

এই চিঠি পেয়ে আমার জেদ আরও বেড়ে গেল যে দেখি কি ক'রে আমার হিমালয় যাওয়া ভগবান্ বন্ধ করতে পারেন। আমি সেই দিনই রাত্রের মেলে দৌলতপুর থেকে রওনা হয়ে, পরদিন সকালে শিয়ালদা ষ্টেশনে গিয়ে নামলাম। তারপর হাওড়া ষ্টেশনে যাবার জন্যে বাসে বসলাম। চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর মোড়ে বাস থামলে, আমাদের এক বিশিষ্ট গুরুভাই শ্রীযুক্ত—(ট্রেণ একজামিনার) ঐ বাসে উঠে আমার সামনেই বসলেন। আমার মাথা গরম হয়েছিল বলে, আমি কিছুদিন আগে আমার মাথার জটা সব ফেলে দিয়েছিলাম (মুণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলাম), সেইজন্যে তিনি আমাকে প্রথমে চিনতে পারেননি; কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখে শেষে ব'লে উঠলেন—"ধনঞ্জয়দাসজী নাকি? আপনি কোথায় যাবেন?" আমি হরিদ্বার যাব বললে, তিনি বললেন, "হরিদ্বারের ট্রেণ ত রাত্রে পাবেন। এখন শিবপুরে—বাবুর বাড়ীতে যান। সেখানে স্নান আহারাদি ক'রে, সন্ধ্যার পর হাওড়া ষ্টেশনে এসে হরিদ্বার যাবেন।" তারপর হাওড়ায় নেমে, শিবপুরের ঐ বাড়ী যেতে অনিচ্ছুক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেও, ঘটনা এমন ঘটল যে সেখানে যেতে বাধ্য হলাম। সে সব ঘটনা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

শিবপুরে—বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলে, তাঁর মা, আমি হঠাৎ কেন এসেছি, কোথায় যাব, জিজ্ঞাসা করায়, আমি বললাম "হরিদ্বার যাব"। সেই শুনে তিনি বললেন, "অন্য কোথাও যাবেন না, হয় দৌলতপুরে ফিরে গিয়ে পড়াশুনা করুন, না হয় (যদি যেতেই হয়) শ্রীগুরুদেবের কাছে যান। পাগলামি করবেন না"।—বাবুর মা আমাকে ছেলের মত স্নেহ করতেন আর স্নেহবশতঃই আমার মঙ্গলের জন্য এরূপ বললেন, তা আমি বুঝলেও, আমি হরিদ্বার হয়ে হিমালয়ে যাবই, এই দৃঢ় মনোভাব যে আমার আছেই, তা আর তাঁর কাছে প্রকাশ না ক'রে চুপ ক'রে থাকলাম।

সন্ধ্যার পর প্রসাদ পেয়ে হাওড়া ষ্টেশনে এসে টিকিট কিনতে গেলাম। টাকা দিয়ে হরিদ্বারেরই টিকিট চাইলাম বলে আমার মনে হ'ল, কিন্তু আমাকে দিল বৃন্দাবনের টিকিট। তখন আমি বললাম, "চাইলাম হরিদ্বারের টিকিট, আপনি কেন বৃন্দাবনের টিকিট দিলেন ?" তিনি বললেন— "আপনি ত বৃন্দাবনেরই টিকিট চেয়েছিলেন।" ঐ টিকিট বদল ক'রে হরিদ্বারের টিকিট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম, কিন্তু রাজি হলেন না। ষ্টেশনের দুই প্ল্যাটফর্ম্মে পাশাপাশি দু'টা ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে—একটা দেরাদুন যায়; আর একটা দিল্লী এক্সপ্রেস, তাতে বৃন্দাবন যেতে হয়। বৃন্দাবনের টিকিট দেওয়ায় অনেক কথা কাটাকাটি হচ্ছে, কিছুতেই যখন বদ্‌লাবে না তখন মনে করলাম—এই টিকিটেই হরিদ্বার চলে যাব, তারপর যা হয় হবে। এমন সময় দেরাদুন এক্সপ্রেস ছেড়ে দিল। দৌড়ে গিয়েও ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ট্রেণে কোন রকমেই চড়তে পারলাম না। তখন ভাবলাম, "আচ্ছা, দিল্লী এক্সপ্রেসেই মোগলসরাই পর্য্যন্ত গিয়ে অন্য ট্রেণে হরিদ্বারে যাব।" এই ভেবে দিল্লী এক্সপ্রেসেই উঠলাম। রাত্রে খুব ভিড় থাকায়, সারারাত ও পরদিনও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায়, মোগলসরাইএ ট্রেণ পৌঁছবার কিছু আগে জায়গা পাওয়ায়, শুয়ে খুব ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন দেখি ট্রেণ এলাহাবাদ ছেড়ে চলে এসেছে। হরিদ্বার যাবার আর কোন সুবিধা নেই দেখে, বৃন্দাবনেই যাব এবং শ্রীগুরুদেবকে দর্শন ক'রে, তাঁর অনুমতি নিয়ে হরিদ্বার যাব, ঠিক করলাম।

শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে বাবার কাছে যেতেই বাবা বললেন, "এসেছ! যাবে কোথায়?" তখন তাঁর চিঠিতে লেখা—'ভগবান্ তোমাকে গ্রহণ করেছেন, গ্রহণ করে তিনি আর পরিত্যাগ করেন না', এই কথাটি স্মরণ হ'ল এবং ঘটনার দ্বারা, তা যে সত্য, তা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, এরকম ধারণা হ'ল। তখন আমি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করলাম। সেই সময়ে আমাদের বিশিষ্টা ব্রহ্মচারিণী গুরুভগ্নী শ্রীযুক্তা—দেবী বাবার কাছে গিয়ে আশ্রমে ছিলেন। আমি প্রণাম ক'রে উঠলে বাবা তাঁকে বললেন—"—ধনঞ্জয়দাসের মাথাটা গরম হয়েছে, কিছুদিন রাত্রে ছোলা ভিজিয়ে রেখে, সকালে গুড় ও সেই ছোলা ভিজা খেতে দিবে।" তারপর রোজই বাবা স্নেহের সঙ্গে মধুর ভাষায় শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নানারকম উপদেশ করতে লাগলেন এবং 'আর অল্পকালই বাকি আছে, কোনপ্রকারে ধৈর্য্যধারণ ক'রে পরীক্ষা দিয়ে আরব্ধ কাজ শেষ করা উচিত, না করলে ভোগ থেকে যাবে,' এইরকম বোঝাতে থাকলেন। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবাতেও লাগিয়ে দিলেন। সেবা করার সময় আধ্যাত্মিক নানা-প্রসঙ্গ উঠিয়ে, তাঁর গুরুদেবের জীবনের অনেক ঘটনা বলেই খুবই আনন্দ দিতে লাগলেন। তাতে আমি আমার কষ্টের কথা ভুলে গেলাম। তখন একদিন তিনি বললেন —"বাবা! তোমার পরীক্ষার আর বেশী দিন বাকি নেই, তোমাদের চতুষ্পাঠীও এখন বন্ধ হয়ে গেছে; সুতরাং এখন এখানেই পড়। এই বৃন্দাবনেই শ্রীযুক্ত অমোলকরাম শাস্ত্রী তর্কতীর্থ নামে একজন নব্যন্যায়ের অনুমানখণ্ডের পণ্ডিত আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে এই বন্ধের সময়ের মধ্যে একখানা পাঠ্য পুস্তক পড়ে নাও।" বাবার আদেশমত ঐ পণ্ডিতটির কাছে গিয়ে 'কুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থখানি পড়লাম; কিন্তু তৃপ্তি হল না। দৌলতপুরে চতুষ্পাঠী খুললে আবার আমাকে বাবা মধুর স্নেহপূর্ণ ভাষায় বুঝিয়ে দৌলতপুরে পাঠিয়ে দিলেন এবং সর্ব্বপ্রথম হতে হবে বলে দিলেন।

দৌলতপুরে এসে বেশ মনোযোগের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করলাম। অনুমানখণ্ডের বইগুলি বড় কঠিন ও বড় বড়। আমার পড়ার সময় অন্য আর একটি ছাত্র পড়তেন। তিনি খুব বুদ্ধিমান্, সাহিত্যে, ব্যাকরণে তাঁর খুব জ্ঞান ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের আদ্য মধ্যও খুব ভালভাবে পাশ করেছেন। সেই ছাত্রটি পড়ার সময় খুব ভাল বুঝতে পারতেন। আমার বুঝতে কিছু দেরী হত, কিন্তু না বুঝে ছাড়তাম না। অধ্যাপক বলতেন, "দেখ এই ছেলেটি কিরকম সহজে বুঝে নেয় আর তুমি ঠ্যাঁঠা, ঝগড়া কর"। আমি বলতাম—"ঠ্যাঁঠা ঝগড়া টগড়া বুঝি না। আমি আগে ভাল করে বুঝব, তবে অন্য পাঠ শুনব"। এরকম ঝগড়া প্রায় রোজই হত। পরীক্ষার আগে বললেন—"এই ছাত্রটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম হবে আর তুমি কোনও রকমে হয়ত পাশ করে যাবে।” কলকাতায় অনুমানখণ্ডের উপাধি পরীক্ষা দিতে গেলাম, লিখিত পরীক্ষা তিন দিন হওয়ার পর চতুর্থ দিন মৌখিক পরীক্ষা। এই মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষক ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে দুর্দ্দান্ত পণ্ডিত কামাখ্যা তর্কবাগীশ মহাশয়। তাঁকে সকলে ন্যায়শাস্ত্রে বাঘ বলত এবং পণ্ডিতেরা সকলেই ভয় করতেন। তাঁর সঙ্গে আর একজনও ন্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের সামনে গিয়ে বসতেই তর্কবাগীশ মহাশয় বললেন, “এ-ত দেখি বৈরাগী, তোমার গুরু কে?” আমি গুরুর নাম শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বলায় তিনি বললেন, “তারা-কিশোর?” আমি বললাম, “হ্যাঁ, তারাকিশোর বাবু তাঁর গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল।” “তিনি ত এক অসাধারণ পুরুষ—তুমি তাঁর শিষ্য?” এই কথা বলে তর্কবাগীশ মহাশয় আমাকে আমার অধ্যাপকের নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম, “শ্রীযামিনীকান্ত তর্কতীর্থ”। “ও! সেও ত বেশ পণ্ডিত! তা তুমি বৈরাগী হয়ে ন্যায়শাস্ত্র পড়তে এসেছ কেন?” এই প্রশ্ন করায় আমি বললাম, “কোন শাস্ত্র পড়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে ন্যায়শাস্ত্র না পড়লে সুবিধা হয় না।” তখন “আচ্ছা, আচ্ছা” বলে ‘ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নভাব’ নামে একটা খুব কঠিন বই আছে, সেটার থেকে একটা প্রশ্ন করতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম—একেবারে সব বলে দিলাম।” তখন সঙ্গীয় অধ্যাপকটিকে বললেন, “এ এমন উত্তর কি করে দিল—এ ত অসাধারণ বুদ্ধিমান্ দেখছি? এর আর পরীক্ষার দরকার নেই—একে ৬০ নম্বর দিয়ে দাও”। “৬০ নম্বর দিবেন কেন? আপনার যা প্রশ্ন সব বলুন, আমি উত্তর দিব।” এই কথা বলায় তিনি বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তুমি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে বুঝতে পেরেছি। সব উত্তর করলেও ন্যায়শাস্ত্রে আমরা ৬০ নম্বরের বেশী দিই না" ইত্যাদি। তারপর যখন ক্যাল্‌কাটা গেজেট বের হল, তখন দেখা গেল যে, আমিই সর্ব্বপ্রথম হয়েছি। শব্দখণ্ডের উপাধিতে প্রথম হওয়ায়, আমি যেসব বৃত্তি ও মেডেল পেয়েছিলাম, সেইসকম সব এই অনুমানখণ্ডের উপাধিতেও পেলাম। আর অধ্যাপক পেয়েছিলেন ১০০৲ টাকা বৃত্তি। তখন অধ্যাপক মহাশয় আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন এবং বললেন—"তোমার প্রতি যে অসাধারণ গুরু কৃপা আছে, তা আর বিশ্বাস না করে উপায় নাই" ইত্যাদি।

৮১। প্রশ্ন। আমি শুনেছি দাদাগুরুজী (আপনার শ্রীগুরুদেব) আপনার অধ্যয়নের সময় একটি শালগ্রাম সেবাপূজা করার জন্য আপনাকে দিয়েছিলেন। আপনি কি ভাবে তাঁর সেবাপূজা করতেন এবং সেই শালগ্রামটির কি হ'ল ?

উত্তর। আমি যখন ন্যায়শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করলাম, তখন সেই শাস্ত্রীয় চিন্তাতেই আমার মন ডুবে থাকত, নিয়মিত দুবেলা নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় ভগবচ্চিন্তা করার সময়ই থাকত না। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের কি অসীম কৃপা, তিনি ঐ শালগ্রামকে উপলক্ষ করে ক্রমশঃ আমার অন্তরে ভগবদনুভূতি ফোটাবার জন্যে যে ভাবে যে পথে আমাকে চালিয়েছিলেন, তার কিছু আভাস দিচ্ছি।

এই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় শ্রীগুরুদেব একটি শালগ্রাম সেবাপূজা করার জন্য আমাকে দিয়েছিলেন। কিছু দিন সেবাপূজা করার পর, শ্রীগুরুদেবকে এক চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করলাম এই শালগ্রামের কিরকম জ্ঞানে সেবাপূজা করলে, শ্রীভগবানের যথার্থই সেবাপূজা করা হবে ও তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসন্ন হবেন? তখন বাবা উত্তরে জানিয়েছিলেন—"এই শালগ্রামকে বাসুদেব জেনে সেইরূপেই পূজা করবে, তিনি বিশ্বাধার ও বিশ্বরূপ বৈকুণ্ঠাধিপতি চতুর্ভুজ বিষ্ণুও তিনিই, অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণও তিনিই, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরূপী অথচ অরূপী, এই রকম তাঁকে চিন্তা করবে।"

এই পত্র পাওয়ার দিন থেকে আমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণু ও অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণকেই পেয়েছি মনে করে বৈকুণ্ঠেই বাস করছি, এই রকম মনে হতে লাগল এবং সেই রকম জ্ঞান করেই শালগ্রামটির সেবা করতে লাগলাম। বাইরের দিক্ দিয়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতাম বটে, কিন্তু তা শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনরূপ কর্ত্তব্য হিসেবেই করে যাচ্ছিলাম, অন্তরে ঐরূপ ভাব যেন ফল্গুধারার মত অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল। এইভাবে কিছুকাল চলবার পর গ্রীষ্মের বন্ধ হলে, আমি ঐ শালগ্রামটি নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীগুরুদেবের কাছে গেলাম। ফেরবার সময় রুমালে ক'রে গলায় বেঁধে দৌলতপুরের দিকে রওনা হলাম এবং রাস্তায় কাশীধামে নামলাম। বেনারস ক্যাণ্টন-মেণ্ট ষ্টেশনে নেমে দেখি গলায় শালগ্রামটি নেই, কেবল রুমালটি গলায় বাঁধা অবস্থায় আছে। তা দেখে, আমি আমার সর্ব্বস্ব হারালাম মনে ক'রে বসে পড়লাম, আর হাঁটতে পারলাম না। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে গিয়ে টাঙ্গায় ব'সে কাশীতে গুরুমাতাঠাকুরাণীর বাড়ীতে গেলাম; এবং বাবাকে ঘটনা জানিয়ে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমি কি অপরাধ করেছি যে, তিনি আমার কাছ থেকে আমার অন্তর একেবারে খালি করে চলে গেলেন?" তার উত্তরে বাবা আমাকে লিখলেন, "গলায় টাকা বাঁধা আছে মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া চোর ঐ রুমাল কাটিয়াছে; তোমার কোন অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়া অশান্তি ভোগ করিবে না। চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়েই আছেন জানিয়া, যে তাম্রপাত্রে বসাইয়া শালগ্রামকে স্নান করাইতে, হৃদয়স্থ বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া সেই পাত্রে জল ঢালিবে এবং তাঁহাকে স্নান করাইতেছ মনে করিবে। এইরূপ ঐ পাত্রে তাঁহার উদ্দেশ্যে পুষ্পাদি দিয়া পূজা করিবে এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে ভোগ দিবে।" তারপর এক চিঠিতে জানালেন,—"চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণু সত্য সত্যই তোমার হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান আছেন, তবে মনুষ্যভাবে নহে, ইহা কালক্রমে ক্রমশঃ বোধ করিতে পারিবে।"

এই উপদেশ পাওয়ার পর, এতদিন শ্রীভগবান্ বাইরে ছিলেন এখন হৃদয়েই তাঁকে পেয়েছি, মনে হতে লাগল এবং পরমানন্দে দিনগুলি কাটতে লাগল। কিছুকাল এইভাবে পরমানন্দে কাটবার পর আমার এক চিঠির উত্তরে বাবা লিখলেন—

"অনন্ত জীবসমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ব্রহ্ম। তিনি অনন্ত শক্তিমান্, সেই অনন্ত শক্তির দ্বারা তিনি অনন্ত জীবময় বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন; তুমি, আমি অথবা অপর কেহ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; তিনিই এই নানারূপে ক্রীড়া করিতেছেন, ইহাই সার সত্য জানিবে। শ্রুতি স্বয়ং এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সকলে এক বাক্যে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, এই বিষয়ে তুমি কিছু সন্দেহ করিও না, ইহা অনুভব করিতে সদা যত্ন করিবে। এই যত্নে সকল ঋষিকুল তোমার সহায়কারী হইবেন।"

তিনি এই উপদেশ লিখার পর বিশ্বরূপ এবং বিশ্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমানরূপে তাঁহাকে ধ্যান করতে লাগলাম। কিন্তু এই ধ্যানে প্রথমতঃ কিছু শুষ্কতা আসতে থাকল। তখন বাবা কলকাতায় এলে, তা তাঁকে জানালাম। তাতে বাবা বললেন, "একটা ঘড়া অল্প জলেই ভরে যায়; ঐ ঘড়াকে তখন পূর্ণ ব'লেই অনুভব হয়; কিন্তু একটা পুকুরে শত সহস্র ঘড়া জল ঢাললেও তা খালিই দেখা যায়। ঐ পুকুরে নালা কেটে স্রোত এনে ফেললে ক্রমশঃ ভরতে ভরতে তাও ভরে যায়; সেই রকমই ইহাও জানবে।"

এইভাবে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু দেহধারী অবস্থায় ক্রমশঃ এই শরণাগত দীনহীন সন্তানকে সাধনপথে যেভাবে এগিয়ে দিয়েছিলেন, তার নমুনাস্বরূপ সামান্য কিছু ঘটনা বললাম। দেহান্তের পর তিনি সর্ব্বব্যাপীরূপে সর্ব্বদা সঙ্গে থেকে তার চেয়েও অনেক বেশী কৃপা করেছেন ও করছেন। সে বিষয়ে এখানে আর কিছু বললাম না। কেও যদি তারও কিছু আভাস পেতে ইচ্ছুক হও, তাহলে আমি শিলং থাকা কালে, আশ্রম ও মন্দিরের ইতিহাস, বিগ্রহগণের আগমন ও প্রতিষ্ঠার ঘটনাবলী যা লিখেছি, তা পড়লে কিছু কিছু জানতে পারবে। তারপর সুখচরে কাঠিয়া বাবার আশ্রম করা ইত্যাদি কিরূপে কি হচ্ছে, তা চোখেই দেখতে পাচ্ছ।

৮২। প্রশ্ন। আপনি এখন নিজে চিঠি লিখেন না এখন সই-পর্য্যন্ত করেন না; শিষ্যরা চিঠিতে আপনার সইপর্য্যন্ত যদি না পায় বা বিশেষ বিপদ আপাদের সময় কেও চিঠি লিখে একটু সান্ত্বনাও না পায়—পুত্রের মৃত্যু হলে সেই শোকের সময় গুরুর উপদেশ পেয়ে শোক অপনোদনের মত ২।১টা গুরুর বাক্য না পায়, তাহলে তারা কিরূপে গুরুর উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরসা ক'রে থাকবে? তখন তারা এই গুরুকে ছেড়ে অন্য গুরু করতে বাধ্য হতেও পারে?*

উত্তর। তোমার এই সব ধারণা ভুল। গুরুর উপদেশ শিষ্যরা যা পেয়েছে, সেই অনুসারে যদি শিষ্যরা চলতে থাকে, গুরুর উপর শ্রদ্ধা যথার্থই থাকে, তাহলে এরূপ বিপদ আপদের সময় বা পুত্র-বিয়োগের সময় তাদের বিচলিত করতে পারবে না। এই দেহটাই গুরু নন, ভগবানই এই দেহটাকে অবলম্বন ক'রে গুরু হয়েছেন, তিনি শিষ্যের হৃদয়ে সর্ব্বদাই আছেন এবং প্রয়োজন মত শিষ্যের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করার তাও করেন। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি যার যত বেশী, সে ততই বাহ্যিক চিঠি লেখালিখির দ্বারা সংযোগ রেখে শান্তি পেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এরূপভাবে গুরুর কাছ থেকে চিঠি পেলেই তাতে যথার্থ শান্তি পায় না, সাময়িক শান্তি মাত্র পায়। বরং গুরুর সঙ্গে বেশী চিঠি লেখালিখি

---

*শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ মৌনাবস্থায় ১৯৫৩ সনের ৫ই মার্চ্চ সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে কেবল কৌপীন প'রে শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম ত্যাগ ক'রে উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তথায় পৌঁছে ১৯৫৩ সনের ৮ই মার্চ্চ তিনি সঙ্গীয় যে কয়জন সাধুজী ছিলেন, তাঁদের কাছে প্রস্তাব করেন যে, তিনি তিন বছর নির্জ্জনে একলা থেকে কঠোর তপস্যা করবেন। কারও সঙ্গে দেখাশুনা বা কোনও রকম চিঠি লেখালিখি করবেন না, এমন কি সঙ্গীয় সাধুজীদের সঙ্গে পর্য্যন্ত যেন কোন সময় দেখা না হয়, কারও কোন কথা শুনতে না হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যাঁরা চিঠি লিখবেন বা কোন উপদেশ চাইবেন তাঁদের যেন সাধুজীদের মধ্যে কেও বাবাজী মহারাজের কুশল সংবাদ দেন এবং আরও জানিয়ে দেন যে, তিনি এই সময় চিঠিপত্রাদি শুনেন না বা অন্য কোনরূপ সম্পর্ক কারও সঙ্গে রাখতে চান না বলে কেও যেন দুঃখিত না হন। এই প্রস্তাবে সঙ্গীয় কোন এক সাধু বাবাজী মহারাজকে উপরোক্ত প্রশ্ন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না ক'রে, যারা অন্তরে অনুভবের চেষ্টা করে, তারা খুব শীঘ্র শান্তি পেতে পারে। আমি তিন বছর তপস্যা যেভাবে করতে চাচ্ছি, সেই সময় চিঠি ইত্যাদি না পেলে, শিষ্যদের সম্বন্ধে যেরকম আশঙ্কা তুমি করছ, আমি সেরকম মনে করিনা; বরং এতে গুরুর প্রতি তাদের আকর্ষণ অনেক বেশী বাড়বে। আর তিন বছর পরে যখন তারা গুরুকে দর্শন ও সেবা করবার সুযোগ পাবে, তখন তারা এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি পাবে, তা এখন বুঝতে পারছ না। এতে তাদের বহু কল্যাণ হবে। গুরু কি জন্য কি করেন, তা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা কঠিন। মনুষ্যদেহধারী গুরু হয়ত এরূপ সব সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে, যোগস্থ হয়ে, পরমাত্মার স্বরূপের সহিত অভিন্নভাবে স্থিতির দ্বারা শিষ্যদের অন্তরে জাগ্রতভাবে সংযোগ রেখে, তাদের বহুপ্রকার কল্যাণও করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হয়েও অর্জ্জুন যখন দ্বিতীয়বার গীতা শুনতে চাইলেন, তখন তিনি বললেন—তিনি যোগাবলম্বনে গীতা উপদেশ করেছিলেন – এখন তিনি ঠিক তদ্রূপ উপদেশ করতে পারবেন না। অতএব যোগাবলম্বনে কাজ করা এবং এমনি কাজ করাতে বহু পার্থক্য আছে। সুতরাং তুমি বাহ্যিক বিচার দ্বারা ঐরূপ চিত্তকে চিন্তাযুক্ত করবে না।

আর এই দেশের (বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি হিন্দুস্থানের) যে সব গুরু শিষ্য করেন, তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে এরূপ পত্র ব্যবহার খুবই কম করেন, তাই বলে তাতে শিষ্যদের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা কম হয়ে যায় না, বরং তাতে তাদের ভালই হয়। কাঠিয়া বাবা শিষ্যদের কখনা বা চিঠি লিখতেন? বেশী চিঠিপত্র লিখলে চিত্তবৃত্তি বহির্ম্মুখী বেশী হয় এবং তাতে গুরুর সহিত অন্তরের যোগ ভাল ক'রে হওয়ার বাধা জন্মে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় সময় তো তারা তোমাদের কাছ থেকে চিঠির দ্বারা মঙ্গল সংবাদ পাবেই এবং তিন বছর পরে দেখাও পাবে। তাদের গুরু ত দেহে বর্ত্তমানই আছেন? কিন্তু যাদের গুরু দেহরক্ষা করেছেন, তাদের সঙ্গে চিঠি ইত্যাদি ব্যবহারের বা তাঁর কুশলাদি সমাচার পাবার ত কোন সম্ভাবনাই নেই। যেমন আমার বাবাজী মহারাজ দেহরক্ষার পর আমার গুরুভাই-ভগ্নীরা বা ৺অনন্তদাসজীর দেহান্তের পর তাঁর শিষ্যশিষ্যাগণ গুরুর সঙ্গে পত্র ব্যবহারাদি করতে পারেন না, বা বিপদ আপদে, পুত্রশোকাদিতে গুরু চিঠির দ্বারা সান্ত্বনাও দেন না, তাই বলে কি তাঁদের শিষ্যরা ঐ গুরু ত্যাগ ক'রে অন্য গুরু করতে গেছেন? দুর্ভাগ্যবশতঃ কেও যদি গুরু-ত্যাগ করেনও, তাহলে তাতে গুরুর কি এসে যাবে? বস্তুতঃ গুরুশক্তি শিষ্যের মধ্যে থেকে সব সময় কাজ করেন এবং তাকে পরম শান্তির পথে নিয়ে যান। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ দেহে থেকেও নিজে চিঠিপত্র লিখতেন না বা কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, বছরে একদিন মাত্র দর্শন দিতেন, তাতে তাঁর প্রতি ভক্তদের কোন রূপ শ্রদ্ধার অভাব হয়েছে কি? না শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়েছে? অতএব ঐসব বিষয় চিন্তা ক'রে বিচলিত হবার কোনই কারণ নেই। আমি যেভাবে তপস্যা করবার ইচ্ছা ক'রে তোমাদের ব্যবস্থা করতে জানিয়েছি, সেই রকম করতে চেষ্টা কর।

আমার এই কথাগুলির নকল শ্রীমান্—অথবা শ্রীমান্—র কাছে পাঠিয়ে দিতে পার, তাহলে তারা সঙ্ঘে উপস্থিত তোমার গুরুভাই ভগ্নীদের বুঝিয়ে দিতে পারবে, সম্ভব হলে অন্য শিষ্যশিষ্যাদেরও এর নকল দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাতে তাদের সকলের মনের উদ্বেগ দূর হয়ে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর এই তপস্যার সময় শিষ্যশিষ্যারা ভজনের সময় যত গুরুর সঙ্গে আত্মিক সংযোগ রাখার চেষ্টা করবে, ততই তারা গুরুর স্পর্শও অনুভব করতে পারবে। এজন্য এই সময় তারা প্রত্যেকেই অন্তর্মুখী হয়ে, গুরুতে আত্মসমর্পণ ক'রে, নিষ্ঠার সঙ্গে ভজন করলে ও গুরুরই সেবাবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করলে, তাদের খুবই কল্যাণ হবে, এও তাদের জানিয়ে দিতে পার।

হাঁ, আর এক কথা, কেও কেও পত্রে লিখেছে, তাদের শরীর খুব অসুস্থ, বয়সও হয়েছে, তিন বছর পর্য্যন্ত শরীর যদি না টিকে, তার মধ্যে দেহান্ত হয়ে যায়, তাহলে আর গুরুদর্শন হবে না। তাদের এই ধারণাও ভুল। এরূপ শিষ্যের গুরুদর্শনের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে থাকে। যদি তিন বছরের মধ্যেই তাদের দেহান্ত হয়, তাহলে তাদের যে গুরুদর্শনের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতা, তার ফলে দেহান্তের সময় তারা গুরুর দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়ই। যেমন যখন রেলগাড়ী ইত্যাদি হয় নি', পদব্রজে তীর্থে যেতে হ'ত, তখন কয়েক বছর পর্য্যন্ত প্রত্যহ হেঁটে বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা ইত্যাদি ধাম যেতে হত। এরূপ দিনের পর দিন চলতে চলতে তীর্থযাত্রীদের ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেত। যিনি ভগবৎ মূর্ত্তিকে দর্শন ক'রে কৃতার্থ হয়ে যেতেন, তার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যেত এবং আত্মা পরম পবিত্র হত। যাঁরা ধাম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারতেন না, রাস্তাতেই মৃত্যু হত, তাঁদের সেই জায়গাতেই ভগবান্ দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করতেন। ঠিক এই রকমই গুরুদর্শনের জন্য যারা ব্যাকুল হয় এবং গুরুদর্শনের আগেই দেহত্যাগ করে, তাদেরও ঐরকমই গুরুদর্শন হয়। এখন যে রেলগাড়ী বা এরোপ্লেন ২।৪ দিনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেই কোন তীর্থ দর্শন ক'রে ফিরে আসে, তাতে সেরকম ফল হয় না, এ একটু ভ্রমণ করে আসার মত হয়। ঠিক সেইরকম সহজেই গুরুদর্শন হলে বা চিঠিপত্রের দ্বারা সব সময় গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি গাঢ় হয় না, কিন্তু চিঠিপত্রাদির কোনরূপ ব্যবহার না রেখে, দীর্ঘকাল পরে দর্শন পেলে, তা খুবই আনন্দদায়ক, শান্তিপ্রদ ও কল্যাণকর হয়। শুধু যে শিষ্যদের হয় তা নয়, জগতের আরও বহুলোকের হয়।

৮৩। **প্রশ্ন** ঃ গুরুই শিষ্যের নিকট শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং তিনিই তার শ্রেষ্ঠ উপাস্য ;—তিনি হতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ উপাস্য আছে কি ?

উত্তর। শ্রীগুরু শিষ্যকে যাঁকে ইষ্টদেব বলে নির্দ্দেশ দেন এবং সেই ইষ্টদেবের উপাসনার উপদেশ দেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ উপাস্য। তবে শ্রীগুরুই তাঁকে প্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেন এবং তাঁর কৃপাতেই সেই ইষ্টদেব লাভ করা যায় ব'লে, শ্রীগুরু সর্ব্বপ্রথম উপাস্য, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীগুরু যে পরমাত্মারই প্রকাশিত রূপ, সেই পরমাত্মাই মূল বস্তু। এজন্য গুরুকে পরমাত্মাস্বরূপ বলা হয়। এই দৃষ্টিতে দেখলে গুরু ও পরমাত্মা একই। এই পরমাত্মা ও গুরুকে এক জ্ঞান ক'রে উপাসনা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রীগুরুর বা কেবলমাত্র পরমাত্মার উপাসনা না করে, উভয়কে অভিন্ন-বুদ্ধিতে উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। যিনি এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বঘটেই তাঁকে দেখেন। তিনিই যে এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েছেন এবং এই বিশ্বের নিয়ন্তাও তিনি, তা তিনি ক্রমশঃ অনুভব করতে করতে অবশেষে নিজেও তৎস্বরূপ হয়ে গিয়ে নিজেও আনন্দময় হয়ে যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়

নাম, দীক্ষা, জপ, ধ্যান, সাধন, ভজন, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি।

৮৪। প্রশ্ন। লক্ষ লক্ষ জপ আর সব কাজের মধ্যে অনুক্ষণ ভগবৎ চিন্তা—এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টিতে সহজে ও শীঘ্র ভগবান্‌কে লাভ করা যায়?

উত্তর। অনুক্ষণ তাঁকে চিন্তা করলে তাঁকে খুব শীঘ্র লাভ করা যায়। লক্ষ লক্ষ জপ আর তাতে অনেক পার্থক্য আছে। এইরূপ জপ যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই অহংভাব থাকে এবং সেই অহংভাবের জন্য তাঁদের তাঁকে লাভ করা সহজ হয় না। কিন্তু যাঁরা অনুক্ষণ শ্রীভগবানের চিন্তা করেন, তাঁদের অহঙ্কার একেবারেই থাকে না। যেমন গোপীরা এইরূপ অনুক্ষণ চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণগত-প্রাণ হয়ে থাকতেন; তেমনি তাঁরাও তদ্‌গত প্রাণ হয়েই তাঁর চিন্তা করেন। এজন্য ভগবান্‌ তাঁদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর ক'রে অচিরে নিজ চরণে স্থান দেন। অবশ্য জপ করতে করতেও ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হয় ও তাঁকে লাভ করা যায়; কিন্তু বিলম্ব হয়।

৮৫। প্রশ্ন। সাধনা কালে অনেক সময়ে চেষ্টা ক'রেও বিশেষ কিছু হয় না, অথচ অন্য সময়ে বিনা আয়াসেই স্বতঃই এক ধ্বনি শুনা যায়; এরূপ কেন হয়?

উত্তর। এর দ্বারা বুঝতে হয় নিজের হাতে কিছু নেই। যখন তিনি কৃপা করেন, তখনই এই শব্দ ইত্যাদি শুনতে পান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁর ধ্যান আপনি করেন, তাঁর কৃপাতেই ইহা হয় জানবেন। নিজের সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি ক'রে আপনি চেষ্টা করলে তা হবে না। আর সাধনের সময় এসব দিকে লক্ষ্য করতে নেই। এসব সাধনের বিঘ্নস্বরূপ। এই দিকে দৃষ্টি না রেখে ইষ্টে আত্মসমর্পণ করাই কর্ত্তব্য; তাতে খুব শীঘ্র সাধনে অগ্রসর হতে পারবেন।

৮৬। প্রশ্ন। সাধনার আকাঙ্ক্ষা জাগলে কি করা উচিত?

উত্তর। সাধনার আকাঙ্ক্ষা জাগলে খুবই কল্যাণকর। কিন্তু শ্রীগুরুর উপদেশ মত সাধন করতে হয়।

৮৭। প্রশ্ন। ফুল ও জল দিয়ে পূজা আর জপ ধ্যান দুইটিই আমার ভাল লাগে; কোন্‌টি করব?

উত্তর। দুইটিই করা ভাল। সেবাপূজা ছেড়ে কেবল জপধ্যান করতে পারবে না। মন বেশীক্ষণ ত স্থির হয়ে থাকে না। আর যদি জোর করে বেশীক্ষণ ধ্যান করতে যাও, তাহলে মাথা গরম হবে এবং অসুস্থ হয়ে পড়বে। এজন্য সেবাপূজা যতটুকু পার করা ভাল। তাতে স্বতঃ ভগবানের চিন্তা বা ধ্যান হয় এবং জপধ্যান অপেক্ষা সেবাপূজার দ্বারা চিত্ত শীঘ্র নির্ম্মল হতে থাকে। কিন্তু কেবল সেবাপূজাও করা ঠিক নয়, কারণ জপধ্যান কিছু না করলে সেবাপূজাতে ভাব ঠিক আসে না। এজন্য উভয়ই করা ভাল। তুমি বলছ, আমি সর্ব্বভূতে ভগবান দেখতে অভ্যাস করতে বলাতে তোমার "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" এই কথাটি মনে আছে এবং সর্ব্বভূতে সেই বাসুদেবকে দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে, বাসুদেবই যখন চিনো নাই, তখন সর্ব্বভূতে বাসুদেব আবার কি দেখবে?

এই বিষয়ে তোমাকে এই বলছি যে, যিনি সর্ব্বভূতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস করেন এবং সর্ব্বভূত যাঁতে বাস করেন, তাঁকেই বাসুদেব বলে। এই বাসুদেবই সর্ব্বভূতের অন্তরে থেকে, সকলকে কর্ম্ম প্রবৃত্তি দিচ্ছেন এবং তিনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা। এই জগৎ তাঁতেই স্থিত হয়ে আছে, এরূপ ধারণা করতে চেষ্টা করলে সর্ব্বভূতে বাসুদেবকে কি ভাবে দেখতে হয় ক্রমশঃ বুঝতে পারবে।

৮৮। প্রশ্ন। নামীর ধ্যান না ক'রে শুধু নাম জপে কি কাজ হয়? শুধু নাম করলেই কি নামী প্রকাশিত হন?

উত্তর। শুধু নামের দ্বারাও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে নামী প্রকাশিত হন, তবে তাতে বিলম্ব হয়। নামের সহিত নামীর ধ্যানও যদি করা হয়, তবে তদপেক্ষা অনেক শীঘ্র অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় ও নামী প্রকাশিত হন। নামের রূপটিই হল নামী। যদি জপের সহিত ঐ নামীর রূপটি ধ্যান করেন, তাহলে তার সংস্কার অন্তরে দৃঢ় হতে থাকে। এজন্য এতে তিনি শীঘ্র প্রকাশিত হন।

৮৯। প্রশ্ন। সদ্গুরু প্রদত্ত মন্ত্রকে কি পুনরায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা জাগ্রত করবার প্রয়োজন আছে?

উত্তর। সদ্গুরু যে মন্ত্র দেন, তা চৈতন্যময়। তাকে পুনঃ পুরশ্চরণাদি ক্রিয়ার দ্বারা চেতনা করার প্রয়োজন হয় না। ঐ মন্ত্র অর্থের সহিত জপ করলে, অতি শীঘ্র তার অনুভব হয় ও ইষ্টের দর্শন হয়। যিনি অর্থের সহিত জপ করতে না পারেন, তারও অনুভব হয় এবং যথাসময়ে ইষ্টের দর্শন হয়। যেমন অগ্নির যে দাহিকা শক্তি আছে, তা কেও জানুন বা না জানুন, তাতে হাত দিলে হাত পুড়বেই। তদ্রূপ সদ্গুরুর দেওয়া চৈতন্যময় মন্ত্র জপ করলে, তার প্রতিপাদ্য বস্তু প্রকাশিত হবেনই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯০। প্রশ্ন। মন্ত্র দিবার সময় শক্তি সঞ্চার কিছু বুঝতে পারি নি। তাতে কোনও ক্ষতি হবে কি?

উত্তর। আপনি যে বলেছেন মন্ত্র দিবার সময় শক্তি সঞ্চার কিছু বুঝতে পারেন নি, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। আপনি বুঝতে পারুন বা নাই পারুন, সদ্‌গুরু যখন মন্ত্র দেন, তখন শক্তি সঞ্চার হয়েই যায়। সেই দিকে বিচার না ক'রে, খুব ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত আপনার মন্ত্র জপ করতে থাকুন। যতই ভক্তিভাব বৃদ্ধি পাবে, ততই মন্ত্রের চৈতন্যময় ভাব আপনার অনুভবে আসতে থাকবে। আপনার গুরু যে সদ্‌গুরু এবং সংসারের পারে আপনাকে নিয়ে যেতে সমর্থ—এই বিশ্বাস যদি আপনার থাকে, তাহলে মন্ত্র দেওয়ার সময়ে শক্তি সঞ্চার আপনি অনুভব করেন নি বা এই মন্ত্র কেবল অক্ষর জপের মতন করে যাচ্ছেন, এইরূপ চিন্তা করবেন কেন? আপনার গুরু যখন সমর্থ, তখন তাঁর উপর নির্ভর ক'রে, তাঁর আদেশ মতন কাজ করেই নিশ্চিন্ত থাকুন। তিনি নিশ্চয়ই পার করে নিবেন।

৯১। প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়নের পর পুনরায় দীক্ষার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর। ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়নের পর দীক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কারণ ইহা একটি পৃথক সংস্কার।

৯২। প্রশ্ন। সঙ্কল্পিত জপ কোনও দিন করতে না পারলে, পরে তা করলে চলবে কি?

উত্তর। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে একই সংখ্যায় জপ করলেই সেই মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। এবং সেই মন্ত্র জপের ফলে ভগবৎ দর্শন লাভ হয়। জপের সংখ্যা না রেখে অনিয়মিত ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপ করলে, তা হয় না। পুরশ্চরণেও তাই বিধি। নিয়মিত জপ কোনও দিন অনিবার্য্য কারণে না করতে পারলে, পরদিন তা পূরণ ক'রে, পুনরায় দৈনন্দিন নিয়মে জপ করতে হয়।

৯৩। প্রশ্ন। সাধনের ফল কতদিনে পাব? এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগদর্শনে উল্লিখিত সাধন ফলের কথার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উত্তর। সাধন যেরূপ করছেন, করে যান, ফলের দিকে এখন লক্ষ্য করবেন না। খুব শান্তভাবে ও স্থিরতার সহিত সাধন করতে হবে। কি ফল হচ্ছে বা না হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি না রেখে নিজেকে শ্রীগুরু ও ইষ্টে সমর্পণ করতে অভ্যাস করুন। এইভাবে চললে যে ফলের উপদেশ পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে, সেই ফল স্বতঃই প্রকাশিত হবে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হয় না। কখন ভগবৎকৃপায় তা হবে, তার চিন্তায় চিত্তকে ব্যাকুল করবেন না। এই বিষয়ে সব ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে, সর্ব্বদা মনকে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় রেখে, প্রসন্ন চিত্তে সাধন করুন। তাহলে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হতে থাকবে এবং চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হলে, আপনার কথিত অবস্থা স্বতঃই প্রকাশ পাবে এবং চরম উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে।

শ্রুতি নিজেই বলেছেন—"নায়মাত্মা ত্বরমানেন লভ্যঃ"। যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, বিশ্বের কোন্ কাজটি কখন করা দরকার তা' তিনি জানেন এবং তদনুসারে তিনি যথাসময়ে তা করেন, ইহা জেনে চিত্তকে সর্ব্বদা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে পারলেই, তাঁর কৃপায় সব হয়ে যাবে। জপ করতে করতে সব সময়ে ভগবানের সহিত নিজেকে অভেদ রূপে চিন্তার ধারা ঢালাতে পারলেই ভাল।

৯৪। প্রশ্ন। ভজন করবার খুবই ইচ্ছা কিন্তু অনেক সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরে দেয় না। অর্থাৎ শরীরে অধিক ভজন সহ্য হয় না। এই অবস্থায় কি করা উচিত ?

উত্তর। শরীরের অবস্থা বুঝে, যতটুকু পারা যায় ততটুকুই ভজন করবেন। মানুষ সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু করতে পারে না। নিজের সাধ্যমত ক'রে, শ্রীগুরুতে অর্পণ ক'রে দিয়ে, নিশ্চিন্ত থাকতে হয়। মোট কথা যদি গুরুর উপর সব ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে কোন চিন্তার কারণ থাকে না। তিনি তার সব করে নেন।

৯৫। প্রশ্ন। ভজনে সব সময়ে মন বসে না কেন ? কোনও দিন ভজনে খুব মন লাগে, আনন্দ পাওয়া যায় ; কোনও দিন মন খুব চঞ্চল থাকে, ভজনে একেবারেই মন বসে না—কোনও দিন বা নিদ্রা আলস্যাদি আসে, এরূপ হয় কেন ?

উত্তর। শরীরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের ক্রিয়া হয়ে থাকে। যখন সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য হয়, তখন মন স্বতঃই ভজন সাধনে লাগে ও আনন্দ পাওয়া যায়। যখন রজঃগুণের প্রাধান্য থাকে, তখন মন সেদিকে যেতে চায় না, কাজের দিকে ধাবিত হয়ে চঞ্চল হয়। যখন তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, তখন আলস্য, নিদ্রা ইত্যাদি এসে তাকে বশীভূত করে। এই সব কারণেই কখনও ভজনে মন বসে, আনন্দ পাওয়া যায়, কখনও মন খুব চঞ্চল থাকে, ভজনে বসে না, কখনও বা নিদ্রা আলস্যাদি আসে।

গঙ্গায় যখন জোয়ার আসে, তখন কূলকিনারা পর্য্যন্ত জলে ভরে যায়। আবার যখন ভাটা আসে, তখন জল প্রায় শেষ হয়ে যায়, একেবারে নীচে পড়ে যায়। তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যানুসারে মনেরও সেই রকম জোয়ার ভাটার অবস্থা আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯৬। প্রশ্ন। সাধন ভজনে কি উপায়ে নিষ্ঠা বাড়ে? কিসের দ্বারাই বা সাধনের ব্যাপারে কিছু কিছু অনুভব হতে পারে?

উত্তর। সাধন ভজনে নিষ্ঠা আর আকর্ষণ ধীরে ধীরে অভ্যাসের দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। সর্ব্বপ্রথম গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে, নির্ব্বিচারে তাঁর উপদেশ মত চলতে হয়; তাহলেই ক্রমশঃ রাস্তা পরিস্কার হয় ও অনুভব আসতে থাকে।

৯৭। প্রশ্ন। যদি কেহ প্রথম জীবনে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে কুলগুরুর দেহান্ত হলে সাধন ভজন করতে বাসনা করেন, তবে তাঁকে কি প্রণালীতে সাধন ভজন করতে হয়?

উত্তর। কুলগুরু যে মন্ত্র দিয়েছেন, তাই জপ করতে হয়। গুরু দেহত্যাগ করলেও, মন্ত্রে গুরুশক্তি নিহিত থাকে; সেই মন্ত্র যতই জপ করা যায়, ততই কাজ হয়। কিন্তু মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ চিন্তা করা নিয়ম। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ হল—"এই জাগতিক সমস্ত বস্তুই পরমাত্মারই প্রকাশ এবং ইহার মধ্যে তিনি জীব ও ঈশ্বর রূপে স্থিত আছেন। এইরূপ সর্ব্বরূপী, সর্ব্বব্যাপী অথচ অরূপী সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে আমি আত্মসমর্পণ করেছি।" এই অর্থ চিন্তা করতে অভ্যাস করলে ক্রমশঃ সর্ব্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি হতে থাকে। যদি পূর্ব্বগুরু প্রদত্ত শক্তিতে পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ না পায় এবং তিনি পূর্ণ জ্ঞানলাভের অভিলাষী হন, তাহলে শ্রীভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করতে থাকলে, তাঁর কৃপায় সদ্‌গুরু মিলে যায়। সেই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ ক'রে, তাঁর উপদেশ মত সাধন করতে করতে তিনি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সাধনে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারের সকলকে, এমন কি চাকরকেও ভগবানেরই রূপ জ্ঞানে সেবা করতে হয়। এইরূপ করতে যিনি অভ্যাস করেন, তাঁর কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি সব বিকার স্বতঃই দূর হতে থাকে এবং এই সব বিকার দূর হলে, তাঁর চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়। নির্ম্মল চিত্ত হয়ে সর্ব্বভূতকে তিনি ভগবদ্রূপে দেখেন, তখন তাঁর কোনও শোক বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না; সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়ে তারপর পরাভক্তি লাভ করেন। এই পরাভক্তির দ্বারা ভগবানের সর্ব্বাতীত, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তাঁর নিকট প্রকাশ পায় এবং তিনিও তখন তৎস্বরূপ হয়ে যান।

৯৮। প্রশ্ন। কি ভাবে নামে রুচি হয়?

উত্তর। প্রথমে গুরুর আদেশ পালন করতে হয়। তিনি যেভাবে চলতে উপদেশ করেছেন, তা পালন করতে থাকলে, তাঁর বাক্য যে সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তা দেখতে পাওয়া যায়; তখন গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়। গুরুতে শ্রদ্ধাই সমস্ত সাধনের মূল। এই শ্রদ্ধা হলে, তখন নামে রুচি স্বতঃই হয়।

৯৯। প্রশ্ন। গুরুদত্ত নামের সেবা ক'রে সাধন পথে চললে দীক্ষার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর। গুরুদত্ত নামের সাধন ক'রে চললে তাতে শিষ্যের কল্যাণ হতে থাকে, ইহাতে সন্দেহের কারণ নেই; দেহান্তে অপেক্ষাকৃত উত্তম গতিও লাভ হয়। কিন্তু দীক্ষা লাভের পর সাধন দ্বারা যে গতি লাভ হয়, সেই গতি নাম সাধন দ্বারা হয় না। এজন্য নাম প্রাপ্ত হয়ে, তার সাধন করতে থাকলে, পরে দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজন আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০০। প্রশ্ন। নাম ও দীক্ষায় প্রভেদ কি ?

উত্তর। দীক্ষা নিলে অনেক বিশেষ নিয়ম পালন করতে হয়, নাম নিলে সে সব পালন না করলেও চলে। এইজন্য যারা দীক্ষার নিয়ম পালন করতে অসমর্থ, তাদের প্রথমে নাম দেওয়া হয়। গুরুর উপদেশ মত নাম জপ করতে করতে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হতে থাকে। চিত্ত অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হলে, যখন দীক্ষার সব নিয়ম পালন ক'রে দীক্ষা লাভ করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন গুরু তাকে দীক্ষা দেন, ইহাই নাম ও দীক্ষার প্রভেদ।

১০১। প্রশ্ন। কিরূপে ভালভাবে ধ্যান করা যায় ? আমি কিছু কিছু ধ্যান করি, কিন্তু ধ্যান ভাল হয় না।

উত্তর। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা হলে ধ্যান ঠিক হয়। যম নিয়মাদির দ্বারা বিষয় থেকে ইন্দ্রিয় ও মনকে প্রত্যাহার করতে না পারলে, ধারণা ঠিক হয় না ; ধারণা না হলে ধ্যান হয় না। সুতরাং বিষয়ে বৈরাগ্য না আসলে, বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় ও মন ধাবিত হলে, মন স্থির না থাকায়, ধ্যান ভাল হয় না। আর নিজে নিজে যতই চেষ্টা করা যাক না কেন, ইন্দ্রিয় ও মনকে বশে আনা যায় না। এজন্য গুরুর আশ্রয় লাভ করা দরকার। গুরুর আশ্রয় লাভ করলে গুরুশক্তি সাহায্য করে। যেমন দুর্ব্বল নৌকা সমুদ্র পার হতে পারে না, কিছু দূর গেলেই বিশাল তরঙ্গ তাকে ডুবিয়ে ফেলে, কিন্তু সমুদ্রগামী জাহাজের সঙ্গে ঐ দুর্ব্বল নৌকাকে বেঁধে দিলে, তরঙ্গ তাকে ডুবালেও, ঐ জাহাজ তাকে টেনে পার করে নেয়,—সেইরূপ দুর্ব্বল নৌকাস্বরূপ এই ক্ষুদ্র জীব এই দুষ্পার সংসার সমুদ্র পার হতে পারে না। রূপ, রস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গন্ধাদি বিষয়, কামনা বাসনা ইত্যাদি তরঙ্গ তাকে ডুবিয়ে ফেলে; কিন্তু সংসার সমুদ্রের পারগামী সদ্‌গুরুরূপ জাহাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে, তিনি তাকে সংসার সমুদ্রের পারে টেনে নিয়ে যান। এইরূপ সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করলে তার আর কোনও চিন্তার বা ভয়ের কারণ থাকবে না। সদ্‌গুরু তাকে টেনে পার করে নিবেনই, সে তখন কিছু করতে পারুক বা না পারুক। অতএব কোনও সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ ক'রে সাধন করার চেষ্টা করা দরকার। তা না হলে নিজের চেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ ক'রে ও তাঁর উপদেশ মত কাজ করতে থাকলে, যম নিয়মাদি কার্য্য নিজ হতে হয়ে যেতে থাকে। যম, নিয়ম, প্রাণায়ামাদির ফল যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করা, তা' সদ্‌গুরুর দীক্ষা লওয়ার সময়েই হয়ে যায়। সেজন্য তার আর ঐ সব সাধনের প্রয়োজন হয় না। নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে তার কুণ্ডলিনী শক্তি সহজ ভাবে চলাচল করতে থাকে। যারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করেছে, তারা যে বুঝতে পারে না, তার কারণ সদ্‌গুরু তাকে বুঝতে দেন না। কারণ তা বুঝলে অহঙ্কার এসে যায়। অহঙ্কার নষ্ট করা দরকার কিনা? তবে সদ্‌গুরুর দৃষ্টি ও কৃপা তার প্রতি যে সর্ব্বদা আছে, তার অনুভব তিনি নানাভাবে অবশ্যই দেন।

১০২। **প্রশ্ন**। শ্বাসে প্রশ্বাসে জপের অর্থ কি?

উত্তর। শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ মানে, মন্ত্রের একটির পর একটি অবিচ্ছেদ জপ। প্রত্যেক শ্বাসে ও প্রত্যেক প্রশ্বাসে একটি মন্ত্র জপ করা তার দ্বারা বুঝায় না। মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসে সব সময়ে খেয়াল রেখে জপ করতেও পারে না। শ্বাস-প্রশ্বাস অবিচ্ছেদে সর্ব্বদাই হয়ে যাচ্ছে, তা সব সময় খেয়াল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা সহজ নয়। আর শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে খেয়াল ক'রে জপ করার চেষ্টা করতে গেলে জপ ঠিক হয়ও না। যাঁরা শ্বাস ও প্রশ্বাস স্পষ্টরূপে ক'রে, প্রতি শ্বাস ও প্রতি প্রশ্বাসে জপ করার চেষ্টা করেন, তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ করতে হয় এবং একবার শ্বাসের মধ্যে ২।৩ বার এবং ঐ প্রশ্বাসের মধ্যেও ২।৩ বার জপ হয়ে যায়। সুতরাং প্রতি শ্বাস ও প্রশ্বাসে একবার করে জপ তাঁর হয় না। ঠিক একবার দীর্ঘ শ্বাসের মধ্যে একবার জপ ও একবার দীর্ঘ প্রশ্বাসের মধ্যে একবার জপ করলে আসনে বসে জপই হতে পারে, তাতে জপও খুব কম হয়। কিন্তু চলতে ফিরতে খেতে শুতে—অন্য কাজ করতে করতে সব সময়ে জপে তা সম্ভব হয় না। এজন্য শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ যে বলা হয়, তার অর্থ হল সব সময়ে একটির পর একটি অবিচ্ছেদে মন্ত্র জপ। তাকে অজপা জপও বলে।

আসনে বসেও শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য না ক'রে, একটির পর একটি অবিচ্ছেদে জপ করাই ভাল।

১০৩। প্রশ্ন। নাম জপ করলে প্রারব্ধের ভোগ দূর হয় কি ?

উত্তর। নাম জপ করলে বহুপ্রকার অনর্থ দূরীভূত হয় সত্য, কিন্তু প্রারব্ধের ভোগ যায় না, তবে প্রারব্ধের লাঘব হতে পারে। যে কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য এ দেহটা গঠিত হয়েছে তাকে প্রারব্ধ বলে।

১০৪। প্রশ্ন। সংসারের কর্ম্মচক্রে ঘুরতে ঘুরতে ভগবান্‌কে ডাকবার অবকাশ পাই না। নিয়মিত ধ্যান জপ করব কখন, আর তাঁর অনুভবই বা কি করে হবে ?

উত্তর। শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা বলতেন,—"মন্‌মে ধ্যান, হাত্‌মে কাম, মুখ্‌মে রাম"—এতে অবসরের প্রয়োজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। অভ্যাস করলে হয়ে যায়। সকলের মধ্যেই ভগবান্ আছেন। একটু বিচার করলেই দেখতে পাবেন যে, এই দেহ নশ্বর, ইহা নষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে যে এক আত্মা আছেন, তিনিই নিত্য। তিনি আছেন বলে কথা বলতে পারেন, শুনতে পান, ইত্যাদি। তিনি যদি এখনই এই দেহ হতে বের হয়ে যান, তাহলে এই দেহটা পচে মাটিতে মিশে যাবে বা আগুনে পুড়িয়ে দিলে ভস্ম হয়ে যাবে। এইরূপ সকলের দেহের মধ্যে তিনিই আছেন; তিনি যদি একসঙ্গে বাড়ীর সকলের ভিতর থেকে এখনই বের হয়ে যান, তাহলে সব শরীরগুলার অবস্থাই এইরূপ হবে, কারও সঙ্গে কারও কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তেমনি এই বিশ্বের প্রত্যেকের মধ্যে থেকে যদি একসঙ্গে এই আত্মা বের হয়ে যান, তাহলে মহাপ্রলয় হয়ে যাবে। এই আত্মাই ভগবান্। এইরূপে প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখতে অভ্যাস করলে, ক্রমশঃ ভগবান্‌কে স্পষ্টরূপে দেখতে পাবেন; তখন সকলের প্রতি প্রেম প্রীতি স্বতঃই আসবে। কারণ আত্মা হতে প্রিয় আর কিছুই নেই; তিনিই সকলের একমাত্র প্রিয়। সেই আত্মার সম্বন্ধেই সকলে প্রিয় হন।

১০৫। প্রশ্ন। জপধ্যানে মন স্থির করার উপায় কি?

উত্তর। মন স্থির করার সম্বন্ধে ভগবান্ গীতাতেই বলেছেন,—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" কেবল অভ্যাস দ্বারা মনকে স্থির করা যায় না বলে, বৈরাগ্যের বিশেষ প্রয়োজন বলেছেন। কেন বৈরাগ্যের প্রয়োজন বলেছেন, সেটা ভাল করে বুঝা দরকার। মন স্বভাবতঃ যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, বিষয়ের প্রতি আসক্তিই তার কারণ। সুতরাং বিষয়ের প্রতি যার যত আসক্তি বেশী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার তত মন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় এবং সেইজন্য মনও ততই চঞ্চল হয়। অতএব মনের সেই চাঞ্চল্য দূর করতে হলে, ঐ আসক্তিকে দূর করতে হবে। যত আসক্তি কম হতে থাকবে, ততই মনের চাঞ্চল্য কম হতে থাকে। যার বিষয়ের প্রতি যত বেশী বৈরাগ্য আসবে, তার ততই বিষয়ের প্রতি আসক্তি কম হতে থাকবে। কিন্তু বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আনা ত সহজ নয়? বৈরাগ্য আনার জন্য জাগতিক পদার্থ যে নশ্বর, ইহার কোনটিই যে চিরস্থায়ী নয়, এই বিচারের সহিত বৈরাগ্যের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করতে হবে। এইরূপ করলেই ধীরে ধীরে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসতে থাকে; সুতরাং আসক্তিও কম হতে থাকে এবং তখনই মনের চাঞ্চল্য কম হতে থাকে। যখন ঐরূপ বিচারের সহিত অভ্যাসের দ্বারা বিষয়ের অনিত্যত্ব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান হয় এবং তজ্জন্য তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বৈরাগ্য আসে, তখন আর মন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় না, সুতরাং মনের চাঞ্চল্যও কম হয়ে যায়। ইহাই মন স্থির করার উপায়।

১০৬। **প্রশ্ন।** নামজপাদির জন্য আসনে বসলে, এক একদিন আসন হতে উঠে যেতে ইচ্ছা হয়, কিছুতেই জপে মন বসে না, আনন্দও আসে না—এইরূপ মনে হয় কেন এবং এর প্রতিকারই বা কি?

উত্তর। এর কারণ চিত্তের চাঞ্চল্য এবং রজোগুণের আধিক্য। এই অবস্থায় নামে রুচি থাকে না, তাতে আনন্দ পাওয়াও যায় না। নামে রুচি না থাকলে, আনন্দ না পেলে, তখন নাম করার জন্য বসে থাকতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এ অবস্থা আসে বলে হতাশ হতে নেই। সেই অবস্থাতেও নিয়মিতরূপে আসনে বসে জপ করে যেতে হয়। যাঁরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যহ এক নিয়মে আসনে বসে জপ করার অভ্যাস করেন, তাঁদের ক্রমশঃ ঐরূপ আসনে না বসার ইচ্ছা দূর হয়ে যায়। যেমন গঙ্গায় যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কূল পর্য্যন্ত জলে পূর্ণ হয়ে যায়, আবার যখন ভাটা আসে তখন একেবারে জল কমে গিয়ে নদীর নীচে পড়ে যায়। তদ্রূপ এই শরীরের মধ্যেও সত্ত্বাদি গুণের জোয়ার ভাটা খেলে। কখনও সত্ত্ব-গুণের বৃদ্ধি হয় এবং তখন ভজনে খুব মন বসে ও খুবই আনন্দ পাওয়া যায়। যখন রজোগুণের বৃদ্ধি হয়, বিষয়ে আসক্তি কামনা বাসনা এসে চিত্তকে চঞ্চল করে, তখন ভজনে মন লাগে না, উঠে যেতে ইচ্ছা হয়। আবার যখন তমো-গুণের বৃদ্ধি হয়, তখন শরীর জড়বৎ হয়ে যায়, খুবই আলস্য আসে, নিদ্রা আসে, সুতরাং তখন আর ভজন হবে কিরূপে? কিন্তু কোন অবস্থাই স্থায়ী নয়। সাধকরা ইহা জেনে, শরীরের ধর্ম্ম ও গুণের ঐ কার্য্যকে অগ্রাহ্য ক'রে, স্থির ধীর ভাবে নিয়মিতরূপে সাধন ভজন ক'রে যান ও সিদ্ধিলাভ করেন।

১০৭। প্রশ্ন। প্রণব ও বীজমন্ত্রে পার্থক্য কি?

উত্তর। প্রণবই হল মূল, তিনিই শব্দ ব্রহ্ম। পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলেছেন, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরের বাচক প্রণব। শ্রুতিতেও প্রণব জপের বিধান আছে। প্রণব হতেই বীজমন্ত্রের প্রকাশ হয়েছে। বিভিন্ন বীজযুক্ত মন্ত্রকে বিভিন্ন ঋষি সাধনা দ্বারা সিদ্ধ করেছেন এবং সেই সিদ্ধমন্ত্র সাধন ক'রে যাতে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারা যায়, তদ্রূপ শক্তি তাতে সঞ্চারিত করেছেন। এইরূপেই বিভিন্ন বীজযুক্ত মন্ত্র চ'লে এসেছে এবং সেই সেই ঋষিগণের ধারা অনুসারে, সেই সেই বীজযুক্ত মন্ত্র শিষ্যকে দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসছেন এবং তার সাধন দ্বারা শিষ্য মুক্তি লাভ করছে। বীজটিতে সম্পুর্ণ মন্ত্রটি আছে—বীজের বিস্তার হল মন্ত্রটি আর প্রণব হল বীজ ও মন্ত্রেরও মুল।

১০৮। প্রশ্ন। শাস্ত্রে যে নামাপরাধ ও সেবাপরাধের কথা বলেছেন, মন যদি সর্ব্বদা সেই অপরাধের ভয়ে ভীত থাকে, তবে তাঁতে প্রেম বা তাঁর সেবাই বা হতে পারে কিরূপে ?

উত্তর। নামাপরাধ ও সেবাপরাধের কথা মহাজনেরা যে বলেছেন, তা সাধককে সাবধান করার জন্য। নাম ও সেবা করলে অপরাধ বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা, এইরূপ মনে ক'রে ভীত হয়ে নামজপ ও সেবার কাজ ত্যাগের জন্য তাঁরা ঐরূপ বলেন নি'। যদি নামজপ ও সেবাতে এত অপরাধই হত ও তা ভগবান্ গ্রহণ করতেন, তাহলে ত তাঁর নামজপ ও সেবা ইত্যাদি কেও করতে পারতেন না ? তিনি যে পরম দয়াল ! তিনি তাঁর আশ্রিতের সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে, তাঁর নামে ও সেবাতে তার নিষ্ঠারই বৃদ্ধি করেন। যেমন মাতৃগর্ভস্থ সন্তান মাকে যে পদাঘাত করে, তার জন্য মা তার অপরাধ গ্রহণ করেন না, বরং সযত্নে গর্ভে তাকে ধারণ করেন। তদ্রূপ আমরাও তাঁর গর্ভস্থ সন্তান-সদৃশ। সুতরাং আমরা যত কিছু অপরাধ করি না কেন, তা তিনি ক্ষমাই করেন। অতএব নামাপরাধ ও সেবাপরাধের ভয়ে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। শ্রীগুরুর উপদেশ মত জপ ও সেবা করে যাবেন।

১০৯। প্রশ্ন। সংসারে আসক্ত গৃহস্থ কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিলে কি কোন ফল হয় ? পরে অন্য গুরু করার প্রয়োজন হয় কি ?

উত্তর। সংসারী কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর উপদেশ মত চললে নিশ্চয়ই ফল হয়। যদি সেই গুরুতে সাক্ষাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবদ্বুদ্ধি রেখে তাঁর ধ্যান করেন ও তাঁর উপদেশ মত চলেন, তাহলে তাতে তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। যদি তিনি আপনার জন্য অন্য গুরু প্রয়োজন বোধ করেন, তা'হলে তিনিই তা সহজে মিলিয়ে দিবেন। বাহ্যতঃ তিনি কিছু না বললেও, আভ্যন্তরিকভাবে ভগবদ্রূপে তিনি তা পূরণ করবেন। গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান ক'রে সাধন করলে, ভগবান্ স্বয়ং সেই শিষ্যের সম্বন্ধে যা করণীয় তা করে থাকেন।

১১০। প্রশ্ন। কুলগুরুর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যাক্তির পক্ষে পুনর্ব্বার অপর কা'রো নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন করা চলে কি? ভাগ্যক্রমে যদি এই ব্যক্তির সদ্‌গুরু লাভ হয়, তাহলে দ্বিতীয় বার দীক্ষায় কোনও দোষ হয় কি?

উত্তর। না, দ্বিতীয় বার সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা নিলে কোনও দোষ হয় না। শাস্ত্র বলেছেন—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যঃ গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন এক পুষ্প হতে অন্য পুষ্পে মধুর জন্য যায়, যে পর্য্যন্ত তার উদরপূর্ত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে গিয়ে মধু গ্রহণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও এক গুরুতে যদি সম্পুর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে অপর গুরুর নিকট যাবে; তাতেও তার পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি না হলে, সে অন্য গুরুর কাছে যাবে। যে পর্য্যন্ত তার সম্পুর্ণ জ্ঞান লাভ না হবে, সেই পর্য্যন্ত সে অপর গুরুর কাছে যাবে। যখন যথার্থই সদ্‌গুরু মিলবে, তখন তাঁর কৃপায় সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হবে এবং তখন আর অন্য গুরুর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। আচ্ছা! আপনিই বিবেচনা করে দেখুন, কেও এক গুরু করেছেন অথচ তাঁকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি শ্রদ্ধা হয় না বা তাঁর দেওয়া সাধন দ্বারা তিনি শান্তি না পেয়ে বরং অশান্তিতেই দগ্ধ হচ্ছেন, তখন কি তিনি সেই অশান্তিতে দগ্ধ হতে থাকবেন ? যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে শান্তি পাবেন তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবেন না ? যদি তাঁকে শান্তি লাভ করতে হয়, তাহলে তাঁকে যথার্থ শান্তিদাতা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে। আপনি আমার গুরুদেবের লেখা তাঁর গুরু শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজের এবং আমার লেখা আমার গুরুদেব শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবনী পড়েছেন ? তা না পড়ে থাকলে, পড়ে দেখবেন (অবশ্য আপনারা অনেকেই তাঁর জীবনের ঘটনা জানেন)। আমার শ্রীগুরুদেব প্রথমে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাতে শান্তি না পাওয়ায়, ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁদের সাধন করেন। তাতেও শান্তি না পাওয়ায়, যোগী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁদের যোগ সাধন করেন। তথায় অনেক কিছু ঐশ্বর্য্যও লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাতেও যথার্থ শান্তি লাভ সম্ভব নয় বলে নিশ্চিতরূপে অনুভব ক'রে, সদ্‌গুরুর জন্য ব্যাকুল হন এবং শ্রীভগবৎ কৃপায়. অভাবনীয়রূপে তিনি সদ্‌গুরু লাভ করেন এবং তারপরই তিনি পূর্ণ শান্তি লাভ ক'রে কৃতকৃত্য হয়েছেন। অতএব একবার কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নেওয়ার পর যদি সদ্‌গুরু মিলে, তাঁর নিকট দীক্ষা নিতে কোনও দোষ নেই, তা আপনি নিশ্চিত জানবেন।

১১১। প্রশ্ন। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের কোনও শক্তিই নেই, কিন্তু তাঁকে জানার, তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা আছে। আমাদের সহজজাত প্রবৃত্তি অনুযায়া যাতে সহজেই পাওয়া যায়, সেইটাই ইচ্ছা। আমার মনে হয়, আমার ভিতরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন সহজে পাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, তখন তাঁর ভিতরে সহজে দেওয়ারও নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি আছে, তা না হলে বোধহয় তাঁর সৃষ্টিবৈষম্য হয়ে যায়। যা হোক তাঁকে সহজে পাওয়ার উপায়টি কি, তা আপনার শ্রীমুখে শুনে ধন্য হতে চাই।

উত্তর। জীবের নিজের এমন কোন শক্তি নেই যে, সে নিজে নিজে কোন সাধন দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করতে পারে; গুরুকৃপাতেই লাভ করা যায়—"গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্"। অতএব শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হয়ে, তাঁতে আত্মসমর্পণ করলেই শ্রীভগবান্‌কে সহজে লাভ করা যায়।

১১২। প্রশ্ন। শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা যে বলতেন—"ভজন্ কা ঘর্ বহুত্ দূর হ্যায়্…" ইত্যাদি, তার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর। শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা যে বলেছেন—"ভজন্ কা ঘর্ বহুত্ দূর হ্যায়্, অভী তু কাম্ কর্‌তা যা"—এর ভাব বুঝলেন না? ভজন করা কি সহজ ব্যাপার? আপনারা ত সকলেই দেখছেন জপ করতে বসেন মাত্র, কিন্তু মন কোনও প্রকারেই বসে না। হাতে মালা আছে কিন্তু মন নানা স্থানে ঘুরছে—মন স্থির না হলে ভজন করবেন কি করে? এজন্য সেবার কাজে মন লাগাতে হয়। ভগবানের সেবাতে যে নিজেকে নিযুক্ত করে, তার এ সেবার দ্বারা স্বতঃই সকল সময় ভগবানের চিন্তা হয় এবং সে অন্য চিন্তা করার অবসর পায় না। ফলে তার আলস্য নিদ্রাদি (যা তমোগুণের কার্য্য তা) কম হতে থাকে, ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়ে চিত্ত নির্ম্মল হতে থাকে। যখন সেবাতে মন খুব বেশী নিবিষ্ট হয়ে যায়, তখন তার চিত্ত ভগবন্ময় হয়ে যায়, সর্ব্বত্র ভগবদ্বুদ্ধির স্ফূরণ হতে থাকে। তখনই তার ভজনে অধিকার আসে। তখন যদি সে ভজনে বসে, তাহলে

১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার অন্য চিন্তা আসে না, ধারাবাহিক ভাবে ভগবচ্চিন্তাই আসে। অধিকারী না হয়ে যদি কেহ ভজন করতে যায়, তাহলে তার ভজন ত হয়ই না, বরং তাতে কিছু ফল দেখতে না পাওয়ায়, তাতে তার অবিশ্বাস এসে যায় এবং তার ফলে ভজন সাধন সব ছেড়ে দেয়—এইরূপই দেখা যায়। এজন্য ভজনের অধিকার অর্জ্জনের জন্য প্রথমে ভগবৎ সেবারূপ কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। তার দ্বারা উক্ত প্রকারের অধিকার অর্জ্জন করতে পারলে, তখন ভজন করলে, তবে তা ফলপ্রদ হয়। ইহাই শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবার ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য।

১১৩। প্রশ্ন। গুরু কানে মন্ত্র না দিয়ে কাগজে লিখে দিলে, তা কার্য্যকরী হয় কি ? সদ্‌গুরুর সকল শিষ্যের একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপলব্ধি হয় না কেন ?

উত্তর। কাণে মন্ত্র শুনিয়ে দীক্ষা দেওয়াই নিয়ম ; তাতেই গুরুশক্তি শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কাগজে মন্ত্র লিখে দিলে সে কাজ হয় না। তবে সদ্‌গুরু কোনও বিশেষ স্থলে (কারণ তাঁরা সাধারণতঃ নিয়ম লঙ্ঘন করেন না) যদি কানে মন্ত্র না দিয়ে কাগজে লিখেও দেন এবং তিনি বলেন তার দ্বারাই দীক্ষার কাজ হয়ে যাবে, তাহলে তাতেও কাজ হতে পারে। কিন্তু সকল গুরুই তা করতে গেলে কাজ হবে না। সমর্থ সদ্‌গুরুই তা করতে পারেন। আমার কাছে যাঁরা দীক্ষা নেন, তাঁদের এই দেহাবলম্বনে আমাদের শ্রীগুরুদেবই কৃপা করেন এবং তিনিই তাঁদের গুরু, আমি নিমিত্তমাত্র।

সদ্‌গুরুর শিষ্য ঠিকমত কাজ করলেও সকল শিষ্যেরই একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপলব্ধি হয় না। আধার ভেদে কম বেশী সময় লাগে। যে পাত্র সাত্ত্বিক প্রকৃতির, তার মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু শীঘ্র উপলব্ধি হয়, যে রজোগুণী তার তদপেক্ষা অধিক সময় লাগে এবং যার তমোগুণ অধিক, তার আরও অধিক সময় লাগে। এজন্য সাধারণ ভাবে সময় নির্দ্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না, পাত্র অনুসারে ইহার তারতম্য হয়। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলেছেন—"সদ্‌গুরুর শিষ্যদের মুক্তিলাভের তিন জন্ম পর্য্যন্ত শেষ সীমা। পাত্রের তারতম্যানুসারে কেও একই জন্মে, কেও বা দু' জন্মে, কেও বা তিন জন্মে মুক্তিলাভ করবে, কিন্তু তিন জন্মের অধিক নহে।"

১১৪। **প্রশ্ন**। অনাহত ধ্বনি কি করে প্রকাশ পায় এবং সেই ধ্বনি কিরূপে শুনা যায়?

উত্তর। অনাহত ধ্বনির জন্য অনেক সাধক দুই কানে দু'টি কাঠের ছিপি তৈয়ার ক'রে কানে ঝুলিয়ে রেখে দেন। সাধনে বসার সময় ঐ ছিপির দ্বারা কানের ছিদ্র বন্ধ ক'রে দিয়ে ঐ অনাহত ধ্বনি শুনেন। অনেক রকম শব্দ প্রথমে শুনা গেলেও, ঐরূপ যাঁরা সাধন করেন, তাঁদের নিকট ক্রমশঃ ঐ অনাহত ধ্বনি প্রকাশ পায়। তখন অন্য শব্দ আর শুনা যায় না। ইষ্টমন্ত্র বা প্রণবও অনাহত ধ্বনিরূপে শুনা যেতে পারে, আর সেরূপ বিশেষ ধ্বনি না শুনে নির্বিশেষ রূপেও অনাহত ধ্বনি শুনা যেতে পারে। সেটা সাধকের ধ্যানের উপর নির্ভর করে। তিনি যেরূপ অনাহত ধ্বনি শুনার জন্য সাধন করবেন, সেইরূপ ধ্বনিই শুনতে পাবেন।

১১৫। **প্রশ্ন**। মন্ত্র জপ কোন্ কোন্ সময় ও কত সংখ্যা করা প্রয়োজন?

উত্তর। তোমার সময় যতটুকু হবে, সেই সময়টুকুই জপ করবে কিন্তু সংখ্যা প্রত্যহ এক রাখবে। যে সংখ্যা জপ করার নিয়ম করবে, সেই সংখ্যার কম কোনও দিন জপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবে না। কোনও দিন সময় বেশী পেলে, বেশী জপ করতে পার। ছ'বেলা এইরূপ নিয়মিত জপ ত করবেই, তা ছাড়া অন্য সব সময়ে মনে মনে জপ করতে চেষ্টা করবে।

১১৬। প্রশ্ন। জপের নিয়ম কি?

উত্তর। তোমার যেটুকু সামর্থ্য সেইটুকু জপ করবে, সামর্থ্যের বেশী কেউ করতে পারে না। বেশী জপ করতে পার না বলে কোনও দুঃখ রাখবে না। তবে কাজকর্ম্ম করার সময়ও মনে মনে জপ করতে অভ্যাস করবে, তাহলে এর দ্বারা তোমার বহু কল্যাণ হবে। আর ধীরে ধীরে সব হবে, এজন্য ব্যস্ত হবে না। শ্রীভগবানের উপর ও শ্রীগুরুর উপর যত নির্ভর করতে অভ্যাস করবে, ততই ভজনে মন বসবে, মনের চাঞ্চল্য কমবে এবং অশান্তিও কমবে। সব সময়ে ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতে চেষ্টা করবে। কোন চিন্তা করবে না—ধীরে ধীরে সব হবে। শ্রীভগবান্ তোমাকে তাঁর দাসী ক'রে নিয়েছেন, তিনি তোমার পরম কল্যাণ করবেন, এতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই।

১১৭। প্রশ্ন। আমার ছেলেরা সব সময় দোকানের কাজে ব্যস্ত থাকে—নাম করার সময় পায় না—এই অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?

উত্তর। ছুইবেলা যেন ছেলেরা নিয়মিত নাম জপ করে আর দোকানের কাজ বা অন্য যে কোনও কাজ যখন করে, সেই কাজ করার সময়ও যেন মনে মনে নাম জপ করে। কিছুকাল চেষ্টা ক'রে একবার অভ্যাস ক'রে ফেলতে পারলে, তখন বিনা চেষ্টাতে নিজের থেকে নাম জপ হতে থাকবে। এতে অবহেলা কখনও করে না যেন।

১১৮। প্রশ্ন। কুলগুরুর কাছে দীক্ষা লাভের পর, আমি স্বপ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেবের দর্শন ও তাঁর কাছে নাম পেয়েছি, সুতরাং এখন দীক্ষামন্ত্র ও নামের মধ্যে কোন্‌টি জপ করব ?

উত্তর। স্বপ্নে মহাপুরুষের দর্শন, ইষ্টের দর্শন এ সবই সত্য। প্রথমে আমার বাবাজী মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন ক'রে, তাঁকেই আবার যে মহাবীররূপে দর্শন করেছেন, এতে বুঝতে হবে যে, তিনি মহাবীরজী হতে অভিন্ন। এজন্য তিনি সর্ব্বরূপেই দর্শন দিতে পারেন। আমার বাবাজী মহারাজ আপনাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে, আপনাকে যে নাম দিয়ে জপ করলে কল্যাণ হবে বলেছেন, সেই নাম নিয়মিত রূপে জপ করছেন কি ? না, আপনি কুলগুরুর কাছে যে মন্ত্র পেয়েছেন তাই জপ করেন, অথবা উভয়ই জপ করেন ? আপনার কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নেওয়ার বহু পরে যখন এই নাম দিয়েছেন, তখন এই নামটি করার প্রয়োজন বলেই ত স্বপ্নে তা আপনাকে দিয়েছেন ? তবে আপনার ইচ্ছা হলে কুলগুরুর দেওরা মন্ত্র জপ করলে অন্য কিছু বাধা নেই, কিন্তু দু'টিকে ধরলে কোনও একটিতে নিষ্ঠা হয় না, তাতে দু' নৌকায় পা দেওয়ার মত হয়। এজন্য একটিকে ধরলে ভাল বলে আমার মনে হয়। অবশ্য স্বপ্নে দেওয়া নাম করলেই সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেহধারী মনুষ্যগুরুর কাছে মন্ত্র নিলেই, তা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হয়। এই বিষয়ে পত্রাবলীর ১ম খণ্ডে ৩৩ সংখ্যক পত্রের ২নং প্রশ্নের উত্তরে বাবাজী মহারাজ লিখেছেন, "স্বপ্নে অনেক সময় দেবতারা (বা ঋষিরা) মন্ত্র দান করিয়া থাকেন, এইরূপ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে ; কিন্তু ইহাও শাস্ত্রের ব্যবস্থা যে, স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র পুনরায় মনুষ্য গুরু হইতে গ্রহণ করিবে।..."

১১৯। প্রশ্ন। বাড়ীতে নানা কারণে ভজন ভাল হয় না ; কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ স্থানে থেকে ভজন করলে, ভাল ভজন হবে বলে মনে হয়, তা কি ঠিক? আর আমি এমনই অযোগ্য যে, গুরুতে বিশ্বাস হয় না, কিরূপে গুরুতে বিশ্বাস হবে?

উত্তর। স্থানবিশেষে থেকে ভজন করার চিন্তা ছেড়ে দিন। যে কোন বিশেষ স্থানে থাকলেই যে ভজন ভাল হয়, তা নয়। এরূপ চিন্তা ক'রে মনকে বৃথা চঞ্চল করবেন না। বাড়ীতে বসে শান্ত চিত্তে ভজন করলেই আপনার তাতে ভাল হবে। 'অমুক স্থানে থেকে ভজন করলে ভাল হবে' এরূপ দূর থেকে মনে হয়। তাতে বহু বাধা বিঘ্ন আসে এবং অনেক প্রকারে অনেককে ঠকৃতেও হয়। অনেক প্রতারক জুটে যায়, চোর ডাকাত পিছনে পড়ে, অনেক প্রকার রোগেরও ভয় থাকে। অতএব আপনি এসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, শ্রীগুরুর কৃপার উপর নির্ভর ক'রে বাড়ীতে বসে শান্ত ও প্রসন্ন চিত্তে ভজন করুন, তাতেই গুরু কৃপায় আপনার সব হয়ে যাবে।

গুরুতে বিশ্বাস হয় না বলেছেন, কিন্তু ভোলাগিরি মহারাজ যে সদ্‌গুরু তা'ত বিশ্বাস আছে? ওরূপ গুরু লাভ ক'রে অবিশ্বাস করেন কেন? যে গুরু সমর্থ, শিষ্যের যতই অযোগ্যতা থাকুক না কেন, তিনি তাকে টেনে পার করে নেবেন। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

১২০। প্রশ্ন। আমরা সকলের দোষ দর্শনই ক'রে থাকি এবং দুঃখ, বিপদ, নিন্দা ইত্যাদি এলে বিচলিত হয়ে পড়ি, তাতে সাধনের খুবই বিঘ্ন হয়; তার প্রতিকার কি?

উত্তর। আমাদের সমস্ত মলিনতা ধুয়ে নির্ম্মল করবার জন্য তিনি দণ্ড বিধান করেন। অতএব আমরা যাকে দোষ বলি, পরিণামে তার দ্বারা কল্যাণই হয়। এইজন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, দোষ দর্শনই দোষ, সমদর্শনই গুণ। এই কারণে যা দোষ বলে মনে হয়, তা সমস্তই ভগবল্লীলা। ভগবানই নানারূপে নানাভাবে লীলা করছেন, এইরূপ দেখবার সাধন আমাদের করতে হবে। স্তুতি নিন্দা, মান অপমান, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ ইত্যাদিতে সমবুদ্ধি ত সহজে হয় না? তার জন্য কঠোর সাধন করতে হবে।

যদি নিন্দা, অপমান, বিপদ্, দুঃখ, পরাজয়, লোভ, ক্ষতি ইত্যাদি মোটেই না আসে, কেবল স্তুতি, মান, সম্পদ্, সুখ, জয়, লাভ ইত্যাদিই আসে, তাহলে সমবুদ্ধির সাধন কি করে হবে? এইজন্য উভয়ই প্রবল ভাবে আসা চাই।

ঐসব বিরুদ্ধ অবস্থা এলে সমবুদ্ধি সাধনের সুযোগই মিলে, সুতরাং তাকে ভগবৎ কৃপা বলেই মনে করতে হবে এবং এই অবস্থায় বিচলিত না হয়ে, প্রসন্নচিত্তে ঐ সাধন ক'রে যেতে হবে। যাঁ'দিগকে উপলক্ষ্য করে নিন্দা, অপমানাদি আসবে, তাঁরা শ্রীভগবৎ সাধনের সহায়ক জেনে, তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে, তাঁদের কল্যাণেচ্ছাই করতে হবে। ইহা ভিন্ন তত্ত্বের দিক হতে দেখলে তাঁরাও ত ভগবানেরই রূপ। ভগবানই এই সমস্ত রূপে, নানা ঘটনা অবলম্বন ক'রে, লীলা করছেন? 'আমার অন্তরকে নির্ম্মল করবার জন্য তিনি এই নানারূপে এইরূপ ঘটনা ঘটাচ্ছেন'— এই ধারণা ক'রে দৃঢ়রূপে এইরূপ সাধন করলে, জীবন অমৃতময় হয়ে যায়। এইভাবে যিনিই চলেন, ভগবান তাঁর সমস্ত দুঃখ দূর ক'রে তাঁর নিকট নিজ সচ্চিদানন্দময় রূপ প্রকাশ করেন। তিনিও সচ্চিদানন্দময় হয়ে যান।

১২১। প্রশ্ন। শুদ্ধা বা অবিমিশ্রা ভক্তি কা'কে বলে? তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপে লাভ হয়? জ্ঞান ব্যতিরেকে, মাত্র শুদ্ধ ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা কি সম্পূর্ণ ভগবদ্ কৃপা লাভ করা যায়?

উত্তর। যে অবস্থায় ভগবান্ বা ভগবদভিন্ন গুরু ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রতি কোনও প্রকার আসক্তি থাকে না—কেবল শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুতেই চিত্ত সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়, তাঁদের ছাড়া আর কিছুতেই মন যায় না, তদ্‌গত প্রাণ হয়ে যায়, তখনই তাকে শুদ্ধা বা অবিমিশ্রা ভক্তি বলে। গুরূপদিষ্ট পথে চলতে চলতেই তা লাভ হয়। তবে তাতে সময় লাগে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয় এবং যখন উক্ত প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখনই হয়। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও থাকা চাই; জ্ঞানহীন ভক্তি হয় না। যার সম্বন্ধে জ্ঞান না হয় তার সম্বন্ধে ভক্তি হবে কি করে? যেমন যদি কোনও পুরুষে তোমার জ্ঞান হয় যে, ইনি মহৎ, এঁর অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তাহলে তাঁর প্রতি স্বভাবতঃই মাথা নত হয়ে যায়। যেমন মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বসু প্রভৃতির প্রতি জনসাধারণের স্বতঃই তা হয়, তেমনই ভগবান্ সর্ব্ব-শক্তিমান্, এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, ভক্তবৎসল, মুক্তিদাতা ইত্যাদি জ্ঞান হলে, স্বভাবতঃ তাঁর প্রতি ভক্তি হয়। গুরুর নিকট তাঁর সম্বন্ধে এই সব উপদেশ শুনে যে জ্ঞান হয়, তার দ্বারাই প্রথমে তাঁর প্রতি আকর্ষণ হয়, এবং ক্রমশঃ তাঁর অনুশীলন ধ্যানধারণা করতে করতে ঐ জ্ঞান যত দৃঢ় হয় ভক্তিও ততই দৃঢ় হয়। জ্ঞান বিনা ভক্তি হয় না।

১২২। প্রশ্ন। ভগবদ্‌ভজনের কোন্ স্তরে ঈশ্বরানুভূতি হয়?

উত্তর। শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবনীতে দেখবেন, তাতে আছে—সাধকের ক্রমশঃ সাতটি ভূমি লাভ হয়। তৃতীয় ভূমিতে সর্ব্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি হয়। ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরানুভূতি। এই তৃতীয় ভূমিটি এইরূপ—তাতে বলছেন —"হাম্ মেঁ ঔর জগৎ মেঁ এক ব্রহ্ম বৈঠে হ্যঁায়—।" এই তৃতীয় ভূমি যিনি লাভ করেন, তাঁর আর পতন হয় না, তিনি ক্রমশঃ অন্য ৪টি ভূমি লাভ করেন। তবে এই দেহ সপ্তম ভূমি পর্য্যন্ত লাভ করেছেন এমন পুরুষ বিরল।

১২৩। প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণ কি পূর্ণব্রহ্ম? তাঁর উপাসনা করলে কি পরাগতি লাভ করা যায়? শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার উপাসনা কেন করা হয়? শুধু শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা যায় কি না?

উত্তর। "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" (গীতা ৯।৩৪) ইত্যাদি বাক্যে তিনি তাঁরই ভক্ত হতে, তন্মনা হতে, তাঁরই যজনা করতে শ্রীভগবান্ বলেছেন; তাতে তিনি যে পূর্ণব্রহ্ম এবং তাঁর জীবগণকে উদ্ধার করার পূর্ণ শক্তি আছে, অতএব তাঁতে আত্মসমর্পণ করলে নিশ্চয়ই পরাগতি দিবেন, তাই বুঝায়। সুতরাং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করাই জীবগণের কর্ত্তব্য।

শ্রীরাধাকে সঙ্গে (বাম পার্শ্বে) রেখে উপাসনা না ক'রে কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করতে পারেন না, এমন ত নয়? তবে শক্তির সহিত শক্তিমানের উপাসনা করলে, সাধকের সাধনাতে অনেক সাহায্য মিলে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাতে প্রসন্ন হন। তাছাড়া স্ত্রীমূর্ত্তির ভগবদ্রূপে ধ্যান করার ফলে জগতের সব স্ত্রীলোকের প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধি স্ফুরিত হয় এবং কাম ভাব স্বতঃই বিদূরিত হয়। এইজন্য যুগলমূর্ত্তি ধ্যান করার উপদেশ আচার্য্যগণ করেছেন। কিন্তু কেও যদি যুগলমূর্ত্তির উপাসনা না ক'রে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাহলেও তিনি পরাগতি লাভ করেন; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২৪। প্রশ্ন। শাক্ত ও বৈষ্ণব—কোন্ গুরুর আশ্রয় নেব? বৈষ্ণব গুরু কি আমাকে শক্তি মন্ত্র দিবেন?

উত্তর। শাক্তগুরু ও বৈষ্ণবগুরুর মধ্যে কোন্ গুরু করবেন এবং বৈষ্ণব গুরু শক্তিমন্ত্র দিবেন কি না—আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে বলছি যে, যদি সমর্থ শাক্তগুরু আপনি পান, তবে তাঁর কাছেই আপনি শক্তিমন্ত্র নিতে পারেন। তেমন সমর্থ বৈষ্ণব গুরুর কাছে যদি আপনি তা' চান, তবে সেই মন্ত্র তিনি দিবেন কি না, সেটা তাঁর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। তিনি শক্তিমন্ত্র দিতেও পারেন, না দিতেও পারেন। গুরুর শরণ যে গ্রহণ করে, তা'র নিজের কিছু ইচ্ছা থাকলে চলবে না। গুরুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হয়। চিকিৎসক যেমন রোগী যা চায় (পায়স ইত্যাদি) তাই দেন না, রোগীর রোগ যাতে সেরে যায় সেই তিক্ত ঔষধই দেন, তদ্রূপ গুরুও শিষ্যের যা প্রার্থনা তাই দেন না; শিষ্যের পক্ষে যা কল্যাণকর, তিনি তাই দেন। অতএব আপনি শাক্তগুরুরই আশ্রয় নেন বা বৈষ্ণব গুরুর আশ্রয় নেন, প্রথমে সম্পূর্ণরূপে নিজের বিচার ত্যাগ ক'রে তাঁর ওপর ছেড়ে দিয়ে দিতে হবে। সুতরাং শক্তিমন্ত্র নেওয়া বা না নেওয়া বিষয়েও আপনার বিচার রাখলে চলবে না। আসল কথা প্রথমে সেইরূপ গুরুর অনুসন্ধান ক'রে যদি তাঁকে পাওয়া যায়, তখন সর্ব্বপ্রকার নিজ বিচার ত্যাগ ক'রে তাঁতে আত্মসমর্পণ করবেন। তারপর আপনার পক্ষে যা কল্যাণকর, গুরু তাই করবেন। তখন আপনার সর্ব্বপ্রকার বিচারের অবসান ক'রে দিতে হবে এবং গুরু আপনাকে যেরূপ উপদেশ করবেন, তাই আপনাকে পালন করতে হবে।

১২৫। প্রশ্ন। শ্রুতি বলেছেন—"নায়মাত্মা ত্বরমানেন লভ্যঃ", এইটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝতে পারলেও, সাধনার পথে তাঁর ছোঁয়া অন্তরে লাগেনা বলে মাঝে মাঝে ঘোর নৈরাশ্য ও হতাশায় মন ভেঙ্গে পড়ে। এই অবস্থায় করণীয় কি?

উত্তর। ভগবান্ যে সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন তাই করেন, এই জ্ঞান যাদের না থাকে, তাদের নৈরাশ্য ও হতাশা আসে। যিনি জানেন তাঁর যখন যেটি প্রয়োজন, ভগবান্ তা সময় মত করবেন, ব্যস্ততা, নৈরাশ্য বা হতাশা তাঁর আসে না। তিনি সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে থাকেন। 'শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, পরম কল্যাণময়—আমার জন্য যা করবার তিনিই করবেন', এই বিশ্বাস যদি হয়, তাহলে তাঁর এরকম ভাবে ব্যস্ততা, নৈরাশ্য বা হতাশা আসবে কেন? এই বিশ্বাসের অভাবের জন্য ব্যস্ততা, নৈরাশ্য বা হতাশা আসে। "শ্রীগুরুকে আমি আত্মসমর্পণ করেছি, তিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন এবং ভগবানের দাস করে দিয়েছেন, আমার আর চিন্তার কিছু নাই। যা করবার তিনি করবেন" —এইভাবে যিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে থাকেন, তিনি ব্যস্ত, নিরাশ বা হতাশ হন না। যখন যেটা করবার উপযুক্ত সময় হবে, তখনই তিনি সেটা করবেন। ব্যস্ত হলেই ত হবেনা? ব্যস্ত হলেই বুঝতে হবে যে, ভগবানের নিয়ন্তৃত্বে বিশ্বাস নেই বা তাঁর উপর নির্ভরতা নেই। বিশ্বাস ও নির্ভরতা নেই বলেই ব্যস্ততা আসে। যে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে থাকতে পারে, তার কোনও ব্যস্ততা আসে না এবং নিজের ইচ্ছার অপূর্ণতা হেতু নৈরাশ্য ও হতাশ ভাবও আসেনা।

১২৬। প্রশ্ন। গুরুকরণ ভিন্ন শুধু ভজনের দ্বারা ঈশ্বরলাভ করা যায় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। নিজে নিজে সাধন-ভজন করলে তাও বৃথা যায় না, তাতেও অনেক কাজ হয়, কিন্তু ঈশ্বর লাভ করা যায় না; কেবল গুরু কৃপাতেই তাঁকে লাভ করা যায়।

১২৭। প্রশ্ন। বৈষ্ণব হয়ে কি শ্রীশ্রীশিবজীর পূজা করা যায়? শিবলিঙ্গের উপরে নিবেদিত প্রসাদ কি আমরা গ্রহণ করতে পারি?

উত্তর। শাস্ত্রে আছে "সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ"। সমস্ত দেবতাই তোমার আরাধ্য দেবতার অঙ্গীভূত জানবে। শ্রীশ্রীশিবজী হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব, তাঁর পূজা করা মঙ্গলজনক। শিবলিঙ্গের উপরে নিবেদিত প্রসাদ আমাদের গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, তবে সেই প্রসাদকে অবজ্ঞা করবে না। প্রসাদকে মর্য্যাদার সহিত প্রণাম ক'রে, মনে মনে বলবে,—'আমি এই প্রসাদ গ্রহণে উপযুক্ত নই বলে নিতে পারলাম না'।

শিবলিঙ্গের সম্মুখে অর্থাৎ, লিঙ্গ স্পর্শ না ক'রে, যদি ইষ্টমন্ত্র দ্বারা কিছু নিবেদন কর, তাহলে সেই প্রসাদ পেতে কোন আপত্তি নেই জানবে।

১২৮। প্রশ্ন। অসুস্থ অবস্থায় ভজনের সময় মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে বসতে পারি না—তার জন্য মনে শান্তিও পাই না—এর উপায় কি?

উত্তর। ভজনের সময় এখন তোমার (অসুস্থতার জন্য) মেরুদণ্ড খাড়া করে বসার প্রয়োজন নেই। আগে শরীরটা ভালরূপ সুস্থ কর। শরীরের অসুস্থ অবস্থায় জোর ক'রে বেশী কিছু করতে গেলে আরও খারাপ হবে। তাতে ভগবৎ কৃপা লাভে বিলম্ব হবে। তোমার ভজনের জন্য কোনও চিন্তার কারণ নেই। শ্রীভগবান্ তোমাকে গ্রহণ করেছেন, তুমি তাঁর দাসী হয়ে গেছ—এখন চিন্তার কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে ? তিনি তোমার সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করবার করবেন। শ্রীভগবানের উপর সব ছেড়ে দিয়ে, তাঁর উপর নির্ভর ক'রে, সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতে অভ্যাস করবে। তাহলেই তুমি ক্রমশঃ শান্তিলাভ করতে পারবে।

১২৯। প্রশ্ন। যখন মা'কে ডাকি, তখন মন এত চঞ্চল হয়ে উঠে যে, তখন এক রকম কুচিন্তা আমার মনের মধ্যে উপস্থিত হয় ; সেজন্য তখন আর মাকে ডাকতে পারি না। এই কুচিন্তা মন থেকে কি করে তাড়াব, আমাকে আপনি সেই পথ বলে দিন।

উত্তর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হেতু মা'কে ডাকার সময় মন চঞ্চল হয়ে উঠে এবং কুচিন্তা এসে উপস্থিত হয়। যতটা মা'র প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পাবে ও মন সত্ত্বভাবাপন্ন হবে ততটাই কুচিন্তা বা বাজে চিন্তা কমতে থাকবে। এইজন্য সাত্ত্বিক আহার ও সাধুসঙ্গ করতে পারলে ভাল। তবে সাধুসঙ্গ সব সময় সর্ব্বত্র পাওয়া সম্ভব হয় না, সেইজন্য মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করতে পারেন, তাতেই সাধুসঙ্গের মত কাজ হয়।

১৩০। প্রশ্ন। আবার যখন মন প্রাণ দিয়ে মা'কে ডাকতে থাকি, তখন আপনা হতে চোখ দিয়ে জল আসে। কেন আসে ?

উত্তর। মা'র প্রতি কাতরতা ও ভক্তিভাব আসাতেই এইরূপ চোখ দিয়ে জল আসে।

১৩১। প্রশ্ন। সর্ব্বঘটে ভগবদ্বুদ্ধি কি ভাবে স্থিতি লাভ করবে ?

উত্তর। যত সর্ব্বঘটে ভগবদ্বুদ্ধি আসতে থাকবে, ততই "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতাণাং মৈত্রঃ করুণ এব চ, নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃক্ষমী" (গীতা ১২।১৩), এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হতে থাকবে। সর্ব্বভূতে ভগবদ্বুদ্ধির অভ্যাস করতে থাকলে, শ্রীগুরুর কৃপায় ক্রমশঃ ঐ বুদ্ধির গভীরতা আসতে আসতে শেষে তাতে স্থিতি লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩২। প্রশ্ন। (১) যে অনুভূতি এক সময়ে লাভ হত বলে মনে হয়, তা বা তদপেক্ষা ভাল অনুভূতি আবার আমার লাভের সম্ভাবনা আছে কি? থাকলে কতকাল পরে? (২) কানে কানে অনেক কথা কে যেন বলে দিত; সংস্কৃত শ্লোক পর্য্যন্ত আসত। এখন আর আসে না কেন?

উত্তর। (১) সাধকের পক্ষে কি অনুভূতি পূর্ব্বে হয়েছিল অথবা অদপেক্ষা ভাল অনুভূতি হতে পারে কি না, এসব দিকে লক্ষ্য না করাই ভাল। সাধক সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে, ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে অভ্যাস করবেন। তিনি যখন যে অবস্থায় সাধককে রাখবেন, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

আপনাকেও আমি এরূপ করতে বলি। যে কোন অবস্থাই আসে আসুক, না আসে না আসুক, আপনি ও দিকে লক্ষ্য করতে যাবেন না। শ্রীভগবানের উপর সব ছেড়ে দিতে অভ্যাস করুন। তাহলে সাধনের চরম অবস্থা স্বতঃই লাভ হবে। আত্মসমর্পণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

(২) ২নং প্রশ্নের উত্তর (১) নং উত্তরের মত!

১৩৩। প্রশ্ন। শ্রাদ্ধতিথি একাদশীব্রত দিনে পড়লে, বৈষ্ণবগণ সেই একাদশীব্রতের দিনই কি শ্রাদ্ধ করবেন? অথবা অন্য কোন দিন করবেন? এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধান কি? বঙ্গদেশে বৈষ্ণবগণ ঐরূপ স্থলে স্মার্ত্তমতেই একাদশীব্রতের দিন শ্রাদ্ধ করে থাকেন। আমাদের বৈষ্ণবমতে এরূপ করা অবৈধ বলেই আমার ধারণা। আপনার কাছ থেকে এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধি জানতে পারলে আমিও উপকৃত হব, যাঁরা আমার মত অজ্ঞ, তাঁরাও উপকৃত হবেন। অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ ক'রে, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধি উপদেশ করলে ভাল হয়।

উত্তর। একাদশীব্রতের দিন শ্রাদ্ধ করা বৈষ্ণবমতে অবৈধ, ইহা ঠিকই। এই বিষয় শাস্ত্রীয় বচন সহ বিধিব্যবস্থা আমি বলছি।

১। "একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥"

(স্বধর্ম্মামৃতসিন্ধু বৈষ্ণবধর্ম্মসুরদ্রুমমঞ্জরী ও হরিভক্তিবিলাস ধৃত পদ্মপুরাণ বচন)

অর্থাৎ নিত্য একাদশী উপবাস ও নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধ এই উভয় যদি একই দিন পড়ে, তাহলে একাদশীর উপবাস ঐদিন করবে আর নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতে করবে।

২। "একাদশ্যাং যদা রাম! শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনং তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥"

(ঐ ধৃত পদ্মপুরাণ বচন)

অর্থাৎ হে রাম! যদি একাদশী তিথিতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ পড়ে, তাহলে ঐদিন পরিত্যাগ ক'রে দ্বাদশীর দিন শ্রাদ্ধ করবে।

৩। "একাদশ্যাং তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতাহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাস দিনে ক্বচিৎ।
গর্হিতান্নঞ্চ নাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকশঃ॥"

(ঐ ধৃত পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড বচন)

অর্থাৎ একাদশী মাতা বা পিতার মৃত্যু তিথি হলে, দ্বাদশীর দিন পিণ্ডাদি দিবেন, উপবাসের দিন কখনও দিবেন না। কারণ ঐদিন অন্ন দুষিত বলে পিতৃগণ ও দেবগণ তা ভক্ষণ করেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। যে কুর্ব্বন্তি মহিপাল! শ্রাদ্ধমেকাদশী দিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥
(ঐ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বচন)

অর্থাৎ হে মহীপাল! একাশী দিনে শ্রাদ্ধ করলে (শ্রাদ্ধসম্পর্কীয়) তিন জনই অর্থাৎ দাতা (শ্রাদ্ধকর্ত্তা), (শ্রাদ্ধান্ন) ভোক্তা ও পরলোকগত মাতা বা পিতা ইত্যাদি সকলেই নরকগামী হন।

উপরোক্ত বচনগুলিতে শাস্ত্র এই উপদেশ করেছেন যে, মৃত্যুতিথি হলেও একাদশীব্রতের দিন শ্রাদ্ধ না ক'রে, একাদশীর উপবাস করবে। শ্রাদ্ধ দ্বাদশীর দিন করবে।

কিন্তু এতে প্রশ্ন উঠে যে, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে দশমীর দ্বারা একাদশী তিথি বিদ্ধা হলে অথবা দ্বাদশীর দিন মহাদ্বাদশী হলে, একাদশী তিথি ত্যাগ ক'রে দ্বাদশীর দিন উপবাস যে করা হয়, সেইস্থলে উপরোক্ত বচনসকল অনুসারে এই দ্বাদশীর দিনই কি শ্রাদ্ধ করতে হবে?

এর উত্তর এই যে—ঐ স্থলে দ্বাদশীর দিন উপবাস করা হয় বলে, ঐদিন শ্রাদ্ধ করা যাবে না। কারণ উপরোক্ত তৃতীয় বচনটিতে স্পষ্টই উক্ত হয়েছে যে,—"নোপবাসদিনে ক্বচিৎ" (উপবাসের দিন কখনও পিণ্ডাদি দিবে না)। এতেও প্রশ্ন ওঠে যে, এস্থলে একাদশী তিথির দিন উপবাস না হওয়ায়, ঐ একাদশী তিথির দিনই শ্রাদ্ধ করা যাবে কি?

তার উত্তর এই যে—হাঁ! ঐ একাদশী তিথির দিন উপবাস না হওয়ায়, ঐদিনই শ্রাদ্ধ করতে হবে।

এখানে আর একটি প্রশ্ন ওঠে যে—
"উপবাসো যদা নিত্যঃ শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদাঘ্রায় পিতৃসেবিতম্॥"
(স্বধর্ম্মামৃতসিন্ধু ও বৈষ্ণবধর্ম্মসুরদ্রুমমঞ্জরীধৃত বরাহপুরাণ বচন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যখন নিত্য উপবাস ও নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ একই দিন পড়ে, তখন (ঐ উপবাসের দিনই শ্রাদ্ধ ক'রে) পিতৃসেবিত পিণ্ডের আঘ্রাণ নিয়ে উপবাস করবে। এই বরাহপুরাণের বচনে একাদশী ব্রতের দিন পিণ্ড আঘ্রাণ ক'রে উপবাস করার বিধান আছে যখন দেখা যায়, তখন একাদশীর উপবাসের দিন শ্রাদ্ধ নিষেধ কি প্রকারে বলা যেতে পারে?

তার উত্তর এই যে, বৈষ্ণবগণের জন্য ঐ বিধান নয়, কারণ বৈষ্ণবগণ যে ঐ ভাবে পিণ্ডের আঘ্রাণ নিয়া একাদশীর উপবাস করেন না, তা' নারদ স্পষ্টরূপে বলেছেন, যথা :—

"কব্যমাঘ্রায় কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাগমবর্জ্জিতাঃ।
পাপান্নৈঃ পিতৃবঞ্চকা একাদশ্যাং ন বৈষ্ণবাঃ॥

(ঐ ধৃত নারদ বচন)

অর্থাৎ বৈষ্ণবশাস্ত্রবর্জ্জিত এবং পাপান্নের দ্বারা পিতৃগণকে বঞ্চনাকারী ব্যক্তিগণই পিণ্ড আঘ্রাণ ক'রে একাদশীতে উপবাস করে, বৈষ্ণবগণ নয়।

অতএব উপরোক্ত শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা এই স্থিরনিশ্চয় হল যে—একাদশীর দিন উপবাস হলে দ্বাদশীর দিন এবং দ্বাদশীর দিন উপবাস হলে একাদশী তিথির দিন বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধ করবেন।

১৩৪। **প্রশ্ন।** আমি দীক্ষা নিতে চাই। দীক্ষা নিলে কি কি নিয়ম পালন করতে হয়? আমি চাকরী করি ও দেশে বিদেশে কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়—সব নিয়ম পালন না করলে কি চলে?

উত্তর। আমাদের সম্প্রদায়ে দীক্ষা নিতে হলে, শিখা রেখে মস্তক মুণ্ডন করতে হয়, আর তিলক প্রত্যহ নিয়মিতরূপে করতে হয়, গলায় তুলসীর কণ্ঠী মালা সর্ব্বদা ধারণ ক'রে

১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকতে হয়, মদ, মাংস পিয়াজ, ডিম খাওয়া নিষেধ,—এই নিয়ম যদি পালন করতে সম্মত হও, তাহলে দীক্ষা হতে পারে। তা না হলে দীক্ষা লওয়া ঠিক নয়। চাকরী করলে যে নিয়ম পালন করা যায় না বলছ, এ মনের দুর্ব্বলতা। আমার গুরুদেবের ও আমার শিষ্য বহু বাংলা দেশে আছেন। তাঁরাও চাকরী করেন ও তাঁদের দেশে বিদেশে কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেও হয়। এই অবস্থায় তাঁরাও ত নিয়ম পালন করেন। মনের বল থাকলে সবই করা যায়।

তোমার যদি এই নিয়ম পালন করার সুবিধা না হয়, তাহলে দীক্ষা না লওয়াই ভাল। নাম যদি নিতে ইচ্ছা হয়, নিতে পার, তাতে এত নিয়ম পালন করতে হয় না। নাম নিতে নিতে যখন চিত্ত নির্ম্মল হবে ও নিয়ম পালনের যোগ্যতা আসবে, তখন দীক্ষা নিতে পারবে। এখন নিজের অন্তরকে পরীক্ষা ক'রে দেখ, নাম নিতেও মন প্রস্তুত আছে কিনা।

১৩৫। **প্রশ্ন।** দার্শনিকেরা বিজ্ঞান নিয়ে যা কিছু দেখিয়েছেন, তাতে নাম জপে বা সাধনে যে কোন ফল হয়, তার কোন আভাসও পাওয়া যায় না। সেইজন্যে বৃথা নাম জপ করতে ইচ্ছা হয় না। নাম জপের কি ফল তা আগে জানতে না পারলে, নামজপে কোন সার্থকতা নেই বলেই আমার ধারণা।

উত্তর। তুমি যে দার্শনিকদের (বৈজ্ঞানিকদের) কথা বলছ, তাদের দৃষ্টি কতটুকু ? তারা ত এই জাগতিক জড় বিজ্ঞান নিয়ে যা কিছু দেখায় ? আত্মদৃষ্টি তাদের মোটেই নেই। ঋষিরা সমাধির দ্বারা প্রত্যক্ষ ক'রে সব কিছু লিখে গেছেন, তাঁদের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যোগদর্শনে (পাতঞ্জলে) যে সব সাধনের কথা ও তার ফলের কথা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিখে গেছেন, সেই সাধন যে কেও করে, আজ পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার ফল দেখা যাচ্ছে। ভৃগুঋষি কোন্ সত্যযুগে পৃথিবীতে যত মানুষ, সত্যের আরম্ভ থেকে কলির শেষ পর্য্যন্ত, জন্মগ্রহণ করেছে, করছে ও করবে, প্রত্যেকের জন্মকুণ্ডলী এঁকে দিয়ে, তার জীবনের ঘটনা লিখে দিয়ে গেছেন। যে কোন ব্যক্তি তার জন্মকুণ্ডলী নিয়ে, তা মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাবে, সব ঘটনা মিলে যাচ্ছে। এরূপ জ্ঞান কোথাও দেখতে পাও কি? আজ সেই ঋষিদের ভুল যারা বলে, তাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে তুমি মনকে সংশয় যুক্ত করছ? তুমি 'ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা' এবং কাঠিয়া বাবার ও আমার গুরুদেবের জীবনী খুব নিবিষ্ট হয়ে পড়বে। ভুল রাস্তায় চলতে যাবে না, তাতে খুব দুর্ভোগের মধ্যে পড়বে।

পিতামাতা যখন মা, বাবা, দাদা, ইত্যাদি বলতে শিখান, ক, খ ইত্যাদি পড়ান, অমুক তোমার কাকা, অমুক তোমার মাসতুতো ভাই ইত্যাদি বলেন, তখন কি বালক মা বাবা ইত্যাদি বুঝে বলে? তাঁদের কথা মত বলতে অভ্যাস করতে করতেই ত পরে সে বুঝতে পারে যে মা, বাবা, দাদা, এই জিনিষ? যদি প্রথমেই বল্‌ত যে, আগে বুঝব তবে বলব, তাহলে বোবাই থাকতে হত। তুমি যে ভাত ডাল তরকারি ইত্যাদি খাও, তার দ্বারা কিরূপে রক্ত হয়, কি ভাবে শরীরে শক্তি বাড়ে, তা আগে না বুঝলে খাবে না, এরূপ যদি শিশুকালে জেদ করতে, তাহলে তোমার খাওয়াই হত না এবং এত বড়ও হতে পারতে না। এর দ্বারা যে রক্ত বৃদ্ধি হয়, শরীর পুষ্ট হয়, শক্তি বৃদ্ধি হয়, এই সব বিশ্বাস করেই ত খেতে হয়? তদ্রূপ এও জানবে। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে নাম করতে করতে তার ফলে যা হয়, তা' স্বতঃই দেখতে পাওয়া যায়, না করলে কিছুই দেখা যাবে না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন নানা সংশয়ের মধ্যে নামজপ ছেড়ে বসে আছ, তেমনই থাকবে এবং তার ফলে জীবন দুঃখময় হবে।

তোমাদের এই সব পড়তে গিয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখছি। এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিদ্যার তুলনা হয় না।

আচ্ছা! তুমি যে এত বিজ্ঞানের কথা বলছ? তুমি বল দেখি, তুমি কে? তোমার বাবাই বা কে, মাই বা কে? কোথা থেকে এসেছ, কোথায় যাবে? এই জগতের প্রত্যেকটা বস্তুই বা কি, কোথা থেকে এল, কোথায় যাবে? তোমার শরীরটা থেকে এখনই যদি আত্মা বের হয়ে যায়, তাহলে এই শরীরটা পচে নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি থাকতেই তোমার মন কাজ করে, ইন্দ্রিয় কাজ করে, শরীর কাজ করে; তিনি বেরিয়ে গেলে, কেও কোন কাজ করতে পারে না। তোমার বিজ্ঞান দ্বারা তাঁকে চিনেছ?

মাতৃগর্ভে ত এক বিন্দু শুক্ররূপে তুমি গিয়েছ? তারপর গর্ভে ক্রমশঃ হাত, পা, মুখ, চোখ ও সমস্ত শরীর হয়েছে, চৈতন্য শক্তি, ইন্দ্রিয় শক্তি, মন ইত্যাদিরও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে আরম্ভ হয়েছে। তারপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর খাদ্য খেতে খেতে, ঐ সব গুলিরই বৃদ্ধি হতে হতে, এত বড় হয়েছ এবং চৈতন্য শক্তির, ইন্দ্রিয় শক্তিরও বৃদ্ধি হয়েছে এবং ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শেষে এই সবই লুপ্ত হয়ে যাবে, এই তত্ত্ব কি বুঝ? বিজ্ঞানেই বা এর তত্ত্ব কি বলে?

নাম যখন গুরুর কাছে পেয়েছ, তখন তাঁর উপদেশ পালন করতে অবহেলা করতে নেই, নাম জপও করবে, তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব শাস্ত্র গ্রন্থও পড়বে, তাহলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্যও তুমি সহজে বুঝতে পারবে। ভগবৎ নামের শক্তি আছে, তা জপ করলে বৃথা যাবে না। ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত জপ করলে, তোমার অন্তর ক্রমশঃ শান্ত হতে থাকবে, মনের চাঞ্চল্যও দূর হতে থাকবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

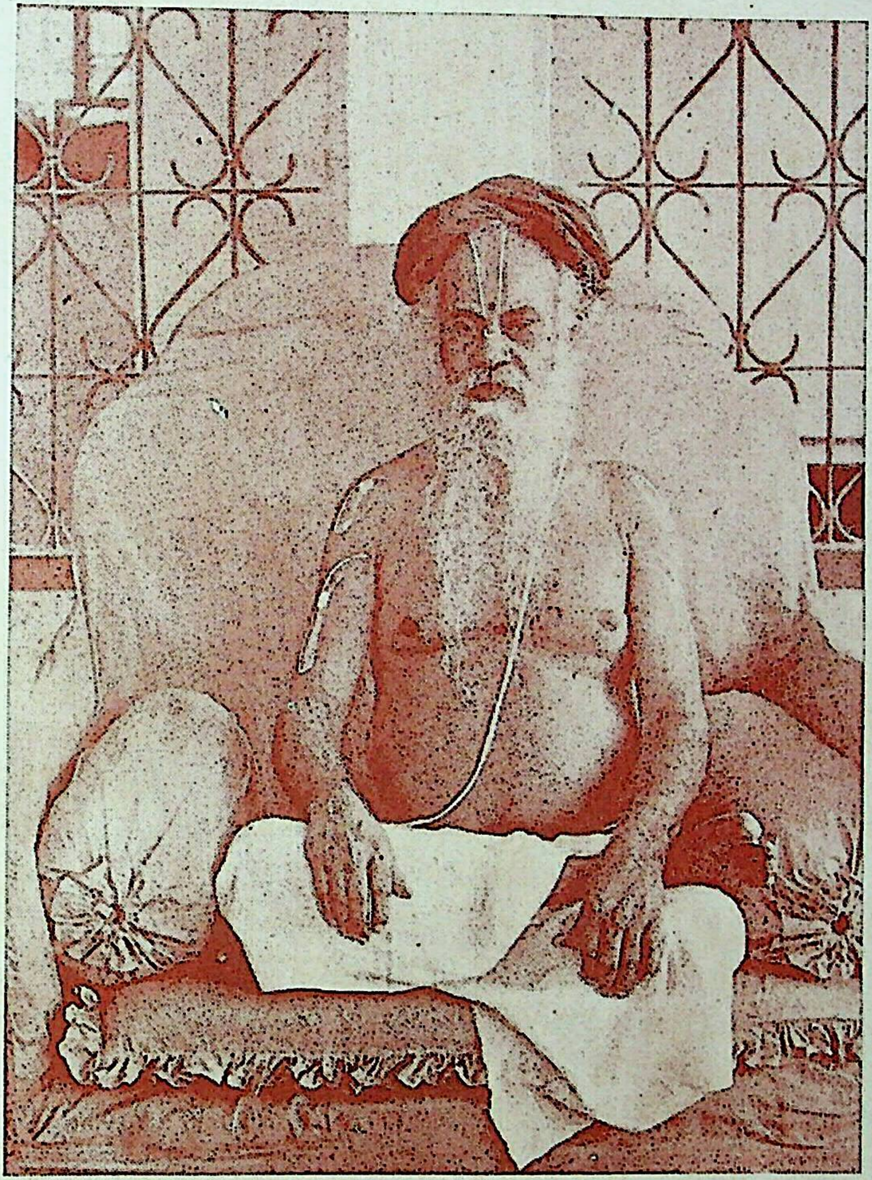

চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত ও ব্রজবিদেহী মহন্ত

শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

গৃহী বা সংসারীর সাধন ভজন ও তৎসম্বন্ধীয় আচার ব্যবহার।

১৩৬। প্রশ্ন। আমি সংসারে সময় সময় কিছুতেই মন বসাতে পারি না। এ অনিত্য সংসার হতে কি করে পরিত্রাণ পাব বলুন।

উত্তর। এই সংসারে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি সবই ভগবানের রূপ, তিনিই আপনাদের নিকট সেবা গ্রহণের জন্য এই সমস্ত রূপে এসেছেন, 'এইরূপে ভগবদ্বুদ্ধিতে সংসারের সকলের সেবা ক'রে চলতে অভ্যাস করলে, ক্রমশঃ অশান্তি কমে যেতে থাকবে এবং মন শান্ত হতে থাকবে ও বসবে ; এই সংসারকে বন্ধন মনে করায় যে অশান্তি আসে, তাও আর আসবে না। তখন এই সংসারকে সেরূপ ক্লেশদায়ক বলে আর মনে হবে না। কি করে পরিত্রাণ পাবেন, এই চিন্তাও তখন আর আসবে না এবং পরম শান্তিতে থাকতে পারবেন। সংসারের সকলকে ভগবদ্রূপজ্ঞানে সেবা করতে অভ্যাস করলে, তাঁরই কৃপায় ক্রমশঃ সকলই ভগবান্ বলে জ্ঞান হতে থাকবে, সকলই ভগবদ্রূপ বলে যথার্থ জ্ঞান হলে, এই সংসারই অমৃতময় হয়ে যাবে। সংসার থেকে কিরূপে পরিত্রাণ পাবেন, এই প্রশ্ন মনে আর কোনও দিনই উঠবে না।

১৩৭। প্রশ্ন। যে টানে শ্রীগুরুলাভ বা ভগবৎ প্রাপ্তি হয়, সেই টান গৃহীর পক্ষে কি করে আসবে? সদ্‌গুরু লাভ কি প্রকারে হতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। শ্রীগুরু ও ভগবান্‌কে লাভ করলে আমি স্থায়ী শান্তি ও আনন্দ লাভ করব, এই বোধ হলে গৃহীরও তাঁদের প্রতি যথার্থ টান হয়। সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ ক'রে, তাঁর উপদেশ মত চলতে চলতে যত চিত্ত নির্ম্মল হয়, ততই শ্রীগুরু ও ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক টান হয়। গৃহীগণের পক্ষে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদিতে ভগবদ্বুদ্ধি করতে অভ্যাস করলেও যত ভগবদ্বুদ্ধি হয়, ততই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির প্রতি আসক্তিও ভগবানের প্রতি টানে পরিণত হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে ভগবানের রূপ আরোপ করার কথা কেন বলছেন? স্বামী স্ত্রী পুত্রাদিতে ভগবানের রূপ আরোপ ত নয়? বাস্তবিক তাঁরা যে ভগবানেরই রূপ। যা' বাস্তব বস্তু তা'তে ত কিছু আরোপ করবার প্রয়োজন হয় না? তবে অবিদ্যা বশতঃ তাতে যে ভগবদ্বুদ্ধি হয় না, সেই অবিদ্যাকে দূর করতে হবে—তা হয় গুরুকৃপাতে। এইজন্য গুরুপ্রণামের মন্ত্র আছে :—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ ক'রে তাঁর উপদিষ্ট পথে চললেই, ধীরে ধীরে তাঁর কৃপায় সেই অবিদ্যা দূর হয়ে, জ্ঞান প্রকাশ পায়। ভালমন্দ ত আমাদের অবিদ্যার দৃষ্টি? ব্রহ্ম দৃষ্টিতে দেখলে, ভালমন্দ সবই ব্রহ্মস্বরূপ দেখা যায়। জগতে ভালমন্দ যা কিছু দেখা যায়, সে সবই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। এই তিন গুণই ভগবদঙ্গ, সুতরাং শেষ কোথায়? যদি যথার্থই সেইরূপ গুরুর জন্য আর্ত্তি আসে এবং ভগবান্‌কে জানতে থাকেন, তা'হলে কোনও না কোনও প্রকারে সদ্‌গুরুরূপে তিনি গ্রহণ ক'রে নেবেন। অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগে সেই আর্ত্তি আসা দরকার। তিনি ত আপনার হৃদয়েই রয়েছেন। তিনি সব জানছেন এবং যা কিছু কাতরভাবে জানাবেন, তা তিনি জানবেন। অতএব যদি সেইরূপ গুরু চান, তাহলে অন্তরে সেই কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনা করতে থাকুন।

আপনি যে কথা বললেন, সে কথা অনুযায়ী যদি অন্তর প্রস্তুত হয়, তাহলে ত আপনি ঐরূপ কাতরতার সহিত প্রার্থনা করতে পারেন। বাহ্যতঃ অনুযোগ না ক'রে, অন্তরের সহিত ভগবান্‌কে ঐ প্রার্থনা জানান না? তাহলেই দেখবেন আপনি যে গুরুর কথা বলছেন, তা তাঁর কৃপায় মিলে যাবে। অন্তরের ক্লেশ বেদনা অশান্তি তাঁকেই জানান।

১৩৮। প্রশ্ন। আমি সংসার ত্যাগ করতে চাই—তা হবে কি?

উত্তর। যদি আপনার সংসার ছাড়া ভগবদ্বুদ্ধি হয়, তাহলে তিনি তার সুযোগ ক'রে দিবেন, আর যদি তাঁর ইচ্ছা না হয়, তাহলে করবেন না। যদি তিনি সে সুযোগ না করেন, তাহলে বুঝতে হবে, আপনার সংসার ত্যাগে কল্যাণ না হয়ে সংসারে থাকলেই কল্যাণ হবে বলে, তিনি সংসার ছাড়বার সুযোগ দিলেন না। আর সংসার ছাড়লেই একটা কিছু কেও হয়ে যায় না। আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা সংসার ছেড়ে দিয়ে আরও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছে। দূর হতে মনে হয় সংসার ছাড়লেই একটা কিছু করে ফেলব; কিন্তু কাজে তা খুব কম লোকেরই হয়। বরং সংসারে থেকে যাঁরা গুরুর উপদেশ মত চলেন, তাঁদের সহজেই কল্যাণ হয়। অতএব সংসার ছাড়বার জন্য উৎকণ্ঠিত হবেন না। শ্রীগুরু ও শ্রীভগবদিচ্ছায় যা ঘটবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাতেই আপনার কল্যাণ হবে জেনে, তাতে প্রসন্ন থাকতে চেষ্টা করবেন।

১৩৯। প্রশ্ন। সংসার সংগ্রামে জীবন ক্ষয় হচ্ছে, উপায় কি? শেষ কর্ত্তব্য পালন হবে কি?

উত্তর। সংসার সংগ্রামে জীবন যাপন হলে কোন ক্ষতি নেই। শ্রীগুরুর কৃপা লাভ ক'রে সংসারের কর্ত্তব্য ক'রে গেলে, তাতেই সব কিছু হবে। সংসারে থেকে কর্ত্তব্য পালন করে গেলে তাতেই ভগবান্ প্রসন্ন হন।

১৪০। প্রশ্ন। মহানির্ব্বাণের জন্য প্রাণকে ব্রহ্মে লীন করার বাসনা থাকলে, তদবস্থায় স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণাদি সংসারের কাজ না করলে কি পাপ হয় এবং পাপই বা কি?

উত্তর। যে কর্ম্মের ফলে সুখ ভোগ হয়, তাকে পুণ্য এবং যে কর্ম্মের ফলে দুঃখ ভোগ হয়, তাকে পাপ বলে। মহানির্ব্বাণের (মোক্ষের) ইচ্ছা থাকলে এবং তীব্র সাধন করতে থাকলেও, গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে গৃহস্থধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য; ভোগ-বিলাসের জন্য তা নয়। গৃহস্থাশ্রমে থেকে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণাদি সংসারের কাজ না করলে, কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। গৃহস্থের পক্ষে মহানির্ব্বাণ লাভ করা সহজ নয়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি সবই ভগবানের রূপ, ভগবান্ই আপনার নিকট সেবা গ্রহণের জন্য এই সমস্ত রূপে এসেছেন, এইরূপ ভগবদ্বুদ্ধিতে সংসারের সকলের সেবা করতে অভ্যাস করলে, ক্রমশঃ সংসার বন্ধন কেটে যেতে থাকে ও অন্তিমে মহানির্ব্বাণ লাভ হতে পারে।

১৪১। প্রশ্ন। গৃহীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি?

উত্তর। গৃহীর জন্য শাস্ত্রে যে সব কর্ত্তব্য উপদেশ করেছেন,—যেমন শুভলক্ষণ সম্পন্না কন্যাকে শাস্ত্রীয় বিধিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবাহ ক'রে, শাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মেই তাতে রত থেকে, পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য পুত্রোৎপাদন করা, কন্যা জন্মগ্রহণ করলে তাকে যথাসময়ে সৎপাত্রস্থ করা, ধর্ম্মানুসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদির পালন, দেব পূজা, অতিথি সেবা, শ্রাদ্ধতর্পণাদি সব কর্ত্তব্যপালনই গৃহীর বিশেষ ধর্ম্ম। গৃহীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সব জানতে পারবে, যদি শ্রীসুদর্শনের 'কঃ পন্থাঃ' প্রবন্ধটি পড়। কিন্তু পরিবারস্থ সকলকে ভগবানেরই রূপ জ্ঞান ক'রে যদি গৃহী তাদের সেবা করে, তবে তাই তার মুক্তির পথ খুলে দেয় এবং সে পরম শান্তি লাভ করতে পারে। এই গৃহীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে জানবে।

১৪২। প্রশ্ন। গৃহীর পক্ষে কর্ম্মে অবহেলা ক'রে, ভগবানের আরাধনায় সর্ব্বদা রত থাকা সম্ভবপর কি না এবং নিজের আত্মার উন্নতির জন্য যাদের দেখাশোনার ভার ভগবান্ তার উপর দিয়েছেন, তাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন না ক'রে, বিশেষ ক'রে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে যাওয়াটা স্বার্থপরতার কাজ হবে কি?

উত্তর। গৃহস্থ যদি গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ক'রে ভগবৎ আরাধনা করতে যায়, তাহলে তার সেই আরাধনাতে ভগবান্ প্রসন্ন না হয়ে অপ্রসন্নই হন। তার সেই আরাধনা আরাধনার মধ্যে গণ্য হবে না। তাতে তার কর্ত্তব্যের অবহেলার জন্য, এই আরাধনা ভস্মে আহুতি দেওয়ার মত বৃথা হয়; তাতে তার কোনও স্বার্থসিদ্ধি হতেই পারে না। সুতরাং স্বার্থপরতা তাকে বলা যায় না বরং তাকে স্বার্থচ্যুত ভ্রষ্টাচারীই বলা যাবে। তোমাকে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ আমি অন্যত্র বলেছি, তুমি তা দেখে নিও।* সেই

* ১৪১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে যদি গৃহী চলেন, তবেই তিনি পরম কল্যাণ লাভ করবেন। ঐরূপ কর্ত্তব্য পালন করলে, সংসারের কর্ত্তব্যের মধ্যে থেকেই, তার ভগবৎ আরাধনা করা হয়। কর্ত্তব্যে অবহেলা করলে তা হয় না।

১৪৩। প্রশ্ন। গৃহীর পক্ষে কি ভাবে ভগবানের আরাধনা করা উচিত—কর্ম্ম পরিত্যাগ না ক'রে যদি ভগবৎ আরাধনা করা সম্ভবপর হয়, তাহলে আমাদের মতন সাধারণ শিক্ষিত লোকদের পক্ষে কি ভাবে তা সম্ভবপর ?

উত্তর। পূর্ব্বেই তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।* এরূপ ভাবে কর্ত্তব্য পালন সহকারে ভগবৎ আরাধনা সকল গৃহীর পক্ষেই সম্ভবপর। এর জন্য শিক্ষিত বা অশিক্ষিতের অপেক্ষা করে না। তবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ ক'রে উক্ত প্রকারে চললেই তা সহজ হয়। আমার মনে হয় গৃহী ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে দীক্ষা নিয়ে, নিয়ম পালন যদি না করতে পারে, তাহলে অন্ততঃ কোন শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর নিকট ভগবানের নাম নিলে ভাল, তাতে সে ভগবৎ কৃপায় অন্তরে অনেক বল পাবে এবং রাস্তা পাবে ; সংসারের মধ্যে থেকে কর্ত্তব্য পালন ক'রে ভগবানের আরাধনাও করতে পারবে। দীক্ষা নিলে কঠিন নিয়ম আছে কিন্তু নাম নিলে বিশেষ কোনরূপ কঠিন নিয়ম পালনের প্রয়োজনও হয় না। এইরূপ না করলে কেবল নিজে নিজে তা করতে পারে না।

১৪৪। প্রশ্ন। সাংসারিক ভোগ বাসনা হতে বিমুক্ত হবার উপায় কি ?

উত্তর। গুরুকৃপা লাভ করে, তাঁর উপদেশ মত সাধন ভজন করতে করতে, যত চিত্ত নির্ম্মল হতে থাকবে, ততই কামনা

* ১৪১ ও ১৪২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনা কম হতে থাকবে। বদ্ধজীবের সাধ্য নেই যে, নিজে তা করতে পারে।

১৪৫। প্রশ্ন। কামনাকে জয় করবার উপায় কি?
উত্তর। পূর্ব্বের প্রশ্নের উত্তরে এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।*

১৪৬। প্রশ্ন। সংসার কীট হবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই, কিন্তু আমি পাপ করেছি, আমার পাপ মোচনের উপায় কি?
উত্তর। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন :—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥" ৯।৩০

অর্থাৎ অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমার ভজন করে, তবে তাকে সাধু বলে জানতে হবে; কারণ সে আমার ভজন করে। তারপরেই গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন :—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" ৯।৩১

অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অতি শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় এবং স্থায়ী শান্তি লাভ করে, হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। তা নিশ্চিতরূপে জানবে। অতএব হতাশ হবার কারণ নেই। অতীতে যা হয়ে গেছে, তার জন্য চিন্তা ক'রে কোন লাভ নেই। এর পরে যাতে গীতার উপদেশ মত শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে চলতে পার, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ঐ উপদেশ মত চললে, তোমার এই জীবনই অমৃতময় হয়ে যেতে পারে।

১৪৭। প্রশ্ন। মানব মনে কামনার সঞ্চার না ক'রে, নারী কি ভাবে

* ১৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিভাব জাগিয়ে দিতে পারে ? এমন সৌন্দর্য্য দেহে মনে সৃষ্টি করবার উপায় কি ?

উত্তর। এর পূর্ব্বের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছি, সে ভাবে চললেই তা সম্ভব।*

১৪৮। প্রশ্ন। ভাইবোন মাতাপিতার প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর। পিতামাতা ভাইবোনকে ভগবানেরই রূপ জেনে, ভগবদ্বুদ্ধিতে তাদের সেবা করাই তোমার কর্ত্তব্য। ঐ ভাবে তাঁদের সেবা করতে অভ্যাস করলে, তোমার নিজেরও কল্যাণ হবে এবং তাঁদেরও কল্যাণ হবে। ভগবানই তোমার নিকট সেবা গ্রহণের জন্য এই সব রূপ ধারণ ক'রে তোমার নিকট রয়েছেন—এইরূপ ধারণা ক'রে ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁদের সেবা করতে চেষ্টা করবে। এইরূপ করলেই তাঁদের প্রতি তোমার যথার্থ কর্ত্তব্য পালন করা হবে।

১৪৯। প্রশ্ন। সংসারীর পক্ষে ভক্তিপথের সাধন সহজ না প্রাণায়ামের সাধন ?

উত্তর। ভক্তিপথের সাধনই সহজ, তাতে আরামের সহিত অগ্রসর হওয়া যায়। প্রাণায়ামের পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সম্পূর্ণ বীর্য্য ধারণ না করতে পারলে প্রাণায়ামে কঠিন কঠিন রোগ হয়ে বিপন্ন হতে হয়।

১৫০। প্রশ্ন। স্বামী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনাদির প্রতি আমার আসক্তি কি করে দূর হবে ?

উত্তর। আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আসক্তি ও মায়া মোহ দূর হয়, যদি ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁদের সেবা করতে অভ্যাস করা যায়। যদি তাঁদের ভগবদ্বুদ্ধিতে সেবা করার অভ্যাস করতে থাক, তাহলে ক্রমশঃ তার অভ্যাস হতে থাকবে এবং

---

* ১৪৪ ও ১৪৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হতে থাকবে। চিত্ত যে পরিমাণে নির্ম্মল হতে থাকে, সেই পরিমাণে আসক্তি মোহ ইত্যাদি কমে যেতে থাকে। অতএব নিষ্কামভাবে ভগবদ্বুদ্ধিতে সকলের সেবা করতে অভ্যাস করবে, তাহলেই স্বামী পুত্র আত্মীয়স্বজনাদির প্রতি তোমার আসক্তি কমে যেতে থাকবে।

১৫১। প্রশ্ন। কখনও কখনও মনে হয় যে, আমার সংসারে কেও নেই, কারওকে আপনার বোধ হয় না; কিন্তু আবার পরক্ষণেই তা নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ হয় কেন, এরূপ ভাব কি ভাল?

উত্তর। কখনও কখনও যে মনে হয় আপনার কেও নেই ইত্যাদি, সেটা সাময়িক ভাব মাত্র। সংসারের নানা অবস্থা দেখে, ঐ সাময়িক ভাব আসতে পারে। সংসারে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তি আঘাত পেলে তার ঐরূপ ভাব আসে, তা আসা ভালই। কিন্তু যথার্থ পক্ষে এই জগৎ অনিত্য, নশ্বর, একমাত্র পরমাত্মাই এই জগতের মধ্যে স্থিতিশীল বস্তু—এই জ্ঞান যিনি করতে পারেন, তিনি অনিত্য সংসারের প্রতি আসক্তি শূন্য হন, নির্লিপ্ত হতে থাকেন এবং সর্ব্বঘটে তাঁকেই দেখেন, নিজের মধ্যেও তিনি আছেন দেখেন। তিনি সর্ব্বদাই ভগবান্‌কে তাঁর আত্মারূপে ও সকলের আত্মারূপে দেখতে পান। তখন আমার কেও নেই, এভাব আর থাকে না। তাঁর জ্ঞানে সর্ব্বরূপে তিনিই যে? সুতরাং তখন সকলকেই নিজের বলে বোধ হয়। এই জ্ঞান স্থায়ী হয়—কখনও নষ্ট হয় না।

১৫২। প্রশ্ন। সংসারী গৃহস্থের পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ ও চিত্তশুদ্ধির উপায় কি? রাজর্ষি জনকের মত সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত থাকা আজকাল কি আর সম্ভব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। সংসারের মধ্যে থেকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সদ্ভাবে শাস্ত্রীয় বিধান মত ক'রে গেলে, তাতে চিত্ত নির্ম্মল হয়। ঈশোপনিষদের প্রথমেই আছে :—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥" ২

অর্থাৎ এই জগতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর বাস করছেন। যে জগতের মধ্যে তিনি বাস করছেন সেই জগৎ বিনাশশীল; সুতরাং জাগতিক বস্তুকে নির্লিপ্তভাবে ভোগ করবে; কাহারও ধনে লোভ করবে না। এইরূপ নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করতে করতে, শত বৎসর জীবিত থাকতে ইচ্ছা করবে। এইভাবে কর্ম্ম করলে সেই কর্ম্ম তোমাকে লিপ্ত করবে না। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

এই কথাগুলি সংসারীদের প্রতিই শ্রুতি উপদেশ করেছেন। যদি সংসারীদের পক্ষে তা অসম্ভবই হয়, তাহলে এইরূপ উপদেশ করবেন কেন? অতএব সংসারীদের পক্ষে তা সম্ভব। রাজর্ষি জনকের ন্যায় এইরূপ পুরুষ অনেক হয়ে গেছেন ও এখনও হচ্ছেন। যেমন গোস্বামী প্রভু ও আমার গুরুদেব প্রভৃতি এইরূপ ভাবেই সংসারে থেকে গেছেন। তাঁদের জীবনী পড়লে তা জানতে পারবেন।

১৫৩। প্রশ্ন। সংসারে থেকে অনাসক্ত হয়ে থাকা যায় কি ক'রে?

উত্তর। সংসারে থেকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চাকর ইত্যাদি সকলের জন্য যে সমস্ত কাজ করেন, তা ভগবানেরই সেবা জ্ঞান ক'রে যদি করতে অভ্যাস করেন, তবে তাতেই সকলের প্রতি ক্রমশঃ সংসারে অনাসক্ত হয়ে যেতে পারবেন। তাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বতঃই কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষাদি ইন্দ্রিয় বিকারও চলে যেতে থাকবে। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আসক্তিও কমে যেতে থাকবে। যা ভোগ্য বলে মনে করেন, তার প্রতিই আসক্তি আসে, কিন্তু যাঁদের ভগবানের রূপ বলে জ্ঞান করবেন, তাঁদের প্রতি ভোগ্য জ্ঞান দূর হতে থাকবে, সুতরাং আসক্তি আসবে কেন? ভোগ্য জ্ঞান দূর হলে আসক্তি আসতেই পারে না। ভগবানের প্রতি যে টান হয়, তাকে আসক্তি বলে না, তা হল তাঁর প্রতি প্রেম বা ভক্তি।

১৫৪। প্রশ্ন। গৃহে থেকে আত্মীয়স্বজনদের মোহ কিভাবে কাটান যায় ও বিষয়ের প্রতি আসক্তি চলে যায়?

উত্তর। ভাই, ভাইপো ইত্যাদি যারা আছে, ভগবানের রূপ জ্ঞান করতে এবং মনে মনে প্রণাম করতে অভ্যাস করবেন, তাহলে ধীরে ধীরে মোহ কেটে যেতে থাকবে। যা কিছু ধনসম্পত্তি সেই সবই ভগবদ্রূপী স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভাইপো ইত্যাদির সেবার জন্য—এই জ্ঞান ক'রে, দাস ভাবে তাদের সেবা করছেন মনে করতে অভ্যাস করলে, বিষয়ের প্রতি আসক্তিও চলে যেতে থাকবে এবং ঐ বিষয় সম্পর্ক থাকলেও আপনার অন্তরকে কলুষিত করতে পারবে না। এই সাধনের সুযোগ সংসার ছেড়ে দূরে চলে গেলে মেলে না। তাদের মধ্যেই থেকে এইরূপ সাধন যদি দৃঢ়তার সঙ্গে করতে পারেন, তাহলে শীঘ্র সব বন্ধন কেটে যাবে। দূরে চলে গেলে সে বন্ধন কাটে না, সংস্কার অন্তরে দৃঢ়রূপেই থেকে যায়। গৃহে থেকে এই ভাবে বন্ধন কাটাতে চেষ্টা করলে, ধীরে ধীরে সে বন্ধন কেটে যেতে পারে। এইজন্য গৃহে থেকে ঐভাবে ভজন করতে পারলে সহজে আপনার কল্যাণ হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫৫। **প্রশ্ন** : গৃহস্থের পক্ষে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করা সম্ভব কি? আকাশবৃত্তি অবলম্বন ক'রে যাঁরা থাকেন, তাঁদের মনোবৃত্তি কিরূপ হয়?

উত্তর। গৃহস্থও যদি ভগবানের উপর নির্ভর করতে অভ্যাস করেন, তাহলে তিনিও আকাশবৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন। তিনি মনে করেন, তাঁর যা কিছু উপার্জ্জন হচ্ছে তা শ্রীভগবৎ কৃপাতেই হচ্ছে, অতএব প্রাচুর্য্য সবই তাঁর ইচ্ছায়, তার কল্যাণের জন্য তিনি বিধান করেছেন। তিনি অভাব প্রাচুর্য্য, সুখ দুঃখ, নিন্দা স্তুতি; মান অপমান, সম্পদ বিপদ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়—এইসব বিরুদ্ধ অবস্থাতেও এই সমস্ত ভগবৎ প্রেরিত জেনে সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন—পরমানন্দে কাল অতিবাহিত করেন। সাধক মাত্রেই এইরূপ মনোবৃত্তি অবলম্বন ক'রে এই অবস্থায় স্থিতির চেষ্টা করবেন। তোমরাও যখন শ্রীভগবচ্চরণে আশ্রয় লাভ করেছ, তিনি তোমাদের দাস করে নিয়েছেন, তখন তোমাদের এইভাবে চলা কর্ত্তব্য। আকাশবৃত্তি অবলম্বন বলতে এমন বুঝায় না যে, যখন যা প্রয়োজন বোধ হবে, তখন তাই এসে উপস্থিত হবে। তার অর্থ এই যে,—যখন যা স্বতঃই আসে তাই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করা, কখনও কিছু না আসলে তাতেও প্রসন্ন থাকা; যদি খাদ্যাভাবে শরীর ছুটে যাওয়ার অবস্থা আসে, তাতেও অপ্রসন্ন না হয়ে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করা। এইরূপ বৃত্তি যিনি অবলম্বন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবন্নির্ভরতা থাকে, তাহলে তিনি সর্ব্বাবস্থায় (বাহ্যতঃ যা অত্যন্ত ক্লেশকর অবস্থা তাতেও) পরম শান্তিতে থাকেন। এই অবস্থা যিনি লাভ করেন, ভগবান্ তার সর্ব্বদা সহায় থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫৬। প্রশ্ন। গৃহীদের পক্ষে সাংসারিক নানা অবস্থার জন্য অনেক সময় তিলকস্বরূপ করা সম্ভব হয় না। তিলক স্বরূপ না করেও, যদি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ করা যায়, তাহলে কি তার কোনও ফল লাভ হয় ?

উত্তর। তিলকস্বরূপ না করাটা ঠিক নয়। গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। তিলকস্বরূপ না ক'রে, ভক্তির সহিত নিষ্ঠার সহিত ইষ্ঠমন্ত্র জপ করলেও তাতে ত্রুটী হয়। গুরু যখন উপদেশ করেছেন যে, নিত্য নিয়মিত রূপে তিলকস্বরূপ করবে, গলায় কণ্ঠী রাখবে, শিখা রাখবে, তাঁর উপদেশ মত সেগুলি নিয়মিত রূপে করতে হয়। যে ঐ আদেশ পালন করে, তার পক্ষে গুরুকৃপা খুব বেশী আসে, আর যে আদেশ পালন না করে, তার দুর্ভোগ আসে। অনেকে লোকে কি বলবে, ঠাট্টা করবে এই ভয়ে তিলকাদি করে না, কিন্তু কে কি বলবে বা ঠাট্টা করবে এইরূপ মনে ক'রে, নিজের অবশ্য কর্ত্তব্যে অবহেলা করতে নেই।

১৫৭। প্রশ্ন। সংসারে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হয়। সময় না পেলে কি করে নামজপ করা যায় ?

উত্তর। যেটুকু পার দুবেলা সময় করে নাম জপ করবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হলেও সেই ছেলেমেয়েদের ভগবানেরই রূপ জেনে, ভগবানেরই সেবা করছ, এই বুদ্ধিতে তাদের সেবা করতে অভ্যাস করবে। আর মনে মনে সব সময়ে নাম জপ করতে অভ্যাস করবে। তাহলে তাতেই তোমার সব হয়ে যাবে। সব সময়ে ভগবান্ ও গুরুর উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতে অভ্যাস করবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়

শান্তির পথ।

১৫৮। প্রশ্ন। আমার ৺গুরুদেব শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবা আমাকে স্বপ্নে উপদেশ দিয়েছেন আমার পুত্রশোকে আপনার কাছে আসলে আমি শান্তির পথ পাব। আপনি এ বিষয়ে আমাকে কি নির্দেশ দেন ?

উত্তর। পুত্রবিয়োগে মার শোক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীগুরুকৃপায় শীঘ্রই তার লাঘব হতে পারে। শ্রীগুরু কৃপা ক'রে জ্ঞানদৃষ্টি খুলে দিলেই, শোক মোহ দূর হতে পারে। এই বিষয়ে আপনাকে একটি ঘটনা বলছি—

এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কয়েকটি সন্তান হয়ে মারা যায়, কেও অধিকপক্ষে একমাস বেঁচেছে তারপরই মারা গেছে, কেও বা জন্মিয়েই মারা গেছে। শেষে এক মহাপুরুষের উপদেশে তাঁরা ভগবানের অনেক উপাসনা করেন—"আপনি কৃপা ক'রে একটি পুত্র আমাদের দেন। এবার পুত্র পেলে আপনার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আমরা তার প্রাণপণে সেবা করব। আগে আমাদের যে সব সন্তান হয়েছিল কেওই বেশী দিন বাঁচেনি, এবার আপনি কৃপা ক'রে এমন একটি পুত্র দেন, যাতে সে বেঁচে থাকে ও আমরা তার সেবা করার সুযোগ পাই।" শ্রীভগবান্ তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন এবং এবার একটি পুত্র হয়ে জীবিত থাকল। তাঁরাও স্বামী স্ত্রী বহু তপস্যার ফলে এই পুত্র পাওয়াতে খুবই প্রেমের সহিত তার সেবা করতে থাকলেন। এইভাবে সেবা করতে করতে তাঁদের তার প্রতি খুবই মোহ হয়ে গেল। তার বিবাহও দিলেন। ছেলে স্কুলে গেলে স্কুল হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরতে একটু দেরী হলে, খুবই চিন্তিত ও ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ব্রাহ্মণ তখনই তার খোঁজে বের হয়ে যেতেন। রাত্রে যখন সে শয়ন করত তখন তাঁরা দেখতেন ছেলের নিশ্বাস প্রশ্বাস চলছে কি না—নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখতেন। কখন কি খেতে ইচ্ছা হয় তা বারবার জিজ্ঞাসা করতেন ও ইচ্ছা জানা মাত্র তা এনে দিতেন। তুজনে ঘরে শয়নকালে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই চিন্তা করতেন—আমার ছেলের কোনও প্রকার কষ্ট হচ্ছে না তো? রাত্রে তু' তিন বার উঠে খবর নিতেন। এই ভাবে পুত্রের সেবা করতে করতে পরম আনন্দে তারা দিন কাটাতে লাগলেন।

পুত্রের যখন ২০।২১ বৎসর বয়স হল, তখন তা'র খুব কঠিন অসুখ হল। তখন তাঁরা বহু বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করালেন, কোন ডাক্তার বা কবিরাজের চিকিৎসাতে কোনও ফল হল না। ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকল। তখন পুত্রের মা বাবা খুব কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁরা স্বামীস্ত্রী ভাগ্যক্রমে যৌবনকালে এক সদ্গুরুর কৃপা লাভ করেছিলেন। সেই সদ্গুরু তাঁদের অবস্থা জানতে পারলেন এবং তিনি ভাবলেন—এই সময় যদি আমি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা না করি, তাহলে পুত্রের মৃত্যু হলে, তাদেরও মৃত্যু অনিবার্য্য। অথচ পুত্রকে বাঁচান যাবে না; কারণ তার মৃত্যু নিশ্চিত। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ভগবৎ কৃপায় পুত্র হলেও, ভগবান্ এই পর্য্যন্ত তার পরমায়ু দিয়েছেন, সুতরাং পুত্রকে আর বাঁচান সম্ভব নয়। কিন্তু পুত্রের মৃত্যু হলে তার মা বাবাও শোকে মারা যাবে। আমি যখন তাদের গুরু, তখন এই সময়ে তাদের একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তিনি তার ব্যবস্থা কিরূপ করবেন তা স্থির করলেন। তিনি এক বৈদ্যের বেশে শিষ্য ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন এবং পুত্রের অসুখের সংবাদ শুনে বললেন, "অন্য কেও তোমার পুত্রকে ভাল করতে না পারলেও, আমি ভাল করে দিতে পারব। তবে প্রথমে আমাকে একটি জিনিষ দিতে হবে, তা' দিলেই আমি তোমার পুত্রকে নিশ্চয়ই ভাল করে দিব।"

তখন ব্রাহ্মণ বললেন,—"আপনি আমার পুত্রকে ভাল ক'রে দিলে, আপনি যা চাইবেন তাই দিব। এমন কি আমার ধন-সম্পত্তি যা কিছু আছে, তাও চাইলে আমি সবই দিতে প্রস্তুত আছি।" তখন বৈদ্যটি বললেন,— "আমাকে অন্য কিছু দিতে হবে না, আমি অন্য কিছু চাই না; আমাকে তুমি কোনও যথার্থ সুখী লোকের একটি পয়সা দিলে, তাতেই আমি তোমার পুত্রকে ভাল ক'রে দিব; কিন্তু যথার্থ সুখী লোকের পয়সা হওয়া চাই এবং আগে আমাকে তা দিতে হবে, তবে ভাল করব।"

তখন ব্রাহ্মণ মনে করলেন, তিনি সহজেই তা নিয়ে আসতে পারবেন। তিনি তার জন্য অন্য স্থানে গেলে ছেলেকে কে রক্ষা করবে জিজ্ঞাসা করায়, বৈদ্য বললেন,—"তুমি যে পর্য্যন্ত ফিরে না আসবে, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার ছেলেকে রক্ষা করব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও।"

তখন তিনি গ্রামের সব চেয়ে ধনী ও সুখী লোকের কাছে গেলেন, বড় বড় পণ্ডিতের নিকট গেলেন, বহু দেশের বহু লোকের কাছেই গিয়ে তাঁদের মধ্যে কেহ যথার্থ সুখী হলে একটি পয়সা দিতে বললেন। প্রত্যেকেই বললেন,— "আমি প্রকৃত সুখী নই, আমার দুঃখের অন্ত নেই। অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার নিকট হতে পয়সা নিয়ে ফল হবে না। জীবন-মরণ সমস্যা স্থলে মিথ্যা কথা বলে পয়সা দেওয়া ঠিক নয় ত?" শেষে সম্রাটের কাছে গেলেন। তিনিও বললেন, তিনি যথার্থ সুখী নন, তিনি সবচেয়ে বেশী দুঃখী; কারণ তাঁর শত্রুর ভয় বেশী, পাহারা না হলে বাইরে বের হতে পারেন না, চতুর্দ্দিকে শত্রু, কে কখন খুন করবে সেই ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির, ইত্যাদি। তখন ব্রাহ্মণ হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। ফিরে এলে বৈদ্যটি বললেন—"কি যথার্থ সুখী লোকের পয়সা নিয়ে এসেছ?" তখন তিনি উত্তরে বললেন, "আমি আমাদের গ্রাম হতে আরম্ভ ক'রে দেশ-দেশান্তরের বহুলোকের কাছে গিয়েছি, শেষপর্য্যন্ত সম্রাটের কাছেও গিয়েছি, কিন্তু প্রত্যেকেই বলেছেন তাঁদের কেহ যথার্থ সুখী নন। তাই দেখলাম—"জগতে একটি লোকও যথার্থ সুখী নয়।"

তখন বৈদ্যটি ব্রাহ্মণকে বললেন,—"আমি তোমার গুরু, বৈদ্যবেশে এসেছি, তোমাকে উপদেশ দিয়ে রক্ষা করার জন্য। দেখ বাবা! জগতে পুত্র, কন্যা, ধন, সম্পত্তি, এমন কি রাজ্য পর্য্যন্ত নিয়ে যখন কেহ সুখী নয়, তখন তোমরা তোমাদের পুত্র নিয়ে সুখী হবে—এইরূপ আশা কি ক'রে করতে পার? ভগবানের চরণ ছাড়া অন্য কিছুতে যথার্থ সুখ নেই; অতএব ভগবচ্চরণ ভিন্ন অন্য কিছুরই দ্বারা কেও সুখী হতে পারে না। এই জগতের কোনও বস্তু চিরস্থায়ী নয়; আজ যা আছে কাল তা না থাকতে পারে, যা কিছু দীর্ঘকাল থাকবে, তাও একদিন নষ্ট হবেই—তার অভাব হবেই; অতএব তাতে আসক্ত হলে যত বেশী তোমার তাতে আসক্তি হবে, ততই তার অভাবে তোমার শোক দুঃখ হবে। অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে এইরূপ মনে করতে অভ্যাস করবে যে, তোমাদের পুত্র যে তোমাদের কাছে এসেছে, তার যতদিন তোমাদের নিকট সেবা লওয়ার ইচ্ছা ততদিন নিবে, সেবা লওয়া হয়ে গেলেই চলে যাবে। এতে মোহ বা আসক্তি আসবে না। ভগবান্ পুত্ররূপে তোমার কাছে সেবা লওয়ার জন্য এসেছেন, এই জ্ঞানে নির্লিপ্তভাবে সেবা করে যাও। তাঁর যখন ইচ্ছা চলে যাবেন। তখন তুমি একটুও দুঃখ মনে আনবে না। সর্ব্বঘটে তিনি আছেন, তোমার পুত্রেও তিনিই আছেন। এই দেহ নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু দেহের মধ্যে যিনি আছেন তাঁর নাশ নেই। তাঁকেই দেখতে অভ্যাস কর, তাঁরই সেবা করছ, দেহের করছ না জানবে।"

শ্রীগুরু বৈদ্যরূপে তাঁদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মোহ দূর হয়ে গেল, তাঁদের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। বৈদ্যরূপী গুরুও এই জ্ঞান দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তারপর ঐ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নির্লিপ্তভাবে সাধ্যমত পুত্রের সেবা করতে লাগলেন। কয়েকদিন পরে পুত্রের মৃত্যু হল। তখন পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে অগ্নিসংস্কার করলেন। তখন আর তাঁদের অন্তরকে শোক দুঃখ একটুও স্পর্শ করল না। মৃতপুত্র সম্পর্কীয় সব কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয়ে গেলে, শ্রীগুরুর উপদেশমত সাধন ভজনে মন নিবিষ্ট করলেন এবং উভয়েই ভগবদ্দর্শন লাভ করলেন। তৎপর দেহান্তে শ্রীভগবচ্চরণেই স্থান লাভ করলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ স্কন্ধ ১৪ অধ্যায় হতে ১৬ অধ্যায়, এই তিনটি অধ্যায় পাঠ করবেন, তাতে চিত্রকেতু রাজার পুত্রলাভ, পুত্রের মৃত্যু ও তারপর দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক মৃত জীবাত্মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এনে উপদেশ দেওয়ান, দেবর্ষি নারদের ও মৃত জীবাত্মার উপদেশে রাজার শোকাপনোদন উত্তমরূপে বর্ণিত আছে, তা পাঠ করলে আপনারও পুত্রশোক দূর হওয়াতে সাহায্য করবে।*

এই উপদেশ মত আপনিও চললে, আপনার শোক দূর হবে এবং শ্রীগুরুর কৃপায় শ্রীভগবচ্চরণে স্থান পাবেন। আপনাকে স্বপ্নে শ্রীগুরুদেব দর্শন দিয়েছেন এবং আপনার পুত্রশোকে আমার কাছে আসলে আপনি শান্তির পথ পাবেন বলেছেন, তার দ্বারা আপনি ইহাই জানবেন যে, শ্রীগুরুদেব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজমান থাকলেও, ব্যবহারিকভাবে তিনিই আমার এই দেহের মধ্য হতে আপনাকে এই উপদেশ করলেন ; অর্থাৎ সদ্‌গুরু বৈদ্যরূপে এসে, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে যে উপদেশ করেছেন বলে আপনাকে বললাম, সেই উপদেশই আপনাকে শ্রীগুরুদেব করলেন। আপনাকেও ঐ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মত উপরোক্ত প্রকার জ্ঞানের দ্বারা শোক পরিত্যাগ ক'রে শ্রীভগবানের চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করতে ও তাঁরই ভজন সাধন একাগ্র মনে করতে, শ্রীভগবানকেই পতিপুত্রাদি ইত্যাদি সর্ব্বসম্বন্ধ স্থানীয় এবং তাঁকেই একমাত্র অবলম্বন জেনে, তাঁরই উপাসনা ও সেবা করতে বললেন, তাতেই আপনি প্রকৃত শান্তি পাবেন।†

---

* "দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলি পূর্ব্বভাগ" গ্রন্থের ৩৪৪-৩৫১ পৃষ্ঠায় এই সব বিষয় সরল বঙ্গভাষায় উত্তমরূপে বর্ণিত হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন।

† এই উত্তর লেখার কিছু দিন পর শ্রীগুরুদেবের গুরুভগ্নী (রক্সৌলের) শ্রীযুক্তা সুশীলা দেবী এক দিন বহুলোকের সম্মুখে শ্রীগুরুদেবকে বলেন যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫৯। **প্রশ্ন**। বাবা! সংসারের নানা দুঃখ ও আঘাত পেয়ে মন বড় অশান্ত হয়ে উঠে, ভগবানেও সংশয় এসে যায়, নাম করতেও আর ইচ্ছা হয় না। এরূপ অবস্থায় মনকে শান্ত রাখার উপায় কি ?

উত্তর। জানকী ত ভগবান্ রামচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। তিনি বড় দুঃখ ভোগ করেছেন। পাণ্ডবগণ মহারথী বীর ছিলেন। দ্রৌপদী তাঁদের স্ত্রী ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখারূপে তাঁদের সর্ব্বদা সহায় ছিলেন, তথাপি তাঁরা কত দুঃখ ভোগ করেছেন। সেই অসহ্য দুঃখের মধ্যে ভগবান্ রামচন্দ্র সম্বন্ধে বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ত কোন সংশয় তাঁরা করেন নি ? নীরবে সব দুঃখ যাতনা সহ্য করেছেন। আপনিও সেরূপ মনে করবেন। এখন এই দুঃখ ভোগ আছে বলে এসেছে। এতে ভগবানে কোনরূপ সন্দেহের ভাব আসা উচিত নয়।

এই স্নেহলতা দেবী (যিনি উপরোক্ত প্রশ্নটি করেন) তাঁর আত্মীয়া এবং তিনি স্নেহলতা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেখেন, হালিসহরবাসী এক ভদ্রলোক তাঁকে শ্রীগুরুদেবের ঠিকানা দিতে এসেছেন। স্নেহলতা দেবী কলকাতায় শ্রীগুরুদেবের ঠিকানা যদি খুঁজে না পান, এইজন্য সেই ভদ্রলোকটিকে তাঁর গুরুদেব স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন,—"তুমি কলকাতায় গিয়ে স্নেহলতা মা'ইকে ধনঞ্জয়দাসের ঠিকানা জানিয়ে দাও। ধনঞ্জয়দাসের ঠিকানা—৮।৩১, ফার্ণ রোড, বালিগঞ্জ"। সেই অনুযায়ী ঠিকানা বলে দিলে, স্নেহলতা দেবী শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে দেখা করেন ও সব প্রশ্ন জানিয়ে তিনি যে উত্তর পেয়েছেন, তাতে তাঁর শোক দূর হয় ও তিনি পরম শান্তি লাভ করেছেন। এই কথা স্নেহলতা দেবী গুরুদেবের কাছ থেকে ফিরে এসে, খুব আনন্দের সঙ্গে সুশীলা দেবীকে জানিয়েছিলেন। শ্রীযুক্তা সুশীলা দেবী যখন শ্রীগুরুদেবকে এই সব কথা বলছিলেন, তখন আমরা অনেকেই তথায় উপস্থিত ছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভোগের দ্বারা ভগবান্ আপনাদের অন্তরাত্মাকে নির্ম্মল ক'রে দিচ্ছেন জানবেন।

কুন্তী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন,—"তুমি সর্ব্বদা আমাদের দুঃখ ও বিপদের মধ্যে রাখবে, তাহলে সর্ব্বদা তোমার স্মরণ হবে, কারণ সুখে থাকলে তোমার স্মরণ হয় না।" আপনার বর্ত্তমান অবস্থাতে তাঁর সেই কথা স্মরণ করবেন। আপনার এই অবস্থা এসেছে বলেই ত কাতর-ভাবে এত ডাকছেন, তাঁকে জানাচ্ছেন। তা না হলে কি এত কাতরভাবে তাঁকে ডাকতে পারতেন? সুতরাং এই দুঃখ বিপদ তাঁর অসীম কৃপা। সংসারে শরীর ধারণ ক'রে থাকলে তা আসবেই। কখনও সুখ আবার কখনও দুঃখ না এসে পারে না। কিন্তু দুঃখ এলে যে শ্রীগুরু ও শ্রীভগবান্‌কে ডাকতে পারে, সেই তাঁদের কৃপা লাভ করতে পারে। সুতরাং এতে অধীর হতে নেই, বরং আরও বেশী ক'রে তাঁকে আঁকড়ে ধরতে হয়।

পুত্র, বৌ ও নাতি-নাতিনীদের প্রতি যে আপনার নিজের বলে মোহ আছে, তাই আপনার এত দুঃখ ও ক্লেশের কারণ। এই মোহ দূর করতে হলে ত সেইরূপ আঘাত দেওয়া দরকার? তাই আপনার সম্বন্ধে যে শ্রীভগবান্ করছেন না, তা আপনি কি ক'রে বুঝবেন? কে কার বৌ, পুত্র, নাতি, নাতিনী? এই দেহকে অবলম্বন ক'রে ভগবান্‌ই এই সব সম্বন্ধ-যুক্ত হয়েছেন। এখনই যদি আপনার এবং পুত্র, বৌ, নাতি, নাতিনী প্রভৃতির দেহ হতে তিনি বের হয়ে যান, তাহলে এই সব শরীরগুলা পচে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, বা অগ্নিতে পুড়িয়ে দিলে ভস্ম হয়ে যাবে, কারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না। সুতরাং এই দেহের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি থাকাতেই সকলের সহিত সম্বন্ধ রয়েছে—তা জেনে তাঁদের মধ্যে তাঁকে দেখতে অভ্যাস করুন। এই নশ্বর দেহ থাকলে, সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ্ ইত্যাদি আসেই; এ সব আগন্তুক, ঐসব দেহ সম্বন্ধ থাকায় দুঃখ বিপদাদি এলে, ঐসব দেহের মধ্যে যে ভগবান্ আছেন, তাঁকে ভুলে যেতে নেই। তখন মনে করতে হয় যে, এই দেহ যেমন নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, তদ্রূপ এই সুখ-দুঃখাদিও ক্ষণস্থায়ী। এতে লিপ্ত হওয়াতেই অশান্তি ভোগ হয়। এজন্য ভগবান্ গীতায় বলেছেন—সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, স্তুতি নিন্দায়, সমান বোধ করতে হবে। যদি এই উভয় বিরুদ্ধ অবস্থায় সমান বোধ করার অভ্যাস করতে হয়, তাহলে এই উভয় অবস্থাই ত আসা দরকার? এবং এই উভয় অবস্থা প্রবল ভাবে এলে, তখন ঐ উভয়ে সমজ্ঞানের সাধন করতে পারা যায়। আপনারও এই যে দুঃখ ও বিপদ এসেছে, এই অবস্থায় স্থির থেকে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সমজ্ঞান আনার অভ্যাস (সাধন) করুন। ঐসব এলে এত বিচলিত হবেন না।

যিনি মনে করেন দুঃখ, বিপদ, অপমান, পরাজয় ইত্যাদি আসবে না, তবেই সুখী হব, শান্তি লাভ করব, তিনি জীবনে কখনও সুখী হতে বা শান্তিলাভ করতে পারেন না। কারণ দেহধারী জীবের তা কখনও সম্ভব নয়। যেমন সুখ আসে, তেমনি দুঃখও আসে, সম্পদ্ও আসে, বিপদ্ও আসে, মানও আসে, অপমানও আসে, জয়ও আসে, পরাজয়ও আসে। এই বিরুদ্ধ অবস্থা জীবনে আসতে থাকবেই। সুতরাং কেবলমাত্র সুখ, সম্পদ্, মান, জয় ইত্যাদি যখন সব সময় আসতে পারে না, তখন ঐ অবস্থাগুলি এলেই সুখী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হব বা শান্তি পাব এইরূপ যিনি মনে করেন, তিনি জীবনে যে কখনও সুখী হতে পারবেন না, শান্তিলাভ করতে পারবেন না, তা এখন বুঝতে পারছেন তো ?

আর শ্রীগুরু যাঁর মোহ কাটাবার ইচ্ছা করেন, তাঁর, যাঁর প্রতি মোহ অত্যন্ত অধিক, তাঁর সম্বন্ধেই একটা এমন কিছু ঘটনা ঘটান, যাতে তিনি খুবই আঘাত পান, অশান্তি ভোগ করেন। আপনার এখন জীবনের শেষ অবস্থা এসে গিয়েছে; এখন এই সব সাংসারিক মোহ কাটিয়ে ভগবচ্চরণে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। কিন্তু আপনার এইরূপ মোহ থাকলে, ভগবানে মন ত নিবিষ্ট হতে পারে না ? সেইজন্য এখন গুরু আপনার ঐ মোহ কাটাবার জন্যই, এই আঘাত দিচ্ছেন,—তা জেনে আপনি তাতে বিচলিত না হয়ে যাতে এখন সাংসারিক সব মোহ কাটিয়ে ভগবানের চরণে মনোনিবেশ করতে ও আত্মসমর্পণ করতে পারেন, তার চেষ্টা করুন। সংসারে এই সব সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্ আসবেই, তাই সংসারের নিয়ম। তাতে অশান্ত হতে নেই। সমস্তই ভগবৎ প্রেরিত জেনে সর্ব্বদা প্রশান্ত থাকতে অভ্যাস করুন। তাহলেই শান্তি পাবেন। ইহাই শান্তি লাভের উপায়।

১৬০। প্রশ্ন। শান্তিলাভের পথ কি ?

উত্তর। শ্রীভগবানের উপর নির্ভর ক'রে সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকার অভ্যাস করলে, প্রত্যেকের মধ্যে ভগবানই আছেন, এইরূপ জ্ঞানে মনে মনে প্রণাম করতে ও সাধ্যমত সেবা করতে অভ্যাস করলে এবং সংসারে নির্লিপ্তভাবে (অনাসক্ত ভাবে) থাকার অভ্যাস করলে, স্থায়ী শান্তি লাভ করা যায়।

১৬১। প্রশ্ন। এই পৃথিবীতে নানা রকম অশান্তির মধ্যে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকতে হয়, মাঝে মাঝে অশান্তি খুব বেশীও হয়ে পড়ে—শান্তিতে বাস করার উপায় কি ?

উত্তর। সংসারে নানাপ্রকার অবস্থায় পড়তেই হয়, কখনও দুঃখ আসে, কখনও কিছু সুখও আসে, কখনও বিপদ, কখনও সম্পদ আসে। ইহা আসবেই। সুতরাং যদি কেও মনে করে, এই সব বিরুদ্ধ অবস্থা আসবে না, তবেই শান্তি পাবে —তাহলে সে কখনও শান্তি লাভ করতে পারবে না। কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধ অবস্থাতেও যে চিত্তকে স্থির রাখতে পারে, উভয় অবস্থাকেই সমভাবে গ্রহণ ক'রে মনকে শান্ত রাখতে পারে, সে স্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারে। এই শান্তি লাভের পথ। কিন্তু নিজের শক্তিতে ঐরূপ স্থায়ী শান্তি লাভ করা যায় না; গুরুশক্তি লাভ ক'রে ঐ ভাবে চলতে চেষ্টা করলেই, ধীরে ধীরে এই শান্তি লাভ করা যায়। এ ভিন্ন আর অন্য পথ নেই ।

১৬২। প্রশ্ন। সংসারে এত দুঃখ সহ্য ক'রে কি ক'রে থাকা যায় ?

উত্তর। মাই! সংসারে সকলেরই নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফলে দুঃখ ভোগ আসে। আর সংসারে দুঃখ কষ্ট আসবে না, এ হতেই পারে না। নানাপ্রকার অবস্থা আসবে ও তজ্জন্য দুঃখ কষ্ট আসবেই। এরূপ দুঃখ কষ্ট এলেই যদি মনকে চঞ্চল ও অশান্ত কর, তাহলে ত ঐ দুঃখ কষ্ট অশান্তি ভোগ কমে যাবে না বরং বেড়েই যাবে। যিনি ঐরূপ দুঃখ কষ্ট আসা অবস্থাতেও মনকে চঞ্চল ও অশান্তিপূর্ণ না ক'রে, স্থির থেকে কর্ত্তব্য পালন করতে পারেন, তিনিই স্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারেন।

সর্ব্বাবস্থায় শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় চিত্তে শ্রীগুরুর উপদেশ মত চলতে থাক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত কর্ত্তব্য পালন করতে থাকে, তাহলেই তাঁদের কৃপায় যথার্থ কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

১৬৩। প্রশ্ন। সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে থাকতে হয়, এই অবস্থায় কি ভাবে কর্ত্তব্যপালন করা যায়? শান্তিই বা কিরূপে পাওয়া যায়?

উত্তর। মনকে দৃঢ় করবে। সংসারে নানা প্রকৃতির লোক আছে—পরিবারের সকলের কথা যদি শুনতে হয় তাহলে কর্ত্তব্য পালন করা যায় না। কর্ত্তব্য যা বুঝবে, তার বিরুদ্ধে কেও কিছু বললেও তাতে কর্ণপাত করবে না। মনকে বেশী নরম করলে চলবে না; দৃঢ়তার সঙ্গে কিছু কাল চললে, তোমার দৃঢ়তা দেখে, তোমাকে সকলে এখনকার মত এত বিরক্ত করবে না। প্রথমে কিছুকাল দৃঢ়তার সহিত চলতে হবে। কেও রাগ করে করুক; সেটা গ্রাহ্য করবে না। এতে অশান্তি হলেও পরে শান্তি আসবে। তা না হলে অশান্তি হলে, সে অশান্তি লেগেই থাকবে, যাবে না। একবার দৃঢ়তার সহিত যদি এরূপ চলতে পার, তাহলে ভগবান্ সহায় হবেন।

১৬৪। প্রশ্ন। গুরু দেহ রাখলে শিষ্য তাঁর প্রতি কি ভাব রাখলে শান্তি পাবে? সংসারে দুঃখ বিপদাদি সর্ব্বদা এসে থাকে। সেই অবস্থায় শান্তি লাভ কি সম্ভব?

উত্তর। গুরুদেব দেহ রাখলেও কোনও ক্ষতি নেই, গুরু আর ভগবান্ একই; কোনও ভেদ নেই। তিনি দেহ রাখলেও সর্ব্বদাই ভগবদ্রূপে সঙ্গে আছেন। তাঁর উপদেশ মত কাজ করে যান, তাহলেই সব হবে। গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতে অভ্যাস করুন; তাহলে দেখবেন অশান্তি ধীরে ধীরে কম হতে থাকবে। সংসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা অবস্থার মধ্যে প্রত্যেককেই যেতে হয়। কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও সম্পদ, কখনও বিপদ্ এসব এসেই থাকে। দেহ থাকতে কেও এদের এড়াতে পারে না, কিন্তু এসব গায়ে মেখে নিতে নেই। ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সবই ভগবচ্চরণে অর্পণ করার অভ্যাস করতে হয়। যে সুখ দুঃখ ইত্যাদি সর্ব্ব অবস্থাই শান্ত ও ধীর ভাবে গ্রহণ করতে পারে, সেই যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারে। যে মনে করে দুঃখ বিপদ ইত্যাদি মোটেই আসবে না, তবেই সে সুখী হবে বা শান্তি লাভ করবে, সে কখনও সুখ বা শান্তি লাভ করতে পারবে না। কারণ দেহ থাকতে দুঃখ বিপদ ইত্যাদি আসবে না, তা হতেই পারে না। এজন্য ওসব এলেও সেরূপ গায়ে মেখে না নিয়ে, নির্লিপ্ত থাকতে অভ্যাস করলেই শান্তি লাভ করা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যু সম্বন্ধে।

১৬৫। প্রশ্ন। মৃত্যু আনন্দের না ভয়ের?

উত্তর। যাঁরা তপস্যার দ্বারা ভগবদ্দর্শন করতে পেরেছেন— সর্ব্বঘটে ভগবদ্দর্শন করতে পেরেছেন, তাঁদের কাছে মৃত্যুই নেই, তাঁরা অমর হয়ে যান। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁদের মৃত্যু দেখা যায় বটে, কিন্তু তাঁদের সেই মৃত্যুকে শাস্ত্র মৃত্যু ব'লে বলেন নি, তাঁরা অমর হয়ে যান, এই কথা শাস্ত্র বলেছেন। এইরূপ পুরুষের আমাদের দৃষ্টিতে যে মৃত্যু, তা আনন্দেরই বলতে হবে। কারণ শাস্ত্রে বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হওয়ায়, তিনি আনন্দময় হয়ে যান। অতএব মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যে বাহ্য দৃষ্টিতে মৃত্যু বলা হয়, তা আনন্দের, কিন্তু বদ্ধজীবের মৃত্যু ভয়েরই। কারণ ওদের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু যন্ত্রনা ভোগ করতে হয় বলেই, তা ভয়ের হয়।

১৬৬। প্রশ্ন। সাধারণ মানুষের (মহাপুরুষ বা মুক্তপুরুষদের কথা নয়) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কিরূপ অবস্থা হয়?

উত্তর। মানুষের মৃত্যুর পূর্ব্ব অবস্থায় সে সারা জীবনে যে সব কর্ম্ম করেছে, সেই সব এবং আরও সঞ্চিত কর্ম্ম তার স্মরণ হয়, তদনুসারে তার ভবিষ্যৎ জন্মের প্রারব্ধ গঠিত হয়, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জন্মে সেই সব কর্ম্মের ফল ভোগ করার উপযোগী যে দেহ প্রাপ্ত হবে, তা স্থির হয়ে যায়। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহের সহিত সে তার কর্ম্মানুযায়ী গতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হয়ে, তার ভোগোপযোগী স্থানে যায়। পুণ্যবান্ পুরুষগণ সুখভোগ করার জন্য চন্দ্রলোকে যান, তারপর আকাশ বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘে মিলিত হয়ে, বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হন এবং শস্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। সেই শস্য মানুষ খেলে তা বীর্য্যরূপে পরিণত হয়, তখন বীর্য্যে তিনি থাকেন। তারপর সেই বীর্য্য স্ত্রীগর্ভে সঞ্চারিত হলে, তা হতে তিনি আবার মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় যেরূপ দেহ যেরূপ ভোগের জন্য প্রাপ্ত হওয়া স্থির হয়, ঠিক সেইরূপ ভোগের জন্য সেইরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়। কোন্ শস্য কে খাবে, কি ভাবে জন্ম হবে, সে সবই নিশ্চিত থাকে। যারা পাপকর্ম্মকারী, তারা নরকাদি ভোগ ক'রে, পুনরায় তার কর্ম্মানুযায়ী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, অথবা মশক কৃমীদংশকাদি যোনি প্রাপ্ত হয়।

১৬৭। প্রশ্ন। মৃত্যুর পর এক বৎসর আত্মা কোথায় থাকে ?

উত্তর। মৃত্যুর পর আত্মা এক বৎসর কোথাও থাকবে, এমন কোনও নিয়ম নেই। মানুষের মৃত্যুর পর তিন রকমের গতি আছে বলে শাস্ত্র উপদেশ করেছেন। যাঁরা জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যালাভ করেছেন, তাঁরা দেবযান নামক মার্গে গমন করেন, তাঁদের আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। যাঁরা পুণ্য কর্ম্ম করেন, তাঁরা পিতৃযান নামক মার্গে গমন করেন, তাঁদের পুণ্য ভোগের পর আবার মর্ত্ত্যলোকে জন্ম হয়। যাঁরা পাপ কার্য্য করেন, তাঁরা তৃতীয় এক মার্গে যান, তাঁরা যমলোকে গিয়ে রৌরবাদি নরক যাতনা ভোগ করেন। এই ভোগ শেষ হলে, পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্ম নিতে হয়। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে গতি হয়। পুণ্যকর্ম্মকারিগণ পিতৃযানে যে গমন করেন, তাঁদের সম্বন্ধেই পিতৃলোক বা চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা বলা হয়। ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ লোকে প্রেতরা যেখানে থাকে, তাকে প্রেতলোক বলা হয়। যারা পাপী তারা প্রেতলোক বা যমলোকে গিয়ে যাতনা ভোগ করে। এই সব লোকই এই মর্ত্যলোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ব্রহ্মলোক সমস্ত লোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তা' সত্যলোকের অন্তর্গত সর্ব্বোপরি স্থান। যাঁরা দেবযান নামক মার্গে গমন করেন, তাঁরা ভিন্ন অপর কেও ব্রহ্মলোকে যেতে পারেন না।

১৬৮। **প্রশ্ন।** মৃত্যুর পরও কি জীবের কোনও রকম দেহ থাকে ?

উত্তর। মৃত্যুর পর একেবারে কোনও দেহ ধারণ না ক'রে জীব থাকে না। কোন একটা দেহ অবশ্যই ধারণ ক'রে থাকতে হয়। "বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ" যে অবস্থা তাতেও বায়বীয় দেহ ধারণ করেই থাকে। আমাদের এই দেহ যেমন পার্থিব তেমনি জলীয়, তৈজস, বায়বীয় দেহও আছে। বরুণ লোকে জলীয় দেহ, সূর্য্যলোকে তৈজস দেহ এবং ভুবর্লোকে (অন্তরীক্ষ লোকে) বায়বীয় দেহ ধারণ ক'রে জীবগণ থাকে। অন্তরীক্ষ লোকে যে ভূত প্রেতাদি থাকে তাদেরই বায়বীয় দেহ। আদ্য শ্রাদ্ধাদি দ্বাদশ মাসের শ্রাদ্ধান্তে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করলে মৃতের প্রেতত্ব নষ্ট হয়। এই একবৎসর মৃত পুরুষ বায়ুভূত নিরাশ্রয় হয়ে থাকে বলে শ্রাদ্ধ প্রকরণে উক্ত আছে। বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হলেই সে তা হতে মুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রেতত্ব নষ্ট হয় ও ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্র এই "মৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সম্বৎসরাৎ পরম্। প্রেত দেহং-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥" তৎপর পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা পুরুষগণ নিজ কর্ম্মানুসারে তাঁদের লোকে গিয়ে দেহ ধারণ করেন।

১৬৯। **প্রশ্ন।** লোকের মৃত্যুর পর জীবাত্মার গতি কি ভাবে হয় এবং কিরূপে অবস্থান করে এবং ক্রমে কি অবস্থায় পৌঁছে?

উত্তর। যাঁরা বিষয়ে আসক্ত অথচ যাগ-যজ্ঞ, দেবপূজা, দান, জলাশয়াদি খনন প্রভৃতি পুণ্য ও জনহিতকর কাজ করেন, তাঁদের আত্মা মৃত্যুর পর পিতৃযান মার্গে গমন করেন। অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁদের আত্মা ধূমকে আশ্রয় করেন, ধূম হতে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আশ্রয় করেন, রাত্রি হতে কৃষ্ণপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, তা হতে দক্ষিণায়ন ছয় মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আশ্রয় করেন। মাস হতে তাঁরা পিতৃলোকে গমন করেন, পিতৃলোক হতে আকাশে, আকাশ হতে চন্দ্রলোকে গমন করেন। সেই চন্দ্রলোকে পুণ্য ক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত তাঁরা অবস্থান ক'রে, পরে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এই পৃথিবীতে ফিরে আসবার সময় সেই জীবাত্মা প্রথমে আকাশকে আশ্রয় করেন, আকাশ হতে বায়ুকে, বায়ু হতে ধূমে, ধূম হতে অভ্রে, পরে অভ্র হতে মেঘকে আশ্রয় করেন। মেঘ হতে বৃষ্টির জলকে আশ্রয় ক'রে এই পৃথিবীতে আগমন করেন। সেই জল ধান্য, যব, ওষধি, বনস্পতি, গাছ, লতা, প্রভৃতির উপরে পতিত হলে, জীবাত্মাও সেই সকল পদার্থ আশ্রয় ক'রে অবস্থান করেন। তারপর সেই সকল বস্তু যারা ভক্ষণ করে, তাদের শরীরের মধ্যে সেই সকল বস্তুকে আশ্রয় ক'রে জীবাত্মাও গমন করেন এবং সেই সেই প্রাণীর বীর্য্যকে আশ্রয় ক'রে জীবাত্মা সকল অবস্থান করেন। পরে স্ত্রীপুরুষের মিলনে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবাত্মা বীর্য্যের সহিত মাতৃগর্ভে প্রবেশ ক'রে পুনরায় দেহ ধারণ করেন।

আর যাঁরা বিষয়ে আসক্ত নন, যাঁরা ত্যাগী, সংযমী, শ্রদ্ধাবান্, তপস্বী, ভগবদুপাসনাপরায়ণ তাঁরা মৃত্যুর পর দেবযান বা অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁদের আত্মা প্রথমে অর্চ্চিঃ অর্থাৎ সূর্য্য কিরণকে আশ্রয় করেন, সেই অর্চ্চিঃ হতে দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, তা হতে শুক্লপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, শুক্লপক্ষ হতে উত্তরায়ণ ছয়মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, তা হতে সম্বৎসরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আশ্রয় করেন। পরে সম্বৎসর হতে আদিত্যে গমন করেন। আদিত্য হতে চন্দ্রে, চন্দ্র হতে বিদ্যুতে গমন করেন। তখন উচ্চলোক হতে এক জ্যোতির্ম্ময় অপ্রাকৃত পুরুষ এসে সেই জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান। এই দেবযান মার্গ।

যাঁদের বিষয় ভোগে কিছুমাত্র আসক্তি নেই, যাঁরা যথার্থ বৈরাগ্য লাভ করেছেন ও ভগবদুপাসনাপরায়ণ, তাঁদের মৃত্যুর পর সাধারণতঃ এই পৃথিবীতে আর ফিরে আসতে হয় না। তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হলে তাঁরা ক্রমমুক্তির পথে গমন ক'রে জন, মহঃ, তপঃ প্রভৃতি লোকে সেই সেই লোকোচিত শরীর ধারণ ক'রে অবস্থান করেন এবং সেখানে থেকেই আবার সাধন ভজন করতে থাকেন, পরে ক্রমে ক্রমে তাঁরা মুক্তি-লাভ করেন। আর যাঁরা এই দেহেই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ করেছেন তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁরা একেবারেই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে গমন ক'রে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে গমন করেন এবং পরম মোক্ষলাভ করেন।

যারা অতিশয় পাপকর্ম্মকারী, যাদের পুণ্য কিছুই নেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সকল জীবাত্মার মৃত্যুর পর তারা কিছুকাল অন্তরীক্ষ লোকে অতিশয় কষ্টে অবস্থান করে, কেহ কেহ অন্তরীক্ষ লোকের অন্তর্গত প্রেতলোকেও গমন করে। পরে তারা তাদের উৎকট পাপের ফল ভোগের জন্য নরকলোকে গমন করে। নরকলোকের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থান ক'রে যন্ত্রাণাময় নারকীয় শরীর ধারণ ক'রে তারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। পরে পাপের কিছুটা ক্ষয় হলে তারা তাদের কর্ম্মানুসারে কেহ বা প্রেত শরীর ধারণ করে, কেহ বা এই পৃথিবীতে এসে পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা বা নিম্নজাতির নিম্ন-স্তরের মনুষ্য শরীর ধারণ করে। এই শ্রেণীর জীবাত্মাগণ পূর্ব্বোক্ত পিতৃযান বা দেবযান—কোন মার্গেই গমন করে না।

মৃত্যুর পর আত্মার গতি বিষয়ে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা হল। এই সকল বিষয় ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়, কৌশিতকী উপনিষদে ও পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে।

১৭০। প্রশ্ন। মৃত ব্যক্তির সন্তান বা আত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাতে মৃত ব্যক্তির কি শুভফল হয়? শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোনও উপকার হয় কি?

উত্তর। যদিও মৃতব্যক্তি তাঁর কর্ম্মানুসারেই গতি ও ফল লাভ করে—এ সত্য, তবুও এও সত্য যে, শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের দ্বারা মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি লাভ হয় এবং তাঁর উপকারও হয়। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বেদবিহিত ক্রিয়া এবং তারও একটা ফল আছে। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ঠিক ভাবে শাস্ত্রোক্ত বিধিতে অনুষ্ঠান করলে মৃতব্যক্তির আত্মার দুষ্কৃতি বা পাপ কিছুটা ক্ষয় হয়। ইহা নীচস্তরের অন্তরীক্ষ লোক ও ক্লেশময় প্রেতলোকাদি হতে সেই জীবাত্মার মুক্তিলাভে ও উর্দ্ধলোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতিলাভে সাহায্য করে। অতি উৎকট পাপ না থাকলে এই শ্রাদ্ধাদির ক্রিয়ার দ্বারাই তার অন্তরীক্ষলোকে ও প্রেতলোকে অবস্থান হতে ও নরকযন্ত্রণা হতে মুক্তি লাভ হয়। 'কিন্তু অতিশয় উৎকট পাপ থাকলে ও প্রেতযোনি প্রাপ্ত হলে কেবলমাত্র শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার দ্বারা মৃত আত্মার সেই অবস্থা হতে মুক্তি লাভ হয় না, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার পর গয়ায় শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানও করতে হয়। তা ছাড়া এই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার দ্বারা অগ্নিস্বাত্তাদি দিব্য পিতৃগণ (ইঁহারা দেবতাদেরও জনক, ইঁহারা মানুষ নন) তৃপ্তিলাভ করেন। তবে এই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া মৃত জীবাত্মার পুনরায় স্থূল শরীর গ্রহণ বিষয়ে বা তাঁর গতি বিষয়ে কিছুই উপকার বা সাহায্য করে না। পুনরায় স্থূল শরীর গ্রহণ এবং সেই শরীরে সুখদুঃখাদি ভোগ সমস্তই সেই জীবাত্মারই কর্ম্মানুসারেই হয়ে থাকে।

১৭১। প্রশ্ন। প্রতি বৎসর আমরা যে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করি, তাতে সেই মৃত ব্যক্তির কি ফল হয়?

উত্তর। বৎসরান্তে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করলে, সেই মৃতব্যক্তি তখন যে লোকে যে অবস্থায় যে শরীরে আছেন, সেই লোকে সেই অবস্থায় সেই শরীরে তাঁর তৃপ্তিলাভ হয়। শ্রাদ্ধে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও বস্ত্রাদি দান ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করালে, সেই মৃত ব্যক্তি তখন যে লোকে যে শরীরে বর্ত্তমান, সেই লোকে সেই শরীরধারী সেই মৃত ব্যক্তির কাছে তাঁর উপযুক্ত ভোজ্যাদি সামগ্রী তখন হঠাৎ উপস্থিত হয়, এবং তিনি তা ভোগ ক'রে তৃপ্তিলাভ করেন। যেমন, হয়ত আমার প্রপিতামহ এখন কোথায়ও কোন দেশে মনুষ্য শরীর ধারণ ক'রে বর্ত্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন। আমি যদি বৎসরান্তে তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করি, তবে সেই শ্রাদ্ধের ফলে সেই শরীরধারী তাঁর নিকট হঠাৎ আকস্মিকভাবে সুভোজ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি উপস্থিত হবে, হয়ত হঠাৎ তাঁর কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হল এবং সেখানে তিনি উত্তম ভোজ্য, বস্ত্র, সম্মান প্রভৃতি পেলেন, হয়ত তিনি এখন কর্ম্মানুসারে কোন মনুষ্য শরীর ধারণ ক'রে আছেন কিন্তু আমার ঐ শ্রাদ্ধের ফলে সেই দিন সেই দেহধারী আমার প্রপিতামহ সেখানেই উত্তম খাদ্যাদি বস্তু পাবেন— এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝতে হবে। আরও এক কথা এই, শ্রাদ্ধাদির ফলে দিব্য পিতৃগণ ও যজ্ঞমূর্ত্তি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু তৃপ্তিলাভ করেন এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তার কল্যাণ ও সুখ সমৃদ্ধি বিধান করেন।

১৭২। প্রশ্ন। গয়ায় পিণ্ডদানের প্রয়োজনীয়তা কি? এতে কি মৃত আত্মার শান্তি হয়?

উত্তর। গয়ায় শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করলে, সেই মৃত আত্মার প্রেতযোনি ও নরক ভোগ হতে মুক্তি লাভ হয় এবং তার দুষ্কৃতি ও পাপ দূর হয়ে সদ্‌গতি লাভ হয়। কিন্তু এতে তাঁর পরম মোক্ষপদ লাভ হয় না।

১৭৩। প্রশ্ন। মৃতব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির জন্য ও সদ্‌গতির জন্য শ্রীবৃন্দাবনে বা নবদ্বীপে বিষ্ণুর পূজা ও ভোগ দিয়ে বৈষ্ণব-ভোজন ও সাধু-ভোজন করান হলে কি তার গয়াধামে পিণ্ডদান করবার প্রয়োজন আছে?

উত্তর। মৃতব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির জন্য সাধুভোজন বা বৈষ্ণব ভোজন করালে সেই সাধু ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ হয় এবং সেই সাধু ও বৈষ্ণব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণের সেবায় তাঁর আত্মাও তৃপ্তিলাভ করে। যে লোকে যে দেহে সেই মৃত আত্মা অবস্থান করেন, সেই লোকে সেই দেহে সেই আত্মাও উত্তম ভোজ্য পেয় প্রভৃতি লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু গয়ার শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করলে যে ফল হয়, তা এই সাধু ও বৈষ্ণব সেবার দ্বারা হয় না। উভয়ের ফল পৃথক।

১৭৪। প্রশ্ন। মৃতব্যক্তির মৃত্যু তিথির ভাল মন্দ দিয়ে কি মৃতাত্মার শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়?

উত্তর। হাঁ, করা যায়। যারা বিষয়াসক্ত সাধারণ সংসারী লোক তাদের মৃত্যুর শুভাশুভ ক্ষণের দ্বারা তাদের মৃত আত্মার শুভাশুভ গতি সূচিত হয়ে থাকে। যেমন জন্মক্ষণের শুভাশুভ গ্রহাদির অবস্থান প্রভৃতি জাতকের শুভাশুভ ভাগ্যের সূচনা করে, সেইরূপ মৃত্যু তিথি বা মৃত্যুক্ষণের শুভাশুভ মৃতাত্মার শুভাশুভ গতি সূচনা করে। এই জন্যই কোন বিশেষ তিথিতে ও বিশেষ ক্ষণে মৃত্যু হলে মৃত আত্মার একপাদ বা দ্বিপাদ বা ত্রিপাদ বা ত্রিপুষ্করাদি দোষ প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ বা ভগবদ্-ভজন পরায়ণ মহাপুরুষ তাঁরা এই সকল শুভাশুভ তিথি বা ক্ষণের উর্দ্ধে বিরাজ করেন। তাঁদের চিত্ত সর্ব্বাবস্থায় শ্রীভগবানেই যুক্ত থাকে বলে, তাঁদের সর্ব্বদা সদগতিই লাভ হয়, তাঁরা শ্রীভগবানেই ও শ্রীভগবদ্ধামেই গতি লাভ করেন। তাঁদের মৃত্যুক্ষণের শুভাশুভ তাঁদের আত্মাকে স্পর্শ করে না।

১৭৫। প্রশ্ন। মৃত্যুর পর জীবাত্মার গতাগতি কিভাবে হয়? তখন শ্রাদ্ধাদি করার কোন রূপ স্বার্থকতা আছে কি? যখন আত্মা নিত্য তখন মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার পূর্ব্বজন্মের কিছু জ্ঞান থাকে না কেন? মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ড দেওয়ার সার্থকতা কি?

উত্তর। মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বনে তার কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন ক'রে তদুপযোগী দেহ ধারণ করেন। কেহ চন্দ্রলোকাদিতে গমন করেন, কেহ মুক্ত হয়ে সূক্ষ্ম দেহও পরিত্যাগ ক'রে পরব্রহ্ম-রূপতা লাভ করেন, কেহ বৈকুণ্ঠাদিলোকে গমন করেন; আর কেহ বা নরকে গমন করেন। এই স্থূল দেহ পরিত্যাগ ক'রে জীব যে কোন লোকেই গমন করুন না কেন, তাঁকে সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন ক'রে গমন করতে হয়। যাঁরা মুক্ত হয়ে যান তাঁদের পরব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে এই সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধ দূর হয়ে যায় কিন্তু বদ্ধজীবের ঐ সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধ সর্ব্বদাই থাকে। এই সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বনে বিভিন্ন লোকে বা যোনিতে জন্মলাভ ক'রে তারা তার কর্ম্মফল ভোগ করে। সেই সূক্ষ্ম দেহ অতি সূক্ষ্ম। তা ইন্দ্রিয়াদি গ্রাহ্য নয়। জীবিত অবস্থায় যিনি যেরূপ কাজ করেন, মৃত্যুর পর তিনি তদনুযায়ীই ফল প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করা হয়, তার ফলও প্রাপ্ত হয়ে তিনি তৃপ্ত হন। তিনি নিজে জানতে না পারলেও, ভগবানের এমন ব্যবস্থা আছে যে, শ্রাদ্ধাদিতে অর্পিত বস্তু তাঁর নিকট পৌঁছে। যেমন আমরা এদেশ হতে লণ্ডন প্রভৃতি অন্য কোন দেশে কাকেও যদি মনি-অর্ডার করি, তাহলে সেই টাকাটি না পেলেও, সেই টাকার পরিমিত কোন বস্তু বা পাউণ্ড ইত্যাদি তিনি যেন প্রাপ্ত হন, সেইরূপ ব্যবস্থা করা আছে। তদ্রূপ আমরা মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদির দ্বারা যে বস্তু অর্পণ করি, তদনুরূপ বস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর নিকট পৌঁছবার ব্যবস্থা ভগবান্ ক'রে রেখেছেন। সাধারণতঃ মৃত্যুর পর অন্য লোকে বা অন্য যোনিতে স্থূল দেহ ধারণ ক'রে জন্মগ্রহণ করলে, তার পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। কারণ তখন সেই দেহেতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। তবে এমনও হতে পারে যে, মৃত্যুর পর সে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জন্মগ্রহণ ক'রে পূর্ব্বজন্মের গৃহে এলে পিতা, মাতা, স্বামী অথবা পুত্রাদিকে দেখে, পূর্ব্ব সম্বন্ধ জাগ্রত হতে পারে। তবে এরূপ খুব কমই হয়।

মৃত্যুর পর কেহ কেহ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে খুব ক্লেশ ভোগ করতে থাকে, এদের কেহ কেহ অনেক সময় আত্মীয়স্বজনকে সূক্ষ্ম দেহে দেখা দিয়ে নিজেদের ক্লেশের কথা জানাতে পারে এবং গয়াতে পিণ্ড দিবার কথা বলতে পারে এবং তৎপর গয়ায় পিণ্ড দিলে সে প্রেতযোনি হতে মুক্ত হয়। যারা মৃত্যুর সময় ত্রিপুষ্কর দোষ প্রাপ্ত হয়, তারা প্রেতরূপে বাড়ীতে নানাপ্রকার উপদ্রব করতে থাকে। তাদের নামেও গয়ায় পিণ্ড দিলে, তারাও সে দোষ হতে মুক্ত হতে পারে। যে সূক্ষ্ম দেহে তাঁরা দেখা দেন, তার আকারও স্থূল দেহেরই অনুরূপ কিন্তু তা দেখা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(গুরুপূর্ণিমা, জীবকে ঈশ্বর পুণ্য ও পাপ কার্য্যে কেন নিযুক্ত করেন—অপমানাদি কেন দেন, সার-সঞ্চয়ন।)

১৭৬। প্রশ্ন। গুরুপূর্ণিমার ইতিহাস ও তাৎপর্য্য কি ?

উত্তর। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ যেদিন গুরুশক্তি সর্ব্বপ্রথম শিষ্যে সঞ্চারিত করেছেন সেই দিনটি গুরুপূর্ণিমা। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত এই গুরুপূর্ণিমাতে গুরুশক্তির পূজা করা হয়ে আস্‌ছে। সেই দিনটি হল আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন। এইজন্য আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে গুরুপূর্ণিমা বলে।

১৭৭। প্রশ্ন। এই দিনটিকে গুরুপূর্ণিমা কেন বলা হয় এবং সকল সম্প্রদায়েই নিজ নিজ গুরুকে এই দিন পূজা কেন করেন ? কারও কারও কথকতা ও বক্তৃতাতে শুনেছি, এই পূর্ণিমাতে ব্যাসের জন্ম হয়েছিল বলে আষাঢ় পূর্ণিমাকে ব্যাসপূর্ণিমা বলা হয়, তেমনই ব্যাস সকলের গুরু বলে গুরুপূর্ণিমাও বলা হয়। সেইজন্য এই আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ গুরুতে ব্যাসের পূজা করে থাকেন, তা ঠিক কি ? আমার কিন্তু যুক্তিটা কেমন কেমন লাগে। এই বিষয়ে আপনার মত কি ? এই আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ব্যাসের জন্ম হওয়ার ও তাঁর পূজা করার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছু আছে কি ?

উত্তর। পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি ক'রে যেমন এর স্থিতি ও পালনের ব্যবস্থা করেছেন, তেমনই জীবনসমূহের উদ্ধারেরও (মুক্তিরও) ব্যবস্থা করেছেন। তত্ত্বজ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ দ্বারা জীবসমূহকে উদ্ধার করা রূপ অনুগ্রহ করার জন্যই ঈশ্বর এইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ ২৫ সূত্রের ভাষ্যে বেদব্যাসই একথা স্পষ্টরূপে বলেছেন, যথা—"তস্যাত্মনুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্, জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন্ কল্প-প্রলয়-মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি"—অর্থাৎ তাঁর নিজের সম্বন্ধে কোনও প্রয়োজন না থাকলেও, জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা রূপ প্রয়োজন আছে। কল্প, প্রলয় ও মহাপ্রলয় হতে সংসারিপুরুষ সকলকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা উদ্ধার করব, প্রাণিগণের প্রতি এইমাত্র অনুগ্রহই সেই প্রয়োজন।

এই উদ্ধারের জন্য তিনি স্বয়ং সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানোপদেষ্টা গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে এমনভাবে গুরুশক্তির সঞ্চার করেছেন যাতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ঐ গুরুশক্তি ধারাক্রমে সঞ্চারিত হয়ে জীবসমূকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা উদ্ধার করতে পারেন। কিরূপে ধারাক্রমে গুরুশক্তি সঞ্চারিত হয়ে জীবসমূহকে উদ্ধার করছেন, তা' আমাদের গুরুপরম্পরার ধারাটির দ্বারাই তোমার বোধগম্য হবে বলে তাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ে ভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন—"সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি কুমারগণ যোগের ঐকান্তিক সূক্ষ্ম গতি বিষয়ে পিতা ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন করলে, ব্রহ্মার চিত্ত সৃষ্টি কার্য্যের চিন্তায় ব্যাকুল থাকায়, ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হন। তখন তার উত্তর দেওয়ার জন্য আমার ধ্যান করলে, আমি হংসরূপে এসে তাদিগকে সেই যোগ উপদেশ করেছিলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনকাদি যে হংসভগবানের শিষ্য এবং সেই সনকাদি আবার উক্ত যোগ যে তাঁদের শিষ্যকে উপদেশ করেছিলেন, তা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টই বলেছেন, যথা—

"এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥" ১১।১৩।১৪

—"সমস্ত বিষয় হতে মনকে আকর্ষণ ক'রে যেরূপ সাক্ষাৎ আমাতে সমাহিত করতে হয়, সেই যোগ আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ তাঁদের শিষ্যকে উপদেশ করেছেন।"

সনকাদিকে উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে যে গুরুশক্তি অনন্তকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে পরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয়ে জীবগণকে উদ্ধার করতে পারবে, সেই গুরুশক্তিও শ্রীহংসভগবান্ তাঁদের মধ্যে সঞ্চার করেন। সনকাদিও তাঁদের শিষ্য দেবর্ষি নারদকে এবং দেবর্ষি নারদ তাঁর শিষ্য শ্রীনিম্বার্ককে এই যোগ উপদেশ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ঐ অব্যাহত গুরুশক্তিও সঞ্চার করেছিলেন। যে যোগ ভগবান্ স্বয়ং সনকাদিকে উপদেশ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যে গুরুশক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন সেই যোগ পরম্পরা-ক্রমে উপদিষ্ট হয়ে আসছে এবং সেই গুরুশক্তি সঞ্চারিত হয়ে আসছে। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে, আদিগুরু ভগবান্ স্বয়ং গুরুশক্তিরূপে ধারাক্রমে সঞ্চারিত হয়ে তিনিই স্বয়ং গুরু হয়ে আসছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরোক্ত বাক্যে ভগবান্ স্বয়ং যোগ উপদেশ করেছেন যে বললেন তা এই সৃষ্টির প্রারম্ভ কালের কথা। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কল্পেও তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঐরূপ গুরুরূপে যোগ উপদেশ করেছেন ও ধারাক্রমে গুরুশক্তির সঞ্চার করেছেন। এইজন্য তাঁকে সকল গুরুর আদিগুরু ব'লে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগসূত্রে বলা হয়েছে, যথা—"পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" (সমাধিপাদ ২৬ সূত্র)। এই সূত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে ব্যাসদেব স্বয়ং বলেছেন,—"ব্রহ্মাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণ সকলেই কালাধীন অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল, পরিমিতায়ুঃ ; যাঁর সম্বন্ধে কাল অনুমাপক হয় না, সেই ঈশ্বর ব্রহ্মাদি গুরুসকলেরও গুরু। যেমন বর্ত্তমান সৃষ্টির আদিতে স্বীয় নিত্যমুক্তস্বভাব দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়, অতিক্রান্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সর্গেও তদ্রূপই জানা যায়, অতএব ঈশ্বর আদিগুরু।

ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টিতে গুরুরূপে এই আষাঢ় পূর্ণিমার দিন আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই এই দিনটিকে গুরুপূর্ণিমা বলে। যেমন নির্দ্দিষ্ট তিথিতে নৃসিংহাদির আবির্ভাবের জন্য নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, বামন দ্বাদশী, রামনবমী, সীতানবমী, কৃষ্ণাষ্টমী, রাধাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, গৌর পূর্ণিমা ইত্যাদি নাম হয়েছে, তদ্রূপই আদিগুরুর আবির্ভাব আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে হওয়ায় ইহাকে গুরুপূর্ণিমা বলা হয়। আর আদিগুরু সেই ঈশ্বরই ধারাক্রমে বিভিন্ন গুরুদেহে বর্ত্তমান থেকে গুরু হয়ে আসছেন বলে গুরু প্রণামে বলা হয়—"গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"। প্রত্যেক শিষ্যই তাঁর গুরুকে পরংব্রহ্মস্বরূপে প্রণাম ক'রে থাকেন। এই গুরুপূর্ণিমার দিন প্রত্যেক গুরুর মধ্যে সেই আদিগুরু ঈশ্বরের গুরুশক্তির বিশেষ প্রকাশ পায়, প্রত্যেক গুরুর শিষ্যগণ তাদের গুরুতে ঐ দিন ভক্তির সহিত সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করলে, সেই আদিগুরুরই বিশেষ আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়। এই জন্য এই গুরুপূর্ণিমার দিন সকল সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ নিজ গুরুদেবকে পূজা ক'রে থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন ব্যাসদেবের জন্ম হয়েছিল বলে, এই পূর্ণিমাকে ব্যাস পূর্ণিমাও বলা হয়। কিন্তু ঐ তিথিতে ব্যাসের জন্ম হওয়ার জন্য "গুরুপূর্ণিমা" নাম হয় নি। কারণ ব্যাসের জন্ম তো দ্বাপরের শেষে হয়েছে? তার পূর্ব্বে কত যুগ, মহাযুগ, কল্প চলে গেছে। সেই সকল যুগ মহাযুগ কল্পাদিতেও তো গুরুপূর্ণিমাতে শিষ্যগণ পূজা করতেন? দেবর্ষি নারদ ব্যাসকে যে বলেছেন,—পূর্ব্ব কল্পে তিনি দাসী পুত্র ছিলেন এবং চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাবলম্বী যোগিগণের সেবা করতেন (ভাঃ ১ম স্কঃ ৫ম অঃ), এর দ্বারাও বুঝা যায় যে পূর্ব্ব কল্পে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদি ঋষিগণ করতেন। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গুরুপূর্ণিমায় গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং আষাঢ়ী পূর্ণিমা তখনও ছিল এবং ঐ দিন গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তখনকার শিষ্যগণ গুরুপূজাও করতেন। অতএব আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ব্যাসের জন্ম বলে ও তিনি সকলেরই গুরু বলে এই আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে গুরুপূর্ণিমা বলা হয়, এইরূপ যুক্তি সঙ্গত হয় না। যেমন দোলপূর্ণিমায় গৌরাঙ্গের জন্ম হওয়ায় ঐ পূর্ণিমাকে গৌরপূর্ণিমাও বলা হয়; তদ্রূপ ঐ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় আদিগুরুর আবির্ভাব হেতু গুরুপূর্ণিমা এবং ব্যাসের জন্ম হেতু ব্যাস পূর্ণিমা বলা হয়। কিন্তু গুরুপূর্ণিমা ও ব্যাসপূর্ণিমা উভয় উপলক্ষ্যে কৃত্য ভিন্ন ভিন্ন। ঐদিন গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দীক্ষাগুরুতে আদিগুরু ঈশ্বরের পূজা করতে হয় এবং ব্যসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কথাবাচক ব্যাসের পূজা করতে হয়—কৃত্যবিষয়ে এই প্রভেদ।

ব্যাসদেবের জন্ম যে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় হয়েছিল এবং ঐদিন কথাবাচকে ব্যাসদেবের পূজা করতে হয় তদ্বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। আমাদের সম্প্রদায়ের স্মৃতিগ্রন্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"স্বধর্ম্মামৃত সিন্ধু"তে উদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটি আখ্যানে তা পাওয়া যায়। আখ্যানটি বেশ সুন্দর, তাই সেই সম্পূর্ণ আখ্যানটি সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করছি। তাতে ব্যাসদেব স্বয়ং বলেছেন তাঁর জন্মদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা এবং এই দিন কথাবাচকে তাঁর পূজা করতে হয়। আখ্যানটি এই :—

বৈশম্পায়ন ঋষি দেবর্ষি নারদের নিকট ব্যাস মাহাত্ম্য শ্রবণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে দেবর্ষি নারদ বললেন,—বারাণসীতে বেদনিধি নামে এক ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি নির্ধন ও অপুত্রক ছিলেন ; এইজন্য কিরূপ পুণ্য কাজ বা দান করলে ধন ও পুত্র লাভ হবে এই চিন্তাই তিনি সর্ব্বদা করতেন। এইভাবে বহুকাল গত হলে একদিন এক কথাবাচকের নিকট কথা শুনার সময় তিনি শুনলেন যে, প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রে ব্যাসদেব মধ্যাহ্ন সময়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে আসেন।

একথা শুনে গৃহে ফিরেই তাঁর স্ত্রীকে ঐ কথা বললেন এবং এও বললেন যে, দুই দিন পরে তাঁর পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ দিবস, তার পূর্ব্বে আগামী কালই তিনি বেদব্যাসকে দর্শন করার জন্য গঙ্গার ঐ ঘাটে যাবেন। তাঁর এই প্রস্তাব তাঁর স্ত্রী প্রসন্নচিত্তে সমর্থন করলেন। স্ত্রীরও সমর্থন পেয়ে বেদনিধি প্রসন্নচিত্তে পরদিন মধ্যাহ্নের কিছু সময় পূর্ব্বেই গঙ্গার ঘাটে গেলেন। তিনি গঙ্গার দশাশ্বমেধ ঘাটে ব্যাসের দর্শন আকাঙ্খায় বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরেই ঠিক মধ্যাহ্নকালে ব্যাসদেব এক ম্লেচ্ছ ভিক্ষুকরূপে একটি দণ্ড হাতে এসে গঙ্গাস্নান করলেন। স্নানের পর তিনি যখন ফিরে যাবেন, তখন বেদনিধি তাঁকেই ব্যাসদেব মনে ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর চরণে পতিত হলেন। তখন সেই ভিক্ষুক তাঁকে গালি দিয়ে "দূর হ, দূর হ" এইরূপ বলতে লাগলেন। বেদনিধি বললেন—"আমি বুঝতে পেরেছি, আপনিই ব্যাসদেব, আমি আপনার চরণ ছাড়ব না।" ব্যাসদেব তা শুনে পুনরায় আরও গালি দিতে লাগলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বললেন—"আপনি নিশ্চয়ই ব্যাসদেব, আমি আপনার চরণ কিছুতেই ছাড়ব না।" এই বলে তিনি ব্যাসদেবের চরণ যুগল আঁকড়িয়ে ধরে থাকলেন। তখন তিনি বললেন—"হাঁ আমি বেদব্যাসই, তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি কি চাও বল।"

তখন ব্রাহ্মণ বললেন,—"কাল আমার পিতার শ্রাদ্ধ দিবস, আপনি কৃপা করে কাল আমার গৃহে এসে ভোজন করবেন, এই আমার প্রার্থনা। ব্যাসদেব নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন এবং বললেন—"আমারই মত একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে গৃহে এনে রাখবে।" তৎপর ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন,—"কাল ব্যাসদেব ভোজন করতে আসবেন কিন্তু কোন বস্তুই তো নেই, তাঁকে কি ভোজন করান যাবে?" ব্রাহ্মণী বললেন—"কোনও চিন্তার কারণ নেই, যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

পরদিন সকালে তাঁর স্ত্রী কিছু দুধ, চাউল, লেবু ইত্যাদি কোনও প্রকারে সংগ্রহ ক'রে অতি উত্তম পায়স ও চাটনী ইত্যাদি প্রস্তুত করলেন এবং তাঁর স্বামী এক ব্রাহ্মণের পরিবর্তে এক আসনে একটি শালগ্রাম স্থাপন করলেন ও তুলসী চন্দনের দ্বারা তাঁর পূজা করলেন। ব্যাস যথাসময়েই আগমন করলেন। ব্রাহ্মণ পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁর পূজা করলেন। তারপর ব্যাসদেব যখন দেখলেন অপর ব্রাহ্মণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থলে শালগ্রামকে স্থাপন করা হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ব্রাহ্মণ পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য তিল, অক্ষত ও কুশাদি শ্রাদ্ধসামগ্রীও সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। বেদব্যাস সেই সকল বস্তু দ্বারা ব্রাহ্মণের পিতার শ্রাদ্ধকর্ম্ম তাঁর দ্বারা করালেন। তারপর বেদব্যাস পায়স ও চাট্নী ভোজন ক'রে প্রসন্ন হয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন—"তোমার দশ পুত্র হবে, এত ধন হবে যে, তোমার সাত পুরুষ পর্য্যন্ত ধনের কোনও প্রকার অভাব হবে না এবং অন্তে ভগবল্লোকে গমন করবে।"

তারপর ব্যাসদেব বিদায় নিতে চাইলে ব্রাহ্মণ বললেন,—"হে ব্যাসদেব! পুনরায় আপনার কবে দর্শন পাব?" তখন তিনি বললেন,—

"শৃণু বিপ্র! তবেচ্ছা চেদ্ দর্শনার্থং তদা ত্বয়া।
পূজনীয়ো বিশেষেণ কথাবাচয়িতা স্বয়ম্॥
মৎস্বরূপঃ স ভগবান্ অহমেব ন সংশয়ঃ।

—আমার যদি তুমি দর্শন চাও তাহলে কথাবাচয়িতার বিশেষ রূপ পূজা করবে। ঐ কথাবাচয়িতাকে আমারই স্বরূপ জানবে।" তখন ব্রাহ্মণ বললেন,—"কোন্ মাসে, কোন্ দিনে, কি প্রকারে পূজা হবে?" তখন ব্যাসদেব বললেন,—

মম জন্মদিনে সম্যক্ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
আষাঢ়-শুক্লপক্ষে তু পূর্ণিমায়াং গুরৌ তথা॥

—আষাঢ় শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথি আমার জন্মদিন, এই দিনে আমার পূজা করবে এবং গুরুবারে (বৃহস্পতিবারেও) পূজা করতে পার।"

এই পর্য্যন্ত বলে শেষে দেবর্ষি নারদ বৈশম্পায়ন ঋষিকে বললেন—

১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশম্পায়ন তস্মাত্ত্বং ব্যাসপূজাং কুরুস্ব তাম্।
কথাবাচয়িতারঞ্চ ব্যাসরূপং নতোঽস্ম্যহম্ ॥

—হে বৈশম্পায়ন। তুমি এইভাবে সেই ব্যাসপূজা করবে এবং ব্যাসরূপী কথাবাচয়িতাকেও পূজা করবে ও নমস্কার করবে।

এখানে ব্যাসপূর্ণিমাতে কথাবাচকের পূজা করার কথাই বলেছেন। অতএব একই দিন গুরুপূর্ণিমা ও ব্যাসপূর্ণিমা হলেও উভয় উপলক্ষ্যে পূজা ও উৎসবাদি ভিন্ন।*

১৭৮। প্রশ্ন। ঈশ্বর প্রণিধানকারী মহাপুরুষকেও শ্রীশ্রীঠাকুরজী নিন্দাপমানাদি দেন কেন?

উত্তর। এই সব মান অপমান দুঃখ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীভগবান্ অশেষ কৃপা করেন। শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরু যাকে যত শীঘ্র নির্ম্মল ক'রে পরমপদ প্রাপ্তি করান, তাকে তত অধিক ঐসব অপমান দুঃখ ও নিন্দা দিয়ে থাকেন এবং তাতেই তার সাধন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যদি অপমান, দুঃখ, নিন্দা, বিপদ, পরাজয় ইত্যাদি প্রবল ভাবে না আসে, তাহলে মান অপমান, নিন্দা স্তুতি, সম্পদ্ বিপদ, সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, ইত্যাদি বিরুদ্ধ অবস্থায় সমভাব লাভের সাধনা সাধক করবে কি করে? এইজন্য ঐসব বিরুদ্ধ অবস্থা সাধকের আসা একান্ত প্রয়োজন এবং যে সাধককে

---

* এই প্রশ্নোত্তর পুস্তিকাকারেও বাহির হইয়াছে। ("গুরুপূর্ণিমা"—কাঠিয়াবাবার আশ্রম, সুখচর, ২৪ পরগণা হইতে মহন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর দাসজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ·৫০ পয়সা। প্রাপ্তিস্থান—কাঠিয়াবাবার আশ্রম; মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২; শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র, ৫১।১।২বি সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪)। সাধক, ভক্ত ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ উহা পাঠে বহুল পরিমাণে উপকৃত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি শীঘ্র সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে নিতে ইচ্ছা করেন, তাকেই ঐসব বিরুদ্ধ অবস্থা প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকেন। অতএব এই শ্রীভগবানের অশেষ কৃপা বলেই প্রকৃত সাধকের অনুভব হয়ে থাকে।

এই কারণে এই সব অপমানাদি আসার জন্য দুঃখ করা বা বিচলিত হওয়া উচিত নয়। যিনি শ্রীশ্রীভগবৎ চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ক'রে তদ্‌গতচিত্ত হয়েছেন, অপমান, নিন্দা, দুঃখ, বিপদ, ইত্যাদি আসলেও তাঁর সর্ব্বাবস্থায় শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

১৭৯। প্রশ্ন। ঈশ্বর জীবকে পাপ কর্ম্ম কেন করান এবং তাকে তার ফলভোগই বা কেন করান? এতে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা প্রমাণিত হয় না কি?

উত্তর। জীব যেমন এক অখণ্ড আত্মা, দর্শন, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়রূপ তার অনেক শক্তিরূপ অঙ্গ আছে, সে দর্শন-শ্রবণাদি কার্য্য সেই সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা করে—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি করে, তদ্রূপ ঈশ্বরের অনন্ত জীবরূপ শক্তি আছে, সেই সমস্ত জীবশক্তিই তাঁর অঙ্গ। সেই জীবশক্তিরূপ অঙ্গের দ্বারা তিনি বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করেন। যে জীবশক্তিরূপ অঙ্গের দ্বারা যে কার্য্য করেন, সেই জীবরূপ অঙ্গে সেই কর্ম্মের ফলভোগ হয়। যেমন বাম হস্তের দ্বারা শৌচাদি কার্য্যে ঐ হাত দুর্গন্ধযুক্ত ও অপরিষ্কার হয়, পরে তাকে উত্তমরূপে মেজে ঘসে ধুয়ে নিতে হয়, সেইরূপ যে জীবরূপ অঙ্গের দ্বারা যে কর্ম্ম তিনি করেন, সেই অঙ্গে সেই কর্ম্মের ফলভোগ হয়। সেই ভোগের দ্বারা তিনি সেই অঙ্গকে শুদ্ধ করেন। এই ভাবেই জগতের কার্য্য চলেছে। সমস্তই তাঁর অঙ্গ; তিনি নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সমস্ত অঙ্গের যেটিকে যে ভাবে চালান প্রয়োজন বোধ করেন তদ্রূপ ভাবেই চালান। ভাল মন্দ প্রত্যেকটি কর্ম্মের দ্বারা জগতের কল্যাণ হয়। সুতরাং তার জন্য ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলা অজ্ঞানতামাত্র।

১৮০। প্রশ্ন। ভগবান্ জীবকে দিয়ে পাপ করান কেন?

উত্তর। জগতের কল্যাণের জন্যই ভগবান্ পাপ কর্ম্ম করান।

একজনকে মেরে চুরি ক'রে এনে কেও তার ছেলেকে খেতে দেওয়ায় সে যাকে মারল তারজন্য যে পাপ হয়, সেজন্য তাকে দণ্ড ভোগ করতে হয়। সেই দণ্ড ভোগের দ্বারা তার সেই পাপ ক্ষয় হয়। যে কোন কাজ করা হয় তার ফলভোগ অবশ্য করতে হয়। কিন্তু সেই অসৎ কাজের দ্বারাই অপর-দিকে কয়েকজনকে পালন করাও হয়। সুতরাং সেই অসৎ কাজেরও প্রয়োজন অবশ্যই ছিল বলে, সেই কাজ ভগবান্ তার দ্বারা করিয়েছেন; কিন্তু যার দ্বারা যে কাজ তিনি করান, তার ফলভোগ তাকেই করতে হয়। যেমন শরীরের বিশেষ প্রয়োজনে বাঁ হাতের দ্বারা শৌচ করি, তাতে দুর্গন্ধ বাঁ হাতেই লাগে বলে, তাকে মাটি দ্বারা ঘসে পরিষ্কার করতে হয়। তদ্রূপ শ্রীভগবান্ তাঁর জগৎরূপ শরীরের যে অঙ্গের দ্বারা যে কাজ করান, তাতেই সেই কর্ম্ম জন্য পাপ-পুণ্যাদি লাগে এবং তাকে দুঃখাদি ফল ভুগিয়ে নির্ম্মল ক'রে নেন। জগতের কোন্ প্রয়োজনে কি কাজ তিনি করান, তা বুঝা খুবই কঠিন। জগতের কোন বিশেষ প্রয়োজনে একজনের দ্বারা একজনের বধও করান, আবার একজনের দ্বারা অপর একজনকে উদ্ধারও করান। এইসব বিষয় খুব ভালরূপে বিশ্লেষণ করতে হলে অনেক লিখতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮১। প্রশ্ন। ভগবান্ যখন সর্ব্বকর্ত্তা, তখন মানুষকে দিয়ে তিনি খারাপ কাজ করান কেন? আর মানুষই বা তার ফল ভোগ করবে কেন?

উত্তর। পায়খানা গেলে মল পরিষ্কারের জন্য বাঁ হাতকে ব্যবহার করতে হয়, তাতে ঐ হাতে দুর্গন্ধ লাগে, তথাপি আপনার বিশেষ প্রয়োজনে ঐ হাতকে দুর্গন্ধযুক্ত করতে ত হয়? কিন্তু তা মাটি দিয়ে ঘসে পরিষ্কারও আপনি করেন। তদ্রূপই ভগবান্ জগতের বিশেষ কাজের জন্যই কোন মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করান, তারপর তাকে মেজে ঘসে পরিষ্কার করে নেন। জগৎও যে তাঁর শরীর! আপনি, আমি এবং এই জগতের প্রত্যেকটি বস্তু তাঁর অঙ্গ। তিনি তাঁর কোন্ বিশেষ অঙ্গ দিয়ে কোন্ বিশেষ কাজ করান তা কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু মঙ্গলময় তিনি, আমাদের দৃষ্টিতে যেটি খারাপ কাজ বলে মনে হয়, সেই খারাপ কাজের মধ্য দিয়েও তিনি মঙ্গলই করেন। কৈকেয়ী, দশরথ ও রামচন্দ্রের চরিত্র আলোচনা করলেই এটি বুঝতে পারবেন। কৈকেয়ী যে দশরথের কাছে রামের রাজ্যাভিষেকের সময় রামের বনবাসের বর প্রার্থনা করেছিলেন, তাতে রাজ্যের প্রত্যেকে তাকে 'ছি-ছি' করেছে এবং এত খারাপ কাজ আর কেহ জগতে করে নাই বলে সকলেই বলেছে। কিন্তু ঐ খারাপ কাজের ফল দেখলে দেখা যায়, ভগবান্ এর দ্বারা জগতের কত কল্যাণ করেছেন। মুনি ঋষিরা অরণ্যে নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করতে পারতেন না, রাক্ষসরা এসে উপদ্রব করত; সতীরা তাঁদের সতীত্ব রক্ষা করতে পারতেন না। রামচন্দ্র বনে গিয়ে সেই সব উপদ্রবকারী রাক্ষসগণকে বধ ক'রে তাঁ'দিগকে সমস্ত উপদ্রব হতে রক্ষা করলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতাকে রাবণ অপহরণ করলে, তাকে ও অন্যান্য উপদ্রব-কারিগণকেও বধ ক'রে জগৎকে নিষ্কণ্টক করলেন। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝতে হবে।

১৮২। প্রশ্ন। ভগবান্ আছেন বিশ্বাস করি। তাঁর ইচ্ছায়ই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালিত হচ্ছে—যদি তাই হয়, তবে পাপ ও পুণ্যের কোনও তফাৎ হতে পারে না বলে মনে করি, কারণ জীবজগতের সৃষ্টি কি তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নয়?

উত্তর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছাতেই চালিত হচ্ছে, তা' ঠিক হলেও পাপ পুণ্য ভেদ আছে। তিনি জীবের দ্বারা সৎকর্ম্ম করান এবং তার ফলে পুণ্য হয়, আবার তিনি অসৎ কর্ম্ম করান, তার ফলে পাপ হয়। যেমন, তোমার মুখ, হাত, পা ইত্যাদি তোমারই অঙ্গ হলেও বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা বিভিন্ন কাজ কর। যে অঙ্গের দ্বারা শুভ কাজ কর, তার শুভ ফল সেই অঙ্গই প্রাপ্ত হয়; যেমন শরীরে বা মস্তকে সুগন্ধি তেল ইত্যাদি লাগালে তা সুগন্ধ হয়, আবার তোমারই কল্যাণের জন্য তুমি বাঁ হাতের দ্বারা শৌচ কর্ম্ম কর, তখন বাঁ হাতে দুর্গন্ধ লাগে, মাটির দ্বারা ঘসে সেই দুর্গন্ধ দূর ক'রে, ঐ বাঁ হাতকে শুদ্ধ কর। তদ্রূপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবই তাঁর অঙ্গ। যে জীবরূপ অঙ্গের দ্বারা দান ধর্ম্ম ভগবদ্ভজনাদি সৎকর্ম্ম করেন, জীবরূপ সেই অঙ্গ পুণ্যাদি ফল প্রাপ্ত হয়। যে জীবরূপ অঙ্গের দ্বারা চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচারাদি অসৎ কর্ম্ম করেন, সেই অঙ্গ পাপরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ পাপ হলে বাঁ হাতের ন্যায় তিনিই আবার মেজে ঘসে পরিষ্কার করেন অর্থাৎ দুঃখাদি ভোগের দ্বারা নির্ম্মল করেন। এইরূপই তাঁর বিধান।

১৮৩। প্রশ্ন। যখন সকলকেই চালিত করেন শ্রীভগবান্, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি একজনকে দিয়ে ডাকাতি করান আর একজন ভাল লোককে দিয়ে ভাল কাজ করান—এই তারতাম্যর অর্থ কি ?

উত্তর। শ্রুতি ও বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন, তার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নেই, অবিদ্যা হেতু সে নিজেকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা মনে করে। শ্রুতি বলেছেন—"স এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যং ঊর্দ্ধমুন্নিনীষতে, স এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে"। যাকে তিনি ঊর্দ্ধগামী করতে ইচ্ছা করেন, তাকে দিয়ে সৎকর্ম্ম করান, আর যাকে তিনি অধোগামী করতে ইচ্ছা করেন, তাকে দিয়ে তিনি অসৎ কর্ম্ম করান। গীতায় ভগবানও বলেছেন—

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৫।৮
ইত্যাদি।

—তত্ত্ববিৎ পুরুষ দেখা, শুনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি সবকিছু কর্ম্ম করেও তিনি নিজে কিছু করেন না মনে করেন। অর্থাৎ ভগবান্ই কর্ত্তা, আমি কেবল যন্ত্রস্বরূপ এইরূপ মনে করেন। অতএব এই স্থির সিদ্ধান্ত যে ভগবান্ই মূল কর্ত্তা। তুমি প্রশ্ন করলে যে, কেন এরকম করান? এর উত্তর ভালরূপে বুঝতে চেষ্টা কর; দৃষ্টান্ত দিয়ে এই বিষয় তোমাকে বুঝাচ্ছি।

তোমার যেমন শরীর রয়েছে—তোমার শরীরের এক এক অঙ্গের দ্বারা এক এক কাজ করছ—যেমন চোখের দ্বারা তুমি দেখছ, মুখের দ্বারা খাচ্ছ, কাণের দ্বারা শুনছ, এইসব অঙ্গের দ্বারা ভাল কাজ করলেও বাঁ হাতের দ্বারা মন্দ কাজ শৌচ করছ, বিষ্ঠা ঘাঁটছ, তার ফলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার বাঁ হাতে দুর্গন্ধ লাগছে। সেই দুর্গন্ধ লাগলে, বাঁ হাতটা আবার মৃত্তিকাদির দ্বারা মেজে ঘসে (কষ্ট ভোগ করিয়ে) পরিষ্কার করছ। বাঁ হাতটা ত তোমারই অঙ্গ? সে কি দোষ করেছিল যে, সেইটাকে দিয়ে তুমি বিষ্ঠা ঘাঁটাচ্ছ, আবার মেজে ঘসে (কষ্ট দিয়ে) পরিষ্কার করছ? তদ্রূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবই তাঁরই অঙ্গ। তিনি নিজের এই বিশ্বরূপ শরীরের কল্যাণের জন্য তাঁর নিজ অঙ্গরূপী কারো দ্বারা সৎকার্য্য করাচ্ছেন, আবার কারো দ্বারা অসৎ কর্ম্ম করাচ্ছেন। যাকে দিয়ে অসৎ কর্ম্ম করান অর্থাৎ পাপকর্ম্ম করান, চুরি করান কি ডাকাতি করান, সেই চুরি-ডাকাতির ফল তাকেই ভোগ করতে হয়। তাকে সেই সেই ভোগের দ্বারা তিনি পরিষ্কার করে নেন। এই হল নিয়ম। তাঁর নিজেরই অঙ্গ দ্বারা সেই সমস্ত কাজ করান।

১৮৪। প্রশ্ন। তিনি কাকেও দিয়ে ভাল কাজ করাচ্ছেন, কাকেও দিয়ে মন্দ কাজ করাচ্ছেন, তার অর্থ তাহলে কি এই যে, তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন?

উত্তর। তুমি বুঝলে না। তুমি যে তোমার বাঁ হাতকে দিয়ে এ কাজ করাচ্ছ, তা তুমি কেন করাচ্ছ? পক্ষপাতিত্ব করছ কি? এই ক্ষেত্রে যেমন পক্ষপাতিত্ব দোষ লাগে না, তদ্রূপ ঐরূপ কার্য্য করানতে শ্রীভগবানেরও পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় না।

১৮৫। প্রশ্ন। সে তো যুগযুগান্তর থেকে হয়ে আসছে।

উত্তর। হাঁ, তা ঠিকই। অনাদি কাল হতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলছে, চলবে।

১৮৬। প্রশ্ন। উনি ত জগৎটাকে একেবারে ভাল ভাবে করতে পারেন। যেমন ধরুন, জগৎটা একেবারে সতের জগৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হল ; অসৎ লোকের এখানে স্থান থাকবে না। এইরকম ত তিনি করতে পারেন ?

উত্তর। অসৎ না হলে সৎও হয় না, অসৎ থাকলে তবেই সৎ শব্দটা আসে। যদি অসৎ কেউ থাকে তাহলেই ত অপর কাকেও সৎ বলবে ? নইলে সৎ শব্দটার কি মূল্য আছে, যদি সব সমান হয়ে যায় ? তাঁর যেরকম সৃষ্টির ইচ্ছা সেইরকমই তো করবেন ? তোমার ইচ্ছা অনুসারে ত করবেন না ?

১৮৭। প্রশ্ন। কিন্তু এই ভেদটা হচ্ছে কেন, পৃথিবীতে সবই ত সুন্দর হতে পারে ?

উত্তর তাঁর কাছে এটাই সুন্দর। এই জগতে নানারূপে লীলা করছেন।

১৮৮। প্রশ্ন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" ; আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে, "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" তাই যদি হয়, তাহলে কি আমাদের সংসারে কর্ম্ম করার কোনও প্রয়োজন নেই ?

উত্তর। তুমি "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই শ্লোকের অর্থ ঠিক বুঝনি। এতে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করতে ভগবান্ বলেন নি। তাহলে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নামালেন কি করে ? দেখবে অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই আছে যে, "সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ"। সুতরাং ত্যাগ বলতে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগই বুঝায়। অতএব তোমার উপরোক্ত দুই গীতা বাক্যের মধ্যে ত কোনও বিরোধ নেই ? কারণ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ মানেই সর্ব্ব কর্ম্মের ফলত্যাগ যে ? তোমার কর্ম্মেই অধিকার আছে কিন্তু ফলে কোনও অধিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই"। এর দ্বারা বলা হল তোমার কর্ম্ম ক'রে যাওয়াই উচিত; তার ফলে যখন তোমার কোনও অধিকার নেই, তখন ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ক'রেই কর্ম্ম করবে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" বাক্যেও বললেন, সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ ক'রে কর্ম্ম ক'রে যাও। তাহলে বিরোধ কোথায়? ভগবান্ ত বললেনই যে, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে কর্ম্ম ক'রে যাও।

১৮৯। প্রশ্ন। অবিদ্যা কি এবং তা নাশের উপায়ই বা কি?

উত্তর। অজ্ঞানই অবিদ্যা—যোগদর্শন্ বলেছেন, "অনিত্যাশুচিদুঃখাঽনাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা" অর্থাৎ অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি, অনাত্মতে আত্মবুদ্ধিই অবিদ্যা। সেই অবিদ্যা দূর করতে হলে তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যার ফলে সমাধি হলে, তার দ্বারাই অবিদ্যা নষ্ট হয়। আর ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরু যদি কৃপাপূর্ব্বক অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে দেন, তাহলে (শিষ্য নিজে সাধ্যানুসারে যেটুকু কাজই করুক না কেন) তার অবিদ্যা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন বৃহৎ কাষ্ঠের একদিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে দিলে, ধীরে ধীরে সেই অগ্নি সেই বৃহৎ কাষ্ঠকে প্রজ্জ্বলিত ও দগ্ধ করে, সেইরূপ সদ্‌গুরুর দেওয়া সামান্য জ্ঞানই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে, সেই অবিদ্যারূপ অজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে নাশ ক'রে দেয়।

১৯০। প্রশ্ন। খরিদ্দাররূপে ভগবান্ অর্থ দিচ্ছেন—এইভাব ধারণ করবার জন্য আমি ছেলেদের এই কথা বলে থাকি—তা কি ঠিক?

উত্তর। আপনি যে বলছেন খরিদ্দাররূপে ভগবান্ অর্থ দিচ্ছেন, এইভাব ধারণ করবার জন্য ছেলেদের বলেন,—তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিকই। কিন্তু আরও ব্যাপক ভাব নিয়ে আসতে পারলে, আরও ভাল হয়। সেই ভাবটি এইরূপ :—ভগবান্ যেরূপ এই জগতে নানা জীবরূপে প্রকাশিত হয়েছেন, তেমনি তাদের খাদ্যেরও ব্যবস্থা করেছেন, সেই খাদ্য আপনার ছেলেদের উপলক্ষ্য ক'রে খরিদ্দারকে দেওয়াচ্ছেন। ছেলেরা নিমিত্ত মাত্র। অর্থাগম যা কিছু হয়, তাও ভগবদ্রূপী পিতামাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদির সেবার জন্য। এই ভাবটি যদি তারা আনতে চেষ্টা করে, তাহলে আরও ভাল হয়। তারা যখন ভগবানের নাম নিয়ে সাধন করছে, তখন তার সঙ্গে এই সাধন যোগ ক'রে দিলে, তাদের অতি সত্বর কল্যাণ হবে এবং শান্তির সঙ্গে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারবে।

১৯১। প্রশ্ন। অর্থ উপার্জ্জনে নেমেছি, এখন কি হবে ?

উত্তর। অর্থ উপার্জ্জনে নেমেছেন, ভালই ; এতে কোনও দোষ নেই। তবে শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বনিয়ন্তা জেনে, তিনি সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তা এরূপ দৃঢ় ধারণা ক'রে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে, অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা উচিত। ঐ অর্থ উপার্জ্জন মাতৃরূপী ভগবানের সেবার জন্য করছেন, এরূপ ভগবৎ-সেবা বুদ্ধিতে উপার্জ্জন করলে ও মাতৃসেবা করলে আপনার কল্যাণ হবে।

১৯২। প্রশ্ন। এখন যেমন আনন্দে রেখেছেন, সেই আনন্দ দেহ অবসান পর্য্যন্ত থাকবে কি ?

উত্তর। ভগবদ্ভক্তের পক্ষে কোনও আশঙ্কা না রেখে, তাঁর উপর ছেড়ে দিতে অভ্যাস করা ভাল। তিনি আনন্দে রাখুন নিরানন্দে রাখুন, সম্পদে রাখুন বিপদে রাখুন,— সর্ব্বাবস্থাতেই ভক্ত সন্তুষ্ট থাকবেন। এইভাবে যিনি ভগবানে সব ছেড়ে দিতে পারেন, তাঁর কাছে আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপদ্, জয় পরাজয় ইত্যাদি সবই সমান হয়ে যায়। এই সমভাব এলে তাঁর কাছে নিরানন্দ বলে কিছু থাকে না, সবই আনন্দ হয়ে যায়, কারণ এই জগতে সব কিছুই আনন্দের বিকাশ কি না? শ্রুতি সেইজন্যই বলেছেন,—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তি"। "যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ, তত্র কো মহঃ ক্ব শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদি। এই সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শনের অভ্যাস না করলে আনন্দ স্বরূপ প্রকাশ পায় না এবং আনন্দ স্থায়ী হয় না। অতএব আপনি যদি স্থায়ী আনন্দ চান, তাহলে সর্ব্বভূতে তাঁকে দেখতে অভ্যাস করুন।

১৯৩। প্রশ্ন। যতদিন দেহ থাকবে ততদিন এরূপ সাধন ভজন থাকবে কি?

উত্তর। পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরে* যা লিখলাম খুব ভাল ক'রে ধারণা করুন এবং তদ্রূপ চলতে অভ্যাস করুন। সাধনের সময় সর্ব্বদা এক অবস্থা থাকে না। সাধন অবস্থার পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ হতে থাকে। সময় সময় এমন নীরস শুষ্ক অবস্থা আসে, যাতে তখন মনে কিছুতেই শান্তি রাখা যায় না। তখন কিন্তু সাধক হতাশ হবেন না, দৃঢ়তার সঙ্গে তখনও সাধন ক'রে যেতে হবে এবং পূর্ব্বে বর্ণিত প্রকারে শ্রীভগবানের উপরে সব ছেড়ে দিতে অভ্যাস করতে হবে।

১৯৪। প্রশ্ন। গোপীগণের ভগবদ্বুদ্ধিরহিত অবস্থায় কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন এবং ঈশ্বরভাবে ভজনের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর। ভগবানের কান্তভাবে বা মধুরভাবে ভজনের

---

* ১৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষত্ব এই যে, তাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, তাঁদের বাহ্য বৈষয়িক আকর্ষণ, এমন কি পতিপুত্রাদির প্রতি পর্য্যন্ত আকর্ষণ নষ্ট ক'রে দিয়ে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ ক'রে দেয়। তাতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচিন্তাই তাঁদের অন্তরকে মধুময় ক'রে রাখে; গোপীগণ তার দৃষ্টান্ত। এই শ্রীভগবানের প্রতি কান্তভাবের দ্বারা প্রথম হতেই যেরূপ তন্ময় হওয়া যায়, ঈশ্বরবুদ্ধিতে তাঁর উপাসনার দ্বারা তদ্রূপ হয় না। কারণ ঈশ্বরবুদ্ধি হওয়া ত সহজ নয়। বহু কঠোর সাধনাদির দ্বারা বহু দীর্ঘকালে ঈশ্বরবুদ্ধি হতে পারে। এইজন্য এই ভাবে নীরসতাই বেশী। কিন্তু এই কান্তভাবের সাধনে প্রথম হতেই সরসভাব থাকে এবং তাতে ভগবান্‌কেও শীঘ্র প্রাপ্ত হতে পারা যায়। সাংসারিক পুরুষের প্রতি যে কান্তভাব আসক্তি বাড়িয়ে দিয়ে মানুষকে বদ্ধ করে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই কান্তভাবই মানুষকে সর্ব্ববিধ বন্ধন হতে মুক্ত ক'রে মোক্ষ প্রদান করে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলে, যে কোন ভাবেই হোক, তাঁর অনবরত চিন্তন হলেই, অন্তরের সমস্ত মলিনতা দূর হয়ে বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। শ্রীভাগবতেই বলেছেন,—"প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥"—জ্ঞানিগণ আসক্তিকেই আত্মার অচ্ছেদ্য বন্ধনপাশ বলে থাকেন। কিন্তু সেই আসক্তিই সাধুগণের প্রতি হলে, তার দ্বারা মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

কিন্তু এর দ্বারা এই বুঝতে হবে না যে, সকলকেই গোপীদের মত শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে ভজন করতে হবে এবং তা'ই সকলের পক্ষে উত্তম পথ। অন্তর হতে যাঁদের স্বভাবতঃ এই ভাবটি স্ফুর্ত্ত হয়, তাঁদের পক্ষেই ঐ ভাবের সাধন ভগবৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপক হয়। কিন্তু জোর ক'রে ঐ ভাব এনে ঐ সাধন করতে গেলে ভ্রষ্ট হয়ে যেতে হয়। এজন্য অধিকারী না হয়ে তা করতে যেতে নেই।

১৯৫। প্রশ্ন। সাধু মহাপুরুষদের নিকট অনেক উপদেশ শুনি কিন্তু তবুও সংশয় যায় না কেন?

উত্তর। মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বিষয়প্রবণ। এইজন্য তারা বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদা ধাবমান হয়। সেই বিষয়ের অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের প্রতি আকৃষ্ট থাকায়, মানুষের ইন্দ্রিয়াদি সর্ব্বদা সেই বিষয় সকল গ্রহণ করতেই ব্যস্ত থাকে। সুতরাং যিনি ইন্দ্রিয়ার্দির অতীত তাঁকে ধারণা করতে পারে না। শ্রীগুরুর কৃপা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর উপদেশ মতন সাধন দ্বারা যখন ইন্দ্রিয়াদি বিষয় সকল হতে প্রত্যাহৃত হয়ে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই তাঁর স্বরূপের ধারণা হতে থাকে এবং সাধক ধ্যান দ্বারা সমাধিলাভ পূর্ব্বক ভগবদ্দর্শন পেতে পারেন। এইরূপ সাধন দ্বারা চিত্ত সমাহিত করতে না পারলে এবং চিত্তের নির্ম্মলতা না আসলে চিত্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হবেই। সুতরাং চিত্ত নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত সংশয় থাকবেই।

যত কিছু উপদেশ শুনা যাক না কেন, চিত্ত যে-পর্য্যন্ত সাধন দ্বারা নির্ম্মল না হবে, সেই পর্য্যন্ত সংশয় যাবে না এবং উপদেশাবলীও কার্য্যকরী হবে না। চিত্ত নির্ম্মল না হলে ঐ সব উপদেশ এক কান দিয়ে শুনলেও অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাবে, অন্তরে ধারণ করা যাবে না।

১৯৬। প্রশ্ন। আত্মারামের দর্শন কতদিনে হবে? এই দেহে হবে কি?

উত্তর। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর বাক্য নির্ব্বিচারে পালন করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে তাঁর উপদেশ মত সাধন করলে, এই দেহ থাকতেই দর্শন হতে পারে। কিন্তু শ্রীগুরুকে ভগবান্ হতে অভিন্ন বুদ্ধি ক'রে, তাঁর কৃপার উপর নির্ভর ক'রে, সেই সাধন করতে হবে। কারণ যা কিছু সাধন করবেন তাতে উত্তরোত্তর অগ্রগামী হতে ও অবশেষে ভগবদ্দর্শ লাভ করতে একমাত্র গুরুকৃপাতেই পারা যায়। নিজের সামর্থ্য দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। শ্রীগুরুর কৃপার উপর নির্ভর ক'রে এই দেহেই ভগদ্দর্শনের জন্য দৃঢ়তার সহিত প্রযত্ন করা চাই। এই বিষয়ে শ্রুতি বলেছেন :—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদীহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

অতএব দেখুন শ্রুতি বলেছেন—'এই জন্মেই যদি পরমাত্ম স্বরূপ দর্শন হয়, তবে তাঁর নিকট সত্য আছে; আর যদি এই দেহে দর্শন না হয়, তাহলে তার মহান্ বিনাশ হয়। জ্ঞানী পুরুষগণ প্রত্যেক ভূতে তাঁর ধ্যান করেন; তার ফলে এই দেহ ছেড়ে তাঁরা যখন যান, তখন তাঁরা অমৃতস্বরূপ হয়ে যান।' অতএব আপনার এই দেহেই যে ভগদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হয়েছে, ইহা খুবই কল্যাণকর। উপরোক্ত প্রকারে চেষ্টা যেন করেন, তাহলেই তা সফল হবে।

১৯৭। **প্রশ্ন**। দেহজ্ঞান কবে যাবে?

উত্তর। উপরোক্ত প্রকারে সাধনের দ্বারা যখন সর্ব্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি হবে এবং নিজেকেও ভগবান্ হতে অভিন্ন বোধ হবে, তখনই দেহাত্মবুদ্ধি যাবে, তার পূর্ব্বে নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৮। প্রশ্ন। আপনি কর্ম্মযোগ ও দেহাত্মবোধের উপদেশ দিলেন, পালন করব। আশীর্ব্বাদ করুন যেন সফল হই। কৃষ্ণ প্রেম বাড়ছে; গোপাল, মুরারি, কৃষ্ণ, চতুর্ভুজ নারায়ণ হেরি কভু—কভু বা মাকে। শাক্ত আমি, কৃষ্ণ প্রেমে মন কেন পাগল করে? মনে সাধ হয় মা'র কোলে বসে মা ও আমি কৃষ্ণ দর্শন করি। বড় সাধ, দোটানা অবস্থা; কি হবে? আমি অতি অধম, অধমের প্রতি আজ্ঞা করুন।

উত্তর। আমি দেহাত্মবোধের কথা ত বলি নি। দেহাত্ম-বোধ ত্যাগের কথা বলেছি। দেহাত্মবোধই ত বন্ধন ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও অশান্তির কারণ। তার ত্যাগেই বন্ধন হতে মুক্তি লাভ হয়; সুতরাং যথার্থ সুখ ও শান্তি লাভ হয়। আপনি যে দোটানা অবস্থার কথা বলেছেন, তৎসম্বন্ধে আমি এই বলছি যে, কৃষ্ণ ও মা'কে ভিন্ন জ্ঞান করাতেই আপনি এই অসুবিধায় পড়েছেন। কিন্তু আমি যেরূপ সর্ব্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি করতে বলেছি, তা করলে শ্রীকৃষ্ণ ও মা'য়ে কোনও রূপ ভেদ-বুদ্ধি থাকতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন,—

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণংস্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যিনি যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, তিনি জানেন যে এই স্থাবর জঙ্গম সমস্তই ভগদ্রূপ। তিনি ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুই এ জগতে নেই। এইরূপ যিনি শক্তি-স্বরূপা মাকে যথার্থরূপে জেনেছেন, তিনি এই জগতকে তাঁরই রূপ বলে জানতে পারেন। আর এমনিও শক্তি ও শক্তিমানে কোনও ভেদ নেই। শক্তিমানেরই ত শক্তি। শক্তিমানই শক্তিরূপে প্রকাশিত হন। এইজন্যই ত শক্তিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণী বলে প্রণাম করতে হয়। তাঁর প্রণাম মন্ত্রে আছে :—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

অতএব আপনার যে ইচ্ছা হয় মা'র কোলে বসে মা ও আপনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তাকে দোটানা অবস্থা ব'লে মনে করবেন না। মা ত শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি? সুতরাং মা ও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন নন। মা'ই কৃষ্ণ ব'লে মা'ই কৃষ্ণরূপে দর্শন দেন, এই ভাবটি যদি আপনি অন্তরে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে দোটানা ভাব থাকবে না, অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে যাবে।

১৯৯। প্রশ্ন। মনুষ্য দেহে সুখ দুঃখের যে ভোগ হয়, সেই ভোগ কে করে—পরমাত্মা অথবা জীবাত্মা?

উত্তর। জীবাত্মাই ভোক্তারূপে মনুষ্য দেহে থেকে সুখ দুঃখ ভোগ করে। পরমাত্মা দ্রষ্টা ও নিয়ন্তারূপে জীবাত্মার দেহে অবস্থান করেন। তিনি তার সুখদুঃখাদি ভোগ করেন না।

২০০। প্রশ্ন। পাপকর্ম্ম ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত করলে কি তা ক্ষয় হয়? প্রায়শ্চিত্ত কি করাই কর্ত্তব্য? সিদ্ধপুরুষ পাপকর্ম্ম করলে তাঁকেও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও কি পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার?

উত্তর। শাস্ত্রে যে পাপকর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে গুরু ইচ্ছা করলে প্রাশ্চিত্তের অন্যরূপ উপদেশও করতে পারেন বা প্রায়শ্চিত্ত না করিয়ে এমনিও তাকে ক্ষমা ক'রে পাপ হতে মুক্ত করতে পারেন। বীজমন্ত্র লাভ ক'রে উপযুক্ত সাধন দ্বারা নানাপ্রকার

১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধিলাভ করলেও, সেই অবস্থায় যদি পাপকর্ম্মে লিপ্ত হন, তাহলে তাঁকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তবে ব্রহ্মজ্ঞ হলে তাঁদের সম্বন্ধে এই সবের প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রে বলেছেন, "তেজীয়সাং ন দোষায়" ইত্যাদি।

২০১। প্রশ্ন। 'মা' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জীবের (মানবের) ষড়রিপু বশ হয়—ইহা সত্য কি? ভগবানের দর্শনের জন্য যদি প্রবল লোভ হয়, এই লোভে কি পাপ হয়? এই লোভ কিসে স্থায়ী হয়? এ চিরতরে বৃদ্ধি পায়, তারই বা উপায় কি?

উত্তর। মা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক জীবের ষড়রিপু বশীভূত হয় এ কথা সত্য নয়। এই ষড়রিপু জয় করতে বহু সাধনের প্রয়োজন, এ জয় করতে এক জন্মে কেহই পারে না। অনেক জন্ম সাধন ক'রে তবে জয় হয়। ভগবৎ দর্শনের লোভ (কামনা) কে কামনা বলে না। এ কামনার দ্বারা অন্য সব কামনা দূর হয়ে যায় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন এই কামনাও চলে যায় এবং ভগবান্ নিজে কৃপা করে দর্শন দেন। এই লালসা গুরুকৃপাতেই স্থায়ী হয়।

২০২। প্রশ্ন। (১) ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? (২) মহাজনরা গার্হস্থ্য আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলেন কেন? (৩) যদি গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে, এবং যথা নিয়মের মধ্যে থেকে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, তবে লোকে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ বা ত্যাগী জীবন যাপন করে কেন? (৪) বীর্য্য ধারণ ছাড়া ভগবানের আরাধনার চেষ্টা নাকি বৃথা? এই যদি সত্য হয়, তবে গৃহীদের ভগবান্ লাভের চেষ্টা কি বৃথা?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। প্রাণবায়ুকে আশ্রয় ক'রে যেমন সমস্ত জীব জীবন ধারণ করে, তদ্রূপ গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন ক'রে ব্রহ্মচর্য্যাদি অন্য তিন আশ্রমবাসিগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী—এঁরা সকলে অন্নাদি দ্বারা গৃহস্থ কর্ত্তৃক উপকৃত হন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণকে বশে রেখে গৃহস্থধর্ম্ম পালন করতে হয়। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখতে পারেন না, তাঁকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের অযোগ্য বলে শাস্ত্র উপদেশ করেছেন। গৃহস্থের ধর্ম্মপত্নীতে গমন পুত্রোৎপাদনের জন্য, কামবৃত্তি নিরাকরণ নিমিত্ত নয়। এই পুত্রোৎপাদনের যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, তা না মানলেই বীর্য্য নষ্ট হয়। নিয়মানুসারে এই গার্হস্থ্যাশ্রম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৫০ বৎসর হলে, তখন যোগ্য পুত্রের উপর সংসারের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ ক'রে, বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করতে হয়। এই বানপ্রস্থ আশ্রম সম্যক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সন্ন্যাস অবলম্বন করতে হয়।

যাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ ক'রে তার যাবতীয় ধর্ম্ম পালন করতে অসমর্থ হন, তাঁরা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর আর গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ না ক'রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ক'রে ভগবানকে লাভ করেন—যেমন সনকাদি ঋষিগণ করেছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমের পর ক্রমশঃ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমে যাওয়া নিয়ম। আজকাল গার্হস্থ্যাশ্রম ঠিক নিয়মমতরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। এই আশ্রমধর্ম্ম লঙ্ঘনের জন্য দণ্ডের ভয় না থাকায়, এখন উচ্ছৃঙ্খলভাবে জনসমাজ চলছে বলেই, গার্হস্থ্যাশ্রম ধর্ম্ম এখন আর ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হয় না। এই কারণ গৃহস্থদের বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্যতাই থাকে না এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বোক্ত প্রকার শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণ এখন খুব কমই দেখা যায়।

তবে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস কোনও আশ্রমই ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে না বলে হতাশ হবার করণ নেই। এই কলিকাল ধর্ম্মের পক্ষে আপৎকাল স্বরূপ। আপৎকালে নিয়মিতভাবে আশ্রমধর্ম্ম আচরিত করা সম্ভব না হলেও, যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আশ্রম ধর্ম্মাচরণের চেষ্টা করলেও তাতেই অনেক কাজ হয়। ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম ধর্ম্ম যতটুকু আচরণ করা যাবে তাও বৃথা যাবে না। গৃহস্থগণ এখন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অবলম্বনে অসমর্থ হওয়ায়, গৃহে থেকেই যদি ভগবানের উপাসনা করেন, তাহলেও ভগবান্ প্রসন্ন হয়ে দর্শন দিয়ে থাকেন, এ মিথ্যা নয়।

ভগবদ্দর্শন গুরুকৃপাতেই হয়। গুরুকৃপা লাভ ক'রে গৃহী অথবা সন্ন্যাসী ভগবানের উপাসনা করলে, উভয়েই ভগবদ্দর্শন লাভ করতে পারেন। গীতায় সকলেরই ভগবৎ প্রাপ্তির অধিকার দিয়ে শ্রীভগবান্ বলেছেন :—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥" ৯।৩০
"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥" ৯।৩২

সুতরাং হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। গৃহীও ভগবান্কে লাভ করার চেষ্টা করলে, ভগবান্কে লাভ করতে পারেন।

২০৩। প্রশ্ন। লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণ উপাসনা কি এক ?

উত্তর। লক্ষ্মীনারায়ণের ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা প্রণালী কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্নপ্রকার হলেও মুলতঃ একই। কারণ নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

২০৪। প্রশ্ন : সামান্য মাত্র কুচিন্তা বা কুকথা আলোচনায় মনে ও শরীরে বিকার বা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, কিন্তু তার অনেক বেশী সৎচিন্তা বা সদালোচনায় তদ্‌বিপরীত পরিবর্ত্তন অনুভূত হয় না বলে ধারণা হয় কেন?

উত্তর। মানুষের ইন্দ্রিয় ও মন সর্ব্বদা বহির্ম্মুখী হয়ে আছে। তারা ইন্দ্রিয় ও মনের সম্পূর্ণ অধীন। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা জন্মজন্মান্তর হতে বিষয় ভোগ ক'রে তারা দৃঢ় সংস্কারাবদ্ধ ও তৎপ্রতি আকৃষ্টচিত্ত হয়ে রয়েছে বলে, তাদের মন সর্ব্বদা স্বভাবতঃই বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। তারা প্রকৃত আনন্দ যে কি, তা জানেনা বলে, সেই বিষয় ভোগে তারা কিছু যে আনন্দ পায়, তাতেই তারা মুগ্ধ হয়ে থাকে। এইজন্যই সেই বিষয় ভোগের সহায়কারী কুচিন্তা বা কুকথা আলোচনা তাকে আনন্দ দেয় বলে, সে তৎপ্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং তার ফলস্বরূপ মনে ও শরীরে বিকারও সহজে উপস্থিত হয়।

সৎচিন্তা বা সদালোচনার দ্বারা তাদের চিত্তের সদ্বিষয়ের সংস্কার একরূপ নেই বললেই হয়। যদি তারা সামান্য সৎচিন্তা বা সদালোচনা করে, তাহলে ঐরূপ প্রবল অসৎ সংস্কারের দ্বারা তা অভিভূত হয়ে থাকে। এই সৎচিন্তা বা সদালোচনার প্রভাব এত দুর্ব্বল যে, ঐ অসৎ সংস্কারকে অভিভূত ক'রে নিজের প্রভাব বিস্তার সে করতে পারে না। এজন্যই সৎচিন্তা বা সদালোচনায় সৎদিকে তাদের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

যিনি সৎচিন্তা ও সদালোচনা এবং সদাচারের বৃদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে করতে এই সৎসংস্কারকে প্রবল করতে পারেন, তাঁর মনে বা শরীরে কুচিন্তা বা কুকথার আলোচনা সেরূপ সহজে বিকার বা পরিবর্ত্তন করতে পারে না। যাঁদের ঐরূপ সদাচরণের দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, তাঁদের চিত্তকে তা' স্পর্শই করতে পারে না। অতএব হতাশ না হয়ে গুরুর উপদেশ মত সাধন করা কর্ত্তব্য। ধীরে ধীরে এইরূপ ধৈর্য্য সহকারে সাধন করতে থাকলে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ সংস্কার নষ্ট হয়ে যাবে।

২০৫। **প্রশ্ন।** কোনও লোককে গর্হিত কর্ম্মে লিপ্ত দেখেও কি সর্ব্বভূতে ভগবৎ বিশ্বাস রাখা সম্ভব ?

উত্তর। আপনি একটু বিবেচনা ক'রে দেখুন কর্ম্মের প্রেরক কে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন :—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" ১৮।৬১
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মনা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" ১৮।৪৬

গীতার এই ভগবদ্বাক্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক কর্ম্মের প্রেরক যে ঈশ্বর, তাই উপদেশ করলেন। শ্রুতিতে বলেছেন,— "স এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যং উর্দ্ধমুন্নিনীষতে, স এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যং অধো নিনীষতে" অর্থাৎ তিনি যাকে উর্দ্ধে নিতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনিই সাধু কর্ম্ম করান; আবার যাকে অধোগামী করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনিই অসৎ কর্ম্ম করান।

অতএব সৎ কর্ম্ম বা অসৎ কর্ম্ম—প্রত্যেক কর্ম্মেরই প্রেরক ভগবান্। এই দেহের মধ্যে বর্ত্তমান থেকে তিনিই কর্ম্ম প্রবৃত্তি দিচ্ছেন। ইহা দেখতে বা অনুভব করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকলে, তাঁর মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন ও তাঁর সমস্ত কর্ম্মের প্রেরক তিনিই, তা স্বতঃই তাঁর অনুভবের মধ্যে এসে যেতে থাকে। এইরূপ অনুভব হতে থাকলে, তাঁর পক্ষে সর্ব্বভূতে (গর্হিত কর্ম্মকারীতেও) ভগবৎ বিশ্বাস রাখা সম্ভব হবে না কেন?

ঈশ্বর সত্যই সর্ব্বভূতের মধ্যে আছেন, তা একটু নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করলেই বুঝতে পারবেন। এই যে আমরা এতজন এখানে বসে আছি, এখনই সকলের ভিতর হতে এক সঙ্গে যদি তিনি বেরিয়ে যান, তাহলে এই শরীরগুলি সকলই নষ্ট হয়ে যাবে; তেমনি এই জগতের প্রতি বস্তুর মধ্যে তিনি এক সঙ্গে বেরিয়ে গেলে মহাপ্রলয় হয়ে যাবে। সুতরাং প্রত্যেকের মধ্যে তিনি থাকাতেই এই জগদ্ব্যাপার চলছে তা কি বুঝা যায় না? এইজন্যই ঈশোপনিষদ্ বলেছেন,—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ।"—এই জাগতিক সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের বাসস্থান। তিনি ভিন্ন যা কিছু আছে সমস্তই গমনশীল, বিনাশশীল, অনিত্য। এই সমস্তের অভ্যন্তরে স্থিত ঈশ্বরই একমাত্র স্থিতিশীল বস্তু।

২০৬। প্রশ্ন। সুখদুঃখাদি ভোগ যখন আসে, তখন সহ্য করতে কেন পারি না? কেনই বা এই ভোগ আসে? ইহা হতে অব্যাহতি পাবার কি কোনও উপায় নেই?

উত্তর। সুখদুঃখ, সম্পদ্ বিপদাদির ভোগ কর্ম্মানুসারেই এসে থাকে এবং সকলকেই তা ভোগ করতে হয়। কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্ত, ভগবান্ তাকে সহজেই এই সকল দুঃখ বিপদাদি হতে পার করে দেন। ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হলে, তাঁর কৃপায় জীব এই ভববন্ধন হতে মুক্ত হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। ঐরূপ মুক্ত হলে, তখনই সর্ব্বপ্রকার ভোগ হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু মুক্ত না হলেও যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে, সে পর্য্যন্ত ভোগ থাকেই। তবে তিনি তাতে নির্লিপ্ত থাকেন। দেহান্তে তিনি সুখদুঃখাদি ভোগ হতে সম্পূর্ণপে মুক্ত হন এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মানন্দ চিরকাল ভোগ করেন। তার চ্যুতি কখনও হয় না। সুখদুঃখাদি হতে অব্যাহতি পাওয়ার এই প্রকৃষ্ট উপায়।

২০৭। প্রশ্ন। সেবাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি না?

উত্তর। মানুষের সেবাধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ঠিকই। কিন্তু মোহবশতঃ যে সেবা করা হয়, তদপেক্ষা নিষ্কামভাবে যে সেবা করা হয়, সেই সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা যেতে পারে। আর সর্ব্বজীবকে ভগবানের রূপ জ্ঞান ক'রে, মনে মনে সকলের নিকট নম্র ভাব রাখা এবং যাদের সঙ্গে থাকতে হয়—যাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য থাকে তাদের জন্য যে কোনও কাজ করা—তা ভগবৎ সেবা বুদ্ধিতে করাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই পালন করা সম্ভব।

২০৮। প্রশ্ন। স্ত্রী কি পতিকে ভগবান্ জ্ঞান করবে? পতিকে ভগবান্ জ্ঞান ক'রে স্ত্রী তাঁর সেবা করলে, স্ত্রী পতির মধ্যে ভগবানের দর্শন পেতে পারে কি?

উত্তর। হাঁ! স্ত্রী পতিকে ভগবান্ জ্ঞান করবে। ভগবান্ প্রত্যেক ঘটেই পূর্ণরূপেই আছেন। জড় প্রস্তর নির্ম্মিত বিগ্রহে ভগবানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর উপাসনা করলে, ভগবানের দর্শন সাধকের হয়। কিন্তু পতিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না, পতি জীবন্ত প্রাণময় ভগবন্মূর্ত্তি। সুতরাং স্ত্রী পতিকে ভগবান্ জ্ঞান ক'রে উপাসনা করলে, এই পতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেই ভগবানের দর্শন নিশ্চয়ই হতে পারে। কিন্তু সাংসারিক ব্যবহারের মধ্যে থেকে পতিকে এইরূপ ভগবান্ জ্ঞান করা খুবই কঠিন। কিন্তু যে স্ত্রী এই সাংসারিক ব্যবহারের মধ্যেও পতিকে ভগবান্ জ্ঞান ক'রে সেবা করতে পারবে, তার পতির মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন নিশ্চয়ই হতে পারে। শিষ্য গুরুতেও এইরূপ ভগবদ্বুদ্ধি ক'রে সেবা করবে। যদি স্ত্রীর পতিতে ও শিষ্যের গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধি ঠিক ঠিক হয়, তাহলে এই সংসারের সব বস্তুতেই ভগবদ্বুদ্ধির স্ফুরণ হয়ে যাবে, তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপও তার নিকট প্রকাশ পাবে। ঐ গুরু ও পতিতে ভগবদ্বুদ্ধিতে উপাসনাও শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা। ভগবান্ জ্ঞান পতিতে বা গুরুতে হওয়ার অর্থই হল সর্ব্বঘটে ভগবান্‌কে দেখা। কারণ ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বরূপী কি না?

২০৯। প্রশ্ন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই কথার তাৎপর্য্য কি? প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে যখন ফল ভোগ করতেই হয়, তখন ভগবদুপাসনার সার্থকতা কি? সংসারী আমাদের কিরূপ উপাসনাই বা করা সম্ভব? সর্ব্বত্র ভগদ্বুদ্ধি কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

উত্তর। শ্রীকৃষ্ণে ভগবানের পূর্ণ শক্তি প্রকাশিত ছিল, অর্থাৎ অন্যান্য অবতারের যেমন শক্তির সঙ্কোচ ছিল, তদ্রূপ তাঁতে শক্তির সঙ্কোচ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণরূপে সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা ইত্যাদি সব গুণই প্রকাশিত ছিল। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলেছেন।

প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে ভোগ এসেই থাকে, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ না ভুগে উপায় নেই, ইহা সত্য। কিন্তু এই প্রারব্ধ ভোগ ভগবানেরই দান বলে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করলে, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপা ক'রে ভোগ কম ক'রে দেন। উপাসনার দ্বারা প্রসন্ন হলে, তাঁর কৃপায় জন্মমৃত্যুর হাত হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, এইজন্য তাঁর উপাসনার সার্থকতা আছে। বস্তুতঃ এই মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়ে শ্রীভগবানের উপাসনা না করলে, এই মনুষ্য জন্মই বৃথা হয়। আমাদের এক পূর্ব্ব আচার্য্য একটি শ্লোকে বলেছেন, ঃ—

প্রাপ্য জন্ম যদি মানুষং নরঃ
সেবতে ন তব পাদপঙ্কজম্।
ধিক্ চ জন্ম কুলমাদিদেব তদ্।
যৌবনাদি সকলং ন শোভতে॥"

অর্থাৎ হে আদিদেব! মানুষ যদি এই জন্ম প্রাপ্ত হয়ে তোমার পাদপঙ্কজের সেবা না করে, তাহলে তার জন্ম, কুল, যৌবন, ধন সকলকে ধিক্ তার এই সবের কোনটাই শোভা পায় না।

অতএব আপনারা শ্রীভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে, তাঁর সেবা ধ্যান ইত্যাদি ক'রে, সংসারের কর্ত্তব্য পালন করতে অভ্যাস করুন। তাহলে আপনাদের পরম কল্যাণ হতে থাকবে। শ্রুতি বলেছেন, ঃ—

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ।
প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"

অর্থাৎ ঘটে ঘটে ভগবান্‌কে দেখতে যিনি অভ্যাস করেন ও ভগবদ্বুদ্ধিতে জীবের সেবা করতে অভ্যাস করেন, তাঁর জীবন অমৃতময় হয়ে যায় এবং দেহান্তেও তিনি অমৃতস্বরূপ হয়ে যান। এর তাৎপর্য্য এই যে সংসারে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি যাঁরা আছেন, তাঁদিগকে সাক্ষাৎ ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ জেনে সেবা করতে পারলে, এই সংসার অমৃতময় হয়ে যায় এবং দেহান্তের পরও তিনি অমৃতস্বরূপ হয়ে যান।

প্রশ্ন হতে পারে যাঁদিগকে পিতামাতা ইত্যাদি মনুষ্য দেখছি তাঁদিগকে ভগবান্ কিরূপে জ্ঞান করব? তার উত্তর এই যে—এই দেহকেই আমরা পিতা, মাতা ইত্যাদি জ্ঞান করি, কিন্তু এই দেহের মধ্যে যে নিত্য অবিনাশী আত্মা আছেন, তাঁকে আমরা দেখি না। তিনি এই দেহে আছেন বলেই আমরা কথা বলতে পারি, চোখে দেখতে পাই, চলতে ফিরতে পারি এবং অন্যান্য সব কাজ করতে পারি।

তিনি এই সমস্ত দেহের মধ্যে আছেন বলেই পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি সম্বন্ধও আছে। তিনি এই সব দেহ হতে বের হয়ে গেলে, কারও সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে না। এই যে আমরা ১০০।১৫০ জন একত্রিত হয়েছি। এই সকলের ভিতর হতে যদি একই সঙ্গে এখনই তিনি বের হয়ে যান, তাহলে এই সব শরীরগুলি পচে মাটিতে মিশে যাবে। তেমনই এই জগতের মধ্যে থেকে যদি তিনি এক সঙ্গে বের হয়ে যান, তাহলে মহাপ্রলয় হয়ে যাবে। তেমনই পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদির ভিতর থেকে তিনি বের হয়ে গেলে, তাঁদের শরীরগুলিও পচে মাটিতে মিশে যাবে বা পুড়িয়ে ফেলবে। সুতরাং এই পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ থাকবে না।

শাস্ত্র বা মহাপুরুষের মুখে এই সমস্ত উপদেশ শুনেই, সেই উপদেশ মত মানুষ নিজে নিজে চলতে পারে না। কারণ তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ ও মন বিষয়প্রবণ বলে মন-বুদ্ধির স্থিরতা থাকে না। এইজন্য গুরুকৃপার প্রয়োজন। গুরুকৃপা লাভ করলে, গুরুর শক্তি উপদেশ পালনে সাহায্য করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব যাঁরা গুরুকৃপা লাভ করেন নি, তাঁদের গুরুর আশ্রয় লাভ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমার বাবাজী মহারাজ একটি গান গাইতেন ও আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে গাইতে বলতেন, তাতে এই সত্য বেশ সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে, তাই সেই গানটি এখানে আপনাদের বলছি। গানটি এই :—

হে গুরু কল্পতরু সকলি সম্ভবে তোমারই নামে,
নিমেষে পাতকী যায় পুণ্যধামে।
যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরই অভাব নাই
অনন্ত সুখ সম্পদ্ তব চরণে।
যে জন সরল হয় বিশ্বাসেতে মুক্তি পায়
সংসারে স্বর্গের সুখ হেরে নয়নে ॥

এই গানে যা বলা হয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অতএব সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ ক'রে, এইভাবে আপনারা সংসারে থেকে ভগবদ্বুদ্ধিতে পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদির সেবা করার অভ্যাস করুন, তাহলে সংসারটি অমৃতময় হয়ে যাবে। আপনাদের জীবনও অমৃতময় হয়ে যাবে।

২১০। **প্রশ্ন।** আমাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ অর্থলাভের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করা কি ভাল বা উচিত ?

উত্তর। স্বার্থের জন্যও অন্যের কাছে না গিয়ে, অন্যের কাছে প্রার্থনা না ক'রে, ভগবান্‌কে ডাকা ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করা তো ভালই ? গীতায় তো ভগবান্ বলেছেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥" ৭।১৬

অর্থাৎ চার প্রকার সুকৃতিশালী লোক আমার ভজনা করে— (১) আর্ত্ত, (২) জিজ্ঞাসু, (৩) অর্থার্থী অর্থাৎ অর্থ বা কোন বৈষয়িক বস্তুর প্রার্থী ও (৪) জ্ঞানী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং এই চার প্রকারের মধ্যে অর্থের প্রয়োজনে ভগবানের ভজন করার কথা তো ভগবান্ নিজেই বলেছেন ? তিনি আবার ঐ চারজনকেই সুকৃতিশালী বলেছেন। এখানে অর্থার্থীও ভগবানের ভজন করলে সুকৃতিশালী, এজন্য বলেছেন যে, একেবারে ভগবানের ভজন না করার চেয়ে অর্থার্থী হয়েও ভগবানের ভজন করলে, তাও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তাতে ক্রমশঃ তার চিত্ত শুদ্ধি হয়ে যাবে, এবং চিত্ত শুদ্ধ হলে, সে আর অর্থের জন্য ভগবানের ভজনা না ক'রে মুক্তির জন্য করবে।

২১১। **প্রশ্ন।** ক্রোধকে জয় করবার উপায় কি ?

উত্তর। সাধারণতঃ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বললে বা করলে ক্রোধ আসে এবং নিজেও যা করতে চান তা না হয়ে বিপরীত হয়ে গেলেও ক্রোধ আসে। কিন্তু ভগবান্ গীতায় বলেছেন যে, এই ক্রোধ বুদ্ধিকে নাশ ক'রে দেয়, এ সাধন-পথের প্রতিকূল। এজন্য এই ক্রোধকে আসতে না দিয়ে, সর্ব্বাবস্থায় স্থির ধীর ও শান্ত থাকতে অভ্যাস করতে হবে। ক্রোধ আসে বলে তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। এই ক্রোধ রজোগুণের আধিক্যহেতুই আসে, এইজন্য রজোগুণবর্দ্ধক আহার ব্যবহারাদি বর্জ্জন ক'রে, সত্ত্বগুণবর্দ্ধক আহার ব্যবহার করতে হয়। আর যারা বিষয়ের চিন্তা বেশী করে, তাদের বিষয়ের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলে, তার প্রতি কামনা বৃদ্ধি পায় ; আর কামনা অনুসারে বিষয়প্রাপ্তি না হলেও ক্রোধ হয়। এজন্য ক্রোধ কমাতে হলে, প্রথমে বিষয়ের চিন্তা কম করতে হবে। বিষয়ের চিন্তা যত কম করবেন, তত বিষয়ের প্রতি আসক্তিও কম হতে থাকবে এবং ততই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনাও কম হতে থাকবে। কামনা কম হ'লে ক্রোধও কম হ'তে থাকবে। আসলে মনে যে কামনা বাসনা হয়, তার ব্যাঘাত হলেই ক্রোধ আসে। অতএব সেই ক্রোধকে দমন করতে হলে, তার মূলে যে কামনা বাসনা, তাকে আগে দমন করতে হয়। যা থেকে ক্রোধ হয়, সেইটাকে দমন না করলে, ক্রোধের দমন হবে কেন? সব চেয়ে সহজ হ'ল, সকলকে ভগবান্ জ্ঞান করা। সকলকে ভগবান্ জ্ঞান করলে ক্রোধ আসতে পারে না। যাঁর উপর ক্রোধ আসছে, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্, এরূপ জ্ঞান হলে ক্রোধ আসবে কি করে? ভগবানের উপর কি ক্রোধ করা যায়? যাঁরা সংসারে বিষয়ের মধ্যে থাকেন, তাঁদের পক্ষে এরূপ করা কঠিন বটে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। যিনি কল্যাণের পথে যেতে চান, তাঁকে এর মধ্যেই এর অভ্যাস করতে হবে এবং অভ্যাস করলে ভগবান্ তার সহায় হবেন।

২১২। **প্রশ্ন।** বাহ্যিক ত্যাগের মূল্য যদি না থাকে, তবে বাহ্যিক ত্যাগের প্রয়াস কেন?

উত্তর। বাহ্যিক ত্যাগের মূল্য যথেষ্ট আছে। বাহ্যিক ত্যাগের দ্বারা অন্তরেও ত্যাগের ছাপ পড়ে এবং ক্রমশঃ বিষয়ের প্রতি আসক্তি দূরীভূত হয়। এইরূপে বিষয়ের প্রতি আসক্তি যার দূরীভূত হয়, সে তখন যথার্থ ত্যাগী হতে পারে, তার চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হতে থাকে এবং তখন মন স্বতঃই ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হয় ও ভগবদ্দর্শনলাভের অধিকারী হয়।

২১৩। **প্রশ্ন।** বিপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করবার উপায় কি?

উত্তর। যার ভগবানে ও গুরুতে নির্ভরতা থাকে, সে বিপদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচলিত হয় না, তার ধৈর্য্য অটুট থাকে ; অতএব ভগবানে ও গুরুতে নির্ভরতা ধৈর্য্য ধারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। আর বিপদের সময় যদি তাই শ্রীভগবৎ কৃপা বা গুরুকৃপা ব'লে ধারণা হয়, তাহলে সেই অবস্থায়ও শান্তি থাকে। কিন্তু এ উচ্চাধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ সাধকের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন বিপদ্ আসে তখন নিজেকে একান্ত অসমর্থ জেনে, দীনভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়ে, তাঁর নিকট ধৈর্য্যের জন্য কৃপা প্রার্থনা করবেন, তার ফলে অধৈর্য্য ভাব কেটে গিয়ে ধৈর্য্য ভাব আসে।

২১৪। প্রশ্ন। সন্সার কেয়া হ্যায় আওর কিস্‌কে লিয়ে হ্যায় ? সন্সারকে সব্ কা ভগবদ্বুদ্ধি সে সেবা করনে কে লিয়ে কিস্ তরহ্ সে চল্না পড়েগা ?

উত্তর। সন্সার ভী তো উন্‌হী কা হি হ্যায়, আওর সন্সারমে যো কুছ্ হ্যায় উন্‌হী কা রূপ্ হ্যায়। অ্যায়সা সমঝ্ কর্ সন্সারকা সব্‌কো ভগবদ্ সেবা বুদ্ধি সে যদি কাম্ কর্ সকেঁ, তো সন্সার অমৃত্ স্বরূপ্ হো যায়গা। আপ্ যো কহতে হ্যাঁয় কি সন্সারকে সব্ কা ভগবদ্বুদ্ধিসে সেবা করনা কঠিন্ হ্যায়, য়হ্ বাত্ তো ঠিক হ্যায়। লেকিন, ধীরে ধীরে অভ্যাস কর্‌না হোগা। জনম্ হোনেকে সঙ্গ্ সঙ্গ্ হি লড়্‌কা চল্ নহি সক্‌তা হ্যায়। দশ্ মাহিনা, সাল্ ভর্ উমর হোনে সে, যব্ বহ্ চল্‌নে কী চেষ্টা কর্‌তা হ্যায়, তব্ বহুত্ দফে গির্‌তে গির্‌তে চল্না শিখ্ যাতা হ্যায়। ফির্ চল্‌তে চল্‌তে চল্‌নে মে পক্কা হো যাতা হ্যায়, আওর গির্‌তা নহি হ্যায়, দৌড়্‌তা হ্যায়।

এ্যায়্সা হি সব কাম্‌কে লিয়ে কর্‌না পড়্‌তা হ্যায়। পহ্‌লে সব কার্য্যকো কঠিন মালুম হোতা হ্যায়, ফির্ অভ্যাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা সহজ হো যাতা হ্যায়্। এ্যায়সা হি সব্ মে ভগবদ্ বুদ্ধি করকে সেবা কী চেষ্টা করনে সে, য়হ্ ভি সহজ হো যায়গা। চেষ্টা ন কর্‌নে সে ক্যায়সে হোগা? ইস্ প্রকার সব্ কো ভগবদ্ বুদ্ধি সে দেখ্ কর্ সেবা করনে কী অভ্যাস করনে সে উসীমে হি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি আপ্‌সে ছুট্ জায়েগা। যিন্ কো ভগবান্ সম্‌ঝেঙ্গে, উন্‌পর কাম ক্যায়সে আ সক্‌তা, ক্রোধ য়া মোহ ভি ক্যায়সে আ সক্‌তা? ইস্ লিয়ে সব কো একমাত্র ভগবদ্‌বুদ্ধিসে দেখ্‌নে কে সাধনসে সব বিকার আপ্‌সে আপ্ ছুট্ যাতা হ্যায়। মরদানা কো যদি রসুই করনা হো, উস্‌কা অভ্যাস ন বহনে সে উস্‌কা বহুত হি কষ্ট্ হোতা হ্যায়্। ধুঁয়াসে আঁখ্ দুখনে লগ্‌তা হ্যায়, নাক্‌সে জল নিকল্‌নে লাগ্‌তা হ্যায়, মাথা দুখ্‌নে লাগ্ যাতা হ্যায়্। বহ্ মন্‌মে বিচারতা হ্যায়্ কি ইত্‌না কষ্ট্ করকে রসুই বানা কর্ খানা অসম্ভব হ্যায়্; লেকিন যদি চেষ্টা ন ছোড়্ কর্, রসুই আপ্‌নে হাঁথসে বনা কর্ কুছ্ দিন খাবে, আওর উস্‌কো স্বাদ লগ্ যায় তো উস্ স্বাদ্‌মে ইত্‌না আকৃষ্ট্ হো যাতা হ্যায়্, কি উস্ সময় য়হ্ বিচারতা হ্যায়্ কি "আপ্‌নে হাঁথ কে বজায় দুস্‌রে কা হাঁথ কি বনায়া হুয়া রসুই ম্যায় নহি খাউঙ্গা। যো খানা হো আপ্‌না হি হাঁথ সে বনাকর খাউঙ্গা।" এ্যায়সা সব কো ভগবদ্বুদ্ধিসে দেখ্‌নে কা সাধন কর্‌তে কর্‌তে যব্ স্বাদ মিলেগা তব্ উস্‌কো ছোড় নহী সকেগা। তব্ বহ্ সাধন ভী সহজ হো যায়েগা। অতঃ ঘাব্‌ড়ানা নহী চাহিয়ে।

২১৫। প্রশ্ন। অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি, বোধহয় না খেয়ে মরতে হবে। আমাকে বলে দিন কিরূপে আমার কষ্ট দূর হবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। যা কিছু ঘটনা ঘটে সবই ভগবৎ প্রেরিত, আকস্মিক কিছু নয়। নিজের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে ভগবদ্বিধানে ভোগও এসে থাকে। আপনারই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম এমন কিছু ছিল, যেজন্য তার ফলে শ্রীভগবান্ আপনাকে এই ভোগ দিয়েছেন। এই ভোগ যে ভগবান্ আপনাকে দিয়েছেন, এ আপনার কল্যাণেরই জন্য, ভোগের দ্বারা আপনার সেই সব কর্ম্ম ক্ষয় ক'রে অন্তরাত্মাকে নির্ম্মল করার জন্য। সুতরাং এই ভোগ ভগবানের কৃপা পূর্ব্বক দান জেনে, এই অবস্থাতেও প্রসন্নচিত্তে থাকতে অভ্যাস করবেন। তাহলে আপনার এই ভোগও আপনার অশান্তির সৃষ্টি করবে না, এতেও শান্তিতে থাকতে পারবেন। অনশনে দেহত্যাগও তপস্যার বা সমাধির দ্বারা দেহত্যাগের তুল্য। সুতরাং শ্রীভগবানের নাম নিতে নিতে যদি অনশনে দেহত্যাগ হয়, তাহলে মুক্তি লাভ করবেন। অতএব অর্থক্লেশের জন্য চিন্তার কোনও কারণ নেই। শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের উপর নির্ভর ক'রে সব সময়ে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতে অভ্যাস করুন। কোনও চিন্তা বা ভয়ের কারণ নেই; তাঁর কৃপায় আপনার এর ভিতর দিয়ে বিশেষ কল্যাণ হবে।

২১৬। প্রশ্ন। শ্রীভগবানের কৃপা কার প্রতি হয়? সকলেই কি কৃপা পেতে পারে?

উত্তর। শ্রীভগবানের কৃপা সকলের প্রতি থাকলেও, যিনি অহঙ্কার শূন্য হয়ে যথার্থ দীন হন, তাঁর প্রতি বিশেষরূপে কৃপা হয়। শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ এইজন্যই বলেছেন—"কৃপাস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে"—যে নিজেকে অজ্ঞ ব'লে অসমর্থ ব'লে বুঝে নিরহঙ্কার হয়েছে, সেই যথার্থ দৈন্যযুক্ত এবং তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিই ভগবানের কৃপা হয়। যিনি জ্ঞানী ও গুণী, অথচ অহঙ্কারী, তাঁর প্রতি কৃপা হয় না।

২১৭। প্রশ্ন। আমরা ত অহরহই কত পাপ কাজ করছি; শাস্ত্রানুযায়ী সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি না। আমাদের সেই সকল পাপ হতে কি কোনরূপেই পরিত্রাণ নেই?

উত্তর। হাঁ! পাপ হতে পরিত্রাণের উপায় অবশ্যই আছে। যদিও প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফলভোগ করতে হয়—এইটাই নিয়ম, তবুও পাপসমূহ হতে মুক্ত হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে। তার চেয়ে সহজ উপায়ও আছে। অত্যন্ত দুরাচারী ঘোর পাপী ব্যক্তি যদি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর ভজন করে, তাহলে তার সেই গুরুতর পাপ কেটে যায়। ভগবান্ গীতায় এ জন্য বলেছেন—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥" ৯।৩০। যেমন দস্যু রত্নাকরও ভগবানের শরণ গ্রহণ ক'রে ও তাঁর ভজন ক'রে বাল্মীকি মুনি হয়েছিলেন। অতএব হতাশ হওয়ার কারণ নেই, শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর ভজন করলে সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে এবং চিরশান্তি লাভ হবে।

২১৮। প্রশ্ন। বাবা! ভগবানের কৃপায় টাকাকড়ি বা অন্য কোন বস্তুর আমার অভাব নেই, অথচ ভিতরটা সময় সময় শূন্য বোধ হয়, যেন কিসের অতৃপ্তি ও অপূর্ণতা! এরূপ হয় কেন এবং এর প্রতিকার কি?

উত্তর। টাকাকড়ি বা অন্য কোন বস্তুর অভাব না থাকলেও এই যে অতৃপ্তি বা শূন্যতার বোধ, তার কারণ—যে বস্তু পেলে কখনও অভাব বোধ থাকে না, সে বস্তু পান নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বস্তুকে পেলে এইরূপ অতৃপ্তি ও শূন্যতার বোধ হত না। টাকাকড়ি বা সাংসারিক বস্তু যতই থাকুক না কেন, তাতে সে অভাববোধ যায় না, বরং তাতে আরও দূরে পড়ে যেতে হয় এবং সেই দিকে দৃষ্টি পড়লে অভাববোধ আরও বেশীই হয়। সম্পূর্ণ অভাববোধ তাঁরই দূর হয়, যিনি ভগবান্‌কে দর্শন ক'রে তাঁর সঙ্গে অভেদবোধে স্থিত হন। তা না হলে অভাববোধ থাকবেই।

২১৯। প্রশ্ন। শ্রদ্ধা কাকে বলে? এবং শ্রদ্ধা লাভের উপায় কি? শ্রদ্ধা লাভের পর কি কি অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়?

উত্তর। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে, বলেছেন—"চেতসঃ সম্প্রসাদঃ শ্রদ্ধা। সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি।" অর্থাৎ শ্রদ্ধা বললে চিত্তের সম্যক্ প্রসন্নতাকে বুঝায়। এই শ্রদ্ধা জননীর ন্যায় কল্যাণীস্বরূপা হয়ে যোগীকে রক্ষা ও পালন করেন। এই শ্রদ্ধাই সর্ব্ববিধ সাধনের মুল। প্রথমতঃ শ্রীগুরুর আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করতে করতে যে পরিমাণে তাঁর বাক্য অনুসারে ফল দেখা যায়, সেই পরিমাণে তাঁর বাক্যে বিশ্বাস হতে থাকে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস হলেই চিত্তে সম্যক্ প্রসন্নতা আসে; সেই সম্যক্ প্রসন্নতাকেই শ্রদ্ধা বলে। ভগবান্ গীতায় বলেছেন,—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ", ইত্যাদি। শ্রদ্ধা লাভ হলে কি অবস্থার ভিতর দিয়ে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সে বিষয়ে পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলেছেন,—প্রথমে শ্রদ্ধা অর্থাৎ চিত্তের সম্যক্ প্রসন্নতা (গুরুবাক্যে বিশ্বাস হলেই এই প্রসন্নতা লাভ হয়), হলেই বীর্য্যলাভ হয়। বীর্য্যলাভ হলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের স্বরূপ বিষয়ে স্মৃতি উপজাত হয়। এই স্মৃতি উপজাত হলেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় জাগতিক সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা লাভ হয়। তারপর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তখন কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, সেটি শূন্যে অবস্থিতি অবস্থা, তখন পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন।

২২০। প্রশ্ন। গীতার "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য..."এই বাক্যে কি সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করতে ভগবান্ বলেছেন? অথবা ইহার তাৎপর্য্য অন্য প্রকার?

উত্তর। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য..." এই গীতাবাক্যে যে ভগবান্ সব ধর্ম্ম পরিত্যাগের কথা বলেছেন, সে কোন্ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেছেন তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। অর্জ্জুন যে সব ধর্ম্ম হতে চ্যুত হলে—যে সব অধর্ম্ম আচরণ করলে পাপ হবে বলে শ্রীভগবান্‌কে বলেছিলেন—সেই সব ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পরিত্যাগ ক'রে তাঁতেই সব ভার ছেড়ে দিয়ে, তাঁর উপদেশ মত কাজ করতে এখানে বলেছেন। 'ধর্ম্ম' শব্দে কর্ম্মকে বুঝালে, 'সর্ব্বধর্ম্ম' শব্দের দ্বারা সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মকে পরিত্যাগ করতে বলা হয় নি। তাহলে ত ভগবানের উপদেশে যে যুদ্ধরূপ কাজ অর্জ্জুনকে করতে হবে, তাও পরিত্যাগ করা বুঝাত? ভগবান্ তাঁকে তাঁর উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে তাঁর আদেশ মত যুদ্ধ করতেই ত বলেছেন?

আর সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পদের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মকে একেবারে বর্জ্জন বুঝায় না, সমস্ত কর্ম্মের ফল পরিত্যাগকে বুঝায়। তা' গীতারই বাক্যের দ্বারা জানা যায়। গীতাতেই কর্ম্মত্যাগ পদে কর্ম্মের ফলত্যাগ যে বুঝায়, তা "সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ" বাক্যে বলেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২১। প্রশ্ন। ভগবানের দর্শন পাওয়ার জন্য আমার খুবই ব্যাকুলতা আসে অথচ ভজন সাধন কিছুই করতে পারি না। এই অবস্থায় আমি তাঁর দর্শন কি করে পাব?

উত্তর। তুমি যে ছাপা উপদেশের কাগজ পেয়েছ, সেই উপদেশ মত চলতে চেষ্টা করবে। মানুষ নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত ত কিছু করতে পারে না। নিজের সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে শ্রীভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে অভ্যাস করবে। দর্শনের জন্য ব্যস্ত হবে না—উপদেশ মত কাজ করতে করতে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হতে থাকে। যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, তখনই দর্শন মিলে, তার আগে নয়। চিত্ত নির্ম্মল হতে সময় লাগে; তাড়াতাড়ি হয় না। শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ক'রে চলতে অভ্যাস করবে, ব্যস্ত হবে না। তিনি যখন ইচ্ছা দর্শন দিবেন, সেজন্য চিন্তা করবে না। তাঁর উপর সব ছেড়ে দিতে অভ্যাস করবে।

২২২। প্রশ্ন। প্রাক্তন কবে ক্ষয় হবে—দেহ কবে পাত হবে? কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না।

উত্তর। প্রাক্তন কবে ক্ষয় হবে, কবে দেহপাত হবে, এসব চিন্তা না করাই ভাল। ভগবানের যখন ইচ্ছা হয় তখনই তিনি নিবেন। তারজন্য মনে মনে প্রস্তুত থাকা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। তবে তোমার যে যথেষ্ট ক্লেশ যাচ্ছে তাতে মনে এরূপ ভাব আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এই অবস্থাতেও তুমি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় যদি থাকতে পার, তাহলে যখনই তিনি দেহপাত করান না কেন, তুমি তাঁরই শ্রীচরণে স্থান পাবে। অবশ্য তুমি যে ভাবেই থাক না কেন, তিনি যখন একবার তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করে নিয়েছেন, তখন তিনি তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিবেনই। এজন্য তোমার চিন্তার বা ভয়ের কোনও কারণ নেই।

২২৩। প্রশ্ন। প্রাণশক্তির চেয়ে জীবশক্তি বড়। প্রাণশক্তির দ্বারা জীবশক্তিকে সক্রিয় ক'রে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন কি সম্ভব?

উত্তর। পরমাত্মার সঙ্গে মিলন ব্রহ্মজ্ঞ না হলে হওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্ঞ হতে হলে সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ ক'রে, তাঁর উপদেশ মত সাধন করতে হবে।

২২৪। প্রশ্ন। অন্তরের সঙ্গে মিলবার প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও দেহ-মনের প্রভাব মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না কেন?

উত্তর। সদ্‌গুরুর কৃপাতে ক্রমশঃ অনন্ত জন্মার্জ্জিত সংস্কারের হ্রাস হতে হতে দীর্ঘকালে দেহমনের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এ তাড়াতাড়ি হয় না।

২২৫। প্রশ্ন। দেহমনের প্রেরণা যদি থাকে কেবল ভোগের দিকে তবে তার নিরোধের উপায় কি?

উত্তর। সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট মার্গে চললে ক্রমশঃ ভোগ স্পৃহা কমতে থাকে।

২২৬। প্রশ্ন। আমি সত্য, জ্ঞান ও আলোর ভিখারী। ইচ্ছা ছিল পিতৃগুরু হতে জীবন-পারের পাথেয় সংগ্রহ করব। এখন সম্মুখে সমস্যা; সাধনের উপায় কি? কে হবেন আমার পথপ্রদর্শক?

উত্তর। তোমার অন্তর যদি জীবন পথের পাথেয় সংগ্রহের জন্য সত্যই ব্যাকুল হয়, তাহলে তুমি কাতরভাবে অন্তরের সহিত শ্রীভগবান্‌কে জানাতে থাক; তিনি হৃদয়ে আছেন ও সব দেখছেন, শুনছেন। তুমি তাঁর নিকট ঐভাবে জানাতে থাকলে, তিনি তা শুনে তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন; তিনি পরম দয়াল। তাহলে তিনিই তোমাকে সদ্‌গুরুরূপে গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে কৃতার্থ করবেন অর্থাৎ কোন মনুষ্যদেহধারী সদ্‌গুরুরূপে তোমাকে গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করবেন।

২২৭। প্রশ্ন। যখনই ভগবৎ চিন্তা করি, তখনই অতীত জীবনের কার্য্যাবলী একে একে এসে ভীড় ক'রে হাজির হয় কেন? এমন অনেক অতীত কার্য্য, যা হয়ত অনেক দিনের মধ্যে (৮।১০ বৎসর) কোনও সময়েই মনে আসে নি, তাও এসে পড়ে কেন, আমি ত একাগ্র মনে শুধু তাঁকেই ডাকতে চাই?

উত্তর। এইরূপই মনের স্বভাব, একে মনের ময়লা বলে। চিত্ত যে পর্য্যন্ত নির্ম্মল না হবে, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ আসবেই। উপদেশ মত নাম জপ ধ্যান করতে করতে যত চিত্তের নির্ম্মলতা আসবে, ততই তা কমতে থাকবে। এরজন্য চিন্তা করবে না, যা আসে, আসতে দাও, তাকে অগ্রাহ্য ক'রে তুমি জপ ধ্যান উপদেশ মত ক'রে যাবে।

২২৮। প্রশ্ন। ইন্দ্রিয়াদির কু-প্রবৃত্তি দমনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করব; যাতে খুব সহজেই কু-প্রবৃত্তি দমন করতে পারি?

উত্তর। সকলের মধ্যে শ্রীভগবান্‌ই আছেন, এই বিশ্বের প্রত্যেকেই শ্রীভগবানের রূপ, এই জ্ঞানে সকলকে মনে মনে প্রণাম করতে অভ্যাস করবে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদিও তাঁরই রূপ, তিনিই তোমার নিকট হতে কিছু সেবা গ্রহণ করার জন্য এই বিভিন্ন রূপে এসেছেন, এই বুদ্ধিতে তাঁদের সেবা করার অভ্যাস করবে। এই ভাবে প্রত্যেকের মধ্যে তাঁকে দেখে মনে মনে প্রণাম করতে ও সেবা করতে অভ্যাস করলে ধীরে ধীরে কু-প্রবৃত্তি চলে যেতে থাকবে।

২২৯। প্রশ্ন। গীতায় ভগবান্ অভ্যাস দ্বারা মনকে স্থির করতে বলেছেন—আবার এও শাস্ত্রে আছে যে, যা কিছু ঘটছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবই নির্দ্দিষ্ট আছে, এইরূপ বিরুদ্ধ কথার মীমাংসা কিরূপে হতে পারে ?

উত্তর। যা কিছু হচ্ছে সেই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট আছে ঠিকই, কিন্তু তা ত চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝা যায় না ? যে পর্য্যন্ত সাধনাদির দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হয়, সে পর্য্যন্ত অভ্যাসাদি সাধনের প্রয়োজন। যে কার্য্যের যা ফল, তাও নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করলেই সেই নির্দ্দিষ্ট ফল হবে। অভ্যাসাদি রূপ সাধন করলে তবে চিত্ত নির্ম্মল হবে ও তখন জাগতিক প্রত্যেক ঘটনা যে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে, তা বুঝতে পারবে। সব কিছু নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে বলেই ত ভৃগুসংহিতা ইত্যাদি জ্যোতিষ শাস্ত্রে কখন কি হয়েছে, কি হবে ইত্যাদি লেখা আছে। কখন কি করতে হবে, কখন সদ্‌গুরু লাভ হবে, কখন কি সাধন করতে হবে ইত্যাদি তাতে লেখা আছে। অতএব অভ্যাস করার কথা বলায় শাস্ত্রের "যা কিছু ঘট্‌ছে সবই নির্দ্দিষ্ট আছে" এই কথার সঙ্গে কোনও রূপ বিরোধ হয় নি।

যাকে যে কাজ করতে হবে এবং তার যা ফল হবে তাও স্থির আছে। তাকে সেই কাজও করতে হবে এবং সেই ফলও পেতে হবে। ইন্দ্রিয়াদির চাঞ্চল্য আছে, তাকে নিগ্রহও করতে হবে যে বলেছেন, তা ঠিকই। এইরূপই তাঁর সৃষ্টি। কিন্তু সৎ কর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্ম—এই সকলেরই প্রেরক তিনি। যাকে উর্দ্ধগামী করতে তিনি ইচ্ছা করেন তাকে সৎকর্ম্ম করান, যাকে অধোগামী করতে ইচ্ছা করেন তাকে অসৎ কর্ম্ম করান। অথচ যার জ্ঞান নেই—অজ্ঞান, সে মনে করে আমিই কাজ করছি ও তার ফল ভোগ করছি। সমস্ত কর্ম্মের প্রেরক আর তার ফলদাতা তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেও, এই সমস্ত কর্ম্ম ও ফলও নির্দ্দিষ্ট আছে। এ ব্যষ্টি দ্রষ্টা জীবের নিকট কার্য্য কারণ রূপে দৃষ্ট হয়।

২৩০। প্রশ্ন। আনন্দ কোন্ পথে অধিক লভ্য?
উত্তর। ভক্তিযোগের পথে আনন্দ অধিক। ইহা সরল, প্রথম থেকেই আনন্দ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

২৩১। প্রশ্ন। দৈব বড় না পুরুষকার? পুরুষকারে কিছু কি ঠেকাতে পারে?
উত্তর। দৈবই বলবান্, পুরুষ দৈবাধিন। যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা থাকে, সেই পর্য্যন্ত মানুষ পুরুষকারের অবলম্বন সাধারণতঃ করে। সাধন পথে গুরুকৃপাই সম্বল। অবশ্য শ্রীগুরুর উপদেশ ও আদেশ মত কাজ করার জন্য পুরুষকারেরও প্রয়োজন আছেই।

২৩২। প্রশ্ন। রিপু বশ কিসে শীঘ্র হয়?
উত্তর। ঘটে ঘটে ভগবান্‌কে দেখতে অভ্যাস করলে এবং ভগবদ্বুদ্ধিতে সকলের সেবা করতে অভ্যাস করলে, শীঘ্র রিপু বশীভূত হয়।

২৩৩। প্রশ্ন। অপ্রিয় সত্য বলা উচিত কি না?
উত্তর। অপ্রিয় সত্য না বলাই ভাল। শাস্ত্রে বলেছেন,—
"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"।

২৩৪। প্রশ্ন। দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবে চলব? যেভাবে চললে অশান্তি দূর হবে, তাই উপদেশ করুন।
উত্তর। সব সময়ে শ্রীগুরু ও ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতে অভ্যাস করবে। আর স্বামী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলকে ভগবান্ জ্ঞান ক'রে মনে মনে প্রণাম করবে ও ভগবদ্বুদ্ধিতে সেবা করতে অভ্যাস করবে। তাহলেই তোমার অন্তর ক্রমশঃ প্রসন্ন হতে থাকবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অশান্তি দূর হতে থাকবে। আর যেরূপ ভজন সাধন করার উপদেশ পেয়েছ সেইরূপ ভজন সাধন নিয়মিতরূপে করতে চেষ্টা করবে। তাহলে ঐ ভাবে ভগবদ্বুদ্ধিতে প্রণাম করার ও সেবা করার সাহায্য পাবে।

২৩৫। প্রশ্ন। মানুষ ক্রমোন্নতির পথে কি আবার অধঃপতিত হতে পারে?

উত্তর। মানুষ যে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাচ্ছে তা নয়। যে যেমন কার্য্য করে, তার সেইরূপ গতি হয়। সৎকর্ম্ম করলে উর্দ্ধগতি হয়, অসৎ কর্ম্ম করলে অধোগতি হয়। সৎ-কর্ম্মের ফলে মানুষ দেবতাও হয় বা মুক্ত হয়ে যায়। আবার অসৎ কর্ম্মের ফলে মানুষ পশু পক্ষী ইত্যাদি নীচ যোনিও প্রাপ্ত হয়।

২৩৬। প্রশ্ন। ভগবদ্ভক্ত সাধকেরও নানা বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় কেন?

উত্তর। ভক্তের এই বিরুদ্ধ অবস্থা আসা তাঁদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা বলে জানবেন। সুখ দুঃখ, নিন্দা স্তুতি, মান অপমান, জয় পরাজয়, সম্পদ্ বিপদ্ ইত্যাদিতে সমজ্ঞান করতে হলে যদি ঐ বিরুদ্ধ অবস্থা না আসে, তাহলে তার সাধন হবে কি ক'রে এবং তার পরীক্ষাই বা হবে কি ক'রে? এজন্য সাধকের এই উভয় প্রকার বিরুদ্ধ অবস্থা আসা প্রয়োজন এবং ঐ বিরুদ্ধ অবস্থা এলে যদি উভয়কে সমভাবে গ্রহণ করার সাধন করতে পারেন—তবেই উভয়ে সমজ্ঞান হওয়া সম্ভব হয়। যাঁরা দুঃখ, নিন্দা, অপমান, পরাজয়, বিপদ্ এলেই ঘাবড়ে যান, তাঁদের আর সাধন হয় না। এজন্য সাধক এই উভয় প্রকার বিরুদ্ধ অবস্থায় বিচলিত না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে এই উভয়কেই শ্রীভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করবেন। এই অবস্থায় (বিরুদ্ধ অবস্থায়) বিচলিত হয়ে যিনি পালাবেন, তিনি কাপুরুষ বা ক্লীব। তিনি জীবনে কখনও সুখী হতে পারবেন না। যিনি উভয় অবস্থাকে ধীর স্থির ভাবে গ্রহণ ক'রে মনকে তাতে প্রসন্ন রাখতে পারেন, তিনিই শান্তি লাভ করতে পারেন।

২৩৭। প্রশ্ন। আমরা যে রকম পরিবেশে থাকি, সেইরকম পরিবেশে অবস্থান ক'রে বিষয়ে আসক্তি, বিষয়ের প্রতি মোহ কি ক'রে নষ্ট হতে পারে?

উত্তর। যতটুকু ভগবানের প্রতি আসক্তি আসতে থাকবে, ততটুকু বিষয়ের প্রতি আসক্তি কম হতে থাকবে। ভগবানের যে কতগুণ, তিনি যে কত দয়াল, কত করুণা যে তিনি করেন, তা ভাবতে হয়, আর এও ভাবতে হয় যে, তিনি আমার আত্মাস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকারে তিনি আমার প্রভু, তাঁর কৃপা ছাড়া এক পা'ও চলতে পারিনা ইত্যাদি। এইবুদ্ধি যতটুকু হবে এবং যতটুকু তাঁর প্রতি অনুরাগ হবে ততটুকু বিষয়ের প্রতি আসক্তি কম হবে। অন্তরে বৈরাগ্য না এলে, এমনি চেষ্টা করলেই তা হয় না। বৈরাগ্য না থাকলে বিষয় তার মনকে টেনে নেবে—আকর্ষণ ক'রে নেবে, সে যতই যা কিছু চেষ্টা করুক। যদি অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব না থাকে, তাহলে যতই চেষ্টা করনা কেন, কোনও রকমে বিষয়ের প্রতি আসক্তি দূর হবে না সুতরাং ভগবানের প্রতিও অনুরাগ হবে না। শ্রীগুরুর উপদেশ মত সাধন করতে করতে বিষয় যে বিষ, আর ভগবান্ যে অমৃত স্বরূপ, তাঁকে লাভ করলে নিজেও অমৃতময় হওয়া যায়—এই অনুভূতি যতটা আসবে ততটা বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসবে। তোমরা এইভাবে গুরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ মত চলতে থাক তাতেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি বা মোহ দূর হতে থাকবে।

২৩৮। প্রশ্ন। ভগবান্ প্রিয় পুত্রের মৃত্যু কেন করালেন?

উত্তর। পুত্রের মৃত্যু তার নিজের কর্ম্ম এবং তার পিতা-মাতার কর্ম্ম অনুসারেই হয়েছে। এই কর্ম্ম অনুসারে পুত্রের মৃত্যু এই সময়ে নিশ্চিতই ছিল। এই কর্ম্মানুসারে যে তার ফলের বিধান শ্রীভগবান্ করেছেন, তা জগতের কল্যাণের জন্যই করেছেন। পিতামাতার পক্ষে পুত্রবিয়োগের পর তা বুঝা খুবই কঠিন হয়। কিন্তু পিতামাতাও ভগবন্মুখী মনোবৃত্তি ক'রে বুঝতে চেষ্টা করলে তা পরে বুঝতে পারেন। পুত্রের প্রতি মোহ হেতু শোক যে পর্য্যন্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত বুঝা যায় না।

এই যে দেহ এ ত' নশ্বর? এর মধ্যে যিনি আছেন, তিনি আত্মা বা তিনিই ভগবান্। তিনি স্থিতিশীল নিত্য বস্তু, সাধকের পক্ষে সেই দৃষ্টি খুলবার চেষ্টা করতে হয়। যে পর্য্যন্ত ঐ দৃষ্টি না আসে, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ পুত্র, কন্যা, ইত্যাদির বিয়োগে শোকাদি ভোগ আসবেই। কিন্তু এই দৃষ্টি যদি শ্রীগুরু কৃপায় খুলে যায়, তাহলে দেখবেন তখন মনে হবে—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

জন্ম মৃত্যু শরীরেই হয়, জীবের নয়। কিন্তু অজ্ঞানী পুরুষরা শরীরকেই পুত্র কন্যা ইত্যাদি জ্ঞান ক'রে তাতেই মোহগ্রস্ত হয় বলে, তার বিয়োগে শোকে অভিভূত হয়। কিন্তু যাঁর ঐরূপ জ্ঞান প্রকাশ পায়, তিনি জানেন আত্মার মৃত্যু হয় নি; সুতরাং শোক এসে তাঁকে অভিভূত করতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রের মৃত্যুতে যে কল্যাণ হয়, তা পিতার পক্ষে বুঝা কঠিন। জগতের প্রত্যেকটি কর্ম্মের দ্বারা কল্যাণ হয়, আপনার পুত্রের মৃত্যু জগতের কোন অনিবার্য্য প্রয়োজনে এই সময় দরকার ছিল। তার আবার অন্য এক পিতার পুত্র হয়ে হয় ত জন্ম হয়েছে। সেখানে তার আনন্দের সীমা নেই। সেই পিতার গৃহে আপনার এই পুত্রের জন্মগ্রহণের বিশেষ কারণে প্রয়োজন থাকায়, আপনার এই পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। সেই পুত্রের দ্বারা সেখানে আবার বিশেষ কোন কার্য্য করবেন, এদিকে পুত্রবিয়োগের দ্বারা আপনাদের বৈরাগ্য জন্মাবেন। জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা এইভাবে সম্বন্ধ হয়ে আছে এবং এইভাবে জগতের কার্য্য চলছে। যেমন বৃহৎ একটি কলের মধ্যে একটি পেরেকও প্রয়োজন হয়। সেই পেরেকটি না হলে কলটি অচল হয়ে যেতে পারে; সুতরাং ঐ সামান্য পেরেকটির দ্বারাও ত' কলটির কল্যাণ হচ্ছে? তদ্রূপ এই জগতের প্রত্যেক সামান্য ঘটনারও প্রয়োজন থাকায়, সেই প্রত্যেকটি সামান্য ঘটনাই জগতের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে।

২৩৯। প্রশ্ন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা"।— পরম্পরাগত যে সদ্‌গুরু এসেছেন, তিনি যখন শিষ্যকে তাঁর চরণে আশ্রয় দেন, তখন তিনি নিজে যে ইষ্টের পথাবলম্বী, শিষ্যকেও সেই ইষ্টের ভজনা করতে নির্দ্দেশ দেন। যেমন আমরা বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর আশ্রিত, তাঁর চরণাশ্রয় লাভ করেছি। তিনি আমাদের যে রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁকেই আমরা ভজনা করব এবং সেই ভাবেই আম্রা এই পথ দিয়ে ক্রমশঃ উন্নততর পথে এগিয়ে যাব, এই হল কথা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, ভগবানের যে বিভিন্ন রূপ, একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ ধরে ভজনা করতে করতেও, স্বাভাবিক ভাবেই আর একটি রূপে প্রবণতা আসে এবং সেখানে আনন্দও পাওয়া যায়। এর মানে এই নয় যে, চিত্তটা ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন-রূপে। কিন্তু বিভিন্ন রূপেতে মাঝে মাঝে প্রবণতা আসে, তাতে আনন্দ আসে—এমতাবস্থায় সেই বিভিন্ন রূপকে প্রণাম ক'রে নিজের ইষ্টের রূপেতেই আবার ফিরে আসা—এই কি পথ ?

উত্তর। ইষ্টদেবে একনিষ্ঠ হওয়া দরকার। যদি অন্য দেব-মূর্ত্তির প্রতি স্বাভাবিক ভাবে প্রবণতা তোমার আসে, তাহলে সেই মূর্ত্তিটি ইষ্টদেবেরই মূর্ত্তি মনে করবে এবং ইষ্ট বুদ্ধিতেই তাঁকে নমস্কার, তাঁর ধ্যান ইত্যাদি করবে। ইষ্ট যিনি তিনি সর্ব্বরূপী তো ? এই ভাবটা আনতে হবে—সর্ব্বরূপে তিনি। পিতা মাতার প্রতি যে ভাব আসে, তা তো স্বাভাবিকভাবেই আসে, কিন্তু সেই পিতামাতাকে যদি ভগবদ্‌বুদ্ধিতে দেখতে অভ্যাস কর যে, এঁরা আমার ইষ্টদেবেরই মূর্ত্তি, তাহলে সেটা খুব কল্যাণকর হয় এবং তাতে ভগবানের প্রতি বুদ্ধির প্রবণতা হয়। ইষ্টদেবের উপাসনা করবে বলে পিতামাতাকে যে তুমি ভালবাসবেনা, ভক্তি শ্রদ্ধা করবে না তা ত নয় ? তাঁদের মধ্যে যদি ইষ্টদেবের মূর্ত্তি দেখতে অভ্যাস কর, তাহলে পিতামাতা কিছু ন'ন্, তা ত নয় ? পিতামাতাকে প্রণাম করবে, তাঁদের ভক্তি করবে ও আদেশ পালন করবে, এই সবই করবে। কিন্তু বুদ্ধিটা রাখতে হবে—"আমার ইষ্ট-দেবেরই রূপ এই পিতামাতা"। তেমনি অন্য দেবতার প্রতি যদি স্বাভাবিক আকর্ষণ হয়, তাঁকে তোমার ভাল লাগে, তাহলে ইষ্টদেবের মূর্ত্তি ভেবেই তাঁকে প্রণামাদি করবে—ভাববে "ইনি আমার ইষ্টদেবেরই মূর্ত্তি"। যেমন পিতামাতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি করছ, তেমনি তাঁকেও করবে, তাতে কোনও দোষ নেই।

২৪০। প্রশ্ন। পঞ্জিকাতে ফল যা লেখা আছে তা' ঠিক কিনা? রোগের সময় মনে বড় চিন্তা আসে, এর উপায় কি?

উত্তর। পঞ্জিকাতে ফল যা লেখা আছে, সে কেবল রাশি ও লগ্ন অনুসারে লেখা কিন্তু রাশির ও লগ্নের সেই ফল ঠিক হয় না। গ্রহসমূহের সংস্থান অনুসারে এবং দশা অন্তর্দ্দশা অনুসারে ফল গণনা করলে ঠিক হয়। কিন্তু সেরূপ গণনা আজকাল খুব কম লোকেই করতে পারে। অতএব পঞ্জিকায় সাধারণ ভাবের (সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্য) যে ফল লিখেছেন, তা' ঠিক ধরে নিবে না।

…তুমি রোগের চিন্তা বড় বেশী কর; রোগের চিন্তা করলে রোগ ছাড়ে না, পেয়ে বসে। রোগ হলেও যে তাকে অগ্রাহ্য করে, রোগ কিছু নেই, এরূপ মনে জোর রাখে, তাকে রোগ কিছুই করতে পারে না। তুমি সব সময় তোমার কোনও রোগ নেই এরূপ মনে করতে অভ্যাস করবে। তাহলেই দেখবে শরীর ক্রমশঃ ভাল হতে থাকবে। যার মনে চিন্তা কম থাকে এবং যে সর্ব্বদা নির্ভয় থাকে, তার শরীরও ভাল থাকে।

২৪১। প্রশ্ন। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে যে নক্ষত্রের মত বা অন্য কোনও প্রকার জ্যোতিঃ দেখা যায়, তা কি?

উত্তর। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে যে নক্ষত্রের মত বা অন্য কোনও প্রকার জ্যোতিঃ দেখ, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য করতে যাবে না। স্বাভাবিক ভাবে যা হয়, হয়ে যেতে দিবে। উহা কোনও ব্যাধি নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪২। প্রশ্ন। সাধারণ লোকের পক্ষে কোনও অন্যায় না ক'রে, শান্তিতে পবিত্র জীবন যাপন করলে জীবন সার্থক হয় কি না?

উত্তর। সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ ক'রে যে চলবার কথা বলেছি, তা না ক'রে, কেবল নিজে অন্যায় না ক'রে পবিত্র জীবন যাপন করা কঠিন, তাতে জীবন সার্থক হওয়াও সম্ভব নয়।

২৪৩। প্রশ্ন। আমার গুরু দেহ রক্ষা করেছেন। আমরা শাক্ত। এখন করণীয় কি?

উত্তর। গুরু দেহে না থাকলেও ক্ষতি নেই। তিনি যেরূপ উপদেশ ক'রে গেছেন সেই মত চললেই হবে। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হলে, সেই মন্ত্রই গুরুর উপদেশ মত জপ করবেন। তিনি যে সমস্ত উপদেশ করেছেন তা পালন করলেই প্রকৃত কল্যাণ হবে।

২৪৪। প্রশ্ন। শ্রীরাধিকা বৃষভানু রাজার মেয়ে, আয়ান ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ভগবানের তাঁর সঙ্গে লীলার অর্থ কি? এবং লোকশিক্ষার জন্য গঠিত শাস্ত্র এরূপ লীলা প্রচার করেন কেন? মহাভরতে তা' নেই, কোন্ পুরাণে আছে?

উত্তর। শ্রীরাধিকা যে আয়ান ঘোষের স্ত্রী ছিলেন, এরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোথাও দেখি নি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এরূপ লিখিত আছে যে, যখন আয়ান ঘোষের সহিত শ্রীরাধিকার বিবাহের প্রস্তাব হয়, তখন শ্রীরাধা তাঁর ছায়ামাত্র রেখে চলে যান এবং আসল শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়; ব্রহ্মা সেই বিবাহে পৌরোহিত্য করেন; সুতরাং দোষ এতে কিছু হয় নি। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবতী ও ভগবান্ ছিলেন। তাঁদের এই সব লীলা মাত্র। তাঁদের এই লীলাকে মনুষ্যের দৃষ্টিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার করা সঙ্গত নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের নিয়ে যে লীলা করেছেন, মনুষ্য দৃষ্টিতে দেখলে তাতেও এই প্রশ্ন উঠতে পারে। যিনি সকলের আত্মস্বরূপ, তাঁর ত আর পর কিছুই নেই। সুতরাং পরস্ত্রীকে বিবাহ করা বা পরস্ত্রীর সহিত রাসলীলা করা ইত্যাদি প্রশ্ন করা আমাদেরই অজ্ঞানতার জন্য বুঝতে হবে।

২৪৫। প্রশ্ন। তারামন্ত্রে দীক্ষা না হলে রঘুনাথ শীলায় পূজা করা যায় কি?

উত্তর। রঘুনাথ শীলা হলে তারামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সেবা করতে হবে, একথা আপনাকে কে বলল? শাস্ত্রের কোথাও এরূপ উপদেশ আছে বলে আমি জানি না। এরূপ উপদেশ থাকতে পারে না বলেই আমি মনে করি। শ্রীবিষ্ণুর (শালগ্রামের) পূজা করতে তারামন্ত্রের প্রয়োজন না হয়ে বরং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

২৪৬। প্রশ্ন। শালগ্রামের সেবা কিভাবে করা উচিত?

উত্তর। শালগ্রামের সেবা রাখলে তাঁর ঠিকমত সেবার ব্যবস্থা রাখা দরকার। বেশী কিছু করতে না পারলেও, তুলসী, চন্দন ও পুষ্প দিয়ে পূজা এবং সাধ্যমত ভোগ ও আরতির ব্যবস্থা রাখা দরকার। দ্বিপ্রহরে অন্ন ভোগের ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভাল। যদি তা সর্ব্বদার জন্য করা সম্ভব না হয়, তাহলে ফলমিষ্টি ইত্যাদি ভোগের ব্যবস্থাও করা যায় কিন্তু সেটা ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে করাতেই দোষ হয় না। ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্নভোগের ব্যবস্থাই করা উচিত। যদি অন্নভোগের ব্যবস্থা সর্ব্বদা করতে অসুবিধা হয়, তাহলে সর্ব্বদার জন্য যা সম্ভব সেটা করাই ভাল। কিছুকাল অন্নভোগের ব্যবস্থা রেখে তারপর যদি না রাখতে পারা যায়,

১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহলে এক নিয়মে চলে এমন ব্যবস্থা করাই ভাল। খালি আপনার দেহ থাকা কালের জন্য ব্যবস্থা করলেই চলবে না, আপনার দেহান্তের পরও সেবা যাতে ঠিক ভাবে চলে, সেইরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪৭। প্রশ্ন। ভগ্ন শালগ্রামশিলায় পূজা করা সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান কি? সকাম ও নিষ্কাম পূজার প্রভেদ কি?

উত্তর। তুই প্রকার বিধিই শাস্ত্রে আছে,—(১) ভগ্ন শালগ্রামকে কখনও পূজা করবে না, বিসর্জ্জন দিবে, এইরূপ বিধি আছে, আর (২) ভগ্ন শালগ্রামকে বিসর্জ্জন না দিয়ে পূজা করবার বিধিও আছে। শাস্ত্রে এর মীমাংসা করেছেন যে, সকাম যাঁরা, তাঁরা ভগ্ন শালগ্রামের পূজা না ক'রে বিসর্জ্জন দিবেন। আর নিষ্কাম যাঁরা তাঁরা টুক্‌রা টুক্‌রা পর্য্যন্ত হয়ে গেলেও সেই শালগ্রামের যত্নের সহিত পূজা করবেন।

সকাম নিষ্কাম সম্বন্ধে এইরূপ বিবেচনা করতে হয়:— যশঃ নাম, পুত্র, ধনসম্পত্তি ইত্যাদি বা পরলোকে স্বর্গাদি লোকের কামনা ক'রে, এই শালগ্রামের আপনি পূজা করতে চান অথবা সেই সব কিছুই কামনা না ক'রে, কেবল শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য পূজা করতে চান। প্রথমোক্ত প্রকারে পূজা করাকে সকাম—দ্বিতীয় প্রকারে পূজা করাকে নিষ্কাম বলে। শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি কামনাকে কামনার মধ্যে গণ্য করা হয় না, সুতরাং তাও নিষ্কাম।

২৪৮। প্রশ্ন। শাক্ত বংশের হলেই বা শক্তির উপাসনা যদি ভাল লাগে, তাহলেই কি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে?

উত্তর। শাক্ত বংশের হলেই যে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে, এমন কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। যদি শক্তিমন্ত্রের উপযুক্ত গুরু পান, তাহলে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে পারেন। আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি সেরূপ গুরু না পান, তাহলে যে গুরুর আশ্রয় নিলে আপনি শান্তি পাবেন মনে করেন, তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে পারেন। মোট কথা যাঁর আশ্রয় নিলে আপনি যথার্থ শান্তি পাবেন মনে করেন, তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে পারেন। সেরূপ গুরুর আশ্রয় নেওয়াই ভাল। কিন্তু যদি আপনি তা ঠিক করতে না পারেন, তাহলে কাতরভাবে অন্তরের সহিত শ্রীভগবান্‌কে সদ্‌গুরুরূপে কৃপা করার জন্য জানাতে থাকুন, তাহলে তিনি নিজেই সদ্‌গুরুরূপে কৃপা করবেন। চাই সরলতা ও কাতরতা, তা থাকলে, তিনি কোন না কোন প্রকারে গ্রহণ করে নিবেন।

২৪৯। প্রশ্ন। কোন্ পথে চলেছি, তা যে বুঝতে পারছি না।

উত্তর। যদি শ্রীগুরুর আশ্রয় লাভ হয়ে থাকে, তবে তাঁর উপদেশ মত চললেই ঠিক পথে চলা হবে। আর যদি এখনও শ্রীগুরুর আশ্রয় লাভ না হয়ে থাকে, তাহলে তা লাভ করে তাঁর উপদেশ মত চলুন, তাহলেই ক্রমশঃ কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

২৫০। প্রশ্ন। ২৬ বৎসর পুর্ব্বের কথা। তুপুরে ঘুমায়নি, তন্দ্রা- এসেছে। একজন মহাপুরুষ কাঁধে হাত রাখলেন, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হল। তিনি বললেন,—"গোপালের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে সকলকে সমান দেখিও।" তাঁর চেহারা দেখে ও কথা শুনে ভয় পেলাম, তবে তিনি বলে গেলেন—"ভয় নাই।" দেশে ফিরে সংসারে ঢুকলাম ও শাক্ত মতে দীক্ষা নিলাম। মা সঙ্গে আছেন অনুভব করতাম, মাঝে মাঝে কথা বলতাম— কখনও স্বপ্নে, একদিন ধ্যানে। ঘোর সংসারী হলাম, মা'ও তখন চললেন, বললেন "যাই"। আমি বললাম,—"যাও, কিন্তু শেষ দিন যেন ভুল না, এস"। এখন কৃষ্ণ প্রীতি জাগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে, কৃষ্ণ গানে; হেরি কভু কৃষ্ণ, কভু মাকে। ঠাকুর আমার কি হবে উপায়?

উত্তর। মহাপুরুষ তন্দ্রায় দর্শন দিয়েছেন এবং মা সঙ্গে আছেন, এ যে আপনি অনুভব করছেন, তা অতি সৌভাগ্যের পরিচায়ক। এখন সংসারী হয়েছেন, তাতে কোনও দোষ নেই। গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। কিন্তু গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করা চাই; আর সংসারে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রত্যেককেই ভগবানের রূপ জেনে, তাঁদের সেবার জন্য সংসারে কাজ করছেন, এইভাবে সমস্ত কার্য্য করতে অভ্যাস করুন। ভগবান্ সর্ব্বঘটে বিরাজমান আছেন, তা জেনে মনে মনে সকলকে প্রণাম করতে অভ্যাস করবেন। এই ভাবে চললে তাঁর অনুভব আসতে থাকবে; যতই তাঁর অনুভব আসতে থাকবে, ততই আনন্দ পাবেন এবং তার ফলে ক্রমশঃ এই সংসারই অমৃতময় হয়ে যাবে। চিন্তা বা ভয়ের কারণ নেই। যেরূপ বললাম, তদ্রূপ চলতে চেষ্টা করুন, তহলে ভগবান্ প্রসন্ন হয়ে শান্তি দিবেন।

২৫১। প্রশ্ন। শ্রীগীতোক্ত বর্ণনাবিভাগ কি বর্ত্তমান যুগে পালন করা সম্ভব? অর্থাৎ ব্রাহ্মণবংশে উদ্ভূত ব্যক্তি যদি তাঁর কার্য্য-পালনে সক্ষম না হন, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাঁকে চাকুরী বা ব্যবসা করতে হয় তাহলে কি তাঁকে ধর্ম্মচ্যুত হতে হবে?

উত্তর। গীতোক্ত বর্ণবিভাগ বর্ত্তমান যুগে পালন করা সম্ভব হবে না কেন? এই যুগের জন্যই ত ভগবান্ গীতা উপদেশ করেছেন। ব্রাহ্মণ জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চাকুরী বা ব্যবসা করলে তাকে ধর্ম্মচ্যুত হতে হবে না। বর্ত্তমান সময় আপৎ-কাল মধ্যে গণ্য। এই জন্য এই সময় জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চাকুরী বা ব্যবসা করলে ধর্ম্মচ্যুতি হয় না। আপৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য এরূপ ব্যবসাদি করলে কোনও দোষ হয় না বলে শাস্ত্রে উপদেশ আছে।

২৫২। প্রশ্ন। ······যে ভাগবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন আমরা তা শুনলে কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি?

উত্তর। তোমার······এর ভাগবৎপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছা করলে শুনতে পার। তিনি ভক্ত ও জ্ঞানী, ভালই ব্যাখ্যা করেন। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী ভিন্ন প্রকারের বলে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়। এজন্য খুব সাবধানে শুনতে হয়, যাতে গুরুর উপদেশের বিরুদ্ধ সংস্কার না বসে। যদি তা তোমরা বুঝতে না পার, তাহলে বরং না শুনতে যাওয়াই ভাল, কারণ ব্যাখ্যা ভাল লাগলে ভ্রম বশতঃ হয়ত গুরুর উপদেশের বিরুদ্ধ সংস্কার দৃঢ়ভাবে অন্তরে বসে যেতে পারে। তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়।

২৫৩। প্রশ্ন। আমার একমাত্র ছেলে, বয়স ২১ বৎসর, ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়ে। স্বাস্থ্যতত্ত্বের পুস্তকে germ এর বিষয় পড়ে কেবল germ যেন তার mania হয়ে পড়েছে। শেষে পাগল হয়ে যাবে, নতুবা সত্যই কোন অসুখে পড়েবে, এমনি বোধ হয়। আপনার আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ প্রার্থনীয়।

উত্তর। তোমার ছেলেকে বলবে "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্"— অতিরিক্ত কোনটাই ভাল নয়। তুমি এই বিষয়ে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে তার এই mania কমাতে চেষ্টা করবে। আর শেষ রাত্রে (ভোরে) বেড়ালে ভাল। বাড়ীর অন্যান্যদের সহিত কথাবার্ত্তা বলে যেন। সম্ভব হলে সন্ধ্যার পর একটু সময় সেতার বাজালেও ভাল হয়? বাজাতে না জানলে শিখতে হবে।

২৫৪। প্রশ্ন। হিন্দুজাতির মধ্যে জাতিভেদ প্রথা হিন্দুধর্ম্ম সম্মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিনা? বর্ত্তমান জগতে হিন্দুজাতি ধর্ম্ম হিসাবে উন্নতি লাভ করছে কিনা?

উত্তর। এই দুই প্রশ্নের উত্তর "সুদর্শন" পত্রিকায় "কঃ পন্থাঃ" শীর্ষক আমার লিখিত প্রবন্ধে আছে। সাধারণ ভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তরে এই বলছি যে, হিন্দুজাতির মধ্যে জাতিভেদ প্রথা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্মত; এতে কোনও সন্দেহের কারণ নেই। বর্ত্তমান জগতে হিন্দুজাতির ধর্ম্ম হিসাবে উন্নতি করা তো দূরের কথা, তারা একেবারে পতিত হয়ে যাচ্ছে।

২৫৫। প্রশ্ন। সাধু ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ কি?

উত্তর। এর উত্তরে খুবই সাধারণ ভাবে বলছি।—সাধারণতঃ শঙ্করপন্থী, কপিলমতাবলম্বী প্রভৃতি সংসার আশ্রম ত্যাগী যাঁরা, তাঁ'দেরই সন্ন্যাসী বলা হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও যাঁরা দণ্ডী তাঁরা ব্রাহ্মণের হাতে ভিন্ন খান না এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি দণ্ডী হতেও পারে না।

২৫৬। প্রশ্ন। কলিকালে সন্ন্যাস নিষেধ নয় কি?

উত্তর। এখন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এগুলির কোনওটিই ঠিক মতন দেখা যাচ্ছে না, প্রকৃত আশ্রম-গুলির অনুকরণ ভাবেই চলছে। কেও কেও যে উক্ত আশ্রমের ধর্ম্মপালন ক'রে চলে না, তা নয়। এমন অনেকে আছেন, যাঁরা নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্ম ঠিকভাবে পালন ক'রে চলেন। কিন্তু যাঁরা আশ্রমধর্ম্মে ঠিক ভাবে না চললেও যথাসাধ্য চলার চেষ্টা করেন, তাঁদেরও এই কলিকালে তার ফল লাভ হয়। ইহার কারণ এই যে, কলিকালে ঐ সব ধর্ম্মপালনের অবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিকূল হওয়ায়, এই আপৎকালে যদি কেও ধর্ম্মের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তাহলে ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ঋষিগণ তাঁর সহায় হন। সন্ন্যাসাশ্রমে কতকগুলি কাজ একেবারে ত্যাগ ক'রে ভিক্ষাবৃত্তি ও আকাশবৃত্তি অবলম্বন ক'রে যে জীবন ধারণ করতে হয়, তদ্রূপ খুব কম লোকেই পারেন। এই দিকে লক্ষ্য করেই কলিকালে সন্ন্যাস নিষেধ, এইরূপ বলা হয়। যথার্থ সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করতে কেও পারলে, তার ক্ষেত্রে উপরোক্ত উক্তি প্রযোজ্য নয়। তা না হলে, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতির সন্ন্যাস নিরর্থক হয়ে পড়ে। কারণ তাঁরা ত কলিকালেই ছিলেন।

২৫৭। প্রশ্ন। 'বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে রামায়েৎ, নিয়ামেৎ, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য'—এই চারি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য কি?

উত্তর। এই চারি সম্প্রদায়ের মন্ত্র, সিদ্ধান্ত ও সাধনপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। রামায়েৎ সম্প্রদায় শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করেন। তাঁদের রামমন্ত্র ও সিদ্ধান্ত বিশিষ্টাদ্বৈত। নিয়ামেৎ বা নিম্বার্ক সম্প্রদায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলবিগ্রহের উপাসনা করেন। তাঁদের কৃষ্ণমন্ত্র ও সিদ্ধান্ত দ্বৈতাদ্বৈত। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় শ্রীশ্রীনারায়ণের উপাসনা করেন। তাঁদের নারায়ণ-মন্ত্র ও সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধাদ্বৈত। মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়েও শ্রীশ্রীনারায়ণের উপাসনা। তাঁদের মন্ত্র পৃথক; সিদ্ধান্ত দ্বৈত। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্তই চারি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বললাম।

২৫৮। প্রশ্ন। অনেক মহাপুরুষের কাছে অনেক প্রশ্ন ক'রে কত উপদেশই ত শুনি কিন্তু তা শুনার পর কিছু হতে ত দেখি না। মহাপুরুষরা ত শক্তিমান্ হন, তবে তাঁদের উপদেশে কাজ হয় না কেন?

উত্তর। কিছু যে কাজ হয় না তা নয়, তবে আপনি হয় ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা ধরতে পারেন না। আপনি বিবেচনা করে দেখুন, আসাম যাওয়ার সময় যখন এখানে এসেছিলাম, কত জন কত প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তরও শুনেছেন, কিন্তু কাজ করেছেন কয়জন? এক কান দিয়ে শুনেছেন অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাস্তবিক যথার্থ জিজ্ঞাসু না হলে, অন্তরে উপদেশ বসে না। যে প্রকৃত জিজ্ঞাসু নয়, সে উপদেশ মত কাজ করে না। অন্তরে যখন যথার্থ কোন বিষয়ে অভাব বোধ হয় এবং সেই অভাব পুরণ করার জন্য ব্যাকুলতা আসে, তখন অভাব পূরণে ব্যাকুলতার বশবর্ত্তী হয়ে, জ্ঞানী পুরুষের কাছে আর্ত্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, যে উত্তর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসুর অন্তরে সে উত্তর দৃঢ় ভাবে বসে যায়। জিজ্ঞাসু তখন সেই উপদেশ মত কাজ করে ফল পায়। মনের খেয়াল বশতঃ কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে গেলে এবং সেগুলির উত্তরের পর উত্তর শুনে গেলে, তাতে কোন কাজ হয় না। এইজন্য শাস্ত্র বলেছেন :—

"বিদ্যয়া সার্দ্ধং ম্রিয়েত ন বিদ্যামূষরে বপেৎ।"

অর্থাৎ বিদ্যার সহিত মরে যাবে, তবুও মরুভূমিরূপ অপাত্রে বিদ্যা রূপ বীজ বপন করবে না।

২৫৯। প্রশ্ন। আমার নিজের শরীরের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—পেটের গোলমালে খুবই কষ্ট পাচ্ছি, বিশেষ ক'রে বর্ষাকালে—মাঝে মাঝে অম্বলও হয়। কোনও নিয়ম পালন করলে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিনা—এ বিষয়ে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।

উত্তর। আমি যেমন লবণ পর্য্যন্ত না খেয়ে কেবল অন্ন ও দুধ খাচ্ছি, এইভাবে কেবল অন্ন ও দুধ একবেলা যদি কিছুকাল খেতে পার, তাহলে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। এ যদি তোমার পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তাহলে প্রত্যেক দিন ঠিক একই সময় এক চতুর্থাংশ আন্দাজ পেট খালি রেখে খাবে, তেল মশলা দেওয়া তরকারি খাবে না। এই ভাবে নিয়মিতরূপে চললে তোমার যে রোগ আছে, তা চলে যেতে পারে। আর তুমি রোগকে অগ্রাহ্য ক'রে, তোমার কোনও রোগ নেই, এই মনে ক'রে রোগ চিন্তা হতে মনকে একেবারে পৃথক্ রেখে, সর্ব্বদা যদি প্রসন্ন থাকতে পার, তাহলে তোমার শরীর নিজেই ভাল হতে থাকবে। রোগ হলেও, কিছুই রোগ তোমার নেই, এইরূপ মনে জোর রেখে সর্ব্বদা মনকে প্রসন্ন রাখলে, তার রোগ নিজেই চলে যায়। এই তোমার সম্বন্ধে সাধারণভাবে বললাম, কিন্তু কোন কঠিন রোগ হলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে চলা উচিত। কারণ চিকিৎসা রোগের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। তবে চিকিৎসা করালেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার মনে জোর রেখে মনকে প্রসন্ন রাখা দরকার।

২৬০। প্রশ্ন। আপনি আমাদের সাধারণভাবে সর্ব্বজনের উপযোগী কিছু উপদেশ দেন।

উত্তর। বর্ত্তমানে জনসাধারণের যেরূপ মনোভাব, তাতে সাধু মহাপুরুষদের কথা নিরর্থক; কারণ সাধুর কথা শুনে কে? শুনলেও প্রায় তামাসার মতই শুনেন, একটা মজা দেখবার মত। কথা শুনে তার পরেই তার বিপরীত কার্য্য করেন। সাধুদের কথা শুনবার পর, তার বিপরীত কার্য্য করলে, পাপেরই সঞ্চয় করা হয়।

সাধুর কথা শুনে তদ্রূপ কার্য্য আজকাল ক্বচিৎই কেও করে, কারণ জনসমাজের ভাব আজকাল সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সাধুরা যে সকল উপদেশ দিয়ে থাকেন, তা কার্য্যে পরিণত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হলে, অনর্থক বাক্যব্যয় মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাতে তাঁর অন্তরে সযত্নে রক্ষিত বস্তুর মর্যাদা রক্ষিত না হওয়ায়, বিদ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যথার্থ জিজ্ঞাসু না হলে, এই সকল উপদেশ কার্য্যকরী হয় না। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জল না পেলে ছটফট করতে থাকে, জল না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না এবং জল পেলে তার প্রকৃত উপকারে আসে, সেইরূপ যিনি জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন, তাঁকে উপদেশ দিলেই, তাতে তাঁর যথার্থ উপকার হয়।

প্রশ্ন কে করবেন, তদ্বিষয়ে গীতায় শ্রীভগবান্ উপদেশ করেছেন ঃ—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৪।৩৫

—যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ সেইরূপ জ্ঞানীদের সেবা ক'রে নম্রতাপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করবে। তাহলে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার জিজ্ঞাস্য সম্বন্ধে উপদেশ করবেন। এই জ্ঞান পাবার পর, হে পাণ্ডব, তোমার আর মোহ থাকবে না। সেই জ্ঞান দ্বারা তুমি ভূত মাত্রকে নিজ আত্মার মধ্যে এবং আমার মধ্যে দেখবে।

এইরূপ প্রশ্ন করবার অধিকারী দেশের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে খুবই কম। আমি বহু স্থানের বহু লোকের প্রশ্ন শুনেছি এবং উত্তর দিয়েছি, কিন্তু উত্তর অনুযায়ী কার্য্য করতে খুবই কম দেখেছি। এই অবস্থায় প্রশ্ন করা ও উত্তর দেওয়া উভয়ই মুল্যহীন হয়ে পড়ে। দুঃখের সহিত এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্রিয় সত্য লিখতে হল। বর্ত্তমান অবস্থায় মৌনী থাকাই সাধুর পক্ষে কল্যাণকর মনে করি।

এখন আমার বক্তব্য এই যে—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥" ৬।৫

—আত্মা দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করবে, তাকে অবসন্ন করবে না; আত্মাই আত্মার বন্ধু; আত্মাই আত্মার শত্রু।

এই উপদেশ অন্তরের সহিত ধারণ ক'রে প্রত্যেকে নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করুন। তা না ক'রে, যদি বর্ত্তমান কালস্রোতে গা ঢেলে দেন, তাহলে মহা অনিষ্ট হবে।

আপনারা আমার উদ্দেশ্যে রচিত সঙ্গীত শুনিয়ে, তাতে আমার যে সকল গুণ বর্ণনা করলেন,* শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু, যিনি

---

* ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত মহারাজের মহান্ গুণপ্রশস্তি সমন্বিত সঙ্গীতটির অবিকল নকল নিম্নে দেওয়া হইল—

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমঃ

শ্রীশ্রীব্রজবিদেহী মহন্ত প্রশস্তি

ঝিঝিট একতালা

জয়তু জয়, দাস ধনঞ্জয়, ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ
জয়তু জয়, করুণাময়, চরণে প্রণমি তোমারে আজ॥ ধ্রুবপদ॥
কাষ্ঠ কঠিন, কৌপীনবস্ত, শিরে জটাজুট চুমে পদান্ত
ললাটে তিলক উজ্জ্বলকান্ত, শ্রীতুলসী কণ্ঠে অপূর্ব্ব সাজ॥ ২॥
ভজিতে ভজিতে শ্যাম সুন্দর, লভিলা ললিত শ্যাম কলেবর
শ্রীকৃষ্ণ প্রায় সর্ব্বচিত্তহর, মধুর কণ্ঠে পিক পায় লাজ॥ ৩॥
অরুণ নয়নে করুণ দৃষ্টি, জগতে করিছে অমৃত বৃষ্টি
করিয়া কল্যাণ কুসুম সৃষ্টি, অশুভের শিরে হানিছে বাজ॥ ৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মধ্যে থেকে সর্ব্বদা আমাকে পরিচালন করছেন, এ সকল গুণ তাঁরই। আমার নিজের ব্যক্তিগত এ সকল কোনও গুণই নেই। শ্রীশ্রীসদ্গুরুর শক্তিই নানাভাবে আমার ভিতর ক'রে যাচ্ছে।

২৬১। প্রশ্ন। এই ভারতভূমিতে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের পাদস্পর্শে ভারতভূমি পবিত্র হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সম্প্রতি ভারতে বিভিন্ন ভাবে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বিরোধী ভাবধারা ভারত ভূমিকে প্লাবিত করে ফেলছে। এই দুর্য্যোগ হতে কি আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ রক্ষা পাবেন ?

সতত স্মিত বদন চন্দ, লোচন চকোর পরমানন্দ,
হেরিয়া মোহিত ভকতবৃন্দ, ভুলিলা আপন বিষয় কাজ ॥ ৫ ॥
সকল শাস্ত্র সুনিষ্ণাত, ভজন প্রবীন পরহিতে রত
সাধিতে আপন জীবন ব্রত, তরাইলে কত নর সমাজ ॥ ৬ ॥
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্ররাজ দান, মৃত্যু ব্যাল ভীত করি পরিত্রাণ
কলহিত জীবে সঞ্চারিলে প্রাণ, লভিলে সুযশঃ ভুবন মাঝ ॥ ৭ ॥
শ্রীগুরুপাদ পদ্মৈকনিষ্ঠ, ব্রজ বল্লভ গোপাল শ্রেষ্ঠ,
মৈত্রী করুণাগুণভূয়িষ্ঠ, শিরে সংশ্লিষ্ট ভকতি তাজ ॥ ৮ ॥
মহান্ত স্বভাব তারিতে পামর, নিজ কার্য্য বিনা যাও পরঘর,
জীবোদ্ধার লাগি সদাই তৎপর, পর্য্যটন তব শুধুই ব্যাজ ॥ ৯ ॥
শিলং শৈলে তব শুভ পদার্পণ, জাগাইল প্রাণে নব জাগরণ ;
সে শুভ বিজয় করিয়া স্মরণ, প্রণমি চরণে হে পরিব্রাজ ॥ ১০ ॥
কি দিয়ে পূজিবে এই আকিঞ্চন, বনফুল শুধু করেছে চয়ন,
মিশাইয়ে তাহে ভকতি চন্দন, দিল "হরিদাস" দুষ্কৃতি ভাজ. ॥ ১১ ॥

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ বাং গীত } শিলংবাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীহরিনারায়ণ দেব কবিরঞ্জন কর্তৃক রচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। যে আর্য্যধর্ম্ম সনাতন অর্থাৎ নিত্য; তার বিলুপ্তি একেবারে হতে পারে না। ধর্ম্মের গ্লানি যে উপস্থিত হয়, তা ভগবান্ই গীতায় বলেছেন এবং ঐ ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হলে, তিনি নিজে অবতীর্ণ হয়ে তা দূর করেন, এও তিনি বলেছেন। আর কলিকালে যে এইরূপ ধর্ম্মবিরোধী ভাব আসবে, তা মুনিঋষিরা শাস্ত্রে স্পষ্টই লিখেছেন। সুতরাং এই ধর্ম্মবিরোধী ভাবধারা যে এসেছে বা আসছে, তা অমূলক নয়। এ ভগবদ্বিধান অনুসারেই এসেছে বা আসবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের ক্রিয়া প্রত্যেক প্রাণীতে হয়ে থাকে। যখন সত্ত্বগুণ অধিক থাকে, তখন জ্ঞান, আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি হয়। যখন সত্ত্বগুণ কমে রজোগুণ অধিক হয়, তখন জ্ঞান, আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি কম হয়ে যায়, কর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিক হয় ও কামনা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। যখন সত্ত্ব ও রজঃ উভয় কম হয়ে তমোগুণের আধিক্য হয়, তখন আলস্য, নিদ্রা, অজ্ঞান ইত্যাদি অভিভূত ক'রে ফেলে; তদ্রূপই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে যুগভেদ হয় এবং মনুষ্যের ধর্ম্মভাবেরও তারতম্য হয়ে থাকে।

যখন দেশব্যাপী সর্ব্বজীবে সত্ত্বগুণ খুবই অধিক হয়, তখন তাকে সত্যযুগ বলে। তখন সকলের মধ্যে আনন্দ, জ্ঞান ও শান্তি থাকে। যখন সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত কম হয়ে রজোগুণ অধিক হয়, তখন তাকে ত্রেতাযুগ বলে। ত্রেতাযুগে সকলের মধ্যে যজ্ঞাদি কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও কামনা বাসনাদি বৃদ্ধি পেয়ে জ্ঞান ও আনন্দ ইত্যাদি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যখন সত্ত্বগুণ অনেক কমে রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, তখন তাকে দ্বাপর যুগ বলে। তখন সমস্ত জীবের মধ্যে জ্ঞান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ ইত্যাদি খুবই কম হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি কামনা বাসনা ইত্যাদি এবং আলস্য, নিদ্রা, অজ্ঞান প্রভৃতি অধিক হয়। যখন সত্ত্ব ও রজঃ উভয়ই কম হয়ে তমোগুণ খুবই অধিক হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণের কার্য্য অনেক কম হয়ে নিদ্রা, আলস্য, অজ্ঞান ইত্যাদি অধিক হয়। তবে সত্ত্ব ও রজোগুণও কিছু মিশ্রিত ভাবে থাকে বলে কিছু কিছু জ্ঞান আনন্দ কর্ম্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদিও থাকে। এই সকলই ভগবদ্বিধানে হচ্ছে। অতএব এই কলিযুগে অজ্ঞান আলস্য ইত্যাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ধর্ম্ম গ্লানিকর অবস্থা যে আসছে, তা ভগবদ্বিধানই বলতে হবে। তবে ধর্ম্মগ্লানির বৃদ্ধি হলেও, তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে দূর করবেন, এইরূপ ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। সুতরাং আর্য্য-ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। বর্ত্তমানে এই ধর্ম্মগ্লানিকর অবস্থাও তাঁরই বিধান বলে গ্রহণ ক'রে, আমাদের তাঁরই শরণ গ্রহণ করতে হবে এবং শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশ মত ঘটে ঘটে তাঁকে দেখতে হবে এবং এই সবই তাঁর লীলা রূপে দেখে ভগবদ্ভাবে পূর্ণ থাকার অভ্যাস করতে হবে। তা হলে তাঁর কৃপায় ইহার মধ্যেও তাঁর কল্যাণকর হস্ত দেখা যাবে এবং জীবন অমৃতময় হয়ে যাবে।

২৬২। প্রশ্ন। ইদানীং এই ভারতবর্ষ আমাদের এতদ্দেশ সম্ভূত রাষ্ট্রনায়কগণের প্রবর্ত্তিত অনুশাসনে ও নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু নায়কগণের কর্ম্মপন্থা ও অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী দৃষ্টে এই প্রতীয়মান হয় যে, বহু শতবর্ষ বিধর্ম্মীদের শাসনেও হিন্দুদের যে সমস্ত সামাজিক অনুশাসন নিয়মশৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হয় নি, সেই সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা ধর্ম্মানুমোদিত আচারাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাষ্ট্রনায়কগণ আইন ক'রে নষ্ট করছেন, এই সমস্ত আইনের দ্বারা আমাদের প্রাক্তন সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা ধর্ম্মানুমোদিত আচারাদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে, আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হবে কি ?

আর তা যদি মঙ্গলদায়ক না হয়, তবে তা হতে হিন্দুগণ নিজেদের সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা ও ধর্ম্মানুমোদিত আচারাদি যা হিন্দু শাস্ত্রকারগণ রক্ষা করার জন্য নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন, তা রক্ষার কি উপায় অবলম্বন করবেন ?

উত্তর। যা কিছু ঘটছে সব ভগবদিচ্ছায় ঘটছে, এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও ঋষিগণের উপদেশ। সুতরাং রাষ্ট্রনায়কগণ আইনাদির দ্বারা ধর্ম্মানুমোদিত আচারাদি নষ্ট করলেও, এর দ্বারা ভবিষ্যতে মঙ্গল হবেই বলে আমি মনে করি।

কোনও একটি বস্তু যেমন সোনার বালা, হার ইত্যাদি অলঙ্কার বা পিতলের থালা, ঘটি ইত্যাদি যদি ফেটে ভেঙ্গে যায়, তাহলে সেই সোনার হার, বালা ইত্যাদি অলঙ্কার বা থালা, ঘটি ইত্যাদি আর ব্যবহার করা যায় না। তখন সেই বালা হার ইত্যাদি অলঙ্কার, বা থালা বাটিকে ভেঙ্গে নতুন করে তৈয়ার করালে, তা আবার বহুকাল ব্যবহার করা যায়; সেইরূপ এখন সমাজের এমন অবস্থা হয়ে আসছে যে, তার দ্বারা যথার্থ সমাজের কার্য্য ভালরূপ চলত না। তাই ভগবান্ এই নেতাগণকে নিমিত্ত ক'রে সমাজকে ভেঙ্গে ফেলছেন, ভাঙ্গার পর তিনি আবার নতুন ক'রে সমাজের গঠন করবেন, তবেই সমাজের উন্নতি হবে।

পূর্ব্বে যে বলেছি কলিযুগে তমোগুণের বৃদ্ধির জন্য আলস্য, অজ্ঞান, ধর্ম্মগ্লানি ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা ঠিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেও, সেই অবস্থা সর্ব্বদা থাকতে পারে না।* যেমন তমোগুণের বৃদ্ধির পর তার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হলে আবার সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় এবং কলিযুগের পর সত্যযুগ আসে; তদ্রূপই তমোগুণের অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধিতে এই সমাজ-শৃঙ্খলা আসবে। এইরূপ হলেও আমাদের ঋষি ও ভগবদুপদিষ্ট শাস্ত্র অনুসারেই চলার চেষ্টা করা উচিত। তাঁরা, যেরূপ আচারাদির দ্বারা আমাদের কল্যাণ হবে, তদ্রূপই উপদেশ করেছেন। সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে বলে আমাদেরও গা ঢেলে দেওয়া উচিত হবে না। আমাদের শাস্ত্র অনুসারেই চলার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যাঁরা সমাজ ভেঙ্গে দিচ্ছেন, তাঁদের দোষ দেখতে হবে। তাও ভগবদ্বিধানরূপে দেখতে হবে। ভগবদ্বিধান বলে তা বোধ করা কারও সামর্থ্য নেই, এই বিবেচনা ক'রে মনে সন্তোষ রাখতে হবে, কিন্তু নিজ কর্ত্তব্যে নিজে ঠিক থাকতে হবে। এইভাবে যদি আমরা চলতে পারি, তাহলে তাও বৃথা যাবে না।

এ অতি তুচ্ছ বলে আমাদের মনে হলেও, তার শক্তি এই বিশ্বব্যেপে কার্য্য করবে। যেমন একটি পুকুরে কেও একটি ঢিল ছুড়লে, আমরা তা সামান্য ঘটনা মনে করি; কিন্তু তা সামান্য ঘটনা মনে হলেও, ঐ ঢিল হতে যে ঢেউ উঠে, তা ক্রমশঃ ব্যাপক হতে হতে পাড়ে গিয়ে লাগে। তার পরও তার বেগ থামে না। পাড়ে ধাক্কা লাগার পর ক্রমশঃ পৃথিবীর মধ্যেও ব্যাপ্ত হতে থাকে এবং বিশ্বে ব্যেপে যায়। এই যে আমরা কথা বলি, গান করি, জপ করি,

* ২৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবন্নাম সংকীর্ত্তন করি, এও সামান্য ব্যাপার বলেই আমরা মনে করতাম। কিন্তু সাংখ্য, ন্যায় ইত্যাদি দর্শন শাস্ত্রে বলেছেন যে, এই শব্দ আকাশের গুণ; তরঙ্গায়িত হয়ে এই সাধারণ শব্দই আকাশের সর্ব্বত্র ব্যেপে যায়। আমরা তা বিশ্বাস করতাম না, এখন রেডিও ইত্যাদি দ্বারা তা প্রত্যক্ষ ক'রে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি এবং তা যে সত্য তা নিশ্চিতরূপে বুঝছি।

আমাদের প্রত্যেক মানসিক চিন্তাভাব ইত্যাদিও এইরূপ বিশ্ব ব্যেপে যায়। যাঁদের হৃদয়ে তপস্যাদির দ্বারা রেডিও ইত্যাদির ন্যায় যন্ত্র প্রস্তুত হয়, তাঁরাই অর্থাৎ যোগী ঋষিরাই তা অনুভব করতে পারেন। অতএব আমাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিও যদি মুনি ঋষিদের আচার, নিষ্ঠা পালন করেন, তাঁদের উপদিষ্ট সাধন ক'রে সিদ্ধিলাভ করেন, তবে তা বিশ্ব ব্যেপে যাবে ও তার দ্বারা বিশেষ কল্যাণ হবে। অতএব বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা দেখে আমাদের হতাশ হলে চলবে না। শাস্ত্রীয় উপদেশ মেনে তদনুসারেই আমাদের চলতে হবে।

২৬৩। প্রশ্ন। মহাপুরুষকে কি ক'রে চেনা যায়?

উত্তর। মহাপুরুষকে চেনা কঠিন, তাঁর বাহ্যিক ব্যবহার বা লক্ষণ দেখে তাঁকে চেনা যায় না। তিনি কৃপা ক'রে যদি নিজে ধরা দেন, তবেই তাঁকে চেনা সম্ভব। তাঁকে দেখে বা তাঁর কার্য্যপ্রণালী দেখে তাঁকে চেনা যায় না। যোগী সম্প্রদায়ে থেকে যোগ সাধনার দ্বারা আমার শ্রীগুরুদেবের যখন দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল, তখন তিনিও শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার কার্য্যপ্রণালী দেখে, তিনি যে প্রকৃত মহাপুরুষ তা বুঝতে পারেন নি। তিনি নিজে যখন ধরা দিয়েছিলেন তখনই তাঁকে চিনেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার গুরুদেব মহাপুরুষ চেনা সম্বন্ধে এরূপ বলেছেন যে,—তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পরম্পরানুগত কি না তাই দেখতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পরম্পরানুগত হলে তাঁকে মহাপুরুষ বলেই বুঝতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পরম্পরানুগত না হলে, তিনি যতই জ্ঞানী বা শক্তিমান্ হউন না কেন, তিনি জীবকে মুক্তি দিতে সমর্থ হন না।

২৬৪। প্রশ্ন। যে মহাপুরুষ বহুকাল পূর্ব্বে ২০০।২৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেহরক্ষা করেছেন, তাঁকে দর্শন করার উপায় কি? তিনি কি দর্শন সত্যই দেন?

উত্তর। ঐরূপ মহাপুরুষের দর্শন করার ইচ্ছা হলে তাঁর উপাসনা করতে হয়, উপাসনার দ্বারা তিনি প্রসন্ন হলে, তিনি দর্শন দিতে পারেন।

২৬৫। প্রশ্ন। চাতুর্ম্মাস্য কয়টি?

উত্তর। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতেও কেও কেও পালন করেন, কেও আষাঢ়ী শুক্লা দ্বাদশী হতেও করেন, আবার কেও কেও কর্কট সংক্রান্তি হতেও করেন।

২৬৬। প্রশ্ন। চাতুর্ম্মাস্যে করণীয় কি?

উত্তর। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময় (চারি মাস) একই স্থানে নিবাস করতে হয় এবং ফল দুধ খেয়ে ভগবানের চরণে মনো-নিবেশ ক'রে জপধ্যানে সময় অতিবাহিত করতে হয়। এই সময় মিথ্যা কথা বলা এবং হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি বর্জ্জন করতে হয়। এই ব্রতের সময় নখ ও কেশ কাটা নিষেধ। মৌনী থাকলে ভাল, তা না হলে মিছা না বলে সংযতভাবে সত্য বাক্য বলতে হয়।*

---

* চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের নিয়মাদি "দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী" পূর্ব্ব-ভাগ গ্রন্থের ১২১-১২৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় তাহা পাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬৭। প্রশ্ন। সাধু হওয়া কি বিশেষ প্রয়োজন?

উত্তর। সাধু হয়ে যদি ঠিক মত চলতে না পারে, তাহলে তাতে খারাপ হয়। সাধু হয়ে ঠিক থাকতে না পারলে যে ক্ষতি হয়, সংসারে থেকে নিজের সাধ্যমত গুরুর আদেশ পালন করার চেষ্টা করলে, সে ক্ষতির আশঙ্কা ত থাকেই না বরং কল্যাণ অধিক হয়। সাধু হলে প্রায়ই দেখা যায় অহঙ্কার বেশী হয়ে যায়। কর্ত্তব্য পালন ঠিক ঠিক করতে কমই দেখা যায়। সে তখন স্বাধীন হয়ে যায়, মনে করে 'আমি সাধু হয়েছি, গৃহস্থরা আমার সেবা করতে বাধ্য।' আবার যখন সে সংসার ছেড়ে যায় তখন মনে করে—'আমি সংসার ছেড়ে সাধু হলে খুব ভজন সাধন করব', কিন্তু সাধু হলে সে ভাব থাকা কঠিন হয়, পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। এইরূপে অনেককেই দেখেছি প্রথমে খুব বৈরাগ্য নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সাধু হওয়ার পর আর সে বৈরাগ্য নেই। দূর থেকে মনে হয় সাধু হলে খুব ভাল হবে, কিন্তু সাধু হলে তখন অনেকেরই উল্টা হতে দেখা যায়। সাধু হয়ে ঠিক পথে চলতে পারলে তার ত খুবই কল্যাণ হবেই। কিন্তু চলা খুবই কঠিন। ১০০ জনের মধ্যে একজন এইরূপ হতে দেখা যায়। তবে গুরু কাহাকেও সাধু ক'রে নিলে, তিনি তার ভার নিয়েই নেন,

---

করিলে সব জানা যাইবে। (এই গ্রন্থ ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৭·৫০ পঃ। প্রাপ্তিস্থান—কাঠিয়াবাবার আশ্রম, সুখচর, ২৪ পরগণা; মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র, ৫১।১।২বি, সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪, শ্রীদাশরথি চক্রবর্ত্তী, ১ নং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, বজ্ বজ্, ২৪ পরগণা; শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, নরনারায়ণ ট্রেডিং কোম্পানী, করিমগঞ্জ, কাছাড়, আসাম)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে যেভাবে চলুক না কেন, গুরু ঠিক করেই নেন। যারা ঠিক মত চলতে পারে না, দেখা যায় তাদেরও গুরু ঠিক করেই নেন। গুরু যে কিভাবে কি করেন তা বুঝা কঠিন। হয়ত তার ভোগ আছে, সেজন্য ঐভাবে তাকে ভোগ করিয়ে, তা শেষ করিয়ে দিচ্ছেন। গুরু যা বলেন তা মেনে চললেই শিষ্যের কল্যাণ হয়, নিজের মনমুখী চলা শিষ্যের পক্ষে কল্যাণকর নয়।

(এই সব কথা শুনে প্রশ্নকর্ত্তা বললেন, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমার যেন গুরুভক্তি হয় ও শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করতে পারি; সংসারে থেকে নানা কারণে বড় ভয় হয়"।) তার উত্তর—

আমি খুবই আশীর্ব্বাদ করছি, আপনার যেন গুরুভক্তি হয়, শ্রীগুরুর আদেশ পালন ক'রে চলতে পারেন, এই আমি ইচ্ছা করি। সংসারে ভয় হয়—এও শ্রীগুরুর কৃপা। তা না হলে সংসারে আসক্তি এসে যাবে যে? সংসারে যাতে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন তাই ত গুরু করেন? যদি ভয় না হত তাহলে জড়িয়ে পড়তেন। সংসারের মধ্যে থেকেও, যাতে সব কিছু থেকে আলাদা থাকা যায়, তাই ত গুরু করেন? ইহা কি কম কৃপা? মনে হয় যে, সংসারে কত অবস্থায় যেতে হচ্ছে, কত কষ্ট পাচ্ছি ইত্যাদি। কিন্তু তার মধ্যেই রেখে তিনি কৃপা করছেন। যার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করা দরকার তা তিনি নিজেই করেন। যতটুকু নির্ভরতা আসে ততটুকুই কৃপা অনুভবের মধ্যে আসতে থাকে। নির্ভরতা থাকার অর্থ এই নয় যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'রে নির্ভরতা রাখতে হবে। সর্ব্ব বিষয় তাঁর উপরেই ছেড়ে দিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬৮। প্রশ্ন। আপনা কর্ত্তৃক বিরচিত "দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী" (পূর্ব্বভাগ) গ্রন্থের ৯৬-১০০ পৃষ্ঠায় ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক দেবর্ষি নারদকে প্রদর্শিত তাঁর বিশ্বরূপের বর্ণনা রয়েছে। ঐ গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় আছে—"দেবগণের আদিকরণ অব্যয় নারায়ণ প্রণত সেই দেবর্ষি নারদকে বলিলেন, 'হে দেবর্ষে!...আমার ঐকান্তিক ভক্ত ভিন্ন কেহ আমাকে দর্শন করিতে পারে না; তুমি আমার ভক্তগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, এইজন্য তুমি আমার দর্শন পাইলে'।" আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে প্রদর্শিত তাঁর বিশ্বরূপের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে আছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥"
(শ্রীশ্রীগীতা ১১।৪৭)

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবম্প্রকার উক্তির অর্থ কি? তদুক্তিতে "ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্"—তুমি ভিন্ন আর কেহ দেখে নাই—ইহার উল্লেখ কেন? দেবর্ষি নারদের বিশ্বরূপ দর্শন তো অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের পূর্ব্বেই হয়েছিল,—তথাপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এমন উক্তি করলেন কেন?

উত্তর। কল্পের আদিতে দেবর্ষি নারদ ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন তা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ দর্শন হতে পৃথক্। দেবর্ষি নারদ প্রকাশিত সমস্ত বিশ্বের রূপ দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর দর্শনে কিছু বাকি

CC0. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল না। দেবর্ষি নারদ ভিন্ন তৎকালে অন্য কেও সেই রূপ দর্শনের যোগ্য ছিলেন না; স্বয়ং ব্রহ্মাও সেই রূপ দর্শন করতে সক্ষম হন নি। সেই বিশ্বরূপ দর্শন ভগবৎ-রূপে দর্শন। দেবর্ষি নারদকে ভগবান্ তাঁর সেই রূপই প্রদর্শন করেছিলেন, এবং এই দর্শন ঐকান্তিকী ভক্তি না হলে হয় না। দেবর্ষি নারদ তদ্রূপ ভক্তিলাভ করেছিলেন বলেই, তিনি ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছিল কলিযুগের প্রারম্ভে। বিষাদগ্রস্ত হয়ে যখন তিনি যুদ্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থাটাই বিশেষরূপে দর্শন করিয়েছিলেন—অর্জ্জুন যাঁদিগকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন, পূর্ব্ব হতেই তাঁরা নিহত হয়ে আছেন। কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের মধ্যে যাঁরা হতাহত হবেন, তাঁদের সকলেরই সেই সমস্ত অবস্থা অর্জ্জুন বিশ্বরূপে দর্শন করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে অর্জ্জুনের মনের যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থার উপযোগী বিশ্বরূপই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেখিয়েছিলেন। সুতরাং দেবর্ষি নারদের বিশ্বরূপ দর্শন এবং অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন—উভয় বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে সময় ও অবস্থা ভেদে পার্থক্য রয়েছে। অতএব দেবর্ষি নারদ ও অর্জ্জুনকে ভগবান্ যা বলেছেন উভয়ই সত্য ও যথার্থ। দেবর্ষি নারদের যে বিশ্বরূপ দর্শন—তাই যথার্থ ভগবৎস্বরূপে দর্শন। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন তেমন নয়। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বিশ্বরূপের মধ্যে তাঁর বিভীষিকাময় রূপটিই দেখেছিলে এবং তা দেখে তিনি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অর্জ্জুন উহাকে যথার্থ ভগবৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপে দর্শন করতে পারেন নি। দেবর্ষি নারদের সময় তা হয় নি, তিনি তদ্দৃষ্ট বিশ্বরূপকে ভগবৎস্বরূপেই দর্শন করেছিলেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, দেবর্ষি নারদ বিশ্বরূপের মধ্যে ভগবানের আনন্দময় স্বরূপটিই দর্শন করেছিলেন, আর অর্জ্জুন তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট বিশ্বরূপের মধ্যে ভগবানের করালরূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এখানে আর একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক দেবর্ষি নারদের ভক্তির সহিত অর্জ্জুনের ভক্তির (ভগবদ্ভক্তির) পার্থক্য আছে। দেবর্ষি নারদ স্বীয় ভগবদ্ভক্তির ফলে ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বিশ্বরূপ দর্শন করেন, আর অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাবার পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবশতঃ তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শনের উপযুক্ত দিব্যচক্ষু প্রদান করেছিলেন। অর্জ্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে তদীয় ভয়ঙ্কর করালমূর্ত্তি দেখিয়েছিলেন, ভগবানের এই বিশ্বরূপ অর্জ্জুন ভিন্ন অপর কেও দর্শন করেন নি বলেই অর্জ্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন পূর্ব্বে কেও দেখে নি।

২৬৯। প্রশ্ন। কালী এবং কৃষ্ণ কি এক নন? যদি এক হয়ে থাকেন,—"যে কালী সেই কৃষ্ণ", তবে আমরাই আবার বলি কেন যে এ বৈষ্ণব, সে শাক্ত?

উত্তর। ব্রহ্মজ্ঞানে দেখলে কালী ও কৃষ্ণ একই; কিন্তু কালী ভগবানের শক্তি এবং কৃষ্ণ শক্তিমান্, এই ভেদ আছে। কালী শক্তিস্বরূপ বলে তাঁর উপাসককে শাক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলে, তার উপাসককে বৈষ্ণব বলা হয়।

২৭০। প্রশ্ন। যখন মা'কে ডাকি বা মার গান গাই, তখন লোকে আমায় "কার আবার পকেট কাটলি যে তুই এখন আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র গান করছিস" এই বলে টিট্‌কারী দেয়। এখানে আমার করণীয় কি?

উত্তর। সেদিকে আপনি কর্ণপাত করবেন না, অথবা যাঁরা টিট্‌কারী দেন তাঁদিগকে মায়েরই রূপ মনে ক'রে, তিনি আপনার কল্যাণের জন্য এইরূপ করছেন, মনে ধারণা করতে অভ্যাস করবেন। তাহলে মায়েরই কৃপায় ধীরে ধীরে তা কমে যেতে থাকবে।

২৭১। প্রশ্ন। "শ্রীশ্রীসনকাদি চতুঃসন ও তাঁহাদের উদেশাবলী" গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, "যে সকল লোক পাপকারী, অতি দুষ্ট...মলিন ও দুরাশয় সপ্তাহ যজ্ঞে তাহারাও শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইবে।" পুনরায় ১৪১ পৃষ্টায় বলা হয়েছে যে, "যিনি দ্বাত্রিংশৎ অপরাধে অপরাধী নহেন তিনি শ্রোতা হইতে পারেন।" অর্থাৎ তাঁহারাই শ্রবণের অধিকারী।" এই দুই বাক্যের সমন্বয় কি?

উত্তর। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পাঠের শ্রবণে সকলেই অধিকারী। পাপী, পুণ্যবান্, সুকৃতিযুক্ত ও দুষ্কৃতিপরায়ণ সকলেই শ্রদ্ধার সহিত ভাগবত পাঠে, শ্রবণে ও মননে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, এতে কোন সংশয় নেই। উক্ত গ্রন্থের ১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠায় শ্রীনারদজী বলছেন,—"মূঢ়, শঠ, এমন কি পশুপক্ষিগণও আজ পরাগতি প্রাপ্ত হইল। অতএব নরলোকে চিত্তশুদ্ধি-বিধায়ক শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় পবিত্র অন্য শাস্ত্র আমি দেখিতেছি না। শ্রীমদ্ভাগবত দোষবহুল কলিকালে পাপ-রাশি নাশ করে ও কৃতার্থতা আনয়ন করিয়া থাকে।" পুনরায় উক্ত গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠায় উক্ত হয়েছে,—"নরকভাগী পাপী পুরুষের পাপ নিবৃত্তির জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবতই প্রধান সাধন।" ১৩৬ পৃষ্ঠায় পুনরায় উক্ত হয়েছে—"মহাপাপকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধুন্ধুকারী মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নিয়মপূর্ব্বক সপ্তাহ কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রবণের দ্বারাই প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" সুতরাং যারা পাপী ও দুষ্কৃতিপরায়ণ তারাও ভাগবত পাঠ ও শ্রবণের অধিকারী ও শ্রদ্ধার সহিত ভাগবত পাঠ-শ্রবণে তাদেরও সদ্‌গতি লাভ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব উক্ত গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় যে বলা হয়েছে—"জ্ঞানিগণ বলেন—যিনি অষ্টাদশ দোষ-নির্ম্মুক্ত তিনি বক্তা, এবং যিনি দ্বাত্রিংশৎ অপরাধে অপরাধী নহেন, তিনি শ্রোতা হইতে পারেন", এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এখানে "জ্ঞানিগণ বলেন" এরূপ কুমারগণ বলেছেন, সুতরাং কুমারগণ তা বলেন নি বুঝা যায়। ঐ সকল বাক্য উত্তম অধিকারী সম্বন্ধে জ্ঞানিগণ বলেছেন এইরূপই বুঝতে হবে। কারণ কেবলমাত্র দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ শূন্য ব্যক্তিই যদি ভাগবত শ্রবণের অধিকারী হতেন, তবে পাপপরায়ণ লোকেদের গতি কি হত? তাদের শুদ্ধির জন্যই তো ভাগবত পাঠের বেশী প্রয়োজন—ইহা তো উপরে উদ্ধৃত বাক্য সমূহে এবং তোমার পত্রে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি সমূহে ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থেও বলা হয়েছে। অতএব সেই সব বাক্যের যাতে অসামঞ্জস্য না হয় তারজন্য এই বলতে হবে যে, পূর্ব্বোক্ত ১৪১ পৃষ্ঠায় উক্ত বাক্য সমূহ উত্তম অধিকারী সম্বন্ধেই জ্ঞানিগণ বলেন। কিন্তু সনকাদি কুমারগণের মত তা নয়।

২৭২। **প্রশ্ন।** শালগ্রাম শীলার স্পর্শের ও পূজার অধিকার দ্বিজাতি ভিন্ন অপরের বা স্ত্রীলোকের আছে কি?

উত্তর। শালগ্রাম শীলা সাধারণতঃ দ্বিজাতি ভিন্ন অপরের স্পর্শ করা শাস্ত্রে নিষেধ আছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে দ্বিজাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্ন বৈষ্ণবদেরও সেবা করার অধিকার দেওয়া আছে। বৈষ্ণব যদি শালগ্রামের পূজা সেবা না করে, তাহলে দোষ হয় বলেও শাস্ত্রে লিখিত আছে। এজন্য বৈষ্ণব মন্ত্রে যারা দীক্ষিত তারা দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য জাতিই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, তাদের শালগ্রাম পূজা করার অধিকার আছে।

২৭৩। প্রশ্ন। বৈষ্ণবের পক্ষে অন্যান্য দেবদেবীর স্তব পাঠ করা কি উচিত বা ভাল ?

উত্তর। বৈষ্ণবের পক্ষেও অন্যান্য দেবদেবীর স্তব পাঠ করায় বাধা নেই, আর তা না করলেও কোন ক্ষতি হয় না। তোমার যদি অন্যান্য দেবদেবীর স্তব পাঠ করতে ভাল লাগে, তাহলে পাঠ করতে পার। কারণ সমস্ত দেবদেবীই ত ভগবান্ বিষ্ণুর প্রকাশিত রূপ। বিষ্ণু ভিন্ন জগতে আর কিছু নেই। সুতরাং দেবদেবীর স্তব পাঠ করলে, সেই স্তবের দ্বারাও ভগবানেরই স্তব করা হয়। এই দেবদেবী সকলকে ভগবান্ বিষ্ণুরই প্রকাশিত রূপ—এইরূপ জ্ঞান করতে অভ্যাস করবে। তাহলে ঐ স্তব পাঠের দ্বারাও বিষ্ণুরই স্তব পাঠ করছ বলে তুমিও বুঝতে পারবে। শক্ত ও শক্তিমানে ভেদ নেই। শক্তিমানেরই ত শক্তি? শক্তিমানকে ছেড়ে শক্তি পৃথক্ ভাবে থাকতেই পারে না, শক্তি শক্তিমান্ হতে অভিন্ন। সুতরাং শক্তির ভজনা করলে শক্তিমানেরই ভজনা করা হয়। দেবীর প্রণামে এজন্যই ত তাঁকে নারায়ণী বলা হয়। ভগবান্‌ও গীতায় বলেছেন—

"যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥" ৯.২৩

অর্থাৎ যে সব ভক্ত অন্য কোন দেবতারও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন, তাঁরাও আমারই পূজা ক'রে থাকেন, তবে তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিধিপূর্ব্বক করা হয়। (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকে পূজা করা হয় না, পরম্পরাক্রমে করা হয়, এইমাত্র প্রভেদ)

২৭৪। প্রশ্ন। 'ব্রজবিদেহী' শব্দের অর্থ কি? ব্রজবিদেহীর পর 'মহন্ত' শব্দ সংযোগ করা হয় কেন? কাঠের কৌপীন প্রথমে কে ধারণ করেন এবং এর তাৎপর্য কি? নামের পূর্ব্বে শ্রী১০৮ লিখার তাৎপর্য্য কি? কেই বা এই লেখা স্থির করেছেন এবং কেন?

উত্তর। 'ব্রজবিদেহী' শব্দে যিনি ব্রজে স্থিত দেহাত্মবুদ্ধি-রহিত জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁকে বুঝায়। 'বিদেহী' বলতে দেহাত্মবুদ্ধিরহিত হয়ে (বিগত হয়েছে 'দেহ' অর্থাৎ দেহাত্ম-বুদ্ধি যাঁর তিনিই বিদেহী) জীবন্মুক্ত হয়েছেন তাঁকে বুঝায়। 'ব্রজ' শব্দ তার সঙ্গে যোগ করলে, যিনি দেহাত্মবুদ্ধি রহিত হয়ে জীবন্মুক্ত অবস্থায় ব্রজে বাস করেন তাঁকে বুঝায়। এখানে 'দেহ' শব্দের দেহাত্মবুদ্ধিতে লক্ষণা। কারণ এখানে 'দেহ' শব্দ দেহ মাত্রকে বুঝালে, বিগত হয়েছে দেহ যার— এইরূপ অর্থ করতে হয়। তজ্জন্য 'বিদেহী' শব্দ দেহধারী পুরুষের প্রতি ব্যবহার হওয়ায় 'দেহ' শব্দের দেহাত্মবুদ্ধিতে লক্ষণা, এইরূপ বলতে হবে।

'মহৎ' শব্দকে হিন্দীতে 'মহন্ত' বলা হয়। এই 'মহৎ' শব্দ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরূপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে বুঝায়; কারণ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। সেই ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন বুদ্ধিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি তাঁর সঙ্গে অভিন্নাত্মা হয়ে যান বলে তিনি মহন্ত। এই অর্থেই 'ব্রজবিদেহী' শব্দের পর 'মহন্ত' পদ সংযোগ করা হয়েছে।

শ্রী১০৮ স্বামী নেনাদাসজীর পর তাঁর শিষ্য ইন্দ্রদাসজী ব্রজবিদেহী মহন্ত হন। তাঁকেই তাঁর গুরুদেব প্রথম কাঠের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌপীন ধারণ করিয়েছিলেন এবং সেই থেকে সেই কৌপীন ধারণের প্রথা পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। এই কাঠের কৌপীনের জন্যই আমাদের দাদাগুরুর নাম কাঠিয়া বাবা হয়েছিল—শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবা তাঁর নাম ছিল।

এই কাঠের কৌপীন ধারণ করে তপস্যার জন্য। এতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়। তাছাড়া আহারাদি বিষয়ে খুব সংযত থাকা যায়। বেশী খেলে পেটে ব্যথা হয়, এজন্য আহারে সংযত থাকতে বাধ্য হয়। তাছাড়া সাধনের দিকে অনেক উপকার এর দ্বারা হয়। নিদ্রাও কম হয়।

১০৮ শ্রী গুরুপরম্পরার আচার্য্যগণের ও গুরুর পূর্ব্বে দেওয়ার নিয়ম, যেমন ১০৮ মালা জপ করার নিয়ম তদ্রূপ। ১০৮টি 'শ্রী' লিখার বদলে 'শ্রী১০৮' এইরূপ লিখে।

এই সব ঋষিরা সমাধিস্থ হয়ে ঠিক করেছেন। এ কল্পনার দ্বারা করা হয় নি। যেরকম ভাবে যেটি করলে যে ফল হবে, তা তাঁরা সমাধির দ্বারা দেখে এই সব নিয়ম করেছেন।

২৭৫। **প্রশ্ন।** কোন মন্ত্র তন্ত্র না বলে কেবল 'মা! মা!' বলে ডাকলেই কি মা'কে পাওয়া যায় না? শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব ত কেবল 'মা! মা!' বলেই ডাকতেন?

উত্তর। গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ ক'রে, তাঁর উপদেশ মত কাজ করতে করতে যখন অন্তর সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, তখন 'মা! মা।' বলে ভক্তিভরে ডাকলে তবেই তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। এমনি মলিন চিত্ত থাকলে, সেভাবে মাকে ডাকাই যায় না। পরমহংসদেব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ ক'রে তাঁর উপদিষ্টমার্গে সাধন করেছিলেন, অতএব তিনি মা বলে যে ডাকতেন, তা সাধন দ্বারা নির্ম্মল অবস্থায় ভক্তি ভরে ডাকা। তা সকলে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭৬। প্রশ্ন। ভুবঃ, স্বর্গ প্রভৃতি লোকে যে দেবতাদি আছেন তাঁরা কি নিরবয়ব, অথবা তাঁদের দেহ কি পাঞ্চভৌতিক ?

উত্তর। ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ—এই সব লোক প্রাকৃতিক সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই সব লোকে যাঁরা থাকেন তাঁদের দেহও প্রাকৃতিক, তাঁদেরও স্থূল সূক্ষ্ম দেহ আছে, ঐ দেহাবলম্বনেই তাঁরা ভোগ করেন। দেহ বিনা ভোগ হয় না। তবে এই ভূর্লোকের জীবগণের দেহে পার্থিব অংশই বেশী, ভুবঃ আদি ঊর্দ্ধলোকের জীবগণের দেহে ক্রমশঃ পার্থিব অংশ কম। কোন লোকে জলীয় অংশ অধিক, যেমন বরুণলোকের জীবেদের। কোন লোকের জীবদের দেহে তৈজসাংশ অধিক, যেমন সূর্য্যলোকে। এই-ভাবে ঊর্দ্ধলোকবাসীদের দেহের মধ্যে ভেদ আছে। কিন্তু তাঁদের দেহ পাঞ্চভৌতিক, তাঁদের দেহ পাঞ্চভৌতিক হলেও ক্রমশঃ তাঁদের জ্ঞান ও শক্তি অধিক। যেমন কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মানুষের জ্ঞান ও শক্তি ক্রমশঃ অধিক, তেমনি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইত্যাদি লোকের জীবগণের ক্রমশঃই জ্ঞান ও শক্তির আধিক্য। তবে সত্যলোকের গোলক-বৈকুণ্ঠাদিবাসী জীবদের শরীর চিন্ময় বলেই শাস্ত্রে উপদেশ করেছেন। তার কারণ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধলোকের জীবদের দেহ এমনভাবে সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হয় যে, শেষে ঊর্দ্ধ সত্যলোকে গিয়ে তা চিন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সত্যলোকের জীবদেরও দেহ আছে, দেহ ছাড়া কোন জীব নেই। কিন্তু যে জীব মুক্ত হয়ে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে বলেছেন—তাঁরা স্থূল সূক্ষ্ম দেহ-সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান। কিন্তু তাঁরা দেহসম্বন্ধ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিত, ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে গেলেও ইচ্ছা ক'রে দেহ ধারণ ক'রে, যেরূপ ইচ্ছা ভোগ করতে পারেন।

২৭৭। প্রশ্ন। ষট্‌চক্র ভেদের সহজ কোন উপায় আছে কি?

উত্তর। যোগমার্গে যে ষট্‌চক্র ভেদ ক'রে কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রার পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, কেবল ভগবানের নাম জপের দ্বারাও সেই কাজ হয়ে যায়। তাতে এত পরিশ্রমও করতে হয় না। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের মত তাঁর পত্রাবলীর ১ম খণ্ডের ১০১ নং পত্র (১৮৫।১৮৬ পৃষ্ঠায়) পাঠ করলেই সব জানতে পারবেন।

২৭৮। প্রশ্ন। সত্যই কি ন্যায়ের ওপরে অন্যায়, সত্যের ওপরে অসত্য বিরাজ করবে? তাহলে, এই সংসারের লোক, এই সংসার টিকবে কেমন করে? তাহলে লোক সত্য-পথে চলবে কেন? অবশ্য এটাও বলতে পারেন, আমি যেটা সত্য বলছি সেটা সত্য নাও হতে পারে, দুই দিকেই তর্ক করা যায়। সে যাই হক, আমার মনে দুঃখ হয়েছে। দুঃখ করা উচিত নয় এবং লাভ নেই জানি—তবুও আমার প্রাণে সব সময়েই এই সত্যাসত্যের এবং ফলাফলের প্রশ্ন জাগে। আর একটা বিশেষ প্রশ্ন আছে,—যে বস্তু আমার সামনে আছে, আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাকে হাতের মধ্যে বা নিকটে পাওয়া যায়। কিন্তু যে বস্তু "অবাঙ্‌ মনোগোচর" সে বস্তু পাওয়া সুদুর্ল্লভ, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজন দু'জন মাত্র পায়। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম্॥" এরূপ আত্মাকে কি পাওয়া সম্ভব? এ মরুভূমির মরীচিকার পিছনে ছুটার মত নয় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। ন্যায়ের উপরে অন্যায়, সত্যের উপরে অসত্য বিরাজ করতে পারে। সত্য, ন্যায় সকলের উপরে সর্ব্বদাই আছে ও থাকবে। ন্যায় ও সত্য পথে চললে তার সুফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, অন্যায় ও অসত্যের কুফলও অবশ্যই ভোগ করতে হয়। বুঝতে ভুল হওয়ায় আপনার মনে দুঃখ হয়েছে, কিন্তু আপনি ভুল ধারণা ত্যাগ ক'রে দুঃখ দূর ক'রে ফেলবেন।

আর আপনি প্রশ্নে "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" ইত্যাদি যে শ্রুতিটি লিখেছেন, তাতেই বলেছেন যে, তাঁতে আত্ম সমর্পণ করলে ভগবান্ যাঁকে গ্রহণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করতে পারেন; ভগবান্ তার মধ্যে নিজের স্বরূপটি প্রকাশ ক'রে দেন। সুতরাং সদ্‌গুরু কৃপা ক'রে যাকে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ ক'রে দেন, তাকেই শ্রীভগবান্ গ্রহণ ক'রে নেন এবং তার মধ্যে তিনি স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। বক্তৃতা দ্বারা অথবা মেধা শক্তি দ্বারা ও বহু শাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়নাদি দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় না। কেবল ভগবদ্‌রূপী সদ্‌গুরু দ্বারা যিনি শ্রীভগবানে সমর্পিত হন, তিনিই তাঁকে লাভ করতে পারেন। সুতরাং আত্মাকে লাভ করা সম্ভব নয়, মরুভূমির মরীচিকার পিছনে ছুটার মতই হয়, এরূপ যে আপনার মনে হয়েছে, তা ঠিক নয়। আপনার ত কোন চিন্তারই কারণ নেই? সদ্‌গুরু আপনাকে শ্রীভগবদ্ চরণে সমর্পণ ক'রে দিয়েছেন। তিনি আপনাকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু ও শ্রীশ্রীভগবানের উপর নির্ভর ক'রে তাঁর উপদেশ মত চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। "শ্রীনিম্বার্ক পদ্ধতি" নামে একখানা পুস্তক বের হয়েছে, তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়লে অনেক বিষয় জানতে পারবেন। সেই বই একখানা আপনি সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন *

২৭৯। প্রশ্ন। রাধামূর্ত্তি ভিন্ন কি ভগবৎ পূজা বা উপাসনা হয় না ?

উত্তর। কেবল শ্রীকৃষ্ণে পূজা বা উপাসনা করতে বাধা নেই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাতে কোন ভেদ নেই,—একই। আমাদের সম্প্রদায়ে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাও বিহিত আছে।

২৮০। প্রশ্ন। আমার মনে হয় যখন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হংস নারায়ণাদির উদ্‌ভব হয় তখন রাধার নামই ছিল না।

উত্তর। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য শ্রীহংসভগবান্ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন রাধার নামই ছিল না বলে আপনি যে লিখেছেন তা ঠিক নয়, কারণ গোলকধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য বিহার করে থাকেন। ইহা ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ করলে জানতে পারবেন। ব্রহ্মার সনকাদি চারিজন মানস পুত্রের মধ্যে সনৎকুমারের অভিসম্পাতে সেই গোলোকধাম এই মর্ত্ত্যলোকে অবতরিত হয়েছেন। তারই নাম ব্রজধাম ও বৃন্দাবনধাম হয়েছে। ইহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পাঠে জানা যায়। সেই গোলোকধাম হতেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপ গোপীগণ সহ ব্রজধাম অবতীর্ণ হয়েছেন। এসব কথাও বিভিন্ন পুরাণ পাঠে জানা যায়। সুতরাং শ্রীহংস-ভগবানের অবতার গ্রহণ কালে শ্রীরাধার নাম ছিল না বলা যায় না।

২৮১। প্রশ্ন। নিম্বার্কসম্প্রদায়ে কি একা বিষ্ণুপূজা বা কৃষ্ণপূজা

---

* এই বই, "শ্রীনিম্বার্ক পদ্ধতি", শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ২'৫০ প.। প্রাপ্তিস্থান—২৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মন্ত্র নেই ? যদি থাকে, গুরুদেব ! দয়া ক'রে আমাকে জানালে কৃতার্থ হব।

উত্তর। নিম্বার্কসম্প্রদায়ে কেবলমাত্র বিষ্ণু বা কৃষ্ণের পূজা ও মন্ত্র অবশ্যই আছে, সেই মন্ত্র অন্যান্য সম্প্রদায়েও পূজায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা এই "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা"—এই মন্ত্রের দ্বারাই বিষ্ণুর চরণে তুলসী ও পুষ্পাদি দিয়ে পূজা করতে হয়। এ ছাড়া কেবল কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর দীক্ষা মন্ত্রও আমাদের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে আছে। তা দীক্ষার সময়ে দেওয়া হয়। দীক্ষার সময়ে প্রাপ্ত সেই ইষ্টমন্ত্রের দ্বারাও পূজা করা হয়। এই সব বিষয় ও অন্যান্য অনেক বিষয় "নিম্বার্ক পদ্ধতি" পাঠ করলে জানা যাবে। আর আপনি যে নাম পেয়েছেন তার দ্বারাও কেবল বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে পারেন। ঐ নামে রাধা শব্দ থাকলেও রাধা ও কৃষ্ণে কোনও প্রকার ভেদ নেই বলে, ঐ নামের দ্বারা কেবলমাত্র বিষ্ণু বা কৃষ্ণের পূজা করা যায়।

২৮২। প্রশ্ন। জীব পরলোকে গেলে তার স্থূল দেহের কাজের কি অবস্থা হয় ?

উত্তর। এই স্থূল দেহ ত্যাগ ক'রে জীব পরলোকে গেলে, এই স্থূলদেহের ত দাহসংস্কারাদি করে ? সুতরাং তার আবার কাজ কিরূপে থাকবে ? সে যে লোকে যায়, সেই লোকের উপযোগী অন্য স্থূল দেহ ধারণ ক'রে সেই স্থূলদেহেই সেই লোকে সে কাজ করে।

২৮৩। প্রশ্ন। একদিন স্বপ্নে দেখি মহাদেব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন ; অর্থ বুঝতে পারি নি—এর অর্থ কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। তোমার অসৎ মনোবৃত্তির জন্য মহাদেব তোমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, তিনি তোমাকে ঐ অসদ্বৃত্তি ত্যাগ ক'রে সদ্ভাবে চিত্ত ও মনকে ভগবন্মুখী ক'রে চলার ইঙ্গিত তার দ্বারা দিয়েছেন বুঝতে হবে।

২৮৪। প্রশ্ন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও দেখা যায় ঋষিরা বলেছেন—"এখন ঘোর কলিকাল উপস্থিত, লোকে হরিবিমুখ হয়েছে ইত্যাদি। এখন সজ্জনেরা সেই রকমই বলে থাকেন এবং আমরাও তা দেখছি এবং আমাদের ধারণা পূর্ব্বে জনগণ হরিবিমুখ ছিলেন না। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বে রচিত। এতএব সংসার কি চিরদিনই এই রকম? অথবা বর্ত্তমানে হরি-বিমুখতা ক্রমশঃ বাড়ছে? ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বিমাতা তাঁকে বনবাসে দিয়া ভরতকে রাজ্য দিতে প্রয়াসী হলেন। তখনকার দিনের পুণ্যবান্ রাজা দশরথের সময় সাধারণ মানুষ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ছিলেন বলেই আমাদের ধারণা, অথচ তাঁর নিজের গৃহে রাণী কৈকেয়ীর আচরণ ও আজকালকার অনেক সাধারণ গৃহিণীর আচরণ একই প্রকারের। তবে তখনকার দিন ও এখনকার দিনে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর। প্রায় সর্ব্বযুগেই অল্পবিস্তর হরিবিমুখতা ও পাপবৃত্তি মানুষের ছিলই; এখন কলিকালে তা বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, এইরূপই ভগবদভিপ্রায় ও যুগের নিয়ম। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ৩ পাদ ধর্ম্ম ও ১ পাদ অধর্ম্ম, দ্বাপরে ২ পাদ ধর্ম্ম ও ২ পাদ অধর্ম্ম, কলিযুগে ৩ পাদ অধর্ম্ম ও ১ পাদ মাত্র ধর্ম্ম থাকার নিয়ম ভগবান্ বলেছেন—শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু সব যুগেই সুর ও অসুর উভয় প্রকৃতির লোক থাকে। সত্যযুগেও হিরণ্যকশিপু ছিল। রাজা দশরথের সময় কৈকেয়ীর মত স্ত্রীও ছিলেন। চারি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগেই এইরূপ অসুর প্রকৃতির লোক থাকার দৃষ্টান্ত বহু আছে। তবে বর্ত্তমান কলিযুগে তা বেশী পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কলিযুগে একটা মস্ত বড় ভরসার কথা এই যে, এই কলিযুগে কেবল শ্রীহরির নাম ও গুণের স্মরণ, মনন, কীর্ত্তনেই সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায় ও পরাগতি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হতে পারে, অন্যান্য যুগের তপস্যার ফল কলিযুগে কেবল শ্রীহরির নাম ও গুণের স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তনের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত পুরাণাদিতে এইরূপই বর্ণনা আছে।

২৮৫। প্রশ্ন। ব্রহ্মের সহিত অভেদ বুদ্ধি হলে কিরূপ হয়? ব্রহ্মজ্ঞেরও কি পাপপুণ্য থাকে?

উত্তর। ব্রহ্মের সহিত অভেদ বুদ্ধি হলে, তাঁর মধ্যে ব্রহ্ম-শক্তির প্রকাশ হয়। তিনি ইচ্ছা করলে বহু শরীর ধারণ ক'রে ভোগ করতে পারেন। যেমন পাতঞ্জলে আছে, এক যোগী ইচ্ছা করলে ৫০টা শরীর রচনা ক'রে প্রত্যেক শরীর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভোগ করতে পারেন। বিশ্বামিত্র ত নক্ষত্র পর্য্যন্ত সৃষ্টি করেছিলেন। স্থূল দেহ যে পর্য্যন্ত থাকে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হলেও তাঁর কর্ম্ম জন্য পাপপুণ্য থেকে যায় এবং তার ভোগও হয়। কিন্তু তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকেন। দেহ ত্যাগ ক'রে যখন যান, তখন বিরজা পার হওয়ার সময় ঐ পাপপুণ্য ধৌত হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর সেই পাপপুণ্য বৃথা যায় না। তাঁর প্রিয়জনদের পুণ্য ও শত্রু ইত্যাদিতে পাপ গিয়ে আশ্রয় নেয়।

যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্থূল দেহে থাকেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁদের দেহ বন্ধন থেকেই যায়। সুতরাং লৌকিক ব্যবহার তাঁদের থেকে যায়। তজ্জন্য তাঁদের ব্রহ্মশক্তি প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেলেও তাঁরা অলৌকিক ঘটনা সাধারণতঃ ঘটান্ না—যদিও তাঁদের সেই শক্তি থাকে।

২৮৬। প্রশ্ন। কুণ্ডলিনী শক্তি পরপর চক্রভেদ করলে কি অবস্থা হয় এবং বুদ্ধি প্রকাশিত হয় কখন?

উত্তর। নাভিচক্রে যখন কুণ্ডলিনী শক্তি এসে পৌঁছে তখন খুব শুষ্ক ভাব আসে এবং সাধনে নীরস ভাব আসে। তখন দৃঢ়তার সহিত সাধন করতে থাকলে, ঐ নাভিচক্র ভেদ ক'রে কুণ্ডলিনী শক্তি অনাহত চক্রে পৌঁছায়। তখন খুব সরস ভাব আসে ও পূর্ব্বের সেই নীরস ভাব কেটে যায়। সহস্রারে অনেক স্তর আছে। এক এক স্তর ভেদ হলেই এক এক নতুন অবস্থা লাভ হয়। যখন শেষ স্তর ভেদ হয় তখনই পূর্ণ ব্রহ্মবুদ্ধি প্রকাশিত হয়।

২৮৭। প্রশ্ন। কুণ্ডলিনী শক্তি কোন্ চক্র ভেদ করলে বিরাটের সঙ্গে সাধক মিশতে পারেন? তখন তাঁর অবস্থা কিরূপ হয়? ব্রহ্মজ্ঞান হলে লৌকিক ব্যবহার কিরূপ হয়, গৃহস্থও কি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারেন? ব্রহ্মজ্ঞের সম্পূর্ণরূপে সঙ্কল্প সিদ্ধি কখন হয়?

উত্তর। যাঁর (কুণ্ডলিনী শক্তি) সহস্রার ভেদ ক'রে উঠে, তিনিই বিরাটের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন; তার নীচে থাকলে নয়। সেই অবস্থায় তিনি নিজেকে ব্রহ্ম হতে অভিন্ন বোধ করেন ও তৎপর পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায়। তবুও দেহ বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত তাঁর সাংসারিক ব্যবহার থাকে এবং পূর্ব্ব সংস্কারও থাকে—তবে তিনি তাতে নির্লিপ্ত থাকেন। যেমন সাধারণ লোক ব্যবহার করেন, তিনিও ঠিক তেমনিই ব্যবহার করেন। সেজন্য লোকদৃষ্টিতে তিনি যে ব্রহ্মজ্ঞ তা ধরা যায় না। এইজন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥" ৩।২৬

পুনঃ

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" ৩।২১

—জগতে যা কিছু আছে সে সমস্ত তদ্রূপই তখনও থাকে। ঘট, পট ইত্যাদি তখনও থাকে এবং তৎসমস্তকে তিনি ব্রহ্ম বলে জানেন এবং তার ব্যবহারও ঠিক এইরূপই থাকে; কিন্তু তিনি এই সমস্তকেই ব্রহ্মরূপে দেখেন। মোট কথা, জগতে অজ্ঞ অবস্থায় যা কিছু দেখা যায়, ব্রহ্মজ্ঞ হলেও তাঁর নিকট সে সমস্তই থাকে, লুপ্ত হয়ে যায় না, কেবল জ্ঞানের ভেদ হয় মাত্র। শরীর যে পর্য্যন্ত থাকে, সেই পর্য্যন্ত প্রিয় অপ্রিয় বোধও তাঁর থাকে।

বশিষ্ঠ ঋষি, কর্দ্দম ঋষি প্রভৃতিও ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন এবং জনকরাজাও ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন। অথচ তাঁরা গৃহস্থ ছিলেন—বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের সন্তানও হয়েছিল। কেও ব্রহ্মজ্ঞ হয়েও গৃহস্থ ছিলেন, কেও সংসারত্যাগী হয়ে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন, কেও আবার ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া অবস্থাতেও সংসার ত্যাগ করে গেছেন। এ বিষয়ে সকলের সম্বন্ধে একরূপ হবে এমন কিছু নিয়ম নেই। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে গেলে তিনি সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে যান, তা তিনি গৃহস্থই থাকুন আর সংসার-ত্যাগীই হউন। আগেই ত বলেছি, যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে, সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদেরও ঠিক সাধারণ লোকের মত ব্যবহার থাকে। দেহান্তের পর সম্পূর্ণরূপে সঙ্কল্প সিদ্ধি হয়। দেহ থাকা অবস্থায় তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধি আপেক্ষিক ভাবে হয়। বিশ্বামিত্রের সঙ্কল্প সিদ্ধি আপেক্ষিকই হয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮৮। প্রশ্ন। দুরাচার ব্যক্তিরও কি ভগবানে ভক্তি হতে পারে? হলে তা কিরূপে সম্ভব?

উত্তর। দুরাচার ব্যক্তিরও হঠাৎ ভগবানে ভক্তি হতে পারে। তার দৃষ্টান্তও বহু আছে, যেমন বাল্মিকী, অজামিল, তুলসীদাসজী, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি। এইরূপ ব্যক্তির হঠাৎ কোনও ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে ভগবানে ভক্তি আসে ও সে তখন ভজনে লেগে যায়।

২৮৯। প্রশ্ন। মনের মধ্যে যে নির্দ্দেশ আসে সবই ঠিক হয় কি?

উত্তর। মনের মধ্যে যে নির্দ্দেশ আসে তার সবই ঠিক হয়, এমন নয়। অনেক সময়ে নিজের কল্পনা অনুসারে সেই কল্পনার বিষয় মনে উদিত হয়। তবে কোনরূপ কল্পনা যদি না থাকে এবং মনে অন্যপ্রকার চাঞ্চল্যও না থাকে এবং অনুভূতি হতে যদি নির্দ্দেশটি উদিত হয়, তবে অনেক সময়ে তা ঠিক হয়।

২৯০। প্রশ্ন। আমি বিবাহ করেছি। সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করেও স্ত্রী হতে অনেক প্রকার ক্লেশ পেয়ে, গুরুকে ছেড়ে দিয়েছি, আর তাঁর উপদেশ মত কাজ করি না, পিতামাতাও বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন। এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি?

উত্তর। তুমি যেরূপ সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করেছ, তোমার কিছু ক্লেশ দেখেই তাঁকে ছেড়ে দিয়েছ আর তাঁর উপদেশ মত কাজ করছ না—এটা ভাল করনি। সংসারে সব সময় সমান থাকে না। কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও সম্পদ, কখনও বিপদ এসেই থাকে। দেহ থাকতে এই সব বিরুদ্ধ অবস্থাসমূহকে কেও এড়াতে পারে না। এই সমস্ত আসা অনিবার্য্য জেনে, যে ধৈর্য্য হারায় না এবং এই বিরুদ্ধ অবস্থাতেও যে চিত্তকে শান্ত রাখতে পারে, সেই শান্তিলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে পারে। তুমি বিবাহ করেছ, তাতে কোনও দোষ হয়নি। কিন্তু স্ত্রীকে উপলক্ষ ক'রে যে ক্লেশের কারণ এসে উপস্থিত হচ্ছে, তাতে বিচলিত হওয়া অনুচিত। এই অবস্থাতেও স্থির ধীর থেকে নিজ বুদ্ধি অনুসারে কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতে হবে। গুরু যে সাধন দিয়েছেন তা ক'রে যাও—তাহলে ফল পাবে।

পিতামাতা প্রভৃতির যেরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহারের কথা বলছ, তা চিরদিন থাকবে না, পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে। আর পিতামাতাকে ভগবানের রূপ জেনে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে যদি প্রত্যহ তাঁদের প্রণাম ক'রে তাঁদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে পার, তাহলে তোমার প্রতি তাঁদের এখন যে ভাব দেখছ সে ভাবও চলে যাবে। এমনিও পিতামাতা সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়। তাঁরা তোমার জন্মদাতা এবং তোমাকে পালন ক'রে এত বড় করেছেন এবং লেখাপড়াও শিখিয়েছেন। অতএব তাঁরা তোমার পরম পূজ্য গুরু। এদিকে বিবেচনা করলেও সর্ব্বদা তাঁদের প্রতি ভক্তি রেখে, তাঁদের সেবা করা এবং তাঁদের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। এরূপ করলে পুত্রের সব দিক দিয়ে মঙ্গল হয় এবং উন্নতি হয়। তাঁদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব রেখে যে তুমি উন্নতি করতে চাও, তা ঠিক পথ নয়। এতে তোমার উন্নতি না হয়ে বরং অবনতিই হবে এবং ক্রমশঃ অধিকতর ক্লেশে পড়বে। অতএব তুমি এ পথে যেওনা। তোমার স্ত্রীকেও এই উপদেশ মত চলতে বলবে। তাহলে পিতামাতা তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন এবং তার ফলে শ্রীভগবান্‌ও প্রসন্ন হয়ে তোমাদের সব দিকে ভাল করবেন। শ্রুতি বলেছেন—"পিতৃদেবো ভব" "মাতৃদেবো ভব"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯১। প্রশ্ন। (মাতাপিতা ও পুত্রকন্যাগণ মিলিতভাবে এসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষ দিয়ে, উভয় পক্ষই বললেন,) —আমাদের এই কলহ মিট্‌বে কি ক'রে ?

উত্তর। (পুত্রকন্যাদিগকে লক্ষ্য ক'রে)—শাস্ত্রে বলেছেন, "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"। শ্রুতিতে আছে "পিতৃদেবো ভব" "মাতৃদেবো ভব" ইত্যাদি। এই শাস্ত্র-বাক্য অনুসারে পিতামাতাকে অন্তরের সঙ্গে ভক্তি করবে, তাঁদের আদেশ পালন করবে। তাঁদের প্রাণে দুঃখ হয় এমন ব্যবহার কখনও করবে না এইরূপ ভাবে চললে তোমরা সুখী হবে। পিতা ও মাতা কখনও তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বললে, তা আশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ করতে হবে। তাতে কখনও অসন্তুষ্ট হবে না।

(পিতামাতাকে লক্ষ্য ক'রে),—পিতামাতাকেও আমি অনুরোধ করছি তাঁরা যেন সন্তানদের সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করেন। সন্তানগণ কত সময় কত ভুলত্রুটি অপরাধই করবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা ত আপনাদেরই সন্তান ? তাদের ক্ষমা না করলে তাদের উপায় কি হবে ? এজন্য আপনাদের সর্ব্বদা তাদের উপর আশীর্ব্বাদ ও ক্ষমার ভাব যেন থাকে।

২৯২। প্রশ্ন। আমি চোখে কম দেখি, বেশী বই পড়তে পারি না, এই অবস্থায় এমন দু' একখানা বইএর কথা বলুন, যা পড়লে আমার কল্যাণ হবে।

উত্তর। যে সে পুস্তক পড়লে ক্ষতি হয় ; আপনার গুরুর উপদেশ-বিরুদ্ধ অনেক সংস্কার তাতে এসে যায়। এজন্য বহু গ্রন্থ পড়া নিষিদ্ধ। আপনার গুরুর উপদেশের অনুকূল যে গ্রন্থ দেখবেন, তাই পড়া ভাল। কিন্তু চোখে যখন কম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখেন বলছেন, তখন না পড়লেও ক্ষতি নেই। গুরুর উপদেশ স্মরণ ক'রে তদনুসারে চলতে ও তাঁর দেওয়া মন্ত্র সব সময়ে জপ করতে অভ্যাস করলে তাতেই সব হবে। শাস্ত্রেও আছে—"জপাৎ সিদ্ধি"—কেবল জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করা যায়। এতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। পুস্তক পড়তে ইচ্ছা করলে বাবাজী মহারাজের পত্রাবলী দুইখণ্ড কিনে পড়লে, তাতে প্রায় সব উপদেশই পাবেন; তাতে আপনার মনের সব সংশয় দূর হতে থাকবে।

২৯৩। **প্রশ্ন**। মহাপুরুষদের সঙ্গর ফল কিরূপ হয়? মহাপুরুষ চেনাই বা যায় কিরূপে? আমি এক জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছিলাম, তিনি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা বলেছেন, তাতে আমার খুবই চিন্তা ও ভয় হয়েছে। এই চিন্তা ও ভয় কিসে যাবে?

উত্তর। শ্রীতুলসী দাসজী বলেছেন "এক্ ঘড়ি, আধি ঘড়ি, আধিমে পুণি আধ, তুলসী সঙ্গতি সাধুন্ কী হরে কোটি অপরাধ"। এক ঘড়ি মানে এক দণ্ড, আধ ঘড়ি মানে আধ দণ্ড আর আধি সে পুণি আধ মানে সিকি দণ্ড অর্থাৎ ৬ মিনিট সময়ও যদি কেও মহাপুরুষের কাছে স্থির চিত্তে বসে থাকে, তাহলে তাতে তার সঙ্গের ফলে বহু অমঙ্গল কেটে যায়। তবে যথার্থ সাধু যাঁরা তাঁরা খুব আত্মগোপন ক'রে থাকেন। এজন্য তাঁদের চেনা খুবই কঠিন। তবে কৃপা ক'রে তিনি কারও কারও কাছে আত্মপ্রকাশ কখনও করেন। তিনি নিজে এইভাবে আত্মপ্রকাশ যার কাছে করেন, সেই চিনতে পারে। তা না হলে এমনি লক্ষণ দেখে চেনা কঠিনই। অবশ্য মহাপুরুষের চেনার লক্ষণও আছে বটে কিন্তু তাঁরা আত্মগোপন করলে তা ধরা কঠিন। আপনি এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা বা ভয় করবেন না। শ্রীগুরু সর্ব্বদা আপনার সহায় আছেন। আর যাকে তাকে হাত দেখাবেন না। অধিকাংশ স্থলেই তারা যা তা ব'লে মনে চিন্তা ও ভয় ঢুকিয়ে দেয়। শ্রীগুরুর উপর নির্ভর ক'রে সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়ে থাকতে চেষ্টা করবেন।

২৯৪। প্রশ্ন। কর্ম্মস্থলে গোলযোগ চল্‌ছে উপরওয়ালা আমার প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করেন, তিনি নীচ জাতি—স্বভাব বিশ্রী, কি করি বলুন ?

উত্তর। এ'ও কর্ম্মের ফেরেই আসছে। উপরওয়ালা যে কোন জাতিই হউন না কেন, তাঁর মধ্যে ভগবান্‌ই বসে আছেন। অতএব তাঁকে ভগবদ্রূপে দেখে মনে মনে প্রণাম করবে ও মনে মনে প্রসন্নতা প্রার্থনা করবে ; তাহলে তাঁর ভাবের পরিবর্ত্তন হয়ে যেতে পারে ও তিনি প্রসন্ন হতে পারেন। তাঁর স্বভাব যতই বিশ্রীই হউক না কেন, এইরূপ করলে পরিবর্ত্তন হয়ে যেতে পারে।

২৯৫। প্রশ্ন। চাকুরীতে গণ্ডগোল চল্‌ছে, শরীরও অসুস্থ—অন্য চাকুরীর চেষ্টা করতে চাই—আপনি কি বলেন ?

উত্তর। তোমার চাকুরীর ব্যাপারে গণ্ডগোল হচ্ছে ? শরীর আগে সুস্থ কর, তারপর অন্য চাকুরীর চেষ্টা করবে। চিন্তা ক'রে লাভ নেই, চিন্তা ক'রে বৃথা শরীরকে আরও খারাপ করবে না। অন্য কিছুর দরকার নেই, ইষ্টমন্ত্রের উপর নিষ্ঠা রেখে চল, তাতেই সব কিছু হতে পারে। কামনা বাসনা নিয়ে মনকে এত চঞ্চল কর কেন ? তুমি ত একলাই আছ ; তোমার নিজের শরীরটা ভগবান্ যে কোনও প্রকারে রাখবেনই। যদি পরিবারে বহু লোক থাকত ও তাদের পালন করতে হ'ত, তাহলে চিন্তার কারণ থাকাতে দোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'তে না ; কিন্তু একমাত্র তোমার নিজের জন্য এত চিন্তা কর কেন ? সব সময়ে বেপরোয়া অর্থাৎ নিশিন্ত নির্ভয়ে থাকতে চেষ্টা করবে।

২৯৬। প্রশ্ন। ...আমাকে যা-তা বলে নিন্দা করে, আপনি তাকে এমন একটু উপদেশ ক'রে দিন, যাতে সে এরূপ আর না করে।

উত্তর। তুমি তোমার...র সম্বন্ধে যেরূপ লিখে জানালে, তা'তে তা'কে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপদেশ দিলে বিশেষ ফল হবে না। নিজে জিজ্ঞাসু হয়ে কিছু প্রশ্ন না করলে, এমনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলা এইজন্য শাস্ত্রে নিষেধ আছে। তাতে সেই উপদেশ তার অন্তরে বসে না এবং বিপরীত ভাবে গ্রহণ করার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তা'তে তা'র অনিষ্ট হয়।...মনকে কোনও অবস্থায় চঞ্চল করবে না। সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থেকে নিজের সাধ্য মত কর্ত্তব্য পালন করবে। শরীরকে ক্লেশ দিয়ে জোর ক'রে কিছু করতে যাবে না। আর কে কি বলছে বা নিন্দা করছে সেদিকে লক্ষ্য করতে যাবে না, অগ্রাহ্য করবে। অপরের কথা তুমি এত গায় মেখে নাও কেন ? সব বিষয়ে যত পার নির্লিপ্ত থাকতে অভ্যাস করবে।

২৯৭। প্রশ্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত পরকালে নরক-যন্ত্রণাদি ভোগ সত্য কি না ?

উত্তর। শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাস লিখেছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছিলেন, সুতরাং তিনি যা লিখেছেন তাতে ভুল থাকতে পারে না। তিনি দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখে যা শাস্ত্র মুখে প্রকাশ করেছেন, তা নিশ্চিত সত্য, মিথ্যা হতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনি তোমরা সংসারে দেখছ না কত রকম ভোগ হয়? এক এক জনের ভোগ দেখে তোমাদের মনে হবে এই ভোগ সহ্য ক'রে এ বেঁচে আছে কি করে? গলিত কুষ্ঠে দিনরাত্ত ছট্‌ফট্ করছে, সর্ব্বাঙ্গে বাতের যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছে—একটু নিদ্রা পর্য্যন্ত হয় না, এইভাবে দিনের পর দিন কাটছে, দু'চার বৎসর বা ততোধিক বৎসরও ত এরূপ ভোগ হতে দেখ। সুতরাং এরূপ যন্ত্রণা সত্য বলে চোখে যখন দেখছ, তখন শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত পরকালের নরকযন্ত্রণাদি ভোগ সত্য নয়, তা কিরূপে বলা যেতে পারে? কর্ম্মানুসারে এই মর্ত্ত্যলোকে কত ভীষণ রোগই হচ্ছে। তেমনই কর্ম্মানুসারে যে ভোগ এই মর্ত্ত্যদেহে সহ্য করতে পারে না, সেইরূপ আরও ভীষণ ভোগের জন্য সেইরূপ স্থানে গিয়ে তদ্রূপ ভোগের উপযোগী দেহ নিয়ে ভোগ করতে হয়। এই দেহে সেই ভোগ সহ্য করা যায় না বলেই তদুপযোগী দেহ ধারণ করতে হয়।

২৯৮। প্রশ্ন। নির্ব্বিচারে সকল সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়া ও উপদেশ শুনা সঙ্গত কি না?

উত্তর। নির্ব্বিচারে সব সাধুসন্ন্যাসীর কাছে যাওয়া আসা উচিত নয়। এরূপ গেলে ভ্রমে প'ড়ে যাবে। বুদ্ধি ত পাকা নয় যে কোন্ কথাটা ঠিক, কোন্ কথাটা তোমার অনিষ্টকর তা বুঝতে পারবে। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে চললে এরূপ আর অপরের কাছে যাবার প্রয়োজন কি? রোগী নিজে ত ভালমন্দ বুঝে না, বুঝতে গেলে তাকে ভ্রমে পড়তে হয় এবং ভুগতে হয়। গুরুর উপদেশ মত চললেই কল্যাণ হয়। নিজের ভাল লাগলেই তা করতে যাবে না, তা করলে অনিষ্ট হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯৯। প্রশ্ন। তাবিজ অশুদ্ধ হয়ে গেলে তার প্রতিকার কি?

উত্তর। তাবিজ অশুদ্ধ হলে, প্রথমে দুধ দিয়ে ধুয়ে তারপর গঙ্গাজল দিয়ে ধুবে। তারপর ধুপ জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া লাগাবে, তাহলে শুদ্ধ হবে।

৩০০। প্রশ্ন। 'বলি' ইত্যাদির দ্বারা যে যাগ-যজ্ঞের উপদেশ আছে, তার দ্বারা মানবের কল্যাণ হয় কি?

উত্তর। বেদে যে সকাম কর্ম্মের উপদেশ করেছেন, তার দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হয়ে নিষ্কাম অবস্থায় আসে। শেষে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল চিত্ত হয়ে, সেই মানবই মোক্ষলাভ করতে পারে। যেমন রোগীকে তিতো ওষুধ খাওয়ানর জন্য তাতে কিছু মিষ্টি বস্তু (সিরাপ) দেওয়া হয়, কারণ অনেক রোগী তিতো ওষুধ খেতে চায় না, কিন্তু ঐ মিষ্টতাটুকু থাকলে রোগী তা খায় এবং তার ফলে রোগ মুক্ত হয়; তেমনি যাদের মাংসাদির প্রতি লোভ আছে, তাদেরকে বলি সহকারেই উপাসনা করার উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়েও তাঁর উপাসনা করা হয়, তার ফলে ক্রমশঃ তাদের চিত্ত নির্ম্মল হতে হতে শেষে ঐ বলি ইত্যাদি ত্যাগ ক'রে নির্ম্মল ভাবে তাঁর উপাসনা করেন এবং মোক্ষপ্রাপ্ত হন। বেদ কৌশল ক'রে মানবকে মোক্ষের পথে নিয়ে যাবার জন্যে এইরূপ উপদেশ করেছেন,—পাপ বৃদ্ধির জন্য নয়। অবশ্য ঐ কর্ম্মের দ্বারা পাপ কিছু হয় এ কথা সত্যই, কিন্তু ক্রমশঃ উপাসনার প্রভাবে তিনি সব পাপ হতে মুক্ত হয়ে নির্ম্মল হন। যাঁরা বলি ইত্যাদি দিয়ে যাগযজ্ঞাদি করেন, তাঁদের ঘৃণা করা উচিত নয়, এ তাঁদের ভগবৎ প্রাপ্তিরই পথ, তা জেনে ঘৃণার ভাব ত্যাগ করতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০১। **প্রশ্ন**। সদ্‌গুরু অনেকেই তো আছেন। তাদের সকলের সঙ্গ করা ও উপদেশ শুনা কি উচিত? যদি তাতে বাধা থাকে, তাহলে আমরা সৎসঙ্গ পাব কি করে?

উত্তর। দেহ ভিন্ন হলেও সদ্‌গুরুরূপে সব একই। সেই দৃষ্টিতে যদি আপনি দেখেন, তাহলে যে কোনও সদ্‌গুরুর কাছে যাবেন, তাঁর কাছ থেকে আপনার গুরুর উপদেশই পাবেন। কিন্তু যদি সে বুদ্ধি না থাকে তাহলে অনেক সময় ক্ষতি হয়। আর সদ্‌গুরু কে, তা চেনাও কঠিন। এজন্য গুরুর উপদেশ যা পেয়েছেন তা দৃঢ়ভাবে পালন ক'রে যাওয়াই ভাল। অন্যদের কাছে বেশী না গিয়ে, গুরুর জীবনী পাঠ, তাঁর বাক্য স্মরণ এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করলেও তাতে সৎসঙ্গ হয়। যাঁদের আপনি সদ্‌গুরু বলে জানেন তাঁদের কাছে গেলে কোনও ক্ষতি নেই, বরং কল্যাণই হবে।

৩০২। **প্রশ্ন**। অনেক সময় দেখা যায় যে, খুব পবিত্র ও নিষ্ঠাবান্ একজন খুব সদ্ভাবে জীবন যাপন করলেন। তাঁর দেহান্তের সময় হয়ত তাঁর জ্ঞান রইল না। সেই জ্ঞানহীন অবস্থায় যদি তাঁর দেহ ছেড়ে যায়, তাহলে দেহত্যাগের সময় কি ইষ্টদর্শন ও গুরুদর্শন তাঁর হয়?

উত্তর। মৃত্যু সময়ে বাহ্যতঃ জ্ঞানহীন থাকলেও তাঁর ভিতরে জ্ঞান থাকে। সুতরাং সেই অবস্থায় দেহত্যাগ করলেও, সেই সময় ইষ্ট দর্শন ও গুরু দর্শন তাঁর হতে পারে। সদ্‌গুরুর কৃপা যিনি লাভ করেছেন, তাঁর সেই অবস্থাতেও দর্শন হয়।

৩০৩। **প্রশ্ন**। শূদ্রের পক্ষে প্রণব 'ওঁ' উচ্চারণ করার অধিকার আছে কি না? না থাকলে তারা কিরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করবে? জাতিতে শূদ্র হয়েও বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত অনেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ওঁ' উচ্চারণ করে থাকেন—এরূপ দেখা যায়। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত কিরূপ?

উত্তর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন জাতির 'ওঁ' (প্রণব) উচ্চারণে অধিকার আছে। শূদ্রের তাতে অধিকার না থাকলেও তাদের জন্য 'ঔঁ'কার রূপ প্রণবের ব্যবস্থা আছে। আর গোপালমন্ত্র সমস্ত জাতিনির্ব্বিশেষে 'ওঁ'কার রূপ প্রণব যুক্ত ক'রে উচ্চারণ করার বিধিও শাস্ত্রে আছে। 'ওঁ'কার রূপ প্রণবের উচ্চারণ করার অধিকার যে শূদ্রের আছে, অর্থাৎ শূদ্রদের প্রণব যে "ঔঁ"কার, তা পণ্ডিতগণের লেখা শব্দকল্পদ্রুমেই বর্ণিত আছে। আর 'ওঁ'কার রূপ প্রণব যুক্ত গোপাল মন্ত্রে সমস্ত জাতিনির্ব্বিশেষে যে জপ করতে পারে একথা "ক্রমদীপিকা" নামক তন্ত্রগ্রন্থে এবং পুরোহিত দর্পণাদিতেও উপদিষ্ট আছে।

৩০৪। **প্রশ্ন।** দেহান্তের সময় অনেক আধ্যাত্মিক বা লৌকিক অপূর্ণ কামনা থেকে যায়। দেহান্তের পর পুনর্জন্ম হলে সেই কামনার পরিপূরণ হয় কি? সদ্‌গুরুর কৃপায় শিষ্যের যদি পুনর্জন্ম না হয় তবে সেই কামনা পরিপূরণের কি হয়?

উত্তর। মৃত্যুর সময় কামনা থাকে বলেই পুনর্জ্জন্ম হয়। কামনা, বাসনা—এইগুলিই হল জন্মের মূল কারণ। কিন্তু কামনা বাসনা থাকা হেতু জন্ম হলে, সেই পূর্ব্ব কামনা যে পূর্ণ হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই। মানুষ যা কিছু কামনা করে, তাই কি পূর্ণ হয়? অতএব মৃত্যুর সময় যে সব কামনা অপূর্ণ থেকে যায়, সেই সমস্ত কামনা মৃত্যুর পর পূর্ণ হবে এইরূপ আশা কিরূপে করতে পার? এই বিষয়ে সদ্‌গুরুর আশ্রিত শিষ্যের সম্বন্ধে কিন্তু অন্য রকম ব্যবস্থা। যদি বাস্তবিক পক্ষে সদ্‌গুরুর শিষ্যের সম্পূর্ণরূপে ভোগ শেষ না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে থাকে, তাহলে হয়ত দ্বিতীয় জন্ম, তৃতীয় জন্ম পর্য্যন্ত লাভ করতে হতে পারে। কিন্তু তাঁদের কামনা খুব কমই থাকে। শিষ্যের মৃত্যুর সময় সাধারণতঃ সদ্‌গুরু ও ইষ্টদেব দর্শন দেন এবং তাঁর সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করার তা করেন। তার যদি ভোগ কিছু থাকে তাহলে হয়ত দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করতে হতে পারে। হয়ত দ্বিতীয় জন্মেই তাঁর মোক্ষলাভ হয়ে যেতে পারে। অথবা যদি তখনও কিছু ভোগ থাকে, তাহলে তৃতীয় জন্ম লাভ হতে পারে। কিন্তু তৃতীয় জন্মের বেশী যাবেই না। তিন জন্মে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ করবে। আর সদ্‌গুরুর যে শিষ্য একজন্মেই মুক্তি লাভ করেন, তাঁর কামনা বাসনা কিছুই থাকে না, সেইজন্য তাঁদের দেহান্তের পর আর জন্ম হয় না, তাঁরা অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন এবং পরমাত্মার আনন্দময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে তাঁরাও আনন্দময় হয়ে যান।

৩০৫। প্রশ্ন। শ্রুতি বলেছেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। এখন এটা একটি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গেলে পরে—তিনি যখন বরণ করবেন, তখন আমরা লাভ করতে পারব। তাহলে তাঁকে লাভ করা তাঁর বরণ সাপেক্ষ হওয়ায়, তা লাভের অপেক্ষায় আমাদের শুধু সাধন ক'রে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু সে অবস্থায় তো আনন্দ আসে না। একটা কিছু লাভের আশা—সেটাই তো আমাদের অনুপ্রাণিত ক'রে রাখে। কিন্তু তিনি যাকে বরণ করবেন তারই লাভ হবে, এ ধারণায় তো অন্তর শুষ্ক হয়ে যায়, কারণ তিনি কাকে বরণ করবেন তা ত ঠিক নেই? আমাকে বরণ নাও করতে পারেন ত? এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। প্রথম গুরুর আদেশ নির্ব্বিচারে পালন ক'রে যেতে হয়—তিনি যেটা বলছেন সেটার বিষয়ে কোনও বিচার না ক'রে, সেটা অবনত মস্তকে গ্রহণ ক'রে পালন করতে হয়। এই রকম যে করতে পারে, তাকেই ভগবান্ বরণ করেন। বরণ করা মানে তাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া। শ্রীনিম্বার্ক ভগবানের উক্তির দ্বারা বিষয়টা একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। তিনি বলেছেন :—

"চরমার্থং হবিঃ কৃত্বা মধ্যমঞ্চার্পণন্তথা।
প্রথমার্থে চ ব্রহ্মাগ্নাবাত্মানঞ্জুহুয়াদ্ বুধঃ॥"

অর্থাৎ প্রণবে অ উ ম তিনটি অক্ষর আছে, তার প্রথমাক্ষর—অকারের অর্থ হল হরি—"ব্রহ্ম", "পরমাত্মা", চরম মকারের অর্থ শিষ্যরূপ জীব। মধ্যম উকারের অর্থ "গুরু"। শিষ্যরূপ জীব গুরুকে অর্পণ অর্থাৎ স্রুব স্থানীয় ক'রে, ঐ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম করবে। তারপরে

"হুত্বাত্মানং বুধশ্চৈবং কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে।
ভববন্ধবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

ঐরূপে গুরুকে আধার ক'রে, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম করলেই শিষ্য কৃত্যকৃত্য হয়ে যায়, তার করণীয় আর কিছু থাকে না, তার সমস্ত করণীয় শেষ হয়ে যায়। হলে কি হয়? ভববন্ধন থেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের সহিত একতা লাভ করে, তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। গুরু যখন দীক্ষা দেন তখনই তিনি শিষ্যকে ঐরূপ হোম করে দেন। হোম করে দিলে, সেই দিনই তার ভববন্ধন কেটে যায় এবং তখনই তার গতি তিনি ঠিক করে দেন। কিন্তু তার ভববন্ধন কেটে গেলেও তার প্রারব্ধ ভোগ থেকে যায়। যেমন একটা রেল গাড়ী খুব বেগের সহিত চলছে। বেগে চলা অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝখানে ইঞ্জিনটা কেটে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা থেমে যায় না। ইঞ্জিনটা আলাদা হয়ে গেলেও তার বেগ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ চলতে থাকে। দু মাইল চার মাইল গিয়ে হয় ত সেটা থেমে যায়। সেই রকম ঐ প্রারব্ধের যতটুকু ভোগ আছে সেইটুকু ভোগ হয়, আর শিষ্য গুরু দ্বারা ভগবানে নিজেকে সমর্পণ করলে, ভগবান্‌ও তাঁকে তাঁর নিজ স্বরূপটি দিয়ে দেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে নিজ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে দেন। সুতরাং ভগবানে আত্মসমর্পণ করলে তার চিন্তার কোন কারণই নেই। আত্মসমর্পণ করলে ভগবান্ যে তার মধ্যে নিজ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে দেন, তা তোমাকে দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাচ্ছি।

একটা কিছু দান করলে তার ত একটা প্রতিদান আছে? যেমন ধর, বহু দূর থেকে একজন কেও এসেছে, এসে হয়ত তোমার কাছে প্রার্থনা করল—"আমি বড়ই বিপন্ন হয়েছি, আমাকে যদি ৫০টি টাকা দেন তো বড় উপকার হয়। তাকে বিপন্ন দেখে তুমি তাকে ৫০টি টাকা দিলে। সেই টাকা নিয়ে সে আবার বহু দূরে চলে গেল। যদি তুমি কোনও দিন তার কাছে যাও, তখন সে তোমাকে দেখে মনে করবে, ইনি কত আমার উপকার করেছেন—তখন যে ভাবে পারে যতটুকু পারে সে প্রতিদান করবে। সুতরাং তুমি নিশ্চয় জানবে যে, দান করলে সেটা ঋণ স্বরূপ হয়ে যায়, সেই ঋণ অবশ্যই শোধ করতে হয়। যদি জীবিত থাকতে সেই দানের প্রতিদান নাও করে, তাহলে মৃত্যুর পরও প্রতিদান দ্বারা সেই দানের ঋণ শোধ করে। এই জন্য এই নিয়ম যে, ঋণী থেকে মৃত্যু হলে তাকে সেই ঋণ পরজন্মে শোধ করতে হয়। অতএব ভগবান্‌কে তুমি তোমার আত্মাকে দান করলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ তার প্রতিদানে তোমাকে কিছু দিবেন না এ'ত হতে পারে না? আর, আত্মার প্রতিদান ত টাকা কড়ি দিয়ে হয় না? আত্মা দিয়েই আত্মার প্রতিদান হয়। ভগবান্ তাই করেন, তিনি আত্মার প্রতিদান স্বরূপ নিজ আত্মাকে দিয়ে দেন। তাই শ্রুতি বলেন—"তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্—" নিজের তনুকে, নিজের স্বরূপকে তিনি দিয়ে দেন, অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে তিনি তার মধ্যে প্রকাশ ক'রে দেন। এই জন্য ভগবান্‌কে পেতে হলে তাঁতে আত্মসমর্পণ করতে হয়। শ্রুতি তাই স্পষ্ট করে বললেন।

৩০৬। প্রশ্ন। লৌকিক দৃষ্টিতে সামাজিক বা গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রী পুরুষের সর্ব্বদিক্ দিয়েই প্রভেদ দেখা যায়। আধ্যাত্মিক জীবনে স্ত্রী পুরুষের ভেদ আছে কি?

উত্তর। হাঁ, আধ্যাত্মিক জিবনেও স্ত্রীপুরুষের ভেদ আছে, ভেদ থাকাতেই আধ্যাত্মিক জীবনে সাধক সাধিকাকে পরস্পর হতে খুব সাবধানে থাকতে হয়—ব্রহ্মচারী হউন, গৃহস্থ হউন, আর সাধু সন্ন্যাসীই হউন, সকল সাধক সাধিকারই (স্ত্রী পুরুষের) সহবাসে পতন হয়। এমন কি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী সংযোগে পতন হলে, তাঁকে শুদ্ধ করতে পারে, এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই। অতএব আধ্যাত্মিক জীবনেও যে স্ত্রী পুরুষের ভেদ আছে, এর দ্বারাই বুঝে নিবে। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তখন ব্রহ্মরূপে স্ত্রী পুরুষে অভেদ জ্ঞান হলেও, তখনও স্ত্রী পুরুষে ভেদ থাকে—এই বিষয়টি তোমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছি, খুব নিবিষ্টচিত্তে আমার কথাগুলি বুঝার চেষ্টা কর।

স্ত্রী হউন বা পুরুষই হউন, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব—এই সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাদানের দ্বারা প্রত্যেকেরই শরীর গঠিত হয়েছে। এই ভাবে তত্ত্বের দিকে দেখলে স্ত্রী পুরুষের কিছু ভেদ নেই। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ এইরূপ ভেদবুদ্ধি হয়। সংসারসৃষ্টি অব্যাহত রাখার জন্য জীবসমূহকে ভগবানই অবিদ্যাগ্রস্ত করেছেন। কিন্তু ভগবদারাধনার দ্বারা অবিদ্যারহিত হয়ে যাতে জীব মুক্ত হতে পারে, তারও ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তিনিই প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই দুটির দ্বারাই এই জগতের সৃষ্টি কার্য্য অব্যাহত রেখেছেন। স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্ক না হলে এই বিশ্বের সৃষ্টিই হয় না। এই যে পুত্র কন্যা ইত্যাদি হয়ে এই বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপার চলছে, সেই সৃষ্টির ব্যাপার চালাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি সৃষ্টি তত্ত্বের বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, এইগুলি সব অবিদ্যারই খেলা।

মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ ইত্যাদি যা কিছু জন্ম গ্রহণ করছে, প্রথমে তারা পুরুষের শুক্রকে আশ্রয় ক'রে বীজরূপে স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। তৎপর সে ক্রমশঃ মার দেহ থেকে রস সঞ্চয় করতে করতে ক্রমশঃ সেই শুক্র হতে পিণ্ডাকার শরীর রূপে পরিণত হয়। তারপরে ক্রমশঃ হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক, কাণ, ইত্যাদি হয় এবং বীজরূপে স্থিত ইন্দ্রিয়সমূহ অহংকার বুদ্ধি এই সবেরও পুষ্টি হতে থাকে ; এই সময়ে ঐ ক্ষুদ্র শরীরেই স্ত্রীত্ব বা পুংত্বের লক্ষণও প্রকাশ পায়। দশমাস গত হলে সে ভূমিষ্ঠ হয়। একটু শুক্র বিন্দু থেকে এরকম হচ্ছে। মাতৃ-বক্ষে দুধ রয়েছে, ক্রমশঃ মা'র সেই দুধ খেতে খেতে সে পুষ্ট হতেথাকে। তারপর তাকে ভাত ইত্যাদি খাদ্য দেওয়া হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার দ্বারা তার শরীর ইন্দ্রিয় অহঙ্কার বুদ্ধি সবই পুষ্ট হতে থাকে। এইভাবে ৪।৫ বৎসর বয়স হলে তার হাতে খড়ি দিয়ে পাঠাভ্যাস করানো আরম্ভ হয়। অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি শিখতে আরম্ভ করল। পাঠশালায় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ইত্যাদি শেষ ক'রে স্কুলে গেল এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ উপরে উঠতে লাগল। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সমূহ, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার এই সবও পুষ্ট হতে থাকল, শরীরও পুষ্ট হতে থাকল। এই ভাবে স্কুলের পড়া শেষ ক'রে, কলেজে পড়তে লাগল এবং ক্রমশঃ এম্ এ, পি এইচ ডি, ইত্যাদি পাশ ক'রে, খুব বুড় হয়ে গেল—কিন্তু সে বুঝতেই পারল না যে আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কি ব্যাপারে ইত্যাদি। সে যে একটু পরমাণু স্বরূপ বস্তু থেকে এত বড় শরীর বিশিষ্ট হয়েছে সে জ্ঞান তার নেই। সে মনে করতে লাগল, আমি এত বড় জ্ঞানী হয়েছি, ইঁহারা আমার বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, আমার এত সম্পত্তি ইত্যাদি। সে যুবক হওয়ার পর ঐ রকম একটি যুবতীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেল এবং বিবাহের পর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবার পুত্র কন্যা ইত্যাদি কতকগুলি সন্তান হল। তৎপর সে বৃদ্ধ হয়ে এই দেহ ত্যাগ ক'রে চলে গেল। তার পুত্র কন্যাদেরও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পুত্র কন্যাদি হল।

এই রকম ভাবে জগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানুষ ইত্যাদি সব জন্মগ্রহণ করছে, বড় হচ্ছে, কতকগুলি সন্তান উৎপাদন করছে, তৎপরে দেহত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে। কি খেলাটাই না চলছে তাঁর! তাঁর এই খেলা কেও দেখতে পাচ্ছে না, অন্ধের মত আসছে, অন্ধের মত চলে যাচ্ছে! যাঁর গুরুকৃপায় জ্ঞানদৃষ্টি খুলে যায়, তিনি তাঁর এই খেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষ ক'রে আনন্দ উপভোগ করেন। এই যে মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ, বিগ্রহ গেছে, এই সব কিছু হচ্ছে, যাঁর জ্ঞানদৃষ্টি খুলে গেছে তিনি দেখবেন— বাঃ! এতো বেশ লীলা হচ্ছে, এতো তাঁরই খেলা, তিনিই এ ভাবে আসছেন, খেলা করছেন এবং পরে চলে যাচ্ছেন! এই রকমই স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে বিশ্বের সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাঁর খেলা চলছে। কিন্তু তাত্ত্বিক বা আত্মিক দৃষ্টিতে সবই তাঁর রূপ। স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদ সেই দৃষ্টিতে থাকে না। যেমন মাকড়সা তার জাল সৃষ্টি করল; সৃষ্টি ক'রে সে তার মধ্যে বসে থেকে লীলা করতে লাগল, আবার পরে সেই জাল নিজের মধ্যে টেনে নিল। সেই রকম, এইভাবে তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করছেন, সৃষ্টি ক'রে তিনি তার মধ্যে স্থিত থেকে লীলা করছেন। তারপরে এই বিশ্বকে নিজেরই মধ্যে লীন করে নিচ্ছেন।

সকল দেহের মধ্যে তিনিই রয়েছেন—জীবরূপে ও পরমাত্মরূপে। তিনি যখন মাতৃগর্ভে আসেন তখন এঁরা দুইজনই বীজরূপে আসেন। সেই বীজরূপী তিনি পুষ্ট হতে হতে এতবড় হয়ে শেষকালে লয় হয়ে যাচ্ছেন। এজন্য শ্রুতি বলেছেন—"শস্য ইব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্য ইবাজায়তে পুনঃ।" অর্থাৎ শস্যের প্রথম বীজ হতে অঙ্কুর হয় তারপর গাছ হয়, তারপর তা হতে ধান ইত্যাদি শস্য হয়, তারপর ঐ গাছ মরে যায়—তেমনই মনুষ্যাদির জন্ম হচ্ছে, বড় হয়ে কতগুলি পুত্রকন্যা সৃষ্টি ক'রে দিয়ে মরে যাচ্ছে। এইরূপ জন্মাদি সংসার ব্যাপার স্ত্রী পুরুষ সম্পর্ক না হলে হতে পারে না। এইজন্য স্ত্রী পুরুষের ব্যবস্থা। কিন্তু তত্ত্বের দিকে ও আত্মার দিকে যদি দৃষ্টি করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সব তাঁরই প্রকাশ। তিনিই নানারূপে খেলা করছেন। সাধক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধন দ্বারা যখন এই তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করেন অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ উভয়কে ব্রহ্মরূপে দেখেন তখনও স্ত্রী স্ত্রীই থাকে এবং পুরুষ পুরুষই থাকে বলে ব্রহ্মরূপে অভেদ এবং স্ত্রীপুরুষরূপে ভেদ (ভেদাভেদ) উভয়রূপেই তাঁর জ্ঞান থাকে। এই পর্য্যন্তই এই বিষয়ে তোমাকে বল্লাম। বিষয়টি খুব কঠিন, ভালরূপে ধারণ করার চেষ্টা কর।

৩০৭। প্রশ্ন। স্বামীস্ত্রী ভিন্নমতাবলম্বী হলে কোনও দোষ আছে কি?

উত্তর। স্বামী স্ত্রী ভিন্নমতাবলম্বী হলে অনেক দোষ আছে, তাতে দুর্ভোগও আসে। তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে বলবেন "আমার গুরু এই রকম ভাবের, তোমার গুরু কিছু নয়"। আচার নিষ্ঠা সম্বন্ধেও এই রকম হয়। স্বামী তান্ত্রিক গুরুর মত অনুসারে হয়ত মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, ডিম ইত্যাদি খাবেন, তিলক টিলক কিছু করবেন না। আর স্ত্রী হয়ত বৈষ্ণব গুরু করেছেন, তিলক নিয়মিত করছেন, গলায় মালা রাখছেন, খাওয়ার সম্বন্ধে নিয়ম রাখছেন,—মাছ, মাংস ইত্যাদি খাচ্ছেন না। এতে দুজনে হতে থাকে খটপট অর্থাৎ অশান্তি—দুজনে সব সময় লড়াই ঝগড়া লাগতে থাকে,—আর অশান্তি বাড়তে থাকে। স্বামী স্ত্রীর আচরণ ভাল দেখছেন না, স্ত্রীও স্বামীরটা ভাল দেখছেন না। এ রকম ভাবে খটপট খুব হয়—অশান্তি হয়।

তবে অনেক স্থলে ভিন্নমতাবলম্বী হয়েও খটপট বা অশান্তি হয় না, এমনও দেখা যায়। যেমন স্বামী কাঠিয়া বাবার শিষ্য, স্ত্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্যা হয়েছেন। এরকম স্থলে দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর গুরূপদিষ্ট সাধন ও সদাচার বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, যেন স্ত্রীর ঐসব বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও বাধা বা অসুবিধা না হয়। আর স্ত্রীও সর্ব্বদা চেষ্টা করেন যাতে স্বামীর কোনও সাধন ও সদাচারাদি বিষয়ে কোন বাধা বা অসুবিধা না হয়। এই রকম ভাবের স্থলে ঐরূপ খটপট বা অশান্তি হয় না; কিন্তু এইরূপটি খুব কম পাওয়া যায়। সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর ভিন্নমতাবলম্বী গুরু হলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার খটপট ও অশান্তি হয়েই থাকে।

৩০৮। প্রশ্ন। স্বপ্নে গুরু দর্শন বা দেবতাদের দর্শন সত্য কি?

উত্তর। স্বপ্নে গুরু দর্শন ও দেবতাদের দর্শন একেবারে মিথ্যা হয় না। যখন গুরু বা দেবতাগণ কৃপা ক'রে স্বপ্নে দর্শন দেন, তখন সেই স্বপ্নের দর্শন সম্পূর্ণ সত্য। কখনও তাঁরা নিজে দর্শন না দিলেও স্বপ্নে দর্শন হয়, তখন সম্পূর্ণ সত্য না হলেও, সেই দর্শনও বৃথা যায় না। এজন্য সেই স্বপ্নদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যাও বলা যায় না। সেই স্বপ্নে দর্শনেও সাত্ত্বিক ভাব আসে, গুরুসঙ্গজনিত আনন্দ পাওয়া যায় এবং চিত্তে তার সংস্কার জন্মে, এজন্য তাকে একেবারে মিথ্যা বলা যায় না।

আপনি আপনার দাদাগুরুজী শ্রীমৎ স্বামী বালানন্দজীর দর্শন পান নাই, অন্য অনেকের দর্শন পেয়েছেন বলে আপনার মনে দুঃখ ছিল এবং দর্শন করার জন্য খুবই আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে তিনি কৃপা ক'রে আপনাকে দর্শন দিয়েছেন, এই দর্শন স্বপ্নে দর্শন হলেও, এ সম্পূর্ণ সত্য দর্শন। বাস্তবিক তিনি স্থূলদেহধারী হয়ে বর্ত্তমানে নেই বলে স্বপ্নেই দর্শন দিয়েছেন। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে স্থূল দেহ ধারণ করেও দর্শন দিতে পারেন, কিন্তু এরূপ দর্শন চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হলে হয় না। এজন্য স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন। কিন্তু এই স্বপ্নে দর্শনও সত্য, মিথ্যা নয়, ইহা নিশ্চয় জানবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০৯। প্রশ্ন। দেবস্বপ্ন কি সত্য হয়? আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, স্রোতে রিংগুলাকে পোকাগুলা আশ্রয় করতে যাচ্ছে, কিন্তু পোকাগুলা তাকে ধরতে পারছে না, রিংগুলাকে ও পোকাগুলাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—এর তাৎপর্য্য কি?

উত্তর। দেবস্বপ্ন কোন কোন স্থলে সত্য হয়, আবার কোন কোন স্থলে সত্য হয়ও না। কিন্তু স্বপ্নে দেবতাদের দর্শন বহু ভাগ্যেই হয়; এজন্য তা একেবারে মিথ্যা বলা যায় না। ঐ স্বপ্নে যে দেবতাদের দর্শন হয়, তাতে অন্তরে যে আনন্দ হয়, তা সাত্ত্বিক আনন্দ এবং তা চিত্তে অঙ্কিত হয়ে যায় ও বিশেষ কল্যাণ হয়।

স্বপ্নে যা কিছু দেখা যায় সকলেরই তাৎপর্য্য বর্ণনা করা কি সম্ভব? স্বপ্নে কত সময় কত কি দেখা যায়, যে সবের মধ্যে কোন কোনটার কোনরূপ সামঞ্জস্যই থাকে না। তবে আপনার এই স্বপ্নের অবশ্য একটা তাৎপর্য্য বলা যেতে পারে;—তা এই যে;—এই সংসারে এই ঘরবাড়ী ইত্যাদিকেই লোক আশ্রয় ক'রে চিরকাল থাকতে চায়, কেও মরতে চায় না। কিন্তু এই কালরূপ সংসার স্রোত এই ঘরবাড়ীসহ সকলকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, চিরকাল স্থির থাকতে পারে না। এর দ্বারা এই শিক্ষা করা উচিত যে, যাঁকে আশ্রয় করলে চিরকাল স্থির থাকা যায়, তাঁকে লাভ করার জন্য এই সংসারের স্রোতের মধ্যে এমন কাকেও আশ্রয় করতে হয়, যিনি তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দেন। যেমন ঐরূপ নদীর স্রোতের মধ্যে যদি ঐ পোকাগুলি কোন জাহাজকে আশ্রয় করে তারা পারে গিয়ে পৌঁছতে পারে তদ্রূপ।

৩১০। প্রশ্ন। অধিক শুচিবায়ু থাকা কি ভাল? (স্ত্রীর অত্যধিক শুচিবায়ুর জন্য স্বামীর প্রশ্ন।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। অধিক শুচিবায়ু ভাল নয়। দৌলতপুরে পড়ার সময় আমার একবার শুচিবায়ু কিছু কিছু হয়েছিল, কিছুতে হাত লাগলেই যেন অশুদ্ধ হয়ে গেল মনে হত। তাতে বড় অস্বস্তি বোধ হত। তখন বাবা একবার কলকাতায় এলে, আমি বাবাকে তা জানালাম। তখন বাবা বললেন, "এত বেশী শুচিবায়ু ভাল নয়। বাস্তবিক কোন বস্তুতে কোন দোষ নেই, সবই পবিত্র ব্রহ্মময়। কেবল জীবের অবস্থা ভেদে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করতে হয়। কিন্তু এজন্য কোন কিছুতে আসক্ত হতে নেই, কোন বস্তুকে অশুচি বলে বেশী মনে লাগলে, তাকে আসক্তি বলে। এরূপ আসক্তি হওয়া ভাল নয়। বাস্তবিক যে ভগবানের নাম নেয়, তাঁকে স্মরণ ক'রে, সে কখনও অপবিত্র অশুচি হয় না। সে সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে ইত্যাদি।" বাবার এই কথা শুনার পর আমার শুচিবায়ু একেবারে চলে গেছে। বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকুই মানি কিন্তু তাতে আঠা বা আসক্তি নেই।

তেমনি তোমার (শ্রীমতী—র) সম্বন্ধেও আমি বলি, তুমি ভগবন্নাম পেয়েছ, ভগবানের নাম কর, তোমার অপবিত্রতা কিসের? তুমি সর্ব্বদাই পবিত্র বলে মনে করবে। এজন্য শাস্ত্রে বলেছেন,—

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

আর স্বামীকে ভগবান্ জ্ঞান ক'রে খুব প্রীতির সঙ্গে তাঁর সেবা করবে, তাঁর কোনরূপ কষ্ট না হয়, তার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করবে। তোমার অশুচিভাব মনে একবারেই রাখবে না। তুমি সর্ব্বদাই শুচি পবিত্র আছ জানবে। কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্য ব্যবহারে শুচিভাব যেটুকু রাখার নিয়ম তাই রাখবে। স্বামীর সেবায় ত্রুটি হয়, এমন কোন শুচিবায়ু যেন থাকে না, সে বিষয়ে সর্ব্বদা খেয়াল রেখে চলবে।

৩১১। **প্রশ্ন।** আপনার এই মৌনাবস্থা কতদিন থাকবে? এই অবস্থায় কেও প্রশ্ন করলে আপনি উত্তর দেন কি? দিলে কি ভাবে দিয়ে থাকেন?

উত্তর। তিন বছর আগে যখন শিলং গিয়েছিলাম, তখন সেখানে সকলের অনুরোধে ২॥ মাস ছিলাম। প্রায় ১॥ মাস দেখলাম লোকের খুব ভিড় হয়, আর খালি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। লোকের ভিড়ের অবস্থা দেখে আমার কিছুকাল নির্জ্জনে বাস করার ইচ্ছা হয় এবং শিলংএর সকলকে তা জানাই। তখন কয়েকটি জায়গা দেখে শেষে শিলং থেকে ৭ মাইল দূরে শিলং পিকের কাছে এক অফিসারের একটি বাড়ী খালি ছিল দেখে, তাতেই থেকে সাধন ভজন করার ইচ্ছা হয়। তখন আমার এক শিষ্য অফিসারটিকে বলে ঐ বাড়ীটি আমার জন্য লওয়ার ব্যবস্থা করে। তখন ঐ বাড়ীতে গিয়ে একমাস থাকি। সেই সময় মৌনী থেকে বিশেষ নিয়মে ছিলাম। সেটা আমার এত ভাল লেগেছিল যে, আর ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না। সেইজন্য এখনও মৌনী আছি ও আহারাদির সেই নিয়মই রেখেছি। কতদিন এই নিয়ম রাখব তার কোন সঙ্কল্প নেই। ভগবদিচ্ছা যতদিন এইভাবে থাকা, ততদিনই থাকব।

মৌনী থাকাতেও কি জিজ্ঞাসা করতে ছাড়ে। জিজ্ঞাসা করলে লিখে উত্তর দিই। এই ত তোমার স্ত্রীই প্রশ্ন করেছিল। তাকেও লিখে উত্তর দিয়েছি। যেখানেই যাই সেখানেই বহুলোকে বহু প্রশ্ন করে, লিখেই তাদের প্রশ্নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর দিই। না দিলে দুঃখ পাবে যে। তবে মৌনী না থাকলে যত বেশী প্রশ্ন করে, এতে তত করতে পারে না এবং যা প্রশ্ন করে, খুব বিবেচনা ক'রে করে—যা না করলে নয়। তার উত্তরে আমি যা লিখে দিই, তাতে কাজ ভাল হয়—অন্তরে বসে, তা না হলে এমনি কতকগুলি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করলে, আর আমিও তার উত্তর মুখে বলে গেলে, এক কাণ দিয়ে শুনা হয় অপর কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এজন্য এরকম লিখে যে প্রশ্নের উত্তর দিই, এতে অন্তরে বসে যায় বলে কাজ বেশী হয়।

৩১২। প্রশ্ন। ছোট গুরুভাই গুরুর গদিতে বসলে তাকে কি প্রণাম করতে হয়?

উত্তর। তোমার এ-প্রশ্ন করার কি প্রয়োজন হল? ভগবদ্বুদ্ধিতে ত চাকরকে এবং কুকুর গর্দ্দভাদিকেও প্রণাম করতে হয়—এ শাস্ত্রেই আছে। সুতরাং ছোট গুরুভাই গুরুর গদিতে বসলে তাঁকে প্রণাম করা যে শাস্ত্র সম্মত তাতে সন্দেহের কি থাকতে পারে? বিশেষতঃ তিনি যখন গুরুর আসনে বসেছেন?

৩১৩। প্রশ্ন। দোষ থাকবে না এমনভাবে কাজ করব এরূপ কেও যদি মনে করে, তা কি ঠিক? সব কাজ ত সকলে ঠিক মত করতে পারে না বলে মনে হয়। তাহলে তাতে কি দোষ হয়?

উত্তর। শ্রীভগবান্ গীতায় বলেছেন "সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ" (১৮।৪৮), অর্থাৎ অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি সব কর্ম্মই দোষের দ্বারা আবৃত থাকে। দোষ থাকবে না এমনভাবে কর্ম্ম করব, এই রকম যদি কেও মনে করে, তবে তা বাতুলতামাত্র। কারণ কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষরূপে রজঃ ও তমোগুণেরই মিশ্রিত ফল, তাতে সত্ত্বগুণ অতি অল্পমাত্রায় থাকে; আর রজঃ ও তমঃ দুইই দোষের মধ্যে গণ্য; সুতরাং কর্ম্ম সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হতে পারে না।

সকলে সব কাজ ইচ্ছা থাকলেও ঠিক মত করতে পারে না। তোমাদের নিজেদের দৃষ্টান্ত দেখ। তোমরা বাড়ীতে কয়েকটি চাকর রাখ। তাদের ত কত রকমের কাজ থাকে। ইচ্ছা থাকলেও তারা কি ঠিক মত সব কাজ করতে পারে? স্নানের জল ভরে রাখতে বলেছ কিন্তু সে ভুলে গিয়ে বাজারে চলে গেল; বাজার করতে যাকে পাঠালে সে কতকগুলি পয়সা খরচ ক'রে এল অথচ তোমাদের মনের মত জিনিষ হল না; ঠাকুরের ভোগ-পাকের বাসন মেজে দিয়েছে, তাতে সকৃড়া ও কালী লেগে রয়েছে ইত্যাদি নানা দোষ ত্রুটি সর্ব্বদাই ত লেগে থাকে দেখ? নিজেদের কাজের মধ্যেও এইরকম বহু দোষ ত্রুটি দেখতে পাবে; যেমন গুরুদেব বলে দিয়েছেন চতুর্থ প্রহর রাত্রে উঠে ভজন করতে, মা, বাবা, স্বামী, ছেলে, মেয়ে, চাকর ইত্যাদির ভগবৎ সেবা বুদ্ধিতে সংসারের সব কাজ করতে; কিন্তু তার কতটুকু পারছ? তারপর সময় মত স্নান ক'রে ভজন সাধন সেবাপূজাদি সেরে, সময় মত খাওয়া, রোগ হলে তার জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত চলা ইত্যাদিও ত ঠিক মত করতে পার না? কত সময় কত টাকাকড়ি হারিয়ে ফেল আর কত কাজ করবে মনে করলেও করতে পার না, কত কাজ পড়ে থাকে; সুতরাং এই ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখলে দেখবে যে, প্রত্যেকেরই কাজে বহু দোষ ত্রুটি থাকে। সেই অবস্থায় ঐরকম কিছু দোষ ত্রুটি দেখে, একেবারে খুবই অন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছে, কেও কোন কাজ ঠিকমত করছে না ইত্যাদি ধারণা করা কি ঠিক ?

আর এক কথা—কোন কাজ ঠিক হয় নি দেখলে নীরবে তা ঠিকভাবে ক'রে নেওয়াই সেবাবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কাজে কোথাও দোষ বা ত্রুটি দেখলে বা কোন কাজ বাকি পড়ে আছে নজরে পড়লে, নীরবে তার সংশোধন করা বা সেই কাজ ক'রে নেওয়া যথার্থ সেবকের কাজ। তা ক'রে কখনও সেজন্য অপরের কাজের ত্রুটি হয়েছে মনে করবে না বা মুখে অপরের কাছে বলতে যাবে না। এইরকম না হলে নিজেরও মনে শান্তি আসে না, অপরকেও শান্তি দেওয়া যায় না।

৩১৪। প্রশ্ন। কুলগুরু মানে কি ?

উত্তর। কুলগুরু মানে যিনি কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করেন। যিনি কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে না পারেন, তিনি কুলগুরু নন। বংশপরম্পরাক্রমে যিনি গুরু হয়ে আসেন তাঁকে কুলগুরু যে বলা হয়, তা প্রচলিত ভাষাতেই বলা হয় মাত্র, কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করার শক্তি না থাকলে তাঁকে কুলগুরু বলা যায় না।

৩১৫। প্রশ্ন। কুণ্ডলিনী শক্তি কাকে বলে ?

উত্তর। যে শক্তি মূলাধার হতে ঊর্দ্ধে গমন ক'রে ক্রমশঃ সব চক্র ভেদ ক'রে সহস্রার পর্য্যন্ত গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদন করে এবং দেহান্তে সহস্রার ভেদ ক'রে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায় এবং তৎপর পরম মোক্ষ প্রদান করে, সেই শক্তিকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলে।

৩১৬। প্রশ্ন। মহাপুরুষদের চিত্তবৃত্তি ধ্যান করার মানে কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। মহাপুরুষদের চিত্তবৃত্তি ধ্যান করার মানে—তাঁদের চিত্ত যেরূপ সমুদ্রবৎ অচল অটল ভাবে স্থিতি লাভ করেছে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই চিত্তবৃত্তির ধ্যান করা। মহাপুরুষদের সেইরূপ চিত্তবৃত্তির ধ্যান করলে সাধকের চিত্তও তদাকারে আকারিত হয়। সুতরাং স্বতঃ সাধকের চিত্তও অচল অটল হয়ে উঠে ও ব্রহ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়।

৩১৭। প্রশ্ন। কোন্ কোন্ ধর্ম্মপুস্তক পড়া উচিত এবং কি ভাবে? ধর্ম্মপুস্তক পড়ার বা আলোচনা করার উপকারিতাই বা কি?

উত্তর। তোমরা প্রথমে শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবনী, তৎপর আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবনী, তৎপর ক্রমশঃ পত্রাবলী, গীতা, ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা, গুরুশিষ্য সংবাদ, এবং যদি বুঝতে কষ্ট না হয় তাহলে দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা তিন খণ্ড পাঠ করতে পার। আর তারপর বাল্মীকি রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভক্তমাল, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, উপনিষৎ ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করতে পার। প্রথমে গ্রন্থকারকে ও গ্রন্থকে প্রণাম ক'রে তাঁদের কৃপা প্রার্থনা ক'রে পাঠ করতে হয়। সাধক ব্যক্তিগণ মিলিত হয়ে ঐসব পাঠ ও আলোচনা করলে সাধনভজনে বিশেষ সাহায্য হয়—চিত্ত নির্ম্মল হতে থাকে। আমি শিলচর, করিমগঞ্জ ও হায়লাকান্দীতে প্রত্যেক রবিবার আমাদের সম্পর্কীয় সকলকে একত্রিত হয়ে জীবনী, পত্রাবলী, গুরুশিষ্য সংবাদ ইত্যাদি আমাদের গ্রন্থ এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থপাঠের জন্য এবং পরস্পর সাধন বিষয়ে অন্তরের সহিত আলাপ করার জন্য অনুরোধ ক'রে এসেছি, শিলংএও এইরূপ করার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখে পাঠিয়েছি। পাণ্ডু ও গৌহাটির সকলকেও আমি এই অনুরোধ করছি তোমরা সকলে এরূপ করলে তোমাদের অন্তরের মলিনতা দূর হতে থাকবে, আমিও তাতে খুব আনন্দিত হব।

৩১৮। প্রশ্ন। কর্ম্মস্থলে ভাল ভাবে কাজ করেও কোন ফল হচ্ছে না। উপর ওয়ালা বিরুদ্ধাচরণ করছে বলে মনে হয়। কি করণীয়?

উত্তর। এসব নিজ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে হয়। নিজে বেশ ভাল ভাবে কাজ করলে, ভগবান্ প্রসন্ন হয়ে কল্যাণ করেন। আপনি ভগবান্‌কে স্মরণ্ ক'রে, তাঁর উপর নির্ভর ক'রে যদি কাজ করেন, তাহলে ভাল হবে। সেই ভদ্র-লোককে (যিনি আপনার বিরুদ্ধে চলেছেন, বাহ্যতঃ ধরা-ধরিতে কাজ হবে না, তাঁর মধ্যে ভগবান্ আছেন, এই জ্ঞান ক'রে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করলে ফল পাওয়া যেতে পারে। এরূপ করলে শত্রুও মিত্র হয়ে যায়। সত্য সত্যই ভগবান্ সকলের মধ্যে থেকে, তিনি সকলের কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিচ্ছেন। যদি অন্তরের সহিত শত্রুর মধ্যেও ভগবান্ আছেন ও তিনিই তাঁর কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিচ্ছেন জ্ঞান ক'রে তাঁর কাছে মনে মনে কাতর ভাবে প্রার্থনা করেন, তাহলে তিনি প্রসন্ন হয়ে যান। এই শত্রুকে বসে আনার শ্রেষ্ঠ পন্থা। মানুষ চেষ্টার বেশী কিছু করতে পারে না, ফলদাতা ভগবান্। ভগবান্‌কে যদি অন্তরের সহিত কাতরভাবে প্রার্থনা জানান, তাহলেই ফল মিলতে পারে।*

---

* ২৪।৬।৪৭ তারিখে আমিনগাঁও হতে ট্রেণ ছাড়ার পর শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে কয়েকজন চেকারের কথাবার্ত্তার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩১৯। প্রশ্ন। যাত্রা শুভ বা অশুভ কি ক'রে স্থির করতে হয়?

উত্তর। চন্দ্রশুদ্ধি ও তারাশুদ্ধি পঞ্জিকায় লিখা থাকে, আপনার রাশি ও নক্ষত্র অনুসারে এই দুটির শুদ্ধি আছে কি না, তা জানতে হবে। আর এক রকম চন্দ্রশুদ্ধি কাশী প্রভৃতি পশ্চিমদেশে বিচার করে, তা এই :—

যে দিকে যাত্রা করবেন, চন্দ্র তার কোন্ দিকে পড়েন দেখে যাত্র শুভ বা অশুভ স্থির করতে হয়।

চন্দ্র দ্বাদশ রাশিতে যান, যখন যে রাশিতে থাকেন, তা পঞ্জিকায় লেখা আছে। কোন্ রাশিতে কোন্ দিন চন্দ্র আছেন, তা দেখে, চন্দ্র সামনে, ডান দিকে, পশ্চাতে বা বাম দিকে আছেন তা ঠিক করতে হয়। মেষ রাশি থেকে ৪টি রাশি ক্রমশঃ—পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে ধরতে হয়। যেমন মেষ রাশিতে পূর্ব্ব দিকে, বৃষ রাশিতে দক্ষিণ দিকে, মিথুন রাশিতে পশ্চিম দিকে এবং কর্কট রাশিতে উত্তর দিকে ধরতে হয়, তেমনি আবার সিংহ রাশিতে পূর্ব্বদিকে, কন্যা রাশিতে দক্ষিণ দিকে, তুলা রাশিতে পশ্চিম দিকে, বৃশ্চিক রাশিতে উত্তরে, ধনু রাশিতে পূর্ব্বে, মকর রাশিতে দক্ষিণে, কুম্ভ রাশিতে পশ্চিমে এবং মীন রাশিতে থাকলে উত্তরে চন্দ্র আছেন বুঝতে হবে। এখন আপনি যদি পূর্ব্বদিকে যান, আর চন্দ্র মেষ রাশিতে বা সিংহ রাশিতে বা ধনুঃ রাশিতে থাকেন, তা হলে আপনার সামনে চন্দ্র পড়লেন, সুতরাং এই দিন যাত্রা করা শুভ ; কারণ "সম্মুখে অর্থলাভায়"। আর যদি বৃষ রাশিতে বা কন্যা রাশিতে বা মকর রাশিতে চন্দ্র থাকেন, তাহলে চন্দ্র দক্ষিণে আছেন, আপনি পূর্ব্বে গেলে আপনার ডান দিকে চন্দ্র হলেন, সুতরাং এতেও যাত্রা শুভ, কারণ "দক্ষিণে সুখ সম্পদঃ"। আর যদি চন্দ্র মিথুন রাশিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা তুলা রাশিতে বা কুম্ভ রাশিতে থাকেন, তাহলে চন্দ্র পশ্চিমে আছেন এবং আপনি পূর্ব্ব দিকে যান তাহলে চন্দ্র পিছনে পড়লেন, তাতে যাত্রা নিষিদ্ধ, কারণ "পৃষ্ঠে প্রাণ-নাশায়"। আর যদি চন্দ্র কর্কট রাশিতে বা বৃশ্চিক রাশিতে বা মীন রাশিতে থাকেন, তাহলে চন্দ্র উত্তরে আছেন এবং আপনি পুর্ব্ব দিকে যান, তাহলে চন্দ্র বাম দিকে পড়েন। এই স্থলে যাত্রা নিষিদ্ধ, কারণ "বামে চন্দ্র ধণক্ষয়ঃ"।

৩২০। **প্রশ্ন**। অনেকে টাকাকড়ি কত দেয়, কত ফলফুল দিয়ে সেবা পূজা করে। আমি কিছু দিতে পারি না, এই একটি মাত্র গন্ধরাজ ফুল গাছ থেকে তুলে নিয়ে এসেছি—আপনি কি গ্রহণ করবেন ?

উত্তর। আপনি জানেন ত ভগবান্ গীতায় বলেছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" ৯৷২৬

সুতরাং আপনি ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত যে এই একটি পুষ্প দিয়েছেন এর তুলনায় টাকাকড়ি কিছু নয়। ভক্তিই যথার্থ বস্তু। টাকাকড়ি যদি বহু পরিমাণে কেও দেয় অথচ ভক্তি না থাকে, তাহলে তা ভগবান্ গ্রহণ করেন না, কিন্তু একটি পুষ্পও ভক্তিপূর্ব্বক দিলে পরম আদরের সহিত গ্রহণ করেন। তদ্রূপই আপনার এই একটি পুষ্প আমি খুব আদরের সহিত গ্রহণ করেছি।

৩২১। **প্রশ্ন**। ছেলেকে সৎ, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী করতে চাই কিন্তু তাতে বিঘ্ন উপস্থিত হচ্ছে। কি করলে এই বিঘ্ন কাটিয়ে ছেলেকে মানুষ করতে পারি ?

উত্তর। ছেলেকে যদি সৎ, ধার্ম্মিক ও জ্ঞাণী করার অন্তরে ইচ্ছা থাকে তাত ভালই ? পিতার ত তাই কর্ত্তব্য ? কিন্তু তা করতে হলে তাকে ছেলেবেলা থেকে সৎ শিক্ষা দেওয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থা করতে হবে, অসৎ সঙ্গে না যায় তার জন্য সাবধানে রাখতে হবে, সৎসঙ্গে যাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এরূপ করার চেষ্টা তুমি সাধ্যমত করতে পার কিন্তু যদি সেরূপ করার বিঘ্ন আসে, তাহলে তুমি তার কি করতে পার? ভগবদ্বিধান যা তাইত হবে? এইজন্যই তুমি এত ইচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেকে কাছে রাখতে পার নাই। আবার ছেলেরও ত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে ভোগ আসবে? তার যদি ভাগ্যে সৎ ও ধার্ম্মিক হওয়া না থাকে, তা হলে এরূপ নানা বাধা এসে তা হতে দিবে না। কিন্তু তবুও তোমার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যাতে তাকে ঠিকভাবে তৈয়ার করতে পার। কিন্তু ছেলে এখন ৮৷৯ বৎসরের হয়েছে বলছ। এখন তাকে মার কাছে রাখতে হবে, এমন কোন মানে নেই। তাকে এখন শিক্ষা দিতে হবে, তাকে যেখানে রাখার প্রয়োজন বোধ কর রাখতে পার। এখন তাকে মার কাছে না রাখাতে, কেড়ে নেওয়ার কথা আসে না। যদি তার মা কান্নাকাটি করে, তাহলে সেটা অন্যায়। সেরূপ স্থলে তুমি অগ্রাহ্য করবে। আরও বড় হলে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, এরূপ নিশ্চয় করা ঠিক নয়। দেরী করলে তার স্বভাব বিগড়ে যাবে।

৩২২। **প্রশ্ন।** জাতি গুণগত না জন্মগত? মহাভারতে ত আছে ব্রাহ্মণের গুণ থাকলে নীচ জাতিও ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়, তাহলে জাতি কি গুণগত?

উত্তর। জাতি গুণগতও বটে, জন্মগতও বটে;—জন্মগত যে হয়, তার মধ্যেও গুণ থাকে বলেই ত সেরূপ জন্ম হয়? জন্মের পর অবশ্য কর্ম্ম জাতির উপযুক্ত না করলে পতিত হয়। ব্রাহ্মণের গুণ থাকলে নীচজাতিও ব্রাহ্মণ বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণ্য হয়, এরূপ মহাভারতের কথা যা বলছ সেটার অর্থ এই যে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ থাকায় ব্রাহ্মণের মতন সাধন-ভজনের অধিকারী হবে, কিন্তু ব্যবহারে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে না। যেমন আমাদের মধ্যে সাধু শিষ্য হলে তাদের সকলের অচ্যুত গোত্র হয়; কিন্তু অচ্যুত গোত্র হলে সকলের সহিত আহারাদি বিষয়ে একরূপ ব্যবহার হয় না। ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির পাক করা বস্তু খায় না। আর ঐরূপ ব্রাহ্মণ গুণ অনুসারে ধরলেও, কার মধ্যে সে গুণ আছে সে বিচার কে করবে? নিজে নিজে বললেই ত হবে না। এখন যেমন সকলেই মনে করে যে, তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে এবং সেজন্য পৈতা পর্য্যন্ত নিচ্ছে। এতে হচ্ছে কি নিজের ধর্ম্ম ত পালন করতে পারছেই না, অধিকন্তু অন্যের ধর্ম্মও পালন করতে পারে না। এতে "ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" অবস্থা হচ্ছে।

ভগবান্ নিজেই গীতায় বলেছেন যে, যে কোন জাতিরই হো'ক, সে যদি ভগবানের ভজন করে, তাহলে সেই সাধু। একজন চণ্ডাল হয়ে যদি ভক্তিভরে ভগবানের ভজন করে, আর একজন ব্রাহ্মণ হয়ে যদি ভক্তিহীন হয় ও ভগবানের ভজন না করে, তাহলে সেই ব্রাহ্মণ থেকে ঐ চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। সেজন্য ঐ চণ্ডালকে গলায় পৈতা দিতে হবে না। এখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম না মানাতে দেশে এই দুর্দ্দশা হয়েছে, কেও কোন নিয়ম-কানুনের ধার ধারছে না, যথেচ্ছাচারী হয়ে গেছে। স্ত্রীলোক-দের যে সব নিয়ম শাস্ত্রে ঋষিরা লিখেছেন, তা মেনে চললে কতদিক দিয়ে কল্যাণ তাত সকলেই বুঝ; কিন্তু এখন সে সব নিয়ম একেবারেই না থাকায়, কিরূপ অবস্থা হয়েছে, তাকি চোখে দেখতে পাচ্ছ না?

তুমি বর্ত্তমানে এসব গণ্ডগোলের মধ্যে যাবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ যে নিয়মে চলে এসেছেন, সেই নিয়ম মেনে চলবে। ব্রাহ্মণ হবার যারা চেষ্টা করে ও পৈতা ধারণ করে, তাদের তাতে ক্ষতিই হয়। নিজের ধর্ম্মে আস্থা তাদের মোটেই থাকে না। ভগবদ্বিধান যা, তা মেনে চলাই কল্যাণকর। সন্ন্যাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ হয়েও পৈতা যে রাখেন না, তাতে দোষ হয় না, কারণ সন্ন্যাসীদের শিখা সূত্র ত্যাগ করার বিধি আছে।

৩২৩। প্রশ্ন। মুক্তিকামী ও সেবাকামী এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? কারও মতে মুক্তি কামনা করাই পাপ—এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর। যাঁরা সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে লাভ ক'রে, নিজেও সেই আনন্দময় হয়ে, নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই আনন্দকে অনুভব করতে ইচ্ছা ক'রে উপাসনা করেন, তাঁরাই মুক্তিকামী। মুক্তি বলতে যে নিজের কোন অস্তিত্বই থাকে না বা কোন অনুভূতি থাকে না, এরূপ কেও বলেন; অতএব চিনি হতে চাই না, চিনি খেয়ে তার রসাস্বাদন করতে চাই—এই ভাবের কথা বলেন। তাঁদের ধারণায় মুক্তি হলে নিজের কোন অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং অনুভূতি থাকে না; কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। মুক্তি হলেও তিনি স্বীয় চিদ্রূপে অবস্থিত থাকেন এবং তদ্রূপে বর্ত্তমান থেকে পরমাত্মার আনন্দকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুভব করেন। শ্রুতি তাঁর সম্বন্ধে উপদেশ করেছেন,—তখন তিনি কামচার হন, তাঁর যখন যা ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তা পূর্ণ হয়। তাঁর স্থিতিই থাকে না, একথা শ্রুতি উপদেশ করেন নাই। মুক্তপুরুষের যে কিরূপ আনন্দময় অবস্থা, তা লিখে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যিনি নিজে হয়ে যান, তিনিই তা অনুভব ক'রে কৃতার্থ হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁরা বৈকুণ্ঠাদি লোকে গমন ক'রে শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতির পরমানন্দে সেবা করতে ইচ্ছা করেন, তাঁর উপাসনা করেন, তাঁরা সেবাকামী। তাঁরা মুক্তি চান না। তাঁরা বলেন 'একবারে কোনরূপ দেহধারী না থেকে, ঐরূপ মুক্তি লাভ ক'রে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের আমাদের দরকার নেই, আমরা ভগবানের ঐরূপ সেবাই চাই'। কিন্তু শ্রুতি বলেছেন যে, যাঁরা মুক্ত হয়ে যান, তাঁরা যখন যেরূপ দেহ ধারণ ক'রে যেরূপ সুখ ভোগ করতে চান, সেই দেহ তখনই তিনি প্রাপ্ত হয়ে, সেই সুখও তিনি ভোগ করতে পারেন। অতএব মুক্ত হলে যে কোন সুখের তাঁর অভাব থাকে, তা নয়।

সেবাকামীরা বৈকুণ্ঠে ভগবানের সেবা লাভ ক'রে অনন্ত বিভিন্নরূপে ভগবানের আনন্দকে অনুভব করেন, মুক্ত পুরুষগণ তা ভোগ করতে পারেন না, এরূপ মনে করলে, তাও ঠিক নয়। কারণ বৈকুণ্ঠে ঐরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করতে পারা যায় না। তাঁরা কেবল বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সেবা জনিত যে সুখ তাই ভোগ করতে পারেন, তা অবশ্য বিভিন্ন রূপে আস্বাদন করেন; কিন্তু তাঁরা সপ্ত-পাতালের, মর্ত্ত্যলোকের, ভুবর্লোকের এবং স্বর্লোকাদি সমস্ত লোকের ভোগসুখ লাভ করতে পারেন না। কিন্তু যিনি মুক্ত হন, তিনি সমস্ত লোকের ভোগ সুখই লাভ করতে পারেন। তিনি যখন যে লোকের যে ভোগ সুখের ইচ্ছা করেন, তাই লাভ করতে পারেন। এইরূপ শ্রুতি উপদেশ করেছেন।

এই সব কথার দ্বারা যেন কারও এরূপ ধারণা না হয় যে, আমি বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্ত পুরুষদের খাট করাছ; কিন্তু তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়। বৈকুণ্ঠে যে আনন্দ লাভ করা যায়, প্রকাশিত জগতে সেরূপ আনন্দ কোথাও নেই। প্রকাশিত জগতের মধ্যে তাই চরম আনন্দ। কিন্তু বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবা জনিত আনন্দ উপভোগ করলেও, সেটি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের অবস্থা নয়। সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীভগবান্‌ই কৃপা ক'রে তাঁদিকেও চির আনন্দময় মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত করান। এই ভাবে যে মুক্তি লাভ হয়, তা ক্রমমুক্তি। কিন্তু যাঁরা এই দেহেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁরা ঐ বৈকুণ্ঠলোক গমন করার সঙ্গে সঙ্গেই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ প্রাপ্ত হন। বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়ে সেবা লাভ যাঁরা করেছেন এবং যাঁরা মুক্তিলাভ করেছেন, এই উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ।

কারও কারও মতে যে মুক্তি কামনা করাই পাপ, তার উদ্দেশ্য হল—নিজের উপাসনায় দৃঢ় নিষ্ঠা উৎপাদন করা। এরূপ নিষ্ঠা উৎপাদন করার প্রয়োজনও আছে। কারণ মুক্তিলাভ ত এত সহজ নয় যে সকলেই ইচ্ছা করলেই মুক্তিলাভ করতে পারবে? বরং ঐ মুক্তিকে লক্ষ্য ক'রে উপাসনা করতে যে অধিকারী না হয়ে উপাসনা করতে চায়, সে তা'ত লাভ করতে পারবেই না, বরং তাতে তার কোনটাই লাভ করা হয় না। এজন্য সাধারণ দেহধারী জীবের পক্ষে এই সেবাকামী হয়ে, তাঁর সেবার পথে চলা সহজ পথ। যাতে এই সহজ পথকে ছেড়ে মুক্তির কামনা ক'রে উভয়তো ভ্রষ্ট না হয়, এজন্যই মুক্তি কামনা করাই পাপ ব'লে ঐ সেবার পথ দৃঢ় করেন। হয়ত এই মূল তত্ত্ব সকলে জানেন না, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য এই। এইভাবে একনিষ্ঠ হয়ে সেবা করতে থাকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তকে মোক্ষ দান করেন। এখন আপনি বুঝলেন ত কেও কেও মুক্তি কামনা করাকে পাপ কেন বলেন?

৩২৪। প্রশ্ন। বাবা ও মা ছু'জনে ছু' রকম কাজ করতে বললে, এর মধ্যে কোন্‌টা আমি করব?

উত্তর। যখন বাবা ও মা ছু'জনে ছু' রকম কাজ করতে বলবেন, তখন বাবা ও মাকে বলবে, "আপনারা ছু'জনে ছু' রকম কাজ করতে বলছেন, এর মধ্যে কোন্‌টি আমি করব? আপনারা উভয়ে এক মত হয়ে আমাকে বলুন। আপনারা ছুজনে একমত হয়ে না বললে, আমি কোন্‌টা করব তা ঠিক করতে পারছি না। একজনের মতে কাজ করলে, অপরের মতে কাজ না করায়, আমার অপরাধ হবে ত? এজন্য আপনারা আমাকে সমস্যার মধ্যে না ফেলে, উভয়ে একমত হয়ে যেটা করতে বলেন বলুন"— বিনীত ভাবে তাঁদের কাছে এরূপ প্রার্থনা জানালে, তাঁরা একমত হয়েই সেই ছুই কাজের যে কোন একটা করতে বলবেন। তখন তোমার আর সেই কাজ করতে কোন দ্বিধা আসবে না।

৩২৫। প্রশ্ন। বর্ত্তমান ধর্ম্মগ্লানির সময় চিত্তবৃত্তি অল্প পরিমাণে ভগবদভিমুখী করলেই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভগবৎ কৃপা বিশেষ রূপে লাভ করা কিরূপে সম্ভব?

উত্তর। এই সময় ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছে সত্য। যদি আপনারা আপনাদের মনোবৃত্তি অল্প পরিমাণেও ভগবদভিমুখী করেন, তাহলে আপনাদের প্রতি ভগবৎ কৃপা প্রবাহিত হয়ে আপনাদের পরম কল্যাণ বিধান করবেন।

যেমন অমাবস্যার রাত্রিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার হয়ে থাকে, কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু অনন্ত নক্ষত্র আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং অনেক উঁচুতে একটি জোনাকী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পোকা পর্য্যন্ত চিক্‌মিক্ করছে দেখা যায়। কিন্তু পূর্ণিমার রাত্রিতে সর্ব্বত্র একই ভাবে আলোকিত হওয়ায় সেরকম দৃষ্টিগোচর হয় না। সেইরকমই অমাবস্যার রাত্রির মত এই ঘোর কলিকালের এই ধর্ম্মগ্লানিকর সময়ে চারিদিকে অধর্ম্মে পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এই অবস্থায় যদি কেও একটুও ধর্ম্মের দিকে মন দেয়, চিত্তকে একটুও ভগবদভিমুখী করে, তাহলে সেই বৃত্তিটুকু নক্ষত্র বা জোনাকী পোকার মত চিক্‌মিক্ করে, তা দেখে মুনি ঋষিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং তাঁরা অলক্ষিতে এসে সাহায্য করবেন এবং শ্রীভগবান্‌ও স্বয়ং প্রসন্ন হয়ে সাহায্য করবেন। এইজন্য আপনাদের বলছি আপনারা অন্ততঃ দিনের মধ্যে একটু সময়ও ভগবান্‌কে যেন স্মরণ করেন—তাঁর নাম নেন এবং মহাপুরুষদের জীবনী ও ধর্ম্ম গ্রন্থ কিছু সময় আলোচনা করেন। তাহলে আপনাদের পরম কল্যাণ হবে।

৩২৬। প্রশ্ন। ধর্ম্ম কি? ভগবান্‌ই বা কে?

উত্তর। "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি স ধর্ম্মঃ"—যাতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধি হয়, তাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্ম বিহিত বলে উপদেশ আছে, তাই করলে এবং যে সব কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলে উপদেশ আছে, সে সব না করলে, তাতে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা হয়। এইজন্য শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মই ধর্ম্ম। বিহিত কর্ম্মও দুইপ্রকার—এক প্রকার কর্ম্মের দ্বারা সাংসারিক উন্নতি হয়, আর এক প্রকার কর্ম্মের দ্বারা সাংসারিক বন্ধন কেটে গিয়ে মুক্তি লাভ হয়। যেমন বেদে উপদেশ আছে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে পুত্র লাভ হয়, কোন কোন যজ্ঞ করলে ধন বৃদ্ধি হয়, যশঃ বৃদ্ধি হয় এবং শ্রবণমননিদিধ্যানমাদি করলে পরমাত্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎকার লাভ হয় ও মোক্ষ লাভ হয়। সেই বেদবিহিত কর্ম্ম না ক'রে, নিজের খাম খেয়ালি মত কাজ করলে তাকে অধর্ম্ম বলা হয়। এজন্য গীতায় ভগবান্ বলেছেন ঃ—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।" ১৬৷২৪

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিধান করেন, অতএব যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্, তিনিই ভগবান্। তিনি সকলের হৃদয়ে থেকে কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিচ্ছেন। এই যে আপনি কথা বলছেন, চোখে দেখছেন, কানে শুনছেন, পায় হাঁটছেন, তাঁরই শক্তিতেই ত? তিনি এই দেহের মধ্যে বসে আছেন বলেই ত এই জড় শরীরের দ্বারা সব কাজ হচ্ছে? তিনি যদি এখনই এই শরীর হতে বেরিয়ে যান, তাহলে এই শরীরটা পচে মাটিতে মিলে যাবে বা আগুনে পুড়িয়ে দিলে ভস্ম হয়ে যাবে। তিনি এরূপ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে থেকে কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিচ্ছেন। তাঁকে দেখতে অভ্যাস করলে যখন নিজের মধ্যে ও অন্য সকলের মধ্যে তাঁকে দেখতে পারবেন, তখন সংসার বন্ধন সব ছুটে যাবে, মুক্তি লাভ করবেন। একেই নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি বলে।

৩২৭। প্রশ্ন। আপনি শিশুর মত হয়ে কাজ করতে বলছেন, কিন্তু তাত পারি না—আমার কি করণীয়?

উত্তর। শিশুর চেষ্টার দ্বারা দাঁড়াবার মতই সব কাজে চেষ্টা ক'রে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে হয়। শিশু হতে পারনা যে বলছ, তা ঠিক নয়। তাঁর নিকট ত আমরা সকলে শিশুই? শিশুর মত সম্পূর্ণ নির্ভরতা অবশ্য নেই একথা বলতে পার। কিন্তু এই নির্ভরতারও ত অভ্যাস করতে হবে? অভ্যাস করলে তা হওয়া অসম্ভব নয়।

সব কাজেরই এই নিয়ম। প্রথমে খুব ক্লেশ হলেও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি দৃঢ়তার সঙ্গে লেগে থাকা যায়, তাহলে তাই পরে সহজ হয়ে যায়। সেই রকম ভগবানের উপর নির্ভরের অভ্যাস করতে করতে তাতেও কৃতকার্য্য হওয়া যেতে পারে। কিন্তু লেগে থাকা চাই, ছাড়তে নেই।

তিনি দায়ী, এই বলেও যদি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তাহলেও নির্ভরতা এসেই গেল।

৩২৮। প্রশ্ন। আমি পড়াশুনা করতে চেষ্টা করি, কিন্তু কিছু মনে রাখতে পারি না—আমার কি করণীয়?

উত্তর। পড়লে যদি মনে না থাকে, তাহলে এক কাজ করবে—আজ যা পড়বে কাল নূতন পাঠ পড়ার আগে আজকার পড়া স্মরণ ক'রে নিয়ে তারপর নূতন পাঠ পড়বে, আবার তারপর দিন যখন নূতন পাঠ পড়বে, তার আগে পূর্ব্ব দু'দিনের পাঠ স্মরণ ক'রে নিবে। এইভাবে নূতন পাঠ পড়ার দিন তার পূর্ব্বের সব দিনের পাঠ স্মরণ ক'রে নূতন পাঠ পড়বে। তাহলে একবার বই পড়লে তাতেই সেই বই আয়ত্ত হয়ে যাবে। যদি পরীক্ষার সময় কিছু কিছু ভুলেও যাও, তাহলে এখন একবার সেই বই দেখে নিলেই সব আয়ত্তে এসে যাবে এবং পরীক্ষায় ফল ভাল হবে। কিন্তু মন দিয়ে এরূপ করা চাই, শৈথিল্য করলে চলবে না। প্রত্যেক বই এইভাবে পড়বে।

আমার গুরুদেব এই ভাবেই পড়তেন, তাতে তাঁর পরীক্ষায় খুব ভাল ফল হত। আমাকেও তিনি এই ভাবে পড়ার কথা উপদেশ করায়, আমিও এই প্রণালীতে পড়তাম। তাতে আমিও প্রত্যেকটি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হয়েছিলাম। ন্যায়শাস্ত্র সব বিদ্যা থেকে কঠিন কিন্তু তার প্রত্যেক পরীক্ষায় আমি এই ভাবে পড়ার জন্য সর্ব্বপ্রথম হয়েছি। তুমিও এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে পড়বে, তাহলে ভাল ছেলে হবে ও তোমার পরীক্ষার ফল ভাল হবে।

আমি পরীক্ষা দেওয়ার সময় গুরুদেব ও ঠাকুরজীর প্রথমে ধ্যান্ ক'রে নিয়ে, শ্রীগুরুদেবই আমার হাতে ক'রে লিখছেন, এই রকম ধ্যান ক'রে লিখতাম, তাতে কোন প্রশ্নের উত্তর লেখা বাদ পড়ত না। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মনে এসে যেত এবং হাতে ধারাবাহিকভাবে লিখে যেতাম। আর ত্নবেলা অল্প সময় হলেও একলা একান্তে বা কোন একদিকে বসে ভগবান্‌কে স্মরণ করবে। ভগবানের কোন একটি নামও জপ করলে ভাল। পড়তে আরম্ভ করার পূর্ব্বে, ভগবান্‌কে প্রণাম ক'রে, তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রে পড়বে। আর মা বাবা প্রভৃতি পূজনীয়দের ভক্তি করবে, বিশেষতঃ মাবাবাকে। যে ছেলে মাতৃপিতৃভক্ত হয়, তার জীবন সুখময় হয়, জীবনে খুব উন্নতি করতে পারে। মাবাবার আদেশমত চলবে, তাঁদের সেবা করবে। এজন্য শ্রুতি বলেছেন 'মাতৃদেবো ভব", "পিতৃদেবো ভব" ইত্যাদি।

তুমি চেষ্টা করবে, মানুষ চেষ্টার বেশী কি কিছু করতে পারে। কিন্তু চেষ্টা ঠিক ঠিক মন দিয়ে করা চাই।

৩২৯। **প্রশ্ন।** বীর্য্যধারণ না হয়ে থাকলে প্রাণায়াম করতে গেলে কি কোন বিপরীত ফল হয়?

উত্তর। সম্পূর্ণ বীর্য্যধারণ না হয়ে থাকলে, প্রাণায়াম করতে গেলে, অধিকাংশ স্থলে কোন কঠিন রোগ হয়ে যায়। বীর্য্যধারণ থাকলে গৃহস্থও প্রাণায়াম করতে পারেন।

৩৩০। **প্রশ্ন।** সম্পূর্ণ বীর্য্যধারণ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর। গৃহস্থদের পক্ষে শাস্ত্রবিধি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট তিথিতে স্ত্রীসহবাস করলে তা ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে গণ্য। কিন্তু তদ্ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিথিতে সহবাস করলে তাতে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়। সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে প্রাণায়াম করলে রোগের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

৩৩১। প্রশ্ন। স্ত্রীসহবাস যদি ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে গণ্য হয়, তাহলে আমিও প্রাণায়াম সম্বন্ধে আপনার উপদেশ পেতে প্রার্থনা করছি। গৃহস্থের যেরূপ প্রাণায়াম করা আপনি উপযুক্ত মনে করেন; আমি সেইরূপই প্রার্থনা করছি।

উত্তর। দীক্ষা না নিলে এমনি প্রাণায়াম কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু আমাদের দীক্ষাতে প্রাণায়ামের দ্বারা যে ষট্‌চক্র ভেদ হয়, সেই ষট্‌চক্র দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। তারপর গুরুর উপদেশ মত কাজ করলেই, ঐ ষট্‌চক্রের রাস্তা খুলতে থাকে—এজন্য প্রাণায়াম দেওয়া হয় না। সুতরাং প্রাণায়াম প্রণালী যদি শিক্ষা করতে হয়, তবে যিনি প্রাণায়াম শিক্ষা দেন এমন যে গুরুর প্রতি আপনার ভক্তি হয়, তাঁর নিকট দীক্ষা নিয়ে প্রাণায়াম শিখতে পারেন। অথবা অন্য কোন মহাপুরুষ প্রাণায়াম শিক্ষা দেন জানলে ও আপনার ভক্তি শ্রদ্ধা হলে তাঁর কাছেও শিক্ষা করতে পারেন।

৩৩২। প্রশ্ন। আপনার গুরুদেব শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী লিখিত ভগবান্ রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবনী পড়েছিলাম। তাঁর জীবনীতে তিনি লিখেছেন, প্রাণায়াম করলে মানসিক এবং শারীরিক অপূর্ব্ব শক্তি লাভ করা যায়। আপনার নিকট যখন এসেছি, অন্য কোন মহাপুরুষের কাছে যাওয়ার কথা উঠতেই পারে না; কারণ আপনার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আছে বলেই এসেছি। তবে আপনি যদি মনে করেন দীক্ষা দিলেই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য সফল হবে, তবে তাতে আমি সন্তুষ্ট; কিন্তু সেই পুস্তকে লিখেছেন যে বিবাহিতের জীবনেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণায়াম করা যায়। সেইজন্য আপনার উপদেশ প্রার্থনা করেছিলাম।*

উত্তর। আপনি আমার গুরুদেবের পত্রাবলী আগে পড়ুন, তাতে এই 'বিষয়ে আমার গুরুদেবের যা মত তা জানতে পারবেন। আমি যা উপরে লিখলাম,† তাও তাতে পাবেন। প্রাণায়ামে যেসব সিদ্ধি বা শক্তি লাভ হয়, তার দিকে সাধকের দৃষ্টি পড়লে, তার ভগবদ্দর্শনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সব সিদ্ধি বা শক্তি লাভ করলে অধিকাংশ সাধকই তাতে আবদ্ধ হয়ে যান। এজন্য সদ্‌গুরু, যাতে এই সব বাহ্য সিদ্ধির দিকে দৃষ্টি না পড়ে, এমনভাবে শিষ্যকে চালিত করেন। তাতে সহজে উর্দ্ধে উঠে যেতে পারে।

৩৩৩। প্রশ্ন। সাধ্যমত চেষ্টা করেও গীতাপাঠে উচ্চারণ ঠিক ক'রে করতে পারি না, তাতে অপরাধ হয় বলে মনে হয়—কি করণীয়?

উত্তর। উচ্চারণ ভুল হলেও ক্ষতি হবে না। বেশ ভক্তির সঙ্গে পাঠ করলে তাতেই ভগবান্ প্রসন্ন হন, অতএব এজন্য অপরাধ হয় ব'লে মনে করার কোন কারণ নেই। তোমাকে একটা ঘটনা বলি শুন।—

২৭।২৮ বছর পূর্ব্বে বৃন্দাবনের অর্দ্ধকুম্ভে যমুনার চড়ায় একটি সাধু একটি ঝুপড়ীতে বসে গীতা পাঠ করছিলেন, আমি সেই সময় ঐ ঝুপড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে যমুনায় স্নান করতে যাচ্ছিলাম। তাঁর ভাব গদগদ কণ্ঠে গীতা পাঠ শুনে আমি অগ্রসর হতে পারলাম না, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ শুনলাম। তাঁর উচ্চারণ ভাল হচ্ছিল না

* ৩৩১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য
† ৩৩১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ভুল পাঠ করছিলেন ; কিন্তু পাঠের সময় দরদর ধারে অশ্রু ঝরে পড়ছে দেখে, আমি আশ্চর্য্য হলাম। তাঁর গীতা পাঠ শেষ হলে, আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,— "আপনি ত গীতা বেশ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ ক'রে পড়তে পারেন না, সুতরাং অর্থও বুঝেন না মনে হয়, তবুও আপনার চোখ দিয়ে এত জল পড়ছিল কেন ?" তাতে তিনি বললেন,— "আমি যখন গীতা পাঠ করি, তখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপদেশ করছেন, এইরূপ দর্শন পাই। তাতেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই ও চোখে দরদর ধারে জল পড়তে থাকে।" তিনি এমন সরলভাবে কথাগুলি বললেন তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

অতএব ভাবই হল প্রধান, যদি উচ্চারণ ঠিক না হয়, বা অর্থ বুঝতে না পার, তাতে কোন ক্ষতি নেই। বেশ ভাবের সঙ্গে ভগবানের ধ্যান করতে করতে পাঠ করবে, তাহলেই ভগবান্ প্রসন্ন হবেন—পাঠ করা সার্থক হবে। আর যদি সম্ভব হয়, তাহলে ঠিকভাবে উচ্চারণ যাতে হয়, সেরূপ শিক্ষা করবে, অর্থও বুঝতে চেষ্টা করবে। শুদ্ধ উচ্চারণ ক'রে অর্থ বুঝে যদি ঐরূপ ভক্তি ও ভাবের সহিত গীতা পাঠ করতে পার, তাহলে ত খুবই ভাল। কিন্তু তা না পারলে গীতা পাঠ যে করবে না, তা নয়, তাহলেও ঐভাবে ভক্তি ও ভাবের সহিত পাঠ করবে।

৩৩৪। **প্রশ্ন।** সংসারে থেকে কামনা বাসনা না রেখে নিষ্কাম হয়ে কাজ করা যায় কি ?

উত্তর। কামনা বাসনা না রেখে নিষ্কাম হয়ে কাজ করা যায়। যেমন গুরুদেব যে কাজের জন্য তোমাকে আদেশ করেছেন, তাই যদি তুমি কর, নিজের ইচ্ছামত না কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহলে তা ত কামনা বাসনা রহিত হয়ে করা হয়। এরূপ প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। সেই শাস্ত্রের আদেশ মত যদি তোমরা কাজ কর, নিজের ইচ্ছামত যা তা কাজ না কর, তাহলে তাতেও কামনা বাসনা রহিত হয়ে করা হয়।

কামনা বাসনা ত্যাগ ক'রে নিষ্কাম হয়ে কাজ করা ত সহজ নয় যে সংসারের সকলেই করতে পারবে? তাহলে সংসারই যে থাকে না। কারণ কামনা বাসনা দ্বারাই ত সংসার আছে? যারা করতে পারে, তারা যোগীই ত? কিন্তু যারা তত্তদূর করতে না পারে, তারা ঐরূপ করার জন্য অভ্যাস করবে।

তোমরা ত সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করেছ? তোমাদের পক্ষে ঐরূপ অভ্যাস করা ত উচিত। অপরাধ ক'রে যদি গুরুর নিকট সরল ভাবে বলে ক্ষমা চাও, এবং গুরু ক্ষমা করেন, তাহলে তার জন্য তার আর কোন চিন্তা বা ভয় থাকে না। সেটা তিনি কাটিয়ে দেন।

পাপ কর্ম্ম করলে তার ফল ভোগ করতেই হয়। কিন্তু গুরু কৃপা করলে সে ভোগ অনেক হাল্কা করে দিতে পারেন।

৩৩৫। প্রশ্ন। গীতা মনে মনে পাঠ করা যায় কি?

উত্তর। গীতা মনে মনে পাঠ করলে যাদের মন স্থির থাকে চঞ্চল হয় না, তারা মনে মনে পাঠ করলেই ভাল। কিন্তু সেরূপ মন স্থির ক'রে যারা পাঠ করতে না পারে, তাদের পক্ষে মুখে উচ্চারণ ক'রে পাঠ করাই ভাল, তাতে ক্রমশঃ মন স্থির হয়ে আসে।

৩৩৬। প্রশ্ন। আপনার বৃন্দাবনে শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম ত্যাগের কারণ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। গুরুভাইভগ্নী ও শিষ্যদের মধ্যে অনেকে মনে করছেন আমাকে অন্যায়ভাবে আশ্রম থেকে কমিটি ও কয়েকজন সাধু গুরুভাই তাড়িয়ে দিয়েছেন। এরূপ ধারণা ক'রে তাঁরা অন্তরে ক্লেশ ভোগ করছেন। কিন্তু বাস্তবিক তা ঠিক নয়। শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানই এরূপ ব্যবস্থা করেছেন। ঘটনা ও তার পরিস্থিতি দেখে আমার ডাক পড়েছে বুঝতে পেরেই আমি সব ত্যাগ ক'রে চলে এসেছি। আমি ইচ্ছা ক'রে ছেড়ে না আসলে, আমাকে সরাবার কারও ক্ষমতা ছিল না। বাস্তবিক যখন ভগবানের টান হয়, তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, এমন কি ত্রিভুবনের রাজত্ব পর্যন্ত তাকে আটকিয়ে রাখতে পারে না, কারণ তার নিকট এসব অতি তুচ্ছ বস্তু। কোন ঘটনাকে নিমিত্ত করেই তিনি এরূপ কাজ করেন। সে ঘটনা যেরূপ ঘটুক, তা তাঁরই অভিপ্রেত মনে ক'রে মন থেকে ক্লেশকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। এর ভবিষ্যৎ যে পরম মঙ্গলময়; তা না জানাতেই এরূপ মনে দুঃখ ক্লেশ হয়। কিন্তু আমি তাঁদিগকে নিশ্চিত রূপে বলছি যে, আমার এবং তাঁদের সকলেরই এবং জগতেরও কল্যাণের জন্যই এই ব্যবস্থা তিনি করেছেন। এই জেনে তাঁরা যেন অন্তরের দুঃখ বেদনা দূর ক'রে দিয়ে পরম শান্তিতে ও আনন্দে কাল কাটান। তাঁদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই থাকবে—একথাগুলি তাঁদিগকে জানিয়ে দিতে পার।

আশ্রমত্যাগের বিষয়ে আমার ভাব সম্বন্ধেও একটি গান নীচে লিখছি :—

যে বলেছে দাস হব, তার কি গুমর আছে ?
তার লোকলজ্জা মান অভিমান ঐ চরণে বিকায়ে গেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে, থাকে তোমা পানে চেয়ে
আমার বলিতে তার এ সংসারে কিবা আছে ?
তোমারি ইচ্ছা পালনে, থাকে সে আনন্দ মনে।
হোক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ এই সদা বলিতেছে॥
দাস দাসী কে কোথায়, চলে আপন ইচ্ছায়।
প্রভুর ইচ্ছার সাথে, তার ইচ্ছা মিলিয়াছে॥
অনুগত দাস ক'রে রাখ মোরে তব দ্বারে।
(আমি) তোমার শাসনে থাকি, এই ইচ্ছা জাগিয়াছে॥

সকলের এই ভাব আসে না ঠিকই; তবে তা লাভের জন্য এই সাধনাও ত করা চাই। যদি কঠোর কঠোর অবস্থার মধ্যে না ফেলেন এবং সেই অবস্থার মধ্যে পড়ে এই ভাবটি স্থায়ী করার অভ্যাস না করা যায়, তা হলে ত এই অবস্থা লাভ করা যায় না। এজন্য এরূপ অবস্থাগুলি সাধকের আসা একান্ত কল্যাণকর এবং তবেই তিনি এরূপ সাধনদ্বারা সেই অবস্থায় স্থিতি লাভ করতে পারেন। আমি ত এই সব অবস্থাগুলিকে আমার প্রতি শ্রীগুরুর অসীম কৃপা বলেই অনুভব করি। আমাকে তিনি যত সব ভার—দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সেই সব দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করলেন, —এ কি কম কৃপা! তাঁর যে কত কৃপা, তা আর কি বলব। এইসব অবস্থার মধ্যেও আমাকে একটুও স্পর্শ করতে পারে নি—পরম শান্তিতে তিনি রেখেছেন। কিভাবে যে তিনি ক্রমশঃ আমাকে এরূপ তৈয়ার করেছেন, তা ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। তাঁর কৃপা কার প্রতি কিভাবে হচ্ছে, তা বলা কঠিন। কিন্তু এ নিশ্চিত যে, প্রত্যেককেই তিনি কৃপা করছেন এবং তৈয়ার করছেন। কেও বুঝতে পারছেন, কেও বুঝতে পারেন না—এইমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্থক্য। বুঝতে না পারলেও, গন্তব্য পথে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

৩৩৭। প্রশ্ন। সংক্ষেপে ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে বুঝিয়ে দেন এবং তাঁকে লাভের উপায়ও সংক্ষেপে উপদেশ করলে ভাল হয়।

উত্তর—আমাদের আত্মা সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ভগবদংশ। শ্রুতি বলেছেন,—"পরমাত্মাই এই জগদ্রূপে প্রকাশিত হয়েছেন এবং তার প্রত্যেক অংশে তিনি জীবরূপে প্রবিষ্ট হয়েছেন। অতএব জগতে তিনি ভিন্ন কিছু নাই।" কিন্তু এই জীবরূপে এই দেহে প্রবিষ্ট হওয়ায়, বিষয় ভোগে এমন আকৃষ্ট হয়েছেন যে, তাঁর মূল সচ্চিদানন্দস্বরূপ তিনি ভুলে গিয়ে, এই দেহকেই তার শরীর বলে মনে করছেন। সাংসারিক অনিত্য বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়ায়—মোহগ্রস্ত হওয়ায়—তাকে তার অভাবে দুঃখ শোক ভোগ করতে হয়; কারণ যা অনিত্য তার অভাব ত একদিন না একদিন হয়ই। আর অভাব হলেই তজ্জন্য দুঃখ ভোগও অবশ্যম্ভাবী। যদি যথার্থ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি ক'রে নিজের ঐ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে স্থিতি লাভ করতে হয়, তাহলে যিনি আত্মদর্শন লাভ করেছেন, এমন পুরুষের আশ্রয় নিয়ে তাঁর উপদেশ মত চলতে হবে, তাহলেই সহজে আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হবে। তাই শ্রুতি বলেছেন—"মোহ নিদ্রা পরিত্যাগ কর, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শী আচার্য্যকে লাভ ক'রে তাঁর কৃপায় জ্ঞান লাভ কর। এই পথ অতি দুর্গম। ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের উপর দিয়ে চলা যেমন অসম্ভব, তেমনি নিজে নিজে এই দুর্গম রাস্তায় চলা অসম্ভব।" কিন্তু ক্ষুরের ধারের উপর কেও যদি লোহার পাত সংযোজিত ক'রে দেয়, তাহলে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরু দিয়ে সহজে চলে যাওয়া যায়; তদ্রূপ এই দুর্গম রাস্তাকেও যদি আচার্য্য সহজ ক'রে দেন, তাহলে অনায়াসে চলে যেতে পারবে। অতএব যে আচার্য্য ঐ রাস্তাকে সহজ ক'রে দিতে পারেন, তাঁর সাহায্য গ্রহণ কর।

শ্রুতির এই উপদেশের সার এই যে,—
শ্রীগুরুরূপ আচার্য্যে আত্মসমর্পণ কর,—তাঁর কৃপায় রাস্তা সহজ হয়ে যাবে এবং অনায়াসে শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হবে। আচার্য্য গুরুর কৃপা ভিন্ন কেও তাঁকে লাভ করতে পারে না।

গীতায় ভগবান্ বলেছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৪।৩৫

অতএব তত্ত্বদর্শী আচার্য্য গুরুর কৃপাই একমাত্র তাঁকে লাভের উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৪	স্থুল	স্থূল
২	১	স্থুল	স্থূল
	৯	স্থুল	স্থূল
	১০	দেহেরও	দেহের দ্বারা ও
		সত্ব	সত্ত্ব
৫	৬	সত্ব	সত্ত্ব
		তমোগুণায়ক	তমোগুণাত্মক
৬	২১	রূপকে	রূপের
৭	২৪	একমেবা দ্বিতীয়ম্	একমেবাদ্বিতীয়ম্
৮	২৫	ইক্ষণেই	ঈক্ষণেই
৯	৯	নেতীতি	নেতি চ
১০	১	ভগবানকে	ভগবান্‌কে
	৪	ভগবানই	ভগবান্‌ই
১২	৮	স্থুল	স্থূল
	১০	পঞ্চ মহাভূত	পঞ্চমহাভূত
		বিশিষ্ট	পর্য্যন্ত
১৭	২	পৃথক	পৃথক্
১৮	৪	দুর্য্যয়	দুর্য্যোগ
	১১	ব্রজে	মর্ত্ত্যে
২০	১০	শৃন্য	শূন্য
	২২	ভূতেশ্বরী	ভূতেশ্বর মহাদেবের
২৩	২৫	জয় রাধে রাধে	জয় রাধে
২৬	৫	প্রশ্নে	প্রশ্নের
	১০।১৩	ভগবান	ভগবান্
	১৭	জীবসত্ত্বা	জীবসত্তা
	২২	আনন্দকেই	আনন্দকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২	২৬	হবেন	হতেন
৩৩	২৪	পরমাণু	পরমাণুর
৩৪	২৪	জগন্নিয়ন্ত্রার	জগন্নিয়ন্তার
৩৬	১৯	উপদেষ্টা	উপদ্রষ্টা
	২১	উপদেষ্টা	উপদ্রষ্টা
৩৯	১	স্তদ্বিশেষ বিষয়োঽপি	স্তদ্বিশেষবিষয়োঽপি
	২	অনুমাত্র	অণুমাত্র
	১৫	মনো বাক্ কায়বৃত্তিভিঃ	মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ
৪১	১৮	পর্যন্ত	পর্য্যাপ্ত
৪২	১৩	সর্ব্বজ্ঞত্ব	সর্ব্বজ্ঞ
৫৫	৫	সেহ	সেই
৫৮	৩	পরম্পরাগত	পরম্পরাগত
৬৭	৮	বিদ্যায়া	বিদ্যয়া
৮৮	১১	নিশ্চিত	নিশ্চিন্ত
১২২	৮	ষায়	যায়
	১৫	কিছু	কিছু
১৪৩	১৯	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
	২২	সম্পুর্ণ	সম্পূর্ণ
১৬৬	১০	তে৷	তে
১৬৭	১৪	ভগবদ্বদ্ধি	ভগবদ্বুদ্ধি
১৭৪	১৫	সংসারাদের	সংসারীদের
১৯৬	৬	যন্ত্রাণাময়	যন্ত্রণাময়
২১৫	২	তারতাম্যর	তারতম্যের
২২০	৭	মহঃ	মোহঃ
		ক	কঃ
২২৪	৩	চতুভুজ	চতুর্ভুজ
২২৫	২০	প্রাশ্চিত্তের	প্রায়শ্চিত্তের
২৩৫	১৭	মহাপ্রলর	মহাপ্রলয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩৬	৫	গানর্টি	গানটি
২৩৮	১৮	মুল্য	মূল্য
২৪৪	৭	সর্ব্ব ধর্ম্মান্	সর্ব্বধর্ম্মান্
২৪৯	৮	দৈবাধিন	দৈবাধীন
২৫১	৩	সুখা	সুখী
২৫৫	৭	গ্রন্থসমূহের	গ্রহসমূহের
২৫৮	১৫	যশঃ	যশঃ,
২৭৪	ফুটনোট্	ঊপদেশাবলী	উপদেশাবলী
২৭৬	১১	হয়।")	হয়।" তার উত্তর)
২৭৮	২৫	দেখেছিলে	দেখেছিলেন
২৮০	১৪	অধিকারী।"	অধিকারী।
	২৬	মহাপাপকারা	মহাপাপকারী
২৮২	১৭	শাক্ত	শক্তি
২৮৩	৫	তাৎপর্য	তাৎপর্য্য
২৮৫	৬	স্থুল	স্থূল
	৯	ভূবঃ	ভুবঃ
২৯৭	১৬	আধ	আধি
৩০৭	২	কডি	কড়ি
৩২২	২৫	জ্ঞাণী	জ্ঞানী
৩২৫	২৪	করূপ	কিরূপ
৩২৬	২৬	করাছ	করছি
৩২৭	১৫	উৎপাদন	উৎপাদন
বিষয়সূচী (পৃঃ ২)	৮	জগৎ মিথ্যা	জগৎ সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ... Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi